তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অষ্টম কল্পের প্রথম ভাগের সূচী পত্র

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল নিম্ন লিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল পাঠাইলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন. ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

মনুসংহিতা	৫
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১
নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব	১॥০
অপূর্ব্ব কারাবাস	১
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	॥০
গীত জয় জগদীশ কাব্য	।০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
গীতমালা	।০
গীতাঙ্কুর	৴০
A Discourse against Hero-making in religion	As 12
An account of the late Govindram Mitter	8

২৫ টাকা কমিসন বাদে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে)	২
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য সহিত ঐ ভাল বাঁধা	২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	॥০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	॥০
দশোপদেশ	॥৵০
ভবানীপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ	।০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸০
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১৷৵০
তত্ত্বপ্রকাশ	৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
চরিতমালা	॥০
হিতোপাখ্যান মালা	।৵০
গৃহকর্ম্ম	।০

	Rs.	As.
Defence of Brahmaism and the Brahma Samaj		4
Brahmic Questions of the Day		6
Brahmic Advice, Caution and Help		3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles		2
A Reply to the Query: "What is Brahmoism"		4
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible		5
Lectures on Pathology of Fever	1	4

অর্দ্ধ মূল্যে।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড	৵০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত	॥০
মাঘোৎসব	১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ	১॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ	১
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ	১
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র	২
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৴০

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রহ্ম-স্তোত্র	৵১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৶০
প্রবচন সংগ্রহ	৵১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	৵০
ব্রহ্ম সঙ্গীত	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত চতুর্থ ভাগ	৶০
সুরাব সঙ্গীত	।৹
সংগীত মুক্তাবলী	।৹
কুমার শিক্ষা	।০
প্রশ্নমঞ্জরী	॥০
প্রভাত-কুসুম	।৵০
উদ্বোধনাঞ্জলি	৵০
স্তোত্রমালা	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	৵০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান	৸০
ব্রহ্মসাধন	৶০
ব্রহ্মজ্ঞান	৵০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম-ভাব	৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	৵০
ধর্ম্ম সংগ্রহ	৶০
ব্রাহ্মব্যবহার	৵০
দুর্গোৎসব	৵০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৵০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	৴১০
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা	৵০
দীপ্ত-শিরার অতিরেক	৴১০
Hindoo Theism ... ... As	1
Theist's Prayer Book	1
Signs of the Times	1
Vedantic Doctrines Vindicated	2
Doctrine of Christian Resurrection	2
Physiology of Idolatry	2
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion ...	8

সিক্কি মুল্যে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও তাৎপর্য্য সহিত)	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	।০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	॥০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে	৶০

১৭৬৯ শক অবধি ১৭৮৮ শক পর্য্যন্তের যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও উক্ত দিবসে অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে, শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

মহাকাব্যের অন্তর্গত, যাহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা শুদ্ধ উৎসাহ দেওয়া নহে, এমন কি শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে, সেই পারিয়া জাতির সংখ্যা উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণে অধিক দৃষ্ট হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দাক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশে তত্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি-সংখ্যার তুলনায় এই জাতির সংখ্যা প্রায় তিন অংশের দুই অংশ।

এই রূপে বিজয়ী আগন্তুকগণ কর্তৃক অনাদৃত ও সমাজ হইতে … হইয়া এই … [illegible] … মাত্র … পশ্চিম সীমার পার্শ্ববর্ত্তী … ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। … [illegible] … একটী … [illegible] … অবস্থিত হয়েন, তাঁহারা অনেক বার ভারতবর্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা যে কত দূর এই দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা বলা সুকঠিন। সাসিয়ান রাজ বংশও এক সময়ে এই উপদ্বীপের এক অংশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশেষে নব মুসলমান ধর্ম্ম সমুদায় পারস্য দেশকে অধিকার করিল, দেশ জয়ই যে ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম্মই এই প্রবল আক্রমণ-স্রোতে আর একটী নূতন বল প্রয়োগ করিল। মামুদ গিজনি, যিনি প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে পারস্য ও অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী দেশের রাজা ছিলেন, তিনি অবশেষে (পারস্য ইতিহাসবেত্তা ফেরেস্তার বচনানুসারে) "ভারতবর্ষ পানে মুখ … হইলেন" তিনি দ্বাদশ বার এই দেশে … উত্তর ভাগ উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এই উপরোক্ত … ফেরেস্তার যদ্যপি অত্যুক্তি হউক না, মামুদ যে অসংখ্য ধন রত্ন এখান হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া যান, তাহা … [illegible] … দেখা দেখি এই … প্রতা সহকারে অবলম্বন করি… ও … পার্ব্বতীয় প্রদেশ … আফগানদিগের অধিকৃত … সাধন … এক … অধিকার কারণ। … খিজির খাঁর মোগল … উপদ্বীপে মহা বন্যার ন্যায় প্রবল … পড়িবে এই রূপ ভয় প্রদর্শন ক… কিন্তু এই প্রবল স্রোত ভাগ্যবশ … দিকে ফিরিয়া গেল। পরে টাইমুর … এই দেশ ছারখার করত "ধ্বংশ রাজা" … অলক্ষণযুক্ত উপাধিটী পশ্চাতে রাখিয়া যান। আফগানেরা পুনরায় ভারতবর্ষের সিংহাসন অধিকার করিলেন. কিন্তু বাবর নামক আর এক … মোগলদিগের প্রধান, তাহাদিগকে দূর করিয়া নিজ পুত্র হুমায়ুনকে তাহাদিগের স্থানে বসাইলেন। ইনি প্রথমে সিংহাসনচ্যুত হইয়া, পরে তাহা পুনর্ব্বার অধিকার করত অবশেষে তাঁহার নিজ বংশকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়া যান। মোগল রাজ্য শীঘ্রই তাঁহার পুত্র আকবরের শাসনাধীনে প্রভুত্ব ও গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। মোগল রাজবংশীয়েরা এক

থিলে, তবে অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় আমাদিগের বোধগম্য হইবে।

উপদেশ।

১০ মাঘ ১৭৯২ শক।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুণ।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একই অধিপতি তিনি সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম। সেই একেরই এই বিচিত্র রচনা, সেই নির্বিশেষ পরব্রহ্মের [illegible] বিশেষ বিচিত্র [illegible] যাঁহার [illegible] অনির্বচনীয় শক্তি সর্বত্র [illegible]

[illegible] প্রত্যেক [illegible] স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকৃতি,—প্রত্যেক জড়-পরমাণু স্বতন্ত্র, প্রত্যেক তরু লতা স্বতন্ত্র, প্রত্যেক জীব স্বতন্ত্র, প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র; সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার মহান্ অপরিসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। এত বিচিত্র এই যে ব্রহ্মাণ্ড—দূরবীক্ষণ যাহার অন্ত পায় না, অনুবীক্ষণ যাহার অন্ত পায় না, মনুষ্য মনের সমুদায় কৌশল যাহাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে,—এই অশেষ বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড যাহা আমরা দেখিতেছি, অচেতন জড়সমূহ, ক্ষুদ্র জীব জন্তু, ভ্রম প্রমাদ বিশিষ্ট অদূরদর্শী মনুষ্য, এতাবতের সমষ্টি এই যে এক প্রকাণ্ড অস্বাধীন এবং অনবস্থিত ব্যাপার, ইহার মধ্যে কোন্ দিক্ দিয়া নিয়ম প্রবেশ করিল? ভূতগণ, যাহা আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাদের সকলেরই বিশেষ বিশেষ গুণ, এক ভাবে সকলেই স্ব স্ব প্রধান; তাহাদের মধ্যে কোন একটি প্রবল হইয়া কেন না স্বীয় শক্তির প্রভাবে সমুদায় জগৎকে একাকারে পরিণত করিতে পারিল? কে তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছেন? সমুদ্র কেন না পৃথিবীকে দ্রবীভূত করিতে পারিল? বায়ু কেননা সমুদ্রকে শুষ্ক করিতে পারিল? তেজ কেননা উত্তাপ প্রভাবে সমুদায় জগৎকে প্রদীপ্ত হুতাশনে পরিণত করিতে পারিল? হুতাশন কেননা মহাকাশে বিলীন হইয়া জগতীয় কার্য্যভার হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল? ব্রাহ্ম[illegible] পূর্বতন কাল হইতে ইহার [illegible] দিতেছেন যে এষ সে[illegible] [illegible]ষাং লোকানাং অসম্ভেদায় লোক সকল যাহাতে না সংভিন্ন হইয়া যায়, এজন্য পরমাত্মা সেতু স্বরূপ হইয়া তাহারদিগকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন [illegible] জিজ্ঞাস্য [illegible]

এই যে এক পরমোৎকৃষ্ট শোভা ও সুশৃঙ্খলার ধামে উপনীত হইয়াছে, কে ইহাকে স্ফূর্ত্তিতে সমুন্নত করিয়া এবং নিয়মে সুবিনীত করিয়া আমারদের চক্ষুর সমক্ষে এখানে আনয়ন করিলেন? উত্তাপের স্ফূর্ত্তি হইতে গতির স্ফূর্ত্তিতে, গতির স্ফূর্ত্তি হইতে প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে, প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইতে মনের স্ফূর্ত্তিতে, মনের স্ফূর্ত্তি হইতে আত্মার স্ফূর্ত্তিতে এইরূপ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান দিয়া কোন্ সুদক্ষ যন্ত্রী—কোন্ অভ্রান্ত নেতা—নিখিল বিশ্বকে সত্য, শোভা এবং মঙ্গলের পথে লইয়া চলিতেছেন? "যিনি এক এবং বর্ণহীন, যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু

লোকে তাহার যেমন কল্যাণ সাধন হয়, রজনীর অন্ধকারেও সেই রূপ হইয়া থাকে, সম্পদেও যে রূপ সাধন হয় বিপদেও সেই রূপ। যেমন জীবনে তেমনি মৃত্যুতে, যেমন সুখে তেমনি দুঃখে, সকল অবস্থাতেই তাহার কল্যাণ সঞ্চিত হয়। এই রূপ অজস্র কল্যাণের আকর কোথায় অবস্থিতি করেন? আমরা যখন অসৎ পথে প্রবৃত্ত হই, তখন কোথা হইতে শুভ বুদ্ধি আসিয়া আমাদিগকে সৎপথে ফিরাইয়া আনে? আমরা যখন ভ্রম প্রমাদ মোহের অন্ধকারে আক্রান্ত হই, তখন কে আমাদিগকে আলোক প্রদান করেন? সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা যিনি বহু প্রকার শক্তি যোগে সকল লোকের সকল প্রকার কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, তিনিই আমাদিগকে তাঁহার সৎপথে [illegible] করিবার [illegible] [illegible] আত্মাতে শুভ বুদ্ধি বিধান করিতেছেন। তিনি আমাদের আত্মাতে [illegible] আছেন, যখন তাঁহাকে আমরা [illegible], তখন সংসারের কোন অবস্থাই [illegible] ভয় দিতে পারে না। শরীর [illegible] আমন যে আত্মা তাঁহাকে যখন পরমাত্মা [illegible] উপস্থিত আছেন, তখন সংসার [illegible] তরঙ্গ সকল আমাদের [illegible] কেন [illegible] বোধ হইবে? তাঁহাকে যখন আমরা [illegible] তখনই তিনি বর্ত্তমান। [illegible] যেমন শরীরের গ্লানি নিবারণ হয়, সেই রূপ তাঁহার অমৃতময় সংস্পর্শে আমাদের আত্মা [illegible] পাইয়া প্রকৃতিস্থ হয়, আত্মার তাহাতে নূতন চেতন হয়, সেই স্পর্শ-মণির সংযোগে আত্মাতে অনুরাগের উদ্দীপন হইয়া আত্মা তেজোময় হয়। যে পথ পূর্ব্বে রজনীর অন্ধকারে আবৃত ছিল, অহা দিবালোকে উৎফুল্ল হয়। পরব্রহ্মের জ্যোতি আত্মাতে উদিত হইলে পাপ তাপ, ভয় শোক সকলই তথা হইতে পলায়ন করে। সেই দীপ্যমান পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের সহবাস রূপ শুভ ঘটনার জন্য তৃষিতচিত্ত হইয়া আমরা সকল ভ্রাতায় মিলিয়া তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান হইতেছি, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামির প্রশ্নাবলির উত্তর[1]।

১ম প্রশ্ন। ব্রাহ্মেরা সর্ব্ব শাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিতে পারেন কি না?

উত্তর। সর্ব্বশাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উপদেশ। ভ্রমর যেমন ঈশ্বর প্রদত্ত অভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সকল কুসুম হইতেই মধুর অংশ গ্রহণ করে, [illegible] [illegible] লক্ষ সহস্র জ্ঞানের দৈব আলোককে আপনার পথ প্রদর্শক করিয়া সকল শাস্ত্র হইতেই সত্যের ভাগ সঙ্কলন করেন। ব্রাহ্মদিগের উদার চক্ষুতে কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, বাইবল, কোরাণ প্রভৃতি [illegible] সর্ব্বশাস্ত্র এবং [illegible] গ্রন্থের [illegible] এই সত্যের প্রমাণ স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তবে এই মাত্র প্রভেদ, যে ইয়োরোপ এবং আমেরিকার অধুনাতন [illegible] যেমন পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ক সত্য সঙ্কলনের নিমিত্ত বাইবলের আশ্রয় গ্রহণ করেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মগণও সেই রূপ এ দেশের পুরাতন ঋষিদিগের হৃদয় কন্দর-

[1] ইনি শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট কএকটি প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় আমাদিগের নিকট সেই পত্র খানি [illegible] [illegible]দিগের উপকারের নিমিত্ত তাহার উত্তর দিয়া পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নিমিত্ত মনুষ্য ক্ষুধার খাদ্য গ্রহণের নিমিত্ত যথেষ্ট ক্ষুধিত হয়। পিতৃ পিতামহাদির প্রতি বিশেষ অনুরাগ মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাব-সিদ্ধ।

২য় প্রশ্ন। ঈশ্বরের সত্য দেশ ভেদে কাল ভেদে অপবিত্র হয় কি না?

উত্তর। আমরা এই প্রশ্নটীর মর্ম্মার্থ সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের সত্য কখনও কোন কারণে অপবিত্র হইতে পারে, এমন আমাদিগের বিশ্বাস নহে। ঈশ্বরের সূর্য্য কিরণ যেমন পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই বিকীর্ণ হইতেছে, অথচ কোথাও পৃথিবীর মলিনতা উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বরের স্বর্গীয় সত্য সেই রূপ দেশ নির্ব্বিশেষে, কাল নির্ব্বিশেষে, জাতি নির্ব্বিশেষে এবং ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে জগৎ [illegible] প্রচারিত রহিয়াছে, অথচ কোথাও মনুষ্যের অপবিত্রতা উহাকে অপবিত্র করিতে সমর্থ হয় না।

৩য় প্রশ্ন। হিন্দু,মুসলমান,খৃষ্টীয়ানদিগের শাস্ত্র [illegible] যদি কোন সত্য পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরের সত্য কি না?

উত্তর। এই প্রশ্নটী প্রথম প্রশ্নেরই রূপান্তর মাত্র। সুতরাং ইহার পৃথক উত্তর অনাবশ্যক [illegible] হইতেছে। যাহা সত্য তাহাই ঈশ্বরের সত্য। সত্য মনুষ্যের কপোল কল্পিত বস্তু নহে। সেই স্বয়ম্ভু ভূমা পুরুষ স্বয়ংই সত্য স্বরূপ। তিনিই জগতের সমুদয় সত্যের প্রাণ। তাঁহা হইতেই সকল সত্য নিঃসৃত হইতেছে।

৪র্থ প্রশ্ন। গুরুর উপদেশ ও সাধু দৃষ্টান্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় কি না?

উত্তর। স্তনন্ধয় শিশুর শব্দোচ্চারণ এবং পাদচারণা অবধি মনুষ্য জীবনের সমুদায় শিক্ষাই অংশতঃ উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ। সুতরাং মনুষ্যের ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষাও যে অংশতঃ পরের উপদেশ এবং পরের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে, একথা জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক।

৫ম প্রশ্ন। বিদ্বান্, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, যে যাতীয় যে কোন ব্যক্তি হইতে উপদেশ পাইয়া ঈশ্বর-পথ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে গুরু বলা যায় কি না?

উত্তর। যদি ব্যক্তি [illegible] নিকট কোন মনুষ্য [illegible] শিক্ষা লাভ করে, সে অংশেই তাঁহাকে [illegible] বলিয়া স্বীকার করিবে। [illegible] বাক্যে, কিম্বা দৃষ্টান্তে [illegible] [illegible]পিত হইয়া ঈশ্বরের [illegible] অথবা ঈশ্বরের [illegible] তাঁহাকে গুরু [illegible] [illegible] কোন [illegible] বেন না। অথচ তিনি [illegible] বলিয়া সকলের [illegible] ব্রাহ্মের নিকট [illegible] [illegible] নাই।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। [illegible] বায়ু প্রভৃতিকে [illegible] ঈশ্বর বলিয়া পূজা [illegible] ঈশ্বরের [illegible] করা উচিত [illegible]

উত্তর। [illegible] ঈশ্বরের বলিয়া [illegible] দেওয়া [illegible] ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা ব্রাহ্মদিগের [illegible]

৭ম প্রশ্ন। মনুষ্য ক্রমে ক্রমে সাধু লোক-দিগকে অবতার বলিয়া পূজা করে, তাহাতে সাধুদিগের অপরাধ কি? ঐ সকল সাধু-জীবনের দৃষ্টান্তে যদি মন নির্ম্মল হয়, তবে

ধন্যবাদের সহিত সে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা উচিত কি না?

উত্তর। এই প্রশ্নটীর উত্তর প্রদানে আমাদিগের অন্তঃকরণে দুঃখ এবং কষ্ট যুগপৎ উভয়ই উপস্থিত হইতেছে। যাঁহারা জগতে সাধু এবং অবতার বলিয়া সম্প্রদায় বিশেষের শ্রদ্ধা এবং পূজা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা করাও দুঃখ জনক; অথচ যে সমস্ত ভ্রম এবং অসত্য ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যে অন্তরায় রূপে দণ্ডায়মান হয়, [illegible] নিরাকরণ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকাও কষ্টজনক। কেহ সাধু রূপেই জগতে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা বিশেষ কোন গূঢ় অর্থে সাধু হন, [illegible] এ কথাতেই সরল চিত্তে সায় দিতে পারি না। মনুষ্য, চেষ্টা এবং [illegible] বলে, উন্নতির পথে যত কেন অগ্রসর হউক না, তথাপি সে মনুষ্যই, তাহাতে আর সংশয় নাই। অপরাপর [illegible] প্রকৃতি, যে প্রবৃত্তি, যে আত্মা, [illegible] সেই প্রকৃতি, সেই প্রবৃত্তি, [illegible] মাত্র [illegible] অনেকের [illegible] ভিত্তি মহত্ব, বিচিত্র উপাদেশ এবং [illegible] অভাবে নিদ্রিত রহিয়াছে; যাঁহাকে আমরা সাধু বলিয়া বিশেষ পূজা করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহার হয়ত সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অবস্থার অনুকূলতায় অধিকতর [illegible], অথবা অধিকতর জাজ্বল্যমান রূপে লোকলোচনের গোচর হইতে পারিয়াছে। সাধু [illegible] এই শব্দটী কি আপেক্ষিক, না উপমা [illegible] এক হইতে অন্য অধিকতর সাধু, এ কথার অর্থ সকলেই বুঝিবে এবং যে দশ জন হইতে কার্য্য কর্ম্মে অধিকতর সাধুতা প্রদর্শন করে, সকলেই তাহাকে অধিকতর সম্মান করিবে। পূর্ব্ব কালে যে সকল বিদেশী বণিক্ লোভ সংবরণ করিয়া বাণিজ্য ব্যাপারে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করিত, তাহারাও সাধু শব্দের বাচ্য হইত; এবং এখনও শত সহস্র ব্যক্তি ছলনা, বঞ্চনা, ধূর্ত্ততা এবং শঠতা হইতে বিরত থাকিয়া সাধুরূপে জগতে পরিগৃহীত এবং সম্মানিত হইতেছে। সাধুদিগকে রীতিমত সম্মান করিতে, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে, সংসার কি বাক্যে, কি কার্য্যে, কখনও নিষেধ করে নাই, এবং কখনও নিষেধ করিবে না। কিন্তু যদি সংসারের অধিকাংশ মনুষ্যকে অসাধু শ্রেণীতে নিবেশিত করিয়া, সম্প্রদায় পূজ্য কতিপয় ব্যক্তিবিশেষকে সাধু নাম প্রদানের জন্য যত্ন হয়, তবে ন্যায় ও ধর্ম্ম এবং বুদ্ধি ও উদারতার ভাব ইহারা সকলেই বিরোধী হইবে। পাপ হইতে সম্পূর্ণ বিরক্তিই যদি সাধুতার অর্থান্তর হয়, তবে সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পূর্ণব্রহ্ম বিনা জগতে সাধু আর নাই, এবং যদি তাহা না হইয়া সাধুতার অর্থ আপেক্ষিক হয়, তবে জগতে সকলেই [illegible] সাধু এবং সকলেই অংশতঃ অসাধু। কারণ, কোথায় মনুষ্য "আমি নিষ্পাপ হইয়াছি" বলিয়া গর্ব্বিত উক্তি করিতে সমর্থ হইয়াছে? এবং কোথায় এই রূপ মনুষ্য দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার হৃদয়ে সাধু [illegible] যাঁহারা অদ্য সাধু বলিয়া সংসারের শ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে অনুতাপবিষে জর্জ্জরিত হইয়াছেন, এবং যাহারা অস্পৃশ্য অসাধু বলিয়া মনুষ্য সমাজে ঘৃণাস্পদ হইয়াছে, তাহারাও সময়ে সময়ে ন্যায় কি দয়া কিম্বা ধর্ম্ম বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য বিশেষের অনুষ্ঠান করিয়াছে। সাধুতার সম্মান এবং অসাধুতার অসম্মান আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি; কিন্তু মনুষ্য জাতিকে আবার সাধু এবং অসাধু এই দুইটী স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত করা কিছুতেই

of mankind. The Brahmos have been charged with making self as the standard of religious truth, but how can this charge be properly brought against them when the universal belief of mankind is the basis of their religion? Brahmoism is the highest developed and the truest form of religion. Each form of religion played its part of interpreting the fundamental truths of religion to mankind. Each form of religion succeeded in some degree in serving as such interpreter, and failed also in a certain degree. Brahmoism has proved to be the best interpreter of those truths. Brahmoism, as such interpreter, embodies in itself the truth [illegible] other religions, [illegible] it has [illegible] down to [illegible] consign [illegible] whole religion out of the old religions, but that, in conscientiously fulfilling its task of being the correctest interpreter of the fundamental truths of religion, the correct interpretations given by other religions cannot but [illegible] in its own [illegible] Brahmoism contains the truths of all other [illegible] as it is [illegible] only true religion unmixed with [illegible] and absurdities and therefore worthy of acceptance [illegible] mankind and [illegible] it admits whole humanity to a participation of its benefits, it is called the Universal Religion.

According to the plan which I have laid down for my lecture, I should now treat of the essential characteristics of Brahmoism. They are:

1st.—Its truthfulness.
2nd.—Its simplicity.
3rd.—Its catholicity.
4th.—Its sprituality.
5th.—Its harmonious ch[illegible]
6th.—Its sublimity.
7th.—Its sweetness.
8th.—Its utility.
9th.—Its humility.
10th.—Its progressive nature.
11th.—Its friendly demeanour towards other religions.
12th.—Its benign but effective mode of propagation.

The first essential chracteristic of Brahmoism is its truthfulness. It does not stand on the authority of a single individual, but on the firm rock of the common consciousness or universal reason of all mankind, the only medium through which God reveals religious truth to man. Its scripture is [illegible]; its teacher, God. It is pure truth not mixed with errors and absurdities as other religions of the earth are. In this respect, it is the express image of Him who has [illegible] called our Vedas the truth of truth—the great abode of truth.

The next essential chracteristic of Brahmoism is its simplicity. Its truths are what fall in with the universal belief of men, and are so simple that they can be understood by men of superior as well as inferior intellects.

The next essential chracteristic of Brahmoism is its catholicity. It does not believe that truth is confined within the narrow circle of a party or sect. It believes that religious truth is to be found more or less in the scriptures of all nations and the writings of the pious men of all ages and countries. Brahmoism does not tell us to love only our own nation but all mankind—only our own nation the more. It does not make any such distinctions as the Greeks of old did between the Greek and the Barbarian, or as the Hindu does between the Hindu and the Mlechchha but admits whole humanity to a participation of its benefits, which as the air of heaven it imparts to all mankind. It does not believe that God loves one particular nation or the followers of a particular religion in exclusion of oth

practice of common prudence and the enjoyment of innocent recreation, it considers the exercise of every human faculty under proper regulation and a harmonious discharge of all our duties, duly subordinated for the sake of harmony itself to be true religion. This law of harmony is the test by which [illegible] whether any religious doctrine really agrees with Brahmoism. Any doctrine or practice that cannot [illegible] should be rejected as un-Brahmic."*

The next essential characteristic of Brahmoism is the sublimity of its doctrines. What can be more sublime [illegible] by Brahmoism? [illegible] so appear as the idea entertained by it of God's omnipresence. Christianity and Mahomedanism believe God though omnipresent to be particularly manifest in a certain place called heaven, but Brahmoism says that God is as [illegible] present in [illegible] I regret to observe that some Brahmos have, [illegible] the Christians, begun [illegible] Father. This is [illegible]

[illegible] next essential [illegible] of [illegible] its sweetness. Its peculiar [illegible] love of God the be-all and the end-all of religion, secondly its connecting spirit and, thirdly, its idea of [illegible] mercy and justice. [illegible] makes [illegible] be-all and the end-all of religion. Christ, or rather the Hebrew prophets before him, said; "Love thy God with all thy mind and with all thy heart and with all thy strength." And "Love thy neighbour as thyself." Here the Bible makes self the standard of our loving others. But Brahmoism makes our love of God the principle from which should flow our love to others. It says that the love of God and doing the works He loves constitute His worship. In this respect, as in all others, it is superior to Christianity and other religions. It is this complete pervasion of Brahmoism by the spirit of divine love which makes it so peculiarly sweet. Its connecting spirit also communicates such sweetness to it. It makes God near to man and man near to man. It believes that God loves man as a father his child and is [illegible] considers all mankind as brethren—as sons of the [illegible] progress, national ill-feeling will disappear though of course nationalities will remain. Man will become brother to men all over the world. The following lines of Tennyson very well express the connecting spirit of Brahmoism

"For so the whole round earth is,
every way,
"Bound by gold chains about the
feet of God."

The next cause of the peculiar sweetness of Brahmoism arrises from its reconciliation of divine mercy with divine justice. The Christian and Mahomedan religions say that sinners will be eternally roasted in Hell. But Brahmoism tells us that sinners, being punished for their sins, [illegible] put in [illegible] this realization of the Father's all-mercifulness which, in addition to other causes, makes Brahmoism so particularly sweet in its nature.

The next essential feature of Brahmoism is its utility taking the word even in its strict Benthamite sense. If Brahmoism prevail in the [illegible] evil customs and institutions will disappear from it. Brahmoism [illegible]

* See Brahmic Advice, Caution and Help.

harmonious development of the whole man, and this would necessitate the adoption of an effective system of education, causing such development, and what blessings can we not expect from the universal adoption of such a system of education? The prevalence of Brahmoism will diffuse true love among the different nations of the earth and abolish war from the world.

The next essential characteristic of Brahmoism is its humility. With regard to its humility towards men, it is worthy of remark that it does not pretend to know more than what all men know. Its mode of illustration and explanation of the truths of religion known by all men is of course superior to that of all other religions prevailing in the earth, but *substantially* it does not pretend to know more than what is revealed to all mankind by God. In this point of humility, it is superior to all other religions of the earth. With regard to its humility towards God, it is to be observed that it does not pretend to penetrate into his mysteries. He has thrown a screen before our spiritual view. What is outside the screen, we can know. What is behind the screen we cannot know. It is sacrilegious on our part to try to lift up the screen and to know what is behind it. We think we succeed in lifting up the screen but in reality we cannot do so. The consequences of such presumption are error, self-contradiction and confusion. What is necessary for our salvation, God has given us to know. What is unnecessary for our salvation, He has not given us to know. Perhaps it is good for us that we should not know more. Had we seen the ineffable majesty and the glory of God in all its fulness, we would have been like Semele in the Grecian fable, reduced to ashes. Perhaps if we had seen more vividly the happiness to be enjoyed in a future state of existence, we would have been at once disgusted with the present life and become completely unfit for worldly business.

The next essential [illegible] of Brahmoism [illegible] Of [illegible] first [illegible] will be progress [illegible] the poetical exposition [illegible] and their application [illegible] concerns of life [illegible]

"When religion [illegible] science [illegible] differences of opinion [illegible]" Now the [illegible] prevailing [illegible] proper [illegible] mental [illegible] progress [illegible] race. But [illegible] scientific [illegible] ed, such [illegible] have shown in [illegible] axioms [illegible] of knowledge [illegible] truth [illegible] science of [illegible] of Organon [illegible] religious [illegible] humbly [illegible] reasonably [illegible] of religion [illegible] Brahmoism will be [illegible] it will satisfy the intelligent and the learned portion of mankind by its scientific character and the mass of the people by the simplicity and the sweetness of its doctrines. This scientific exposition of its doctrines will highly conduce to its advantage. There will also be progress in the poetical exposition of them. Poets and preach-

ers will hereafter appear who will have the inspirational more than the scientific element in them and illustrate the doctrines of Brahmoism with increasing beauty and felicity. There will also be progress in their application to the manifold concerns of life. If the doctrines of Brahmoism be practically applied to all concerns of life, society would wear a completely different aspect from what it does now. But that progress should be gradual. We should not overturn society inorder to improve it.

(To be continued.)

বিজ্ঞাপন

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মুল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, [illegible] বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মুল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মুল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মুল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ [illegible] মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

আগামী ৪ বৈশাখ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আগামী ২৫ বৈশাখ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার পর ও সায়ংকালে ৭॥ ঘটিকার পর হুগলী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

আয় ব্যয়।

[illegible]

আয়	১১৪৭ ৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	২০০ ।৶১৫
সমষ্টি	১৩৪৮ ।৶১৫
ব্যয়	৯৯২ ।৽
স্থিত	৩৫৫ ৷৶১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৮৯ ॥ ।৽
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৯০ [illegible]
পুস্তকালয়	৬৮ ॥ ১০
যন্ত্রালয়	১৬৯ ॥৶০
গচ্ছিত ...	২৩২ ॥৶০
সমষ্টি	১১৪৭ ৵০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩৬২ ৸৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯৬ ।৽
পুস্তকালয়	১৫৫ ॥৶১৫
যন্ত্রালয় ...	১৪৪ ৵৫
গচ্ছিত	১৮৩ [illegible]
সমষ্টি	৯৯২ ।৽

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২০০
প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর মধ্য হইতে দান প্রাপ্ত	৬৮ ।১৫
শ্রীযুক্ত হরিমোহন নন্দী ...	১০
" রামলাল মুখোপাধ্যায় ...	৪ ৸০
" ব্রজনাথ বসু ...	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ...	২
" [illegible]	২
" [illegible] সরকার	২
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
" [illegible] রায়	[illegible]
" [illegible]	[illegible]
" [illegible] চট্টোপাধ্যায়	[illegible]
" [illegible] দে	[illegible]
" [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

তাঁহাকে প্রথম প্রস্ফুটিত কৃতজ্ঞতা কুসুম সমর্পণ না করিয়া কি রূপেই বা বর্ষ শেষ রজনী অতিবাহিত করিব।

প্রাণ-সখা! তোমার প্রসাদে সকলই লাভ করিয়াছি, তুমি নিত্য নূতন সুখ, নূতন আনন্দ বর্ষণ করিয়া শরীর মনকে পরিপোষণ করিতেছ। তুমি স্বহস্তে নিত্য নূতন সত্য পরিবেশন করিয়া আত্মাকে জ্ঞান ধর্ম্মে, প্রীতি পবিত্রতাতে উন্নত করত পরলোক—ব্রহ্ম-লোকের প্রতি আকর্ষণ করিতেছ। তুমি সংসার সাগরের পোত কাণ্ডারী হইয়া এই দীন-হীন অকৃতজ্ঞ পুত্রগণকে প্রতিক্ষণেই পাপ [illegible] [illegible] উদ্ধার করিয়া শান্তি উপকূলে লইয়া যাইতেছ। সংবৎসর কাল যে [illegible] [illegible] হইয়া আজ সুস্থ [illegible] প্রসন্ন [illegible] এই বর্ষ-শেষ দিবসের উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, হে করুণা পূর্ণ পরমেশ্বর! এ কেবল তোমারই করুণা! তোমারই করুণা!

তোমার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া পূর্ণ এক বৎসর কাল যদি কোন প্রকার অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমারদিগের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। হৃদয় থাল প্রীতি কুসুমে পূর্ণ করিয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, হে পতিত পাবন, অকিঞ্চন ধন! তুমি কৃপা করিয়া আমারদের প্রেম উপহার গ্রহণ কর, যোড় করে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ধর্ম্ম-প্রচার।

ধর্ম্মপ্রচার কাহাকে বলে, ইহা অন্যকে বুঝান যত সহজ, আপনাকে বুঝান ঠিক তত সহজ নহে। ধর্ম্মপ্রচার কি? ধর্ম্ম আপনা হইতেই জগতে প্রচারিত হইয়াছে, না উহার প্রচার মনুষ্যের যত্ন সাপেক্ষ। মনুষ্যের [illegible] [illegible] লোক-হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রেরণ করিতে সংসারে কত দুর সমর্থ হইয়াছে এবং যদি ধর্ম্ম বস্তুতই প্রচারের বিষয় হয়, তবে ঐ প্রচার কার্য্য কি রূপে সম্পাদন করিতে হইবে, ইত্যাদি চিন্তা সূত্র অবলম্বন করিয়া কতক দুর গমন করিলে অতি ওজস্বিনী বুদ্ধিও অবসন্ন হইয়া পড়ে। উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি যেমন আপনাকে ব্যতীত জগতের আর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই উন্মাদ বলিয়া মনে মনে হাস্য করে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বক্তি [illegible] নানা রূপ অনুশীলন সত্ত্বেও—[illegible] [illegible] প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সেই রূপ [illegible] সম্প্রদায়টী ব্যতীত আর সমুদায় সম্প্রদায়কেই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম রূপ ভ্রান্তির সেবক বলিয়া অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে। সুতরাং এই হইয়াছে, খৃষ্টীয়ানের নিকট ধর্ম্মপ্রচার শব্দের যে অর্থ, মুসলমানের নিকট তাহা নহে; এবং ধর্ম্মপ্রচারের নাম গ্রহণ করিলে মুসলমানের অন্তঃকরণে যে ভাবের উদয় হয়, খৃষ্টীয়ানের হৃদয়-ভূমির ত্রিসীমাতেও সে ভাব পাদবিক্ষেপ করিতে পারে না। যদি কোন দেশে সাধুতা, সুশীলতা, সৎসাহস, ঈশ্বর-প্রীতি এবং পর-হিতৈষণা প্রভৃতি জগজ্জন পূজনীয় গুণ নিচয়ের আশানুরূপ সদ্ভাব সত্ত্বেও খৃষ্ট যিশুর নাম তথায় অপ্রচারিত থাকে, খৃষ্টীয়ানের চক্ষুতে ঐ দেশ অজ্ঞান [illegible]; এবং যদি সেই দেশ উন্নতির পথে আরও অগ্রগামী হইয়াও পেগম্বীর মহম্মদের নামে বঞ্চিত থাকে, বিশ্বাসী মুসলমানের নিকট তথাকার অধিবাসীরা তথাপি "কাফের" অর্থাৎ অবিশ্বাসী বলিয়া গৃহীত হইবে। আমরা উদাহরণ স্থলে কেবল খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান এই দুইটী সম্প্রদায়েরই [illegible] উল্লেখিত করিলাম। [illegible] [illegible] [illegible]

ধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি উল্লিখিত হইল, তাহা আমাদিগের কপোল কল্পিত নহে। আমরা অনেকের মুখে বস্তুতই এই রূপ কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিয়াছি। আমাদিগের বুদ্ধি এবং হৃদয় যদিও এই কথাগুলিতে বিশ্বাস করিতে এবং ইহাতে সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি প্রদান করিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু বৃত্তান্ত জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহার অনেক কথাই আপাততঃ অকাট্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। পৃথিবীর লোকের এই রূপ বিশ্বাস যে, তুর্কস্থানকে গণনার বাহিরে রাখিলে, সমুদায় ইয়োরোপই খৃষ্টধর্ম্মের আলোকে আলোকিত রহিয়াছে। [illegible] বাহ্যপূজা এবং অনেক রূপ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ হয়, ত একথা অবিসংবাদিত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা না হইয়া, হৃদয়ে ও জীবনে খৃষ্টধর্ম্মের প্রকৃত ভাবকে পোষণ করাই যদি খৃষ্টধর্ম্ম হয়; তবে ইহা অকুণ্ঠিত মনে বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন দেশ অদ্যাপি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য থাকে, তবে সেই দেশই ইয়োরোপ। খৃষ্টধর্ম্মের এক প্রধান উপদেশ এই, পৃথিবীর মান ও বৈভবের জন্য ক্ষণকালও চিন্তা করিও না কিন্তু খৃষ্টীয়ান ইয়োরোপ মান ও বৈভবের মন্ত্রশিষ্য। মান ও বৈভবের পূজা করিয়াই ইয়োরোপ সমৃদ্ধ হইয়াছে এবং যত [illegible] ইয়োরোপের প্রাণ থাকিবে, ইয়োরো[illegible] খণ্ডে মান ও বৈভবের পূজা তত দিন [illegible]বেই হইবে। খৃষ্ট বলিয়াছেন, [illegible] এক গণ্ডে আঘাত করিলে তাহার দিকে আর এক গণ্ড অর্পণ কর। পৃথ্বী [illegible] বলশালী ইয়োরোপ, পদমধ্যে আঘাত [illegible], প্রতি পক্ষের বক্ষস্থল বিদারণ না করিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। ইয়োরোপে যোগ্যতমানুর [illegible] আজও প্রধুমিত রহিয়াছে, [illegible] নিঃসংশয় প্রমাণ হয় না, যে যদিও সমুদয় ইয়োরোপ খৃষ্টধর্ম্মের সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম তথায় অদ্যাপি প্রকৃত রূপে প্রচারিত হয় নাই। ভজনালয়ে কিংবা রসনার অগ্রভাগে খৃষ্টের পূজা করা এবং হৃদয়ে সিংহাসনে ভুবনাধিপতি পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করা এক পদার্থ নহে।

কি রূপে জগতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে তাহার পথ প্রদর্শন করিতে যদিও আমরা আমাদিগকে অযোগ্য এবং অক্ষম মনে করি, কিন্তু তথাপি আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটী নিঃসংশয় বোধ হয় যে, কতিপয় সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান প্রচার এবং কতকগুলি বিশেষ-সম্প্রদায়-গৃহীত মত ও ভাব প্রচার প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম প্রচার নহে। জাতি সাধারণের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের জন্য ধর্ম্ম এক অদ্বিতীয় সহায়। ধর্ম্মের যে রূপ প্রচার সেই উচ্চ লক্ষ্য সংসাধন করিতে সমর্থ হইবে, আমাদিগের বিবেচনায় তাহাই ধর্ম্মের প্রকৃত প্রচার। কালের শাসনে অথবা প্রাণরূপ পরম দেবতা সেই অচিন্ত্য পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ভারতবর্ষ এক বিপ্লবের সীমা স্থলে উপস্থিত হ। কি রূপে ভারতবর্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে, কি রূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, [illegible] চিন্তা করিয়া এইক্ষণ অনেক ব্যক্তি বিলোড়িত হইতেছেন। যদি এ বিষয়ে কেহ আমাদিগের মত জিজ্ঞাসা করে, আমরা বলিব, ভারতবর্ষীয় [illegible] কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নূতন ভাবে আর [illegible] করিও না। বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অথবা [illegible] ধর্ম্ম অথবা সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম, ইহার যে [illegible] পূজা করা [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রণিপাত প্রভৃতি যে সমস্ত বাহ্য ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, শুদ্ধ সেই গুলিই যে তাঁহাকে মর্ম্মবেদনা দেয় এ রূপ নহে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কোন মনুষ্যের হৃদয়ে ক্ষুদ্র জনোচিত অতিমাত্র নির্ভরের ভাব সন্দর্শন করিলে তাহাতেও তিনি সাতিশয় খিদ্যমান হন, কারণ মনুষ্যের হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে প্রেরণ করাই তাঁহার কার্য্য, ঈশ্বরের জ্যোতিঃ ও মনুষ্যের হৃদয় বিনিঃসৃত ভক্তি এই উভয়ের মধ্যস্থলে অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া দ্বিমুখ চৌর্য্য দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী এই উভয়কে এক সময়ে বঞ্চনা করা তাঁহার কার্য্য নহে। যদি তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক ও সত্তবমত উন্নত চেতা হন, তাহা হইলে মনুষ্যাত্মার পরিত্রাণ দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, ইহাই তিনি চান; কে সেই পরিত্রাণের পথ, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি আপনাকে উদ্বিগ্ন করেন না। ঈশ্বরের করুণা যে একমাত্র তাঁহারই দ্বারা জগতে প্রবাহিত হয় এ কথা মুখে আনিতেও তাঁহার সাহস হইবে না। তিনি না লোকমুখে আপনার নাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হন, না জগতে ঈশ্বরের নামের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের নাম প্রচারকের নাম ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সুখী হন। এমন কি, সেই নিত্য সত্য পুরুষের নামের সহিত তাঁহার আপনার নাম গ্রথিত হইলে, মহা পাপের অনুষ্ঠানে যে রূপ হয়, তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে সেই রূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হওয়া উচিত।

পাপ যদি পাপ রূপেই লোক চক্ষুর সম্মুখীন হয়, তবে উহা অতীব ভয়ানক ও অতীব বিকট-মূর্ত্তি হইলেও জগতের তাদৃশ অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না; কারণ মনুষ্যের হৃদয় ভূমিতে উহা বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বেই মনুষ্যের স্বাভাবিক শুভ বুদ্ধি উহাকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু পাপ যদি এক বার পুণ্যের সহিত [illegible] [illegible] সমর্থ হয়, তবে পুণ্য [illegible] [illegible] পত্র স্বরূপ হইয়া জগতে পাপের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। পাপ পুণ্যের সহিত মিশ্রিত হইলে আর পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না, ঐ পুণ্যই উহার পবিত্রতার অকাট্য প্রমাণ রূপে পরিগৃহীত হইয়া লোক-হৃদয়ে উহার আসন সংস্থাপিত করে। এবংবিধ প্রমাণ যে সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ ভক্তেরা, তাহা শীঘ্রই বিস্মৃত হইয়া যান এবং ঐ পাপ মিশ্রিত পুণ্য রূপ পুরাতন ভিত্তির সীমাবদ্ধ সামর্থ্যকে অসীম বোধ করিয়া উহার উপর ভ্রমের এমন সকল নূতন নূতন ভার অর্পণ করিতে থাকেন, যাহা প্রথমে অর্পিত হইলে সমুদায় বিশ্বাসকে এক বারেই নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিত। পরিণামে এই হয় যে কতকগুলি লোকে ঐ অসত্যের জন্য সত্যকেও পরিত্যাগ করেন, কতগুলি লোকে সত্যের অনুরোধে অসত্যের দৃঢ় নিগড়ে বদ্ধ হন এবং আর কতকগুলি লোকে সত্যকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়া, যে অসত্য ঐ সত্যেরই দোহাই দিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহারই সম্পূর্ণ দাস হইয়া পড়েন। এক জন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কহিয়াছেন যে, সত্যের সহিত অসত্য মিশ্রিত হইলে তদ্দ্বারা সত্যের যে রূপ অপকার হয়, অমিশ্র অসত্য দ্বারা সে রূপ অপকার সম্ভাবিত নহে, তাঁহার এই উক্তি বস্তুতঃই ঠিক।

[illegible] উক্তি এক বারে অগ্রাহ্য, যদি ইহার বিচার করিতে চাও, তাহা হইলে মনে করিয়া লও যেন ঐ সমস্ত উক্তি তোমার নিকট এই প্রথম প্রচারিত হইল, কারণ পাপাচরণ [illegible] হইয়া পড়িলে যেমন পাপের [illegible] [illegible] অনুভূত হয় না, সেই রূপ যদি [illegible] [illegible] দিয়া পূর্ব্বে এক বার [illegible] [illegible] [illegible] করে, তাহা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] পরিল-ক্ষিত হইবে না; কিন্তু [illegible] চক্ষুর নিকটে তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। মনুষ্য জাতি এই বলেই, যাহা কিছু পুরাতন, তাহাই সহজে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে এবং এই প্রকারে প্রত্যেক জাতিই স্ব স্ব দেশে প্রচলিত অসত্য কাহিনী গুলিকে, কৌমার অবস্থার স্বপ্ন গুলিকে প্রৌঢ়াবস্থায় বিশ্বাস করার ন্যায়, সত্য বলিয়া সংরক্ষণ করিয়া আসি-তেছে। কিন্তু যদি এখন—এই বর্ত্তমান সময়ে আপাত দর্শনে সাধু ও শুদ্ধ চরিত্র এক জন গুরু ধর্ম্ম সাধনের এক অঙ্গীভূত বস্তু বলিয়া আপনাকে লোক লোচনের সন্নিধানে নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পবিত্রতা পাপ বুদ্ধির আচ্ছাদন বলিয়াই পরিগৃহীত হইবে এবং তিনি স্বপক্ষ সমর্থ-নের নিমিত্ত যে কোন যুক্তিই প্রদর্শন করুন, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কখনই তাঁহার কথায় কর্ণ-পাত করিবেন না। এই রূপ স্পর্দ্ধা অদ্য কার দিনে যে আর প্রমাণিত হইতে পারে না, ইহাই জগতের প্রগাঢ় বিশ্বাস। যে গুরু আপনাকে আপনি লোক সন্নিধানে এই [illegible] করেন, তিনি সুতরাং আপনার দোষেই আপনি অপরাধী বলিয়া সপ্রমাণ ও সর্ব্বত্র প্রত্যাখ্যাত হন।

ইংরাজী হই[illegible]তে অনুবাদ।

উপদেশ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত।

৩১ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৭৯২ শক।

ধৃতি, ক্ষমা, দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥

[illegible] ৬ অধ্যায়।

[illegible], দেহ [illegible] ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন, ও অক্রোধ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ।

ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ ধৈর্য্য। স্বভাবত অন্তঃ-করণে ক্ষণে ক্ষণে নানা বৃত্তির উদয় হয়; কখন দুঃখ বৃত্তি কখন সুখ বৃত্তি, কখন শোক বৃত্তি কখন হর্ষ বৃত্তি, কখন পাপ বৃত্তি কখন পুণ্য বৃত্তি; অতএব প্রতিকূল বিষয়ে মনোবৃত্তি উদিত হইলে তাহা হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক অনুকূল বিষয়ে অন্তঃকরণের যে ধারণা তাহার নাম ধৈর্য্য।

এই ধৈর্য্য তিন প্রকার; সাত্ত্বিক ধৈর্য্য, রাজসিক ধৈর্য্য ও তামসিক ধৈর্য্য।

যাহার দ্বারা অবিহিত বিষয়ক প্রবৃত্তি হইতে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া বিহিত বিষয়ে প্রবৃত্ত করা যায়, তাহার নাম সাত্ত্বিক ধৈর্য্য। এই সাত্ত্বিক ধৈর্য্যই ঈশ্বর লাভের সাক্ষাৎ সাধন।

যদ্দ্বারা ফল কামনার বশীভূত হইয়া অন্তঃকরণকে ধর্ম্ম কামার্থে নিযুক্ত করে, তাহাকে রাজসিক ধৈর্য্য কহে। এই রাজ-সিক ধৈর্য্য পরম্পরায় ঈশ্বর প্রাপ্তির হেতু।

আর যাহার দ্বারা অন্তঃকরণ লোভে আকৃষ্ট হইয়া বিষয় সেবা সহকারে নিদ্রা ভয় প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে তামসিক ধৈর্য্য কহা যায়। এই তামসিক ধৈর্য্য সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় না হইলেও অবিহিত বিষয় হইতে অন্তঃক-রণকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ইহাও ধর্ম্মের লক্ষণ রূপে পরিগণিত হয়।

ধর্ম্মের দ্বিতীয় লক্ষণ ক্ষমা। মান ও অপমান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে চিত্তের অবি-কৃত অবস্থার নাম ক্ষমা। ক্ষমা পরম ধর্ম্ম, ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়; অপকারী ব্যক্তিকে সমুচিত শাস্তি দিবার ক্ষমতা থাকিতে যদি ক্ষমা করা হয়, তবে সে ক্ষমা পুরুষের ভূষণ, আর ক্ষমতা অসত্ত্বে সুতরাং

যে ক্ষমা করা হয়, তাহাকে [illegible] কহা যায়।

তৃতীয় লক্ষণ মনঃসংযম। [illegible] সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় মনের যে বশী[illegible], তাহার নাম মনঃসংযম। মনকে সংযত করিতে পারিলে চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ আর প্রবৃত্তি বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া যথেষ্টা চরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সুতরাং তদ্দ্বারা ধর্ম্ম সাধিত হয়, অতএব ইহা ধর্ম্মের লক্ষণ।

চতুর্থ লক্ষণ অচৌর্য্য। চৌর্য্য দুই প্রকার, সাক্ষাতে বল পূর্ব্বক পরস্বাপহরণ, এবং অজ্ঞাত সারে গূঢ়ভাবে পর দ্রব্য গ্রহণ; এ উভয় প্রকারই সাধারণ অনিষ্টাপাতের হেতু. সুতরাং তদুভয়ের অভাবই একটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

পঞ্চম লক্ষণ দেহ ও অন্তর শুদ্ধি। দেহের গ্লানিকর মলা ও অন্তঃকরণের বিকার পাপ; যেমন জল দ্বারা দেহ স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণ নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়; বাহ্য ও অন্তর পবিত্র হইলে তাহাতে পবিত্র স্বরূপের আবির্ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে থাকে।

ষষ্ঠ লক্ষণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে অবিহিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে না দেওয়ার নাম ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। কোন কোন সম্প্রদায়িরা ইন্দ্রিয়গণের সামর্থ্য রহিত করাকে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করেণ, এ নিমিত্তে তাঁহারদিগের মধ্যে ইন্দ্রিয় বিশেষকে সামর্থ্য হীন করিবার রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে, সুতরাং তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত হইতে পারে না।

সপ্তম লক্ষণ শাস্ত্র জ্ঞান। কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যের শাসনের নাম শাস্ত্র ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে শাস্ত্র জ্ঞান কহে। কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের লিখিত শাসনের নামই [illegible] শাস্ত্র নহে, যেমন [illegible] উপদেশ [illegible] বাচ্য হয় [illegible] সাধুদিগের ব্যবহারও শাস্ত্র [illegible] প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অষ্টম লক্ষণ ব্রহ্মবিদ্যা। [illegible] জ্ঞানের নাম ব্রহ্মবিদ্যা [illegible] বিভক্ত, ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ক [illegible] তাঁহার প্রীতি বিষয়ক জ্ঞান, ও তাঁহার [illegible] কার্য্য বিষয়ক জ্ঞান। এই তিবিধ [illegible] বস্তুর স্বরূপ জানিলে [illegible] প্রীতি হইলে সুতরাং আপনা হইতেই [illegible] কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

নবম লক্ষণ সত্য কথন। যথা দৃষ্ট ও যথা শ্রুত বিষয় অবিকল ব্যক্ত করাকে সত্য কথন বলে; শ্রোতা অন্য অর্থ মনে করুক এই অভিপ্রায়ে দ্ব্যর্থ ঘটিত বাক্য প্রয়োগ করাকেও অসত্য বলিয়া ব্যবহার করিতে হয়, যেহেতু সত্য কথা জগতের অনিষ্ট নিবারণের হেতু। যদি সকলেই সত্য ব্যবহার করে, তাহা হইলে এই জগৎ স্বর্গ তুল্য হয়। তাহা হইলে রাজশাসন প্রভৃতি কোন প্রকার ব্যাবহারিক নিয়মের আর [illegible]।

দশম লক্ষণ অক্রোধ। কাম্যবস্তু প্রাপ্তির বিরোধে উৎপন্ন অন্তঃকরণের বিকার বিশেষের নাম ক্রোধ; তাহা ধর্ম্মের অন্তরায় [illegible] ক্রোধেতে হিতাহিত জ্ঞান দূর করে, সুতরাং তাহাতে স্মৃতি শক্তির নাশ হয়, স্মৃতির হানিতে বুদ্ধি বিনষ্ট হয়, তখন [illegible] আর সৎ চিন্তার অবকাশ [illegible] না, অতএব ক্রোধই অধর্ম্মের মূল সুতরাং অক্রোধই ধর্ম্মের লক্ষণ।

ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ [illegible]

[illegible] আমাদিগকে [illegible] যেরূপ [illegible]দেন ;— [illegible] আমরা তাঁহার প্রেরণাকে অবহেলা করিয়া রিপুগণের প্ররোচনার বশবর্ত্তী হই, তখনই অধর্ম্মে নিপতিত হই। তাঁহার অখণ্ড নিয়ম প্রতিপালন করাই ধর্ম্ম এবং তদ্বিরুদ্ধাচরণই অধর্ম্ম।

হে ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর! তোমার ধর্ম্মের সুক্ষ্ম নিয়ম সকল আমরা সময়ে সময়ে অবধারণ করিতে না পারিয়া যে তদ্বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হই, তুমি তাহা হইতে আমারদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া তোমার দিকে অভিমুখীন কর, যেন আমরা কখন তোমার ধর্ম্ম নিয়ম অতিক্রম না করি। "ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, পাপ ত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা সহ, ইহে তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম"।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

A LECTURE IN REPLY TO THE QUERY: "WHAT IS BRAHMOISM?"

(Continued from the last number.)

The next characteristic feature of Brahmoism is its friendly demeanour towards other religions. As its truths are substantially the same with what are believed in by all mankind, it does not at all bear a hostile attitude to other religions. It believes that every form of religion contains some truth in it and breathes more or less of divine love. No religion could have prevailed in the world if it had not contained some truth in it. What the Persian poet says, speaking of believers and [illegible] in Mahomedanism, is [illegible] between [illegible] at last [illegible] The Sans[illegible] beauty and felicity :—"Thou, O God! art the one and the ultimate goal which all men reach, following diverse paths, straight or devious, according to their different tastes and inclinations, as rivers do the sea." Every religion also breathes of divine love. I cannot better express this sentiment than by the following line of another Persian poet, the lyric poet of Shiraz ;—"Every place is the place of divine love whether a mosque or a church." Every religion has some truth in it but Brahmoism is the truest of all. Every religion breathes of divine love, but Brahmoism does so most of all. Brahmoism has come to fulfil the old religions and not to destroy them. It has come as a friend not as an enemy to the old religions. The true Brahmo, far from hating, actually loves the pious of all religious denominations. He considers that the more a Christian or a Mahomedan has the spirit of charity and divine love in him, the more he is a Brahmo. He considers even the pious and virtuous idolater to be nearer to him than the Brahmo who leads a loose prayerless life. He heartily echoes the prayer of Newman :—

"Lord! enable us to discern and love thy servants
Under whatever strange name or false creed they may be hidden."

The next characteristic feature of Brahmoism is its benign but effective mode of propagation. Every religion has some truth in it. Brahmoism bases its appeal to a nation on that truth. It adopts a national mode of propagation. It adopts the national name of God, national texts for discourses extracted from the national scriptures and the national mode of worshipping God as well as national rites and ceremonies and national customs as far as they can be

retained consistently with the dictates of reason and conscience, and the requirements of progressing civilization. What is deficient in the national spiritual store it of course supplies by borrowing from other nations, but it takes care to give a national shape to what it borrows as far as practicable. Although it expresses sympathy with the theists of other nations and encourages them to exert their utmost to propagate theism among their respective nations it exhorts them to maintain strictly the national aspect of their propagandistic policy and not jumble up the mode of propagation suited to one nation with that suited to another.

I have described, Gentlemen, the doctrines and the essential chracteristics of Brahmoism as far as the limits I have assigned to my lecture allow me to do. I now address myself to the Brahmo portion of my audience and ask my fellow-religionists how far they are acting up to the dictates of such a noble and exalted religion—noble in its regard to the sacred interests of truth, noble in its anxiety to maintain catholicity of feeling, noble in its solicitude to meet the requirements of nationality—"a name" to quote the words of Professor Newman "dear and sacred as the name of wife and mother to every sound-hearted man." An enquiry of this sort is at times necessary for purposes of self-correction. I shall conduct this enquiry in the present instance in a critical and searching but brotherly spirit. As an elder of the church, it has been my duty to remark at times upon opinions and practices prevailing in it not consistent with true Theism. I am glad to observe that my brother Brahmos took my remarks in a proper spirit and have acted to my advice in certain respects. I hope my strictures on the present occasion also wil not be without effect.

An erroneous opinion now prevails in the Brahmo church that spiritual excitement is true religion. A principal member of our church has declared the highest religious state to be a state of "passion or frenzy." As long as we remain in a state of spiritual excitement, we think we are acting like true religious beings; when that excitement leaves us, we consider ourselves as spiritually miserable and complain of *shushkata* or spiritual dryness. Excitement is no true test of spiritual progress. True spiritual progress consists in the cultivation of steady and sustained divine love. The God-animated man is superior to the God-intoxicated man. A state of intoxication is transient. The love of God should be natural to us as breath. An attempt to keep the soul in a continual state of spiritual excitement is not only ineffectual in the nature of things but is also a bar to spiritual progress. It is true that the first sight of the Altogether-Lovely intoxicates a man but as his love becomes gradually mature, it attains a steady and sober character. Constant silent communion with God is the best means of promoting spiritual growth; we should constantly drink life from the Life of life and thereby grow in spiritual strength. If life do not come from Him, let us always secretly pray to Him in our hearts for it and freely shall it flow from Him. If spiritual excitement lead to this self-nurture, it is good, else it is not only of no avail but is positively detrimental to spiritual growth. We should not allow [illegible] to remain always [illegible]

try to make it steady and sedate. A continual seeking of spiritual excitement without self-nurture keeps our love in an immature state and thereby proves a bar to our spiritual progress. Occasional excitement we cannot avoid; nay, it is a source of great spiritual felicity but let there be excitement upon life and not excitement—galvanic excitement—without life. If spiritual excitement is followed by spiritual vacuity, where then is life? If, in the state of excitement upon life excitement leaves us, there is life to fall back upon, else all is blank and dreary. Now-a-days there is less of internal communion with God and more of external excitement. Excess of spiritual excitement or, in other words frenzy, besides not being an index of true spiritual progress, leads us also to commit acts which, like those of the men who took a part in the Irish Revivals, lower the dignity of religion in the eyes of mankind and thereby prove injurious to its cause. Processions through the public streets after the fashion of the Chaitanya Vaishnavas of this country is an act of this character. Such acts should be avoided by our brother Brahmos. It should be always kept in mind that our religion is a religion of calm dignified enthusiasm. It is as much removed from the *Ecstasis* of Plotinus and the other Neo-Platonists, the *Mustee* of the Sufis, and the *Dasa* of the Chaitanya Vaishnavas on the one hand as from Vedantic or Buddhistic quietism on the other. We should not lower the dignity of our exalted religion by acts like those just now adverted to.

A [illegible] of the present Brahmo [illegible] depend too [illegible] stimuli for culture. For that purpose, we depend more upon lectures and speeches and festivals and processions than upon "introspection and meditation," to quote the words of the most celebrated of our missionaries used by him when addressing a foreign audience in a foreign land. We ardently look to a "high festival of once a year" to collect "spiritual steam." I quote the very words of certain Brahmos, which will last throughout the year for purposes of spiritual life and action. Alas! if these lectures and speeches and festivals and processions were deducted from our present Brahmo life, what would remain? We will then be reduced to poor shrunken things without any spiritual animation. In our feebleness, we depend too much upon some great man to help us in the path of spiritual progress, forgetting that self exertion, aided by divine grace, is our best help in the path of such progress. I am sick of the excessive glorification of great men. Brahmo brethren! let us cease altogether for a time from glorifying great men. Let us now only glorify the great God to our heart's content. Let us cease altogether for a time from seeing God manifest in the flesh. Let us now see Him as manifest in Himself. I do not at all deny the utility of speeches, lectures, and festivals and the assistance to be derived from spiritual teachers. But this I maintain that we should depend more upon ourselves and the grace of God than upon external aids. Nothing can be a greater proof of the extreme dependance of some of the present Brahmos upon external aids than the doctrine lately enunciated by the editor of a Brahmo journal that, unless all the members of the church by [illegible]

dogma, the doctrine of external dependance is carried to a ridiculous extent.

While treating of the short-comings of the present Brahmo Church, I cannot but notice an erroneous doctrine which has been introduced into it. It is this that, unless we venerate visible man, we cannot venerate the invisible God. I think this doctrine has an injurious tendency. If it be allowed to prevail, men, knowing that the best way of venerating God is venerating man, would, in their anxiety to venerate God, venerate man more than he deserves and would be gradually led to the degradation of hero-worship. It is one thing to say that we should venerate our spiritual teachers more than other men and another thing to say that, unless a man venerates his spiritual teacher, he cannot venerate God and thereby place him with regard to veneration in the same class with God but only a little lower. One step more and the *Gooroo* is exalted to the rank of God. The pernicious tendency of the doctrine referred to was manifested in certain practices which lately prevailed among some of the Brahmos, strongly smelling of Avatarism and hero-worship. Who knows when the sore will break out afresh?

I should next notice the despair of God's forgiveness of our sins which prevails among some of the followers of our church. Such despair is a bar to our spiritual progress. The All-Merciful Father is ever ready to take us in his arms whenever we sincerely repent. He does not look to the measure of repentance as to its sincerity. If we are to repent according to the heinousness of our sins, then we may repent for ever but such repentance is not [illegible] God in his infinite mercy has ordained that, whenever we sincerely repent, that moment our sins are taken away from us. His arms are always outstretched to accept the sinner; the latter, despairing of forgiveness, perversely shuns his offered embrace and laments for ever his fallen condition. Despair of God's forgiveness thus proves a bar to our spiritual progress. Some of the Brahmos grieve that sincere repentance does not rise in their souls but they do not consider that when they grieve for want of sincere repentance, sincere repentance has already come to them.

Another short-coming of the present Brahmo Church is the absence of instruction on particular morality from its pulpits. The heinousness of sin is described in general terms but no positive instruction on such particular moral duties as justice, veracity, benevolence, patriotism, is given. A plain unvarnished sermon, treating with clearness and felicity of a particular moral duty in all its bearings is a rarity in our days.

(To be continued.)

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত।

২ আষাঢ় বুধবার ১৭৯২ শক।

যস্য বাঙ্মনসী স্যাতাং সম্যক্ প্রণিহিতে সদা।
তপস্ত্যাগশ্চ সত্যঞ্চ স বৈ পরমবাপ্নুয়াৎ॥

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ [illegible] খণ্ড ৪ অধ্যায়।

যাঁহার বাক্য ও মন সর্ব্বদা সম্যক্ রূপে সংযত থাকে এবং যাঁহার তপস্যা, দান ও সত্য কথনের অনুষ্ঠান থাকে, তিনিই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

বাক্‌সংযম, মনঃসংযম, তপস্যা, দান ও সত্য কথন এই পাঁচটীর অনুষ্ঠান পরম পদ প্রাপ্তির সাধন।

আবশ্যক মতে বিহিত বিষয়ে সাবধানে নির্দ্দোষ বাক্য প্রয়োগ করার নাম বাক্‌সংযম। নিস্তব্ধতাকে বাক্‌সংযম বলা যায় না; বাক্যের নিস্তব্ধতা ও বহুভাষণ উভয়ই দূষণীয়; নিস্তব্ধতাকে মূকত্ব কহে এবং বহুভাষিতাকে বাচালতা কহে। এই উভয় ভাব লোকের [illegible] হইলেও প্রশংসনীয় [illegible] এই উভয়ের মধ্য স্থলে বর্ত্তমান এবং নির্দ্দোষ ও পরম পদ প্রাপ্তির কারণ।

অনিষ্টকর বাক্য চারি প্রকার: নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পরনিন্দা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ। সংযমের অভাবে লোকে এই চারি প্রকার বাগ্‌দোষে দূষিত হইয়া নানা অনিষ্ট উৎপাদন করে। নিষ্ঠুর বাক্যে লোকের মনে আঘাত দিয়া স্বয়ং নিন্দনীয় হয়, মিথ্যা কথায় লোকে প্রতারিত হইয়া [illegible], পরোক্ষে পর নিন্দায় বিশ্বাস ঘাতক বলিয়া অনাদর করে, এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্যে অপ্রকৃতিস্থ বা ক্ষিপ্ত বলিয়া লোকে উপহাস করিয়া থাকে। অতএব বাক্ সংযমে সর্ব্বদা যত্নবান্ হওয়া বিধেয়।

সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ মন যখন নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ বুদ্ধির অধীন হইয়া সৎকার্য্য চিন্তা করে, তখন তাহাকে মনঃসংযম কহে। চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া মন ক্ষণে ক্ষণে নানা বিষয়ের চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়; কখন অসৎ চিন্তায় কলুষিত হয়, কখন বা সং-

চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করে। অ এব মন যখন বুদ্ধির বিবেচনা শক্তির সহিত মিলিত হইয়া এক যোগে কার্য্য করে, তখন ইন্দ্রিয়গণের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্তির উপায় অন্বেষণে সংযত হয়।

মানসিক পাপ তিন প্রকার, পরদ্রব্য লাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট চিন্তা, ও মিথ্যাভিনিবেশ অর্থাৎ ঈশ্বরে ও পরকালে অবিশ্বাস। মন সংযত হইলে এই ত্রিবিধ পাপ হইতে প্রমুক্ত হওয়া যায়, অতএব মনঃসংযম পূর্ব্বক আত্মাকে পাপ হইতে বিরত করিয়া এবং শুভ কার্য্যে রত করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইবেক। "মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ" মন অসংযত হইলে বন্ধের হেতু হয়, এবং সংযত হইলে মুক্তির কারণ হয়। কিন্তু "তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং" যেমন বায়ুকে আয়ত্ত করা কঠিন ব্যাপার, সেই রূপ মনকে সংযত করাও অতীব দুষ্কর, কিন্তু সাধকের যত্ন সাধনায় গুণে ঈশ্বর প্রসাদে অতীব দুষ্কর কার্য্যও সুকর হইয়া উঠে। অতএব "সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং" সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করে, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তি মনঃসংযমে যত্ন করিবেন।

শরীর, মন, বুদ্ধি, বাক্য ও কর্ম্ম এই সকল দ্বারা কোন প্রকারে পাপ অনুষ্ঠিত হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান, তাহার নাম তপস্যা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরা উপবাসাদি শারীরিক ক্লেশকে তপস্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "শরীর শোষণাদি ক্লেশ স্বরূপং তপঃ" অনশন অগ্নি সেবাদি দ্বারা শরীরকে শুষ্ক করাই তপস্যা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শরীর শুষ্ক হইলে ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হয়, সুতরাং তাহার দ্বারা আর পাপ অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব যে কোন প্রকারেই হউক সর্ব্ব প্রকার পাপের অননুষ্ঠানই তপস্যা, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। নতুবা কেবল শরীর শুষ্ক করাই যে তপস্যা ইহার কোন অর্থ নাই। কারণ শরীর শুষ্ক করিলেও তদ্দ্বারা নানা পাপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। শরীর শুষ্ক হইল, ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইল, মনের বৃত্তি সকল ক্ষীণ হইল, তথাপি দুশ্চিন্তা মনকে পরিত্যাগ করিল না, এ অবস্থা কি তপস্যার অবস্থা? ইহাকে কি তপশ্চর্য্যা বলা যায়? কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ, ইন্দ্রিয় সকল সতেজ ও মনের বৃত্তি সকল প্রবল; অথচ মন সংযত ও সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত, এই অবস্থাই তপস্যা। চতুর্দ্দিকে বিকারের হেতু সকল বর্ত্তমান থাকিতেও যখন মনে বিকার উপস্থিত না হয়, এইরূপ মনের সংযমাবস্থাই তপস্যা। তপস্যাতে শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি হয়, মনের বৃত্তি সকল উন্নত হয়, ইন্দ্রিয় সকল নিয়মিত হয় এবং ব্রহ্মরস পান করিয়া তৃপ্তি সুখ সম্ভোগ হয়। কিন্তু শরীর শোষণে উহা লাভের অভিলাষ করা আর মস্তক বেষ্টন করিয়া নাসিকা স্পর্শ করা উভয়ই সমান।

যাহার যে বস্তুর অভাব, তাহাকে সেই বস্তু অর্পণ করাই দান শব্দের মুখ্য অর্থ। দান অপেক্ষা মহৎ কর্ম্ম আর কিছুই নাই, অতএব ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে, "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং" হে অর্জ্জুন! দরিদ্রদিগকে দান কর কিন্তু আঢ্য ব্যক্তিকে ধন অর্পণ করিও না। কেবল ধন দান করাই দান শব্দের তাৎপর্য্য নহে, রোগীকে ঔষধ দান, শ্রান্তকে আসন দান, ভীতকে অভয় দান, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দান, ক্ষুধার্ত্তকে ভোজ্য দান, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান,

অধিনীতকে উপদেশ দান এবং উষধ পথ্য ইত্যাদি যাহার যে রূপ প্রয়োজন, তাহাকে সেই রূপ দান করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং তাহাই পরম পদ প্রাপ্তির সাধন। অন্ন দান দাতা ও গৃহীতা উভয়কেই এক কালে তৎক্ষণাৎ তুপ্ত করে, তুমি দানের পর আর দান নাই এবং বিদ্যা দান তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট। দাতা আপনার শ্রদ্ধানুসারে ও গৃহীতার যোগ্যতানুসারে অল্প বা বহু ফল প্রাপ্ত হয়েন।

যেমন জল দ্বারা গাত্র শুদ্ধি হয়, সেই রূপ সত্য দ্বারা মন পরিশুদ্ধ হয়, সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই। অতএব সত্য ব্যক্তি-বেক কিন্তু প্রিয় সত্য কহিবেক, অপ্রিয় সত্য কহিবেক না, প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না।

হে পরম সত্য পরমেশ্বর! তুমি আমার-দিগের উপরে সতত যে করুণাবারি বর্ষণ করিতেছ, আমরা যেন জীবনান্তেও তাহা বিস্মৃত না হই, এবং তোমাকে যেন চির দিন হৃদয়ে বিরাজমান দেখিতে পাই, তুমি আমারদিগকে এই রূপ ক্ষমতা প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৭৯৩ শক।

আজ্ বৈশাখের প্রথম দিবস! আজ্ নব-বর্ষের প্রথম দিন! শিশু যেমন জননী গর্ভ হইতে বিমুক্ত হইয়া শোভা-সৌন্দর্য্য, জীবন-জ্যোতি-পূর্ণ ভূলোকে আসিয়া অব-তীর্ণ হয়, আমরাও তেমনি ঈশ্বর-প্রসাদে বিগত বর্ষ-গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া, অদ্য নূতন-ক্ষেত্রে নব-বর্ষে পদার্পণ করিতেছি। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, সেই সৌন্দর্য্যের অনন্ত উৎস, [illegible] পরমেশ্বর, এই [illegible] কেমন [illegible] শোভায় পরিশোভিত করিয়া, কেমন বিচিত্র সুখে সুসজ্জিত করিয়া আমারদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন! সেই অকৃত্রিম-স্নেহ-পূর্ণ পুরুষ, যেমন জরায়ু-শয্যায় অচিন্ত্য কৌশলে অস-হায় শিশুকে রক্ষা করেন, সেই সঙ্কীর্ণ গর্ভ কোটরের মধ্যে তাহার যাবতীয় প্রয়ো-জনীয় বস্তু বিধান করিয়া তাহাকে পরি-পালন করেন, এবং তাহার ভাবী প্রয়োজন অবগত হইয়া মহত্তর কল্যাণ সাধন উদ্দেশে, তাহার অজ্ঞাতসারে বহির্জ্জগতে সর্ব্ব-প্রকার সুখ-সজ্জা প্রস্তুত করিয়া যথা কালে তাহাকে অদৃষ্ট পূর্ব্ব ভূলোকে আনয়ন করেন, তেমনি সেই পুরাণ পরমেশ্বর বিগত বর্ষে আমার-দিগকে যথাযোগ্য স্নেহ প্রীতি সহকারে প্রতিপালন করিয়া, আবার আত্মার মহত্তর উন্নতি-সাধন জন্য, এই অভিনব-বর্ষ ক্ষেত্র-কেই তাহার উপযুক্ত স্থল নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। আমরা তাঁরই আদেশে এই নিত্য উদার সদাব্রতে প্রবেশ করিতেছি। এই অভিনব-বর্ষ-গর্ভে যে কত সুখ-রত্ন সন্নিহিত রহিয়াছে, আত্মার উৎকর্ষ-সাধন উপযোগী যে কত প্রকার বিচিত্র উপকরণ, করুণাময়-পরমেশ্বর ইহার মধ্যে সংস্থাপন করিয়াছেন, আমরা এখন তাহার কি বুঝিব? সদ্যোজাত শিশু যেমন পৃথ্বী-তলে পদার্পণ করিয়াই জানিতে পারে না যে তাহার সুখ-সাধন উদ্দেশে এই ভুভাণ্ডার মধ্যে কত অমূল্য নিধি রক্ষিত হইয়াছে, আমারদের আত্মাও তেমনি এই নববর্ষে প্রবেশ করিয়াই বলিতে পারে না, যে সেই স্নেহময়ী জননী আমার-দের সম্ভোগের জন্য কত সত্য জ্ঞান অমৃত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন এবং কি অভাবনীয় বিধান দ্বারাই তিনি আত্মার ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিবেন। সমুদ্র তটে দণ্ডায়মান হইয়া কেবা সমুদ্রের দৈর্ঘ্য বিস্তার নির্দ্দেশ করিবে! অতীব

আকাশের প্রতি নেত্র পাত করিয়া কেবা গণনা দ্বারা জ্যোতিষ্ক পুঞ্জের সংখ্যা নিরূপণ করিবে ? সেই অনন্ত স্বরূপের সকলই অনন্ত —তাঁহার স্নেহের শেষ নাই, প্রীতির পার নাই, দয়ার অন্ত নাই। আমরা আজন্মকাল তাঁহার অজস্র স্নেহ সম্ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাঁহার অতুলন প্রীতির বর্ষণে আমরা, আমারদের জীবন ধন, সুখ শান্তি সকলই লাভ করিয়াছি। বিগত বর্ষে তাঁহার যে প্রীতি-সুধা পান করিয়া, দুর্গম সংসার পথের মধ্য দিয়া নির্বিঘ্নে চলিয়া আসিলাম, কে সে প্রীতির পরিমাণ করিবে ? দিনে নিশীথে বর্ষার বারি-ধারার ন্যায় তিনি আমারদের উপরে যে অনুপম স্নেহ বর্ষণ করিতেছেন, কোন্ ব্যক্তিই বা তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইবে ? বিগত বর্ষে আমরা তাঁহার যে সকল করুণা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাই যখন গণনা করিতে পারি না, নিশির শিশির পতনের ন্যায় অজ্ঞাত-সারে আমারদের উপরে তাঁহার যে কত করুণা-কণা নিপতিত হইয়া, আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছে, কোন্ রসনা তাহা কীর্ত্তন করিতে পারে ? তাহাই যখন স্মরণ হইলে মন অবসন্ন হয়, বাক্য স্তব্ধ হইয়া পড়ে, আবার এই অভিনব-বর্ষে— আত্মার উচ্চতর উন্নতি সোপানে যে তাঁহার অধিকতর স্নেহ করুণা বর্ষিত হইবে, তাহা স্মরণ করিলে কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত হয় ? তাঁহার সেই অনন্ত-করুণার ঈষৎ আভাস বুদ্ধি-নেত্রে প্রতিভাত [illegible] কোন্ হৃদয় না কৃতজ্ঞতা ভরে আপনা হইতেই তাঁহার চরণে অবনত হইয়া পড়ে।

তাঁহার করুণার কথা কি বলিব। আমরা তাঁহার প্রদত্ত সুখ সামগ্রী সম্ভোগ করিয়া ক্লান্ত হইতেছি, অথচ তিনি দান করিয়া পরিশ্রান্ত বা ক্লান্ত হইতেছেন না। আমরা তাঁহার [illegible] হইয়া, তাঁহাকে বিস্মৃত হইতেছি, অথচ তিনি আমারদিগকে বিস্মৃত হন না। আমরা তাঁহার দ্বারের চির-ভিখারী হইয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিপদে [illegible] হইতেছি, অথচ তিনি স্নেহ-ভরে আমারদিগের অনুসরণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রজা, তাঁহার সেবক, তাঁহার দণ্ড পুরস্কারের একান্ত অধীন হইয়া, তাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতেছি, অথচ তিনি আমারদিগকে মাতার ন্যায় আহ্বান করিতেছেন। এমনি দেখ সুখের উপর উৎকৃষ্টতর সুখ, আনন্দের উপর মহত্তর আনন্দ, উন্নতির উপর উচ্চতর উন্নতির সোপান বিধান করিয়া, আমারদিগের মোহান্ধ চিত্তকে জাগ্রত ও প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই উদার মঙ্গল দৃষ্টি, অনুপম-পিতৃভাব অসদৃশ মাতৃ-স্নেহ অনুভব করতঃ তটস্থ হইয়া কি সেই দেব-দেবের আরাধনায় এমনি প্রবৃত্ত হইব না ? তাঁহার এই উদার সদাব্রত দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কি আজ নব বর্ষের অভিনব সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইব না ? ঐ দেখ, অচঞ্চল সূর্য্য, রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, এই পবিত্র প্রাতঃকালে নব বর্ষের কার্য্য আরম্ভ করিল। প্রত্যক্ষ অনুভব কর, এই সুস্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ পুনর্ব্বার ঈশ্বরের মহিমা প্রচারে প্রবৃত্ত হইল, পৃথিবী আবার সূর্য্য-মণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতে [illegible]

[illegible] সং-
[illegible] নহেন, তিনি আমাদিগের নেতা ও পথ-প্রদর্শক হইয়া সর্বাগ্রগামী হইয়াছেন—মাতার ন্যায় সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন। আইস সকলে তাঁহার ইচ্ছার স্রোতে শরীর মন আত্মাকে নিক্ষেপ করি, আইস সকলে তাঁহার মধুর আহ্বানের প্রতি কর্ণপাত করিয়া তাঁহার আদিষ্ট পথে ধাবিত হই। স্বেচ্ছাচার বশতঃ সহস্র দোষে দোষী হইয়া, সহস্র পাপে পাপী হইয়াও সংসারে যখন এত সুখ-শান্তি লাভ করিতেছি, তখন তাঁর মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলিলে তাঁহার ধর্ম্মের আদেশ প্রতিপালন করিলে, আত্মাতে যে কি অননুভূত আত্ম-প্রসাদ সঞ্চারিত হইবে, আত্মা তাঁহার অধিকতর সন্নিকর্ষ লাভ করিয়া যে কি অপূর্ব্ব তৃপ্তিসুখ অনুভব করিবে, এখন তাহা কল্পনাতেও ধারণ করা যায় না! এই পৃথিবীতে—এই পরিমিত পৃথিবীতে রাখিয়াই তিনি আমাদের আত্মাকে কতই না উন্নত করিতেছেন। সেই পুরাতন চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া অহোরাত্র, পক্ষ মাস, ঋতু সম্বৎসরের পরিবর্ত্তন সহকারে মানব আত্মাকে কতই না পরিপুষ্ট করিতেছেন, কতই না নবতর কল্যাণতর সুখ শান্তি বিধান করিতেছেন। যে পরলোক—ব্রহ্মলোকের জন্য সর্বদা হৃদয় পিপাসিত রহিয়াছে, জানি না সেই দিব্যধামে পূর্ণ মঙ্গল পরমেশ্বর আত্মোন্নতি সাধনের কি বিচিত্র কৌশলকলাপই বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতি বর্ষের গমনাগমনে মানব আত্মা যে দিব্য ধামের প্রতি অগ্রসর হইতেছে, জানি না সেখানে তাঁর প্রীতি ও করুণার উৎস কত সহস্র ধারেই উৎসারিত হইতেছে—সেখানে তিনি কত [illegible] প্রকাশিত থাকিয়া, পবিত্র [illegible] করিতেছেন।

হে দয়াময়! অসৎ-চিন্তা, অসৎ-ক্রিয়া হইতে মুক্ত করিয়া তুমি সেই সৎ-পথে প্রবৃত্ত কর; মোহ-অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার সেই উজ্জ্বল সন্নিধানে লইয়া যাও। পাপ-তাপ মৃত্যু-সোপান হইতে উত্তীর্ণ করিয়া অমৃত-স্বরূপ যে তুমি তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। নব-বর্ষের এই পবিত্র প্রাতঃকালে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রীতির সহিত আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, হে ঈশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া আমারদিগের নেতা হইয়া কল্যাণ পথে লইয়া চল। যাহাতে শরীর-মন আত্মা যথা-সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে পারি, তোমার প্রিয়-কার্য্য সাধনে অধিকতর যত্নশীল হই, আত্মাকে জ্ঞান-প্রেমে প্রীতি-পবিত্রতাতে উন্নত করিয়া যাহাতে তোমার প্রিয়-সিংহাসন করিয়া তুলিতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া আমারদিগকে এরূপ বল-বুদ্ধি জ্ঞান-ধর্ম্ম বিধান কর। হে জাগ্রত-জীবন্ত দেব! তোমাকে প্রণিপাত করিয়া নব-বর্ষে প্রবেশ করিতেছি। তোমার অনুপম-স্নেহ, পূর্ণ-মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া এই অজ্ঞাত অপরিচিত পথে অগ্রসর হইতেছি, তুমি আমারদিগকে রক্ষা কর। হে দুর্ব্বলের বল! গতিহীনের গতি! তুমি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পৃথিবী ও মনুষ্য।

ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ের মতে, শয়তান নামে এক দুর্দান্ত জন্তু চিরকাল ঈশ্বরের সহিত বিরোধাচরণ করিতেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, মনুষ্যের মঙ্গল হউক, মনুষ্য ধর্ম্মের পথে [illegible]

সঞ্চরণ করিতে থাকুক এবং পরিশেষে অনন্ত কাল স্বর্গ সুখ ভোগ করুক ; আর শয়তানের ইচ্ছা এই যে, মনুষ্যের অমঙ্গল হউক, মনুষ্য পাপের পথে নিরন্তর সঞ্চরণ করিতে থাকুক, এবং পরিশেষে অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করুক। মনুষ্য লইয়া ঈশ্বর ও শয়তান পরস্পরের মধ্যে এই রূপ বিরোধাচরণ চলিতেছে। তাঁহারা যে রূপ বলেন, তদনুসারে দুর্বৃত্ত শয়তানেরই অধিক জয় হইতেছে, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন পরাজিত হইয়া পড়িতেছেন—অধিকাংশ মনুষ্য শয়তানেরই বশম্বদ হইয়া চলিতেছে।

যে সকল সম্প্রদায় তাদৃশ অদ্ভুত জন্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংসারকে শয়তানের পদে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁহারা সংসারকে যে রূপ করিয়া বর্ণনা করেন, তাহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে এক পথে [illegible] করিতেছেন, আর সংসার যেন তাহাকে অন্য পথে আকর্ষণ করিতেছে এবং পদে পদে যেন সংসারই জয় যুক্ত হইতেছে, ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর পদে পদে পরাজিত হইতেছেন।

পৃথিবী ও সমুদায় পার্থিব বস্তু এবং মনুষ্য জাতি যদি সংসার শব্দের অর্থ হয়, তবে শয়তানের অস্তিত্ব বিষয়ক মতের ন্যায় উক্ত মতকেও পরিত্যাগ করা উচিত। সংসার যদি আর কোন কল্পিত পদার্থ হয়, তবে শয়তানের অস্তিত্বের ন্যায় তাদৃশ সংসারের অস্তিত্বও আপনা হইতে জ্ঞানবান্‌দিগের অশ্রদ্ধেয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

মনুষ্য অনেক সময়ে প্রেম ও লোভ এক পদার্থ ভাবিয়া প্রবঞ্চিত হয় ; বস্তুতঃ উহা আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ। প্রেম আপনাকে বিস্মৃত হইয়া উদার [illegible] সমুদায় [illegible] লইয়া বিব্রত হয়। প্রেমেতে হৃদয় [illegible] লোভান্ধ হৃদয় উন্মত্ত। প্রেম [illegible] দার বৃত্তিকে সজীব করিয়া রাখে, লোভ তাহার সমুদায় বৃত্তিকে নির্জীব করিয়া ফেলে। প্রেম অন্যের প্রতি মমতা করিতে থাকে, এবং লোভ অন্যের প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন করে। প্রেম সংসারকে আত্মীয় ভাবিয়া তাহার মুখ চুম্বন করে, লোভ তাহাকে শত্রু ভাবিয়া [illegible] হইয়া উঠে। বসন্তের মাধুরী, এক জনের মনে পবিত্র ভাব ও আর এক জনের মনে অপবিত্র ভাব প্রাদুর্ভূত হইবার হেতু হয়, ইহা বসন্তের দোষ নহে।

মনুষ্য যাহার জন্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, পৃথিবী তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী স্থান, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যিনি সন্দেহ করেন, তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে, জ্ঞানে ও মঙ্গল ভাবে—তাঁহার পূর্ণ স্বরূপে অজ্ঞাতসারে অবিশ্বাস করিতেছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রায় কল্যাণময় ; যাহা কল্যাণ, তিনি তাহা জানেন ; যাহাতে কল্যাণ হয়, তিনি তাহা করিতে পারেন। তিনিই পৃথিবী ও মনুষ্যের স্রষ্টা, তিনিই পৃথিবীতে মনুষ্যের স্থাপয়িতা, তিনিই সমুদায় নিয়মের নিয়ন্তা। তিনি যখন মনুষ্যকে সংসারে আনয়ন করিয়াছেন, তখন সংসার যে মনুষ্যের উপযুক্ত স্থান, তাহাতে কি আর সন্দেহের অবকাশ মাত্র আছে?

যেমন জলজীব [illegible] উপযুক্ত স্থান, [illegible] উপযুক্ত স্থান, [illegible] পৃথিবীর [illegible] উপযুক্ত স্থান। [illegible]

[illegible] সম্পূর্ণ অনু-
কূল, [illegible] বিধাতা পূর্ণ
পৃথিবীকে মনুষ্যের যোগ্য ও মনুষ্যকে
পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।
সংসার যদি উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিকূল হইত,
পূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বর মনুষ্যকে কখনই সংসারে
আনয়ন করিতেন না।

মনুষ্য নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় সংসারে
জন্মগ্রহণ করে। তখন তাহার না বুদ্ধিবল, না
ইন্দ্রিয়বল না দেহবল, কোন সম্বল থাকে।
কিন্তু সংসার তাহাকে দরিদ্র দেখিয়া ঘৃণা
করিয়া পরিত্যাগ করে না। প্রত্যুত, আন-
ন্দের সহিত করতালী দিয়া তাহাকে গ্রহণ
করে। তখন সুকোমল ক্রোড় তাহার বাস-
স্থান হয়, চতুর্দ্দিক্ তাহার উপর স্নেহ বর্ষণ
করে ও রক্তপূর্ণ স্তন দুগ্ধ দিতে থাকে।
তখন তাহার নিজের কিছুই থাকে না, অথচ
সংসারে তাহার কোন অভাবই থাকে না।
যেমন তাহার বয়োবৃদ্ধি হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে
সংসার তাহার পোষণের ও উন্নতির সমুদায়
উপকরণ প্রদান করিতে থাকে। বিবিধ
অন্ন পান তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করি-
তেছে; বিবিধ বিষয়-সুখ তাহার ইন্দ্রিয়-
গণকে পরিতৃপ্ত করিতেছে; সকল পদার্থই
তাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে; মাতা পিতা
ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যা ও বান্ধবগণ
তাহার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে; বিস্তীর্ণ
জনসমাজ ও নিভৃত নির্জ্জন মধুরাস্বাদ আত্ম-
প্রসাদের হেতুভূত ধর্ম্ম সাধনের ক্ষেত্র হইয়া
তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইতেছে; সকল
আত্মার তৃপ্তির স্থান, সকল সন্তাপের মহৌ-
ষধ, সকল আশার বিশ্রামভূমি সত্য শিব
সুন্দর এক অলৌকিক পদার্থ তাহার [illegible]
[illegible] জন্য, [illegible] জন্য, তাহার শি-
[illegible] জন্য, [illegible] জন্য, [illegible]
[illegible]

[illegible] হে মনুষ্য! তুমি আর অধিক কি
প্রার্থনা করিতে পার? তুমি নিঃসহায়
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, কিন্তু কি না
পাইতেছ?

যে মনুষ্য এই সমস্ত উপকরণ প্রাপ্ত হই-
য়াও কৃতার্থতা লাভ করিতে না পারে, সে
ব্যক্তি যে তাহার আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে আরোহণ
করিয়া সুখী হইতে পারিবে, তাহার প্রমাণ
কি? বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আপনাকে চালাইতে
না পারে, সে ব্যক্তি যে লোকে গমন
করিবে, নরক তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।
এ সংসার যেমন তাহার শত্রু বলিয়া বোধ
হইতেছে, পর সংসারও সেই রূপ শত্রু
বলিয়া বোধ হইতে থাকিবে। স্বর্গ ও নরক
হৃদয়ের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রতী-
য়মান হয় যে, এই সংসার মনুষ্যের উদ্দেশ্য
সাধনের সম্যক্ উপযুক্ত স্থান; কিছুতেই
এ রূপ বোধ হয় না যে, ইহা ধর্ম্ম সাধনের
প্রতিকূল। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে
হইবে যে, প্রত্যেকের এক একটি সংকীর্ণ
স্বার্থপরতা আছে, সংসার সকল স্থানে
তাহার সম্পূর্ণ অনুকূলতা করিতে সমর্থ নহে।
তথাপি এক জনের স্বার্থ যত ক্ষণ আর এক
জনের স্বার্থের বিরোধী না হয়, এবং যত
ক্ষণ বিশ্বজনীন স্বার্থস্বরূপ সেই পরমার্থের
হানিকর না হয়, তত ক্ষণ এই সংসার
কাহারও প্রতিকূল হয় না। মনুষ্যের মনে
যে সকল অন্তর্ভূত পশুপ্রবৃত্তি আছে,
সংসার সকল স্থানে তাহারও অনুকূলতা
করিতে সমর্থ নহে। তথাপি যে স্থলে
ধর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত না
হয়, সে স্থলে সেই সকল পশুপ্রবৃত্তিরও
কোন প্রতিকূলতা নাই। অনেকের এই রূপ
সংস্কার আছে যে, এই পৃথিবী স্বার্থ-পরায়ণ
ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোকদিগেরই উপযুক্ত;

স্থান; কিন্তু আলোচনা করিলে ইহার বিপ-রীত সিদ্ধান্তই উপস্থিত হয়—সংসার স্বার্থ-পরায়ণ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকদিগেরই ঘোরতর শত্রু, নিঃস্বার্থ জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক-গণের সহিত ইহার শত্রুতা নাই।

পারলৌকিক সম্বল কি, তাহা না জানিয়াই অনেকে পারলৌকিক সম্বল আহরণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া থাকেন এবং সংসারের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, তাহা না বুঝিয়াই সংসারকে তাহার অন্তরায় ভাবিয়া তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। বস্তুতঃ এই সংসারই পারলৌকিক সম্বল আহরণের উপযুক্ত স্থান।

আমাদের অমর আত্মা কতকগুলি অক্ষয় সম্পত্তির সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ভক্তি প্রেম বুদ্ধি বিবেক প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকল আমাদের সেই চিরস্থায়ী অক্ষয় সম্পদ্, চির কালের উপজীব্য ও অনন্ত জীবনের সম্বল। গর্ভস্থ শিশুতে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল যেমন অপরিস্ফুট থাকে, সেই রূপ এক্ষণে আত্মাতে এমন অনেক সম্পদ্ গুপ্ত থাকিতে পারে যে, তাহা লোক লোকান্তরে আবিষ্কৃত হইয়া আমাদিগকে উত্তরোত্তর নব নব শ্রী-সৌভাগ্য প্রদান করিতে থাকিবে কিন্তু তাহার গণনা পরিত্যাগ করিলেও ভক্তি ন্যায় দয়া বুদ্ধি প্রভৃতি যে সমস্ত সম্পদ্ আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার উপরেই এক্ষণে পরলোকের জীবিকার জন্য নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত অধ্যাত্ম সম্পদের পরিবর্দ্ধনই পার-লৌকিক সম্বলের আহরণ। এ বিষয়ে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তাঁহার প্রবোধের নিমিত্ত উল্লিখিত হইতেছে যে, অভক্ত অ-পেক্ষা ভক্ত, অপ্রেমী অপেক্ষা প্রেমী, নিষ্ঠুর অপেক্ষা দয়ালু, অন্যায়ী অপেক্ষা ন্যায়বান্, মূর্খ অপেক্ষা জ্ঞানবান্, ও অলস অপেক্ষা কর্ম্মিষ্ঠ যে লোকান্তরেও জীবিকা উপার্জ্জনে সর্ব্বিধ কৃতার্থতা লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই। ঐ সমস্ত গুণ যেমন নরলোকেও মহামূল্য সম্পদ্ ও পূজনীয়, দেবলোকেও নিঃসন্দেহ সেই রূপ মাননীয় হইবে। পৃথিবী সর্ব্বতোভাবে এই পারলৌকিক সম্বল আহরণে অনুকূলতা করিতেছে। বীজের সহিত বৃক্ষের, বৃক্ষের সহিত পুষ্পের ও পুষ্পের সহিত ফলের যে রূপ সম্বন্ধ, ঐহিক জীবনের সহিত পারত্রিক জীবনের অবিকল সেই রূপ সম্বন্ধ। এখানে ঈশ্বরের আরাধনা, পিতামাতার শুশ্রূষা, স্ত্রী পুত্রের প্রতিপালন, পরোপকার, বিদ্যা শিক্ষা ও কর্ম্মক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া আ-ত্মাতে যে সমস্ত ফল উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আত্মা পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। যদি শিশুকে সুস্থ শরীরে ভূমিষ্ঠ দেখিতে চাও, তবে যথানিয়মে গর্ভকে প্রতিপালন কর।

লোকে না বুঝিয়া সংসার হইতে ধর্ম্মকে যত পৃথক্ করিতেছে, ততই সংসার ও ধর্ম্ম উভয়েরই দুরবস্থা হইতেছে। সংসার ধর্ম্ম-শূন্য হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে, এবং ধর্ম্মও সংকীর্ণ ও বিকৃত হইয়া পড়ি-তেছে। সংসার ধর্ম্ম সাধনের বিরোধী বলিয়া যতই তাহাকে উপেক্ষা করা হইবে, ততই ধর্ম্ম সংসারকে তিরস্কার করিতে ও সংসার ধর্ম্মকে নিপীড়ন করিতে থাকিবে। "ধর্ম্মএব হতোহন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।"

পূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, তিনি যে স্রোতকে হিমালয় অবধি সমুদ্রাগার পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, পৌরা-ণিক পণ্ডিতেরা কুসংস্কার বশতঃ তাহার কোন স্থান পুণ্যময় গঙ্গা ও কোন স্থান সামান্য পদ্মা ভাবিয়া আপনারাই প্রতারিত হইতেছেন; কিন্তু ঈশ্বরের যাহা উদ্দেশ্য, তদনু গঙ্গা ও পদ্মা এক ভাবেই [illegible]

করিতেছে। মনুষ্য পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ইচ্ছামত অর্থ করিয়া যত কোলাহল করিতে চায় করুক, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবে।

স্ত্রীলোকের কুলনাম।

শুভসাধিনী হইতে উদ্ধৃত।

মনুষ্যসমাজে সকল বিষয়েরই ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে একথা সত্য হইলেও আজ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদি-সম্মত হয় নাই। যদি উন্নতির পাঁচটি লক্ষণ প্রদর্শন কর, প্রতিপক্ষ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সহকারে অবনতির দশটি লক্ষণ দেখাইয়া দিবে। কিন্তু উন্নতি না হউক, পরিবর্ত্তন যে হইতেছে। পরিবর্ত্তনের প্রবল স্রোত যে আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অব্যাহত বেগে প্রবাহিত হইতেছে; ইহা যেমন নিঃসংশয়, তেমন অবিসংবাদিত। আমাদিগের চক্ষু কর্ণ উভয়ই ইহার সাক্ষী। এমন একটি দিন যায় না, যে দিন মানব লোকে কোন না কোন বিষয়ে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন উপস্থিত না হয়। আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, রাজনিয়ম, এবং ভবো প্রভৃতি যাহা কিছু মানুষিক, তত্তাবতই পরিবর্ত্তনের অধীন। পরিবর্ত্তন উপদেশের অপেক্ষা করে না; লোক হৃদয়ের সুখ দুঃখ সন্তোষ অসন্তোষের প্রতিও চায় না। ইচ্ছা কর আর না কর, ভাল বাস আর না বাস উহা আপনার বলেই আগত হইবে, আপন বলেই রাজত্ব করিবে। দেশ দেশান্তরের কথা পরিত্যাগ কর, আমাদিগের নিবাসভূমি এই বঙ্গদেশে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীতে কত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, এবং আজও কত হইতেছে, ইহাই কে গণনা করিয়া নিশ্চিত করিতে পারে? আমরা অদ্য বঙ্গদেশীয়দিগের আচার ঘটিত একটি ক্ষুদ্র অথচ অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে, পাঠকদিগের সমক্ষে দুইটি কথা নিবেদন করিতে চাই। যদি আমাদিগের বক্তব্য বিষয়টি যুক্তিতে দৃঢ় না হয়, উহা অনাদৃত হইলেই আমরা সুখী হইব। কিন্তু যদি উহা যুক্তি এবং সামাজিকতা উভয়েরই সম্মত হয়, আমরা ভরসা করি, তাহা হইলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই আমাদিগের পক্ষ গ্রহণ করিবেন।

অন্তঃপুরের প্রাচীর চতুষ্টয় পরিত্যাগ করিতে হয় না, এই জন্যই হউক, অথবা আর যে কোন কারণেই হউক, স্ত্রীলোকের কুলনাম ব্যবহার করার পদ্ধতি এদেশে কোন সময়েও বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল না। যে দেশের স্মৃতিশাস্ত্র কলত্রের নামগ্রহণ পর্য্যন্তও কোন ভাবে ব্যক্তির অকর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তথায় নারীদিগের কুলনাম ব্যবহার যে তাদৃশ প্রচলিত হয় নাই, ইহা অণুমাত্রও বিস্ময়ের বিষয় নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ, আমাদিগের উক্ত আচার বিষয়ে গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিলক্ষণ একটু পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়া- [illegible]। [illegible] কন্যা-কন্যাকার কুলকন্যা এবং কুলবধূর [illegible] পিতৃ[illegible] হইতে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করিবার [illegible] করিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] কুলনামও গ্রথিত করিয়া [illegible], [illegible] আমাদিগের নিকট এক[illegible] [illegible] মনে করি[illegible] [illegible] [illegible] বিভ্রমা এবং [illegible] পরাহত হয়। স্ত্রীলোকের কুলনাম ব্যবহার [illegible], [illegible] আমাদিগের আপত্তি নাই। [illegible] আপত্তি [illegible] তাহার প্রাণ। [illegible] সংস্কৃতেরই প্রসাদাৎ। [illegible] বঙ্গভাষাতেও ভাষাগত কতকগুলি [illegible] হইয়াছে। স্ত্রীলোকের কুলনাম ব্যবহার যে সেই সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ নিয়মের বক্ষঃস্থলে দারুণ আঘাত দিতেছে, ইহাই আমাদিগের চক্ষুর শূলস্বরূপ। [illegible] মধুময়ী বসন্তকাল ইত্যাদি বাক্য [illegible] নিকট যেরূপ বোধ হয়; চন্দ্রকলা [illegible] চট্টোপাধ্যায়, শরৎকামিনী ঘোষ, [illegible] সোপাধিক-নামও আমাদিগের নিকট [illegible] প্রতীয়মান হয়, অণুমাত্র প্রভেদও [illegible] হয় না। বিদেশীয় সভ্যতার অনুরোধে স্বদেশীয় সংস্কার এবং মাতৃভাষার তন্মদাহন করা আমাদিগের নিকট কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা হয় না। আমরা এই নিমিত্ত বিষয়ের সহিত প্রস্তাব করি যে স্ত্রীলোকের কুলনাম ব্যবহার করা যদি বস্তুতই আবশ্যক হইয়া উঠিয়া থাকে, তবে উহা এমন ভাবে হউক যাহাতে আমাদিগের ভাষার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত না হয়। চন্দ্রকলা সেন না বলিয়া যদি চন্দ্রকলা সেনজায়া এবং পিতৃকুলের পরিচয় দিতে হইলে শ্রীমতী সরোজ সুন্দরী বসু না বলিয়া যদি সরোজসুন্দরী বসুজা কি বসুদুহিতা বলা হয়, তবে প্রয়োজনও সংসাধিত হয় অথচ ভাষাগত সংস্কার অবিকৃত থাকে। চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি নামের স্ত্রীত্ববোধক রূপ সাধনের জন্যে একটি আকার সংযোগ করিলেই হইতে পারে। যে সমস্ত নামে এই সুবিধাটি নাই, তাহার পশ্চাৎ জায়া শব্দ ব্যবহার করিলেই কার্য্য হয়। ইংরেজ এবং ফরাশি প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতীয়দিগের রীতিও আমাদিগের প্রস্তাবিত রীতিরই অনুমোদন করে। মেডেম ডিস্টেল এই ফরাশি নামটীকে এদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে, স্টেল-বধূ ব্যতীত আর কিছুই হইবে না এবং মিস হর্শেল এই নামটীর স্থলেও হর্শেল কুমারী এই নাম অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং ভাষার প্রাণ রক্ষা অথচ অভীষ্টসিদ্ধি এই উভয়ই যে উপায়ে যুগপৎ সম্পাদিত হয়, তাহা উপেক্ষা করিয়া একটা অশিষ্ট এবং অশাস্ত্রীয় পথ অবলম্বন করা অবশ্য নিন্দনীয়। আমরা আমাদিগের প্রস্তা-

বিত বিষয় সম্বন্ধে অদ্য এই মাত্র বলিয়াই নিবৃত্ত হইলাম। ইহা লইয়া সাধারণে আন্দোলন হইলে আমাদিগের বলিবার যাহা অবশেষ রহিল তাহা যথাকালে প্রকাশ করিব।

A LECTURE IN REPLY TO THE QUERY: "WHAT IS BRAHMOISM?"

(Concluded).

Another shortcoming of the present Brahmo Church is that there is more of sentimental than practical benevolence within its pale. Do we attend to the calls of the needy and the unfortunate as we should? Do we provide those who cannot afford for their education with its means and appliances? Do we watch the bed-side of the sick and minister to their requirments without repining? Do we assist our poor neighbours with money and advice as much as it lies in our power? Do we take notice of a poor Brahmo brother's family after his death? are questions which we perhaps cannot answer to the entire satisfaction of our own consciences. By practical benevolence I do not mean that dry charity, the charity of subscription-books, which contents itself with paying a certain fixed sum to a Charitable Society every month and thinks it enough, but the charity which flows from the true milk of human kindness, moistening the whole soul and exercising a mollifying influence upon all the affections of the human heart. Perhaps in this personal kind of benevolence, in matters of mutual sympathy and assistance, our orthodox ancestors were better than we. A poor Brahmo, who shares his meal of rice with another poor man, is more religious than he who merely indulges in sentimental conversation on the love of God for hours together. A Brahmo, who nurses the sick with his own hands without repining, does more for getting forgiveness for his sins from God than weeping at church from a sort of spiritual contagion caught from his neighbours instead of a feeling of deep repentance for his sins. He, who loves God, loves his fellow-man. The best proof of man's divine love is the love which he bears to his fellow-men. The following Arabian story, rendered into English verse by the poet Leigh Hunt, illustrates this precept of Brahmoism with great significance.

Abou Ben Adhem (may his tribe increase!)
Awoke one night from a deep dream of peace
And saw, within the moonlight in his room,
Making it rich and like a lily in bloom,
An Angel, writing in a book of gold;
Exceeding peace had made Ben Adhem bold,
And to the presence in the room he said:
"What writest thou?" The vision rais'd its head
And, with a look made of all sweet accord,
Answered "The names of those who love the Lord."
"And is mine one?" said Abou, "Nay not so,"
Replied the Angel. Abou spoke more low,
But cheerful still, and said: "I pray thee then
Write me as one that loves his fellow men."
The angel wrote and vanished. The next night
It came again, with a great wakening light,

And show'd the names whom love of God had bless'd

And lo! Ben Adhem's name led all the rest."

I should conclude my remarks on the want of practical benevolence in our church with saying that they do not apply to all the Brahmos. There are many worthy members of our church who are models of such benevolence.

The next defect of the present Brahmo Church is the non-prevalence of a spirit of love among the different classes of Brahmos. Parker says "As many men so many theologies." It is natural that differences of opinion in non-essentials may lead to different church-organizations and the adoption of different modes of propagation but I cannot possibly imagine why should these circumstances cause ill-felling in the members of our church towards one another? I know not why we should not act according to the celebrated English saying. "Though heads may differ, hearts may agree." When instances have been observed of cordial friendship existing between sceptics and Trinitarian Christian divines, why should not Brahmos love one another? An honest regard to the interests of Brahmoism may require us to set what we believe to be true in a strong light to those Brahmos from whom we happen to differ in opinion and this attempt to set the truth of our opinions in a strong light may naturally lead us to use strong language. This use of strong but not abusive language arises from inevitable necessity and cannot be helped. Admonition and reproof to our Brahmo brethren are sometimes necessary; they cannot be conveyed in milk-sop language. But these things, instead of being contrary to the spirit of brotherly love, are quite consistent with it. Nothing can therefore prevent us from cultivating that love amongst ourselves and manifesting it in the various ways in which it could be manifested except the hellish passions of hatred and animosity. When we should, according to the dictates of our religion, entertain a feeling of love towards the followers of other religions why should we not love our Brahmo brethren the more? Where the spirit of love prevails, there is true religion.

The last defect which I notice in our church is that all its members do not adopt a strictly Hindu form of propagation. I wish to dwell on this subject at some length as many of the Brahmos do not clearly see the paramount necessity of such a mode of propagation. But, before I introduce the subject, I should premise that, according to the principles of Brahmoism described before, the adoption of a strictly Hindu form of propagation can be no obstacle to our prevailing upon our friends belonging to other nations to embrace Theism and introduce it in a national shape into their own communities. For instance, we can prevail upon a Mahomedan friend to embrace Theism and introduce it in a Mahomedan shape into the Mahomedan community, a Christian friend to embrace it and introduce it in a Christian shape into the Christian community and so on. But to return to our point of adopting a strictly Hindu mode of propagation for our own countrymen. Brahmoism, as its name implies, has arisen out of Hinduism. Rajah Ram Mohun Roy, the founder of our religion, showed to his countrymen by extracts from the Shastras that Theism was the ancient religion of India. Before we

even dreamt of Parker and Newman, our venerable Pradhan Acharjya had compiled the *Brahma Dharma Grantha* and embodied the esence of Theism, it those immortal sentences called the *Brahma Dharma Vijam* often mistaken by people for sentences of the Upanishads. The form of divine service prepared by him contains extracts from the Upanishads inculcating the most sublime spiritual truths. He has also prepared the *Anusthan Paddhati* or Brahma ritual containing as much of the ancient form as could be kept consistently with the dictates of concience. He has thus initiated a mode of propagation adapted to the great Hindu community at large. It is framed with so much wisdom that it is not suited to a particular section of the Hindus such as the Chaitanya Vaishnavas only but the great Hindu community in general. It is to be desired that all Brahmos should adopt this form of propagation. The Hindoos are an essentially conservative nation and a strictly Hindu form of propagation is necessary to bring them over to Brahmoism. Our principal aim should be to bring over to our creed the great Hindu community at large and not a few English-educated natives. Our present missionary efforts are almost entirely confined to the English-educated class the members of which are but a drop in the ocean compared with the vast population of India. This large disproportion of non-English-educated to English-educated men will continue for some centuries to come. It will take a long long time for English education to penetrate the lower strata of society, the great mass of people in our country. Besides, when we consider that English education depends much [illegible] govern-ment which lately showed signs of a desire to withdraw their aid from such education, our prospects of availing ourselves of it as an auxiliary to our missionary efforts become very limited. Our great aim should therefore be to convert the orthodox mass of our countrymen to Brahmoism and not a few English-educated natives. There should be greater rejoicing amongst us if we can convert one non-English-educated orthodox Hindu to our faith than ten English-educated Hindus as that would be an earnest of our being able to work success-fully in future upon the great Hindu community at large. The English-educated class is of course not to be neglected. The system of propagation initiated by our venerable Pradhan Acharjya is adapted also to the English educated class. Take for example his immortal [illegible] those master-pieces of pulpit eloquence which awaken our souls to their inmost depths and stir them up to endeavours after a higher religious life, deeply saturated as they are with Hindu thought and profusely illustrated as they are by quotations from the Hindu Shastras, do they not move alike the hearts of English-educated as well as orthodox Hindus? It is therefore evident that his system of propagation is suited to all classes of the Hindu community provided of course it were sustained by a piety as deep as his. It is to be regretted that all classes of Brahmos do not follow it. I do not say that the mode of worship and the system of propagation prescribed by our venerable Pradhan Acharjya should not be improved from time to time according to the exigencies of Brahmoism, preserving strictly their nationa[illegible] but this I maintain that, i[f] English educated Brahmos think tha

mode of worship and that system of propagation to be best suited for winning over the majority of their countrymen to Brahmoism, it is their duty to follow them although a sentimental catholicity may lead them to desire a so-called universal but grotesque form of propagation, a jumble of Hindu, Mahomedan and Christian forms, not likely at all to command the respect of either Hindus or Christians or Mussulmans. They should sacrifice their individual tastes and inclinations at the shrine of duty, and support a strictly Hindu mode of propagation. Nay more if English-educated Brahmos sincerely desire the success of their beloved religion, they should themselves try their best to bring over their orthodox friends, relatives and neighbours to the Brahmic faith instead of considering them to be a separate race with whom little communication is to be kept. For the purpose of accomplishing the great task of winning over the large body of their orthodox countrymen to Brahmoism, union and concentration of purpose are necessary on the part of Brahmos for without such union we cannot expect to succeed in accomplishing that great object. As yet we have not been able to work much, if at all, upon the orthodox community. However limited their success, and however almost entirely confined that success is to a particular class, that is the English-educated class, it is a matter of great joy that our missionaries are carrying the banner of Brahmoism into distant parts of this large continent but more glad would I have been had they been able to influence orthodox India. The present great want of India is a reformer whom the Hindus can call entirely their own and who shall devote himself wholly to them, strictly observing a Hindu form of propagation. Our present great want is a *Hindu* reformer in the strictest sense of the word. Such a reformer will consider it his good fortune if his course of missionary conduct could lead the acknowledged head of the orthodox party instead of the Governor General of India to enter the Brahma Samaj. Such a reformer will make it his ambition to cause a successful agitation on the subject of Brahmoism amongst the *Shastris* and the *Bhattacharjyas* of India instead of the clergy of England and thereby influence the great Hindu Community at large which is led by the former. He will exert his best to propagate Brahmoism at Benares and Mithila instead of London and Edinburgh. As Sakya of old did with respect to the religion which he founded, he will fight the great battle of Brahmoism with the Pundits of Benares, that apparently impregnable stronghold of idolatry and superstition, and, winning that battle, convulse orthodox India from Cape Comorin to the Himalaya. The task seems at first sight to be beset with insuperable difficulties but to a really powerful man those difficulties are nothing. Great qualifications are required to fit a man for the post of such reformer. The most prominent of these qualifications are fervid but calm love of God like that of the Rishis of old; more of Aryan placidity than Shemitic passion; more of Hindu simplicity, unostentatiousness and silent action than European conventionalism and noise, such unostentatiousness being evinced by greater dependance upon modest friendly visits to people and familiar conversation with them on the subject of religion than upon any other means of propagation; complete irradiation of the

intellect by the light of Western knowledge accompanied at the same time by the possession of a firm Hindu cast of mind; a competent stock of Sanscrit learning capable of commanding the respect of Brahmindom but deeper appeciation of the sublime spiritual truths contained in our Shastras than such learning; and extraordinary powers of eloquence but the style of that eloquence suited to Hindu tastes and feelings. There is one amongst us who possesses these qualifications in a great degree but the main portion of his life was devoted to the determination of the principles of Brahmoism, its [illegible] from the errors and [illegible] of Vedantism, the introd[illegible] of what may be called [illegible]ship in the proper sense of the term into the Brahma Church, the compilation of a book of Theistic texts containing selections from the Shastras and the Shastras [illegible], capable of commanding the reverence of orthodox India, the preparation of a ritual which is likely to prove acceptable to it and the [illegible] of a system of propagation which may at no distant period [illegible] the whole [illegible] India. He could not get sufficient time for the actual work of propagation altho' what he has done in that deparment of action is not small. The evening of years is now stealing upon him and we cannot now expect much from him in that direction. May his mantle fall on a worthy sucess[illegible] Who knows that that success[illegible] may be present in this assembly listening to these words with eyes [illegible] with enthusiasm and making a [illegible] resolve in his mind to ex[illegible] Baboo Debendranath Tagore? The want of the universal adoption [illegible] national system of propagation is one of the defects of the present Brahmo church. The zeal, the earnestness and the noble self-sacrifice of of some of our younger brethren are highly to be praised. If they all adopt a strictly Hindu form of propagation, what admirable results would follow! I recomend a strictly national form of propagation but let it be clearly understood by my brother Brahmos that I do not hereby approve of the conduct of those among them who follow idolatrous practices under the cover of nationality. Their conduct is to be highly deprecated. In the name of conscience, I ask how can a man believe in the One True God and have the *heart* to observe idolatrous rites at the time of marriage or the performance of obsequial ceremonies? In the name of common sense also, I ask how can we drive away idolatry from the land by following idolatry? The very orthodox Hindus whom we wish to bring over to our religion would despise us for our insincerity if we follow idolatrous practices. It is to be regretted that many of the Brahmos want that proper degree of enthusiasm which is required for carrying on the work of reformation. Some of the Brahmos are purely vegetable beings averse to any locomotion; others again are railway locomotives running with furious speed, and "make the earth," to quote the words of a modern Bengali poet, "tremble with their tread and rending the skies with a dreadful sound." I wish that the so-called conservative Brahmos were a little more enthusiastic and the so-called progressive Brahmos a little more temperate than they are now. We should be conservatives without prejudice and progressives without violence. I wish that the harmonious

fusion of both the elements necessary for the well-being of our church would take place. Would to God that such a result would follow the endeavours of its well-meaning members with lightning speed !

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) .. ২
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য সহিত ঐ ভাল বাঁধা .. ২৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) ৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও তাৎপর্য্য সহিত) ৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ... ৷০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম ৷০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড .. ৶০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত .. ৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ... ..
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ..
ব্রহ্মোপদেশ ৴০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি .. .. [illegible]
মাঘোৎসব .. .. [illegible]
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ৷৶০
ভবানীপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ ৷০
ব্রহ্মবিদ্যালয় ১
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ৷৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ ৷৷০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ ৸০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. ৷৶০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ ১৷৷০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা ৴০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ .. ১৷৷০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ .. ১
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ .. ১
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র ২
আত্মোৎকর্ষ বিধান ১৷৶০
তত্ত্বপ্রকাশ ৵০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা ৵০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ৵০
ব্রহ্মোপাসনা ৴০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ৴০
ব্রহ্ম-স্তোত্র ৴১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা ৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ ৷০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে ৶০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় ৶০
চরিত্রমালা ৷৷০
মনুসংহিতা ৫
নিত্যোপাখ্যান মালা ৷৶০
ধর্ম্ম সংগ্রহ ৶০
ধর্ম্ম চর্চা ৷০
[illegible] সংগ্রহ ৴১০
[illegible] এবং সঙ্গীত ৴০
[illegible]সঙ্গীত ৷০
[illegible]সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ৶০
সংগীত মুক্তাবলী ৷০
গীতমালা ৷০
[illegible] সঙ্গীত ৷০
গীতাঙ্কুর ৴০
প্রশ্নমঞ্জরী ৷৷০
প্রভাত-কুসুম ৷৴০
উদ্বোধনাঞ্জলি ৴০
গৃহকর্ম্ম ৷০
স্তোত্রমালা ৷০
ধর্ম্ম দীক্ষা ৴০
ধর্ম্ম প্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান ৸০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৬।৮৭ শকের ১৷৷০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৮ শকের .. ৸০
কুমারী শিক্ষা ৷০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক .. .. [illegible]

ব্রহ্মসাধন দ্বিতীয় বার মুদ্রিত		৶৹	
ব্রহ্মজ্ঞান		⁄৹	
ব্রাহ্মধর্ম্ম-ভাব		⁄১০	
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব		৴৹	
ব্রাহ্মব্যবহার		৴৹	
দুর্গোৎসব		৴৹	
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত		৴৹	
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা ...		(১০	
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা ...		৴৹	
নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব ..		১॥৹	
	R.	A.	P.
Defence of Brahmaism and the Brahma Samaj		4	
Brahmic Questions of the Day		6	
Brahmic Advice, Caution and Help		3	
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles ..		2	
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible		5	6
A Discourse against Hero-making in religion		12	
Selections from the Vedanta ...		2	
Hindoo Theism		1	
Theists' Prayer Book		1	
Signs of the Times		1	
Vedantic Doctrines Vindicated		2	
Doctrine of Christian Resurrection ..		2	
Physiology of Idolatry ..		2	
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion ..		8	
Lectures on the Pathology of Fever	1	4	

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ৸৹ আনা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ আষাঢ় রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

আগামী ৯ আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আট ঘণ্টার সময় ভবানীপুরে ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

আয় ব্যয়।

চৈত্র ১৭৯২ ও বৈশাখ ১৭৯৩ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৫২০।১০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৩৫৫৸৶১৫
সমষ্টি	৮৭৬১৫
ব্যয়	৫৮৭৬।১০
স্থিত	৫৫৮৵১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৪৬॥৴১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৪৫৶৫
পুস্তকালয়	১৯॥৶৹
যন্ত্রালয়	৯১॥৹
গচ্ছিত ...	১৭।৴১০
সমষ্টি	৪২০।১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৮৩।১২
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯৩॥৶১০
পুস্তকালয়	৪৮।৴৫
যন্ত্রালয়	৯৪৶৹
গচ্ছিত	২৮।৶৹
সমষ্টি	৭৪৭৸১০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব	১০
" মথুরামোহন বসু ...	৫
" চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায় ...	২
" কাশীনাথ দত্ত	১
" ক্ষেত্রমোহন ধর ...	১

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী ...	২৫
" দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ...	১
দানাধারে প্রাপ্ত	১॥৴১৫
সমষ্টি ...	৪৬॥৴১৫

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য [illegible] আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৮। [illegible] ১ আষাঢ় বুধবার।

৩৩৭ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

[illegible]নন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত।

৫ শ্রাবণ বুধবার ১৭৯২ শক।

সচ্চরিত্রঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিদ্‌বুধঃ।
প্রাপ্যেহ লোকে সম্মানং সুগতিং প্রেত্য গচ্ছতি॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২ খণ্ড ৪ অধ্যায়।

সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নাত্মা ও পরমাত্মজ্ঞানী, এইরূপ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ইহলোকে সমাদর লাভ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়েন।

সদাচার, বিনয়, আত্ম-প্রসাদ ও ব্রহ্ম-জ্ঞান, এই চারিটী ইহলোকে সমাদর লাভের এবং পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্তির কারণ।

প্রথম সদাচার—সৎশব্দের অর্থ সাধু, আচার শব্দের অর্থ ব্যবহার, সাধু লোকেরা যে সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে সদাচার কহে, এবং অসাধুদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যকে অসদাচার বলিয়া থাকে। সত্য কথা, অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্য, সারল্য, পরোপকার, দ্বেষ মাৎসর্য্য দম্ভাদি রাহিত্য এবং ধ্যান, ধারণা, উপাসনা, আরাধনা; শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি, ইহ লৌকিক বা পারত্রিক সুখ সাধন যাহা কিছু অনুষ্ঠান, সে সমুদায়ই সাধুব্যবহার। আর ইহার বিপরীত দুঃখের কারণ যে সকল অনুষ্ঠান, তাহাই অসাধু ব্যবহার। "সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।" যিনি সাধু কর্ম্ম করেন, তিনি সাধু হয়েন, আর যিনি পাপ কর্ম্ম করেন, তিনি পাপী হয়েন; পুণ্য কর্ম্ম ফলে আত্মা পবিত্র হয়, আর পাপ কর্ম্ম ফলে আত্মা পাপময় হয়। ফল প্রত্যক্ষ না হইলে কোন্ কর্ম্ম সাধু বা কোন্ কর্ম্ম অসাধু তাহা জানা যায় না; কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পর যখন তাহার সাধু ফল দৃষ্ট হয়, তখন তাহাকে সাধু কর্ম্ম বলা যায়, আর যখন অসাধু ফল প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাহাকে অসাধু কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিতে হয়। কিন্তু সাধুদিগের যে আচরিত, তাহা অবশ্যই সাধু কার্য্য; অতএব সাধুদিগের আচারের অনুকরণ করাই কর্ত্তব্য। "আ-চারোঽপি ধর্ম্মবিশেষএব। ব্যবহারোঽপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবত্তবেৎ।" সদাচারও ধর্ম্ম এবং সাধুদিগের ব্যবহারই বেদবৎ প্রমাণ। আর অসাধুদিগের যে আচরিত তাহাই অসাধু কার্য্য, তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য

নহে; "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ।" সাধু আচার বিহীন ব্যক্তি পবিত্র হয় না, সুতরাং ইহলোকে সমাদর বা পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয় না।

দ্বিতীয় বিনয়—কায়িক, বাচনিক, মানসিক ও পরিচ্ছদাদি-বিষয়ক অহঙ্কার ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকপট নম্রতা প্রদর্শনের নাম বিনয়। বিনয়গুণে শত্রু মিত্র, রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী বর্ব্বর, সকলেরই মন আকৃষ্ট হয়। বিনয়ীকে কেহই অনাদর করে না। বিনয়ীর প্রতি ঈশ্বরও প্রসন্ন থাকেন। বিনয়ীর সকল কামনা সিদ্ধ হয় সংসারের উন্নতি হয় এবং ধর্ম্ম লাভ হয়। বিনয়ী বিপত্তি হইতে মুক্ত হয় ও সম্পত্তিতে শোভিত হয়। "বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে।" অনেকে বনবাসী হইয়াও বিনয়গুণে রাজ্য লাভ করেন। "ভবতি বিনয়নম্রং লোকনাথঃ প্রসন্নঃ।" লোকনাথ ঈশ্বর বিনয় নম্রের প্রতি প্রসন্ন হয়েন। "অপ্রমত্তো বিনীতাত্মা নিত্যং ভদ্রাণি পশ্যতি।" যিনি প্রমাদ রহিত ও বিনীত স্বভাব, তিনি সর্ব্বদা কুশল দর্শন করেন। অতএব ঈশ্বরকে হৃদয়ে বর্ত্তমান জানিয়া হে মানব সকল! অহঙ্কার ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিনীত হইয়া ইহলোকে সমাদর ও পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হও।

তৃতীয় আত্ম-প্রসাদ—ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক অন্তরাত্মার পরিতোষের নাম আত্ম-প্রসাদ। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই আত্মা পরিতুষ্ট হয় আত্ম-প্রসাদেই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ হয়। "আত্মনা পরিতুষ্টেন তুষ্টা ভবতি দেবতা।" অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হইলেই পরমদেবতার সন্তোষ জন্মে। "যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ।" যে কর্ম্ম করিলে আত্ম-প্রসাদ হয়, অতি যত্ন পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক। "সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতোভবেৎ। সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ।" সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবেন, যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল এবং তদ্বিপরীত অসন্তোষই দুঃখের কারণ। "প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।" অন্তরাত্মার প্রসন্নতাতেই সকল দুঃখ দূরীভূত হয়। "অসন্তোষপরামূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ। অন্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখং।" মূর্খেরা অসন্তোষপরায়ণ হয়, পণ্ডিতেরাই সন্তোষ অবলম্বন করেন। বিষয় তৃষ্ণার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ। অতএব যাহাতে অন্তরাত্মা প্রসন্নতা লাভ করে, এরূপ কার্য্য করিয়া ইহলোকে সমাদর ও পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেক।

চতুর্থ ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান। বৃহ ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, বৃহ ধাতুর অর্থ বৃহৎ—সর্ব্বব্যাপী। যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব নির্ণয় করিবার নিমিত্তে জগতের প্রত্যেক পদার্থকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করিতে হয়; বিদ্যমানতা, প্রকাশমানতা, প্রিয়ত্ব এবং নাম ও রূপ। পদার্থমাত্রেতেই এই পাঁচটী ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটী ব্রহ্মের পরিচায়ক, এবং শেষ দুইটী জগতের জ্ঞাপক। যেমন আমার হস্তস্থিত এই পুস্তক খানি জগতের এক পদার্থ বিশেষ, অতএব ইহা যে বিদ্যমান আছে ও প্রকাশ পাইতেছে এবং ইহা যে আমার প্রিয় তাহাতেই ব্রহ্মের সত্ত্বা ব্যক্ত হইতেছে, আর

ইহার নাম যে রক্তবর্ণ ও ইহার রূপ যে এই রক্তবর্ণ চতুষ্কোণ, তাহাই জগতের

ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

এই পরব্রহ্ম দুইটী লক্ষণে লক্ষিত হয়েন। স্বরূপ লক্ষণ ও কার্য্য লক্ষণ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ; ইহা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ। আর "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি তাঁহার কার্য্য লক্ষণ। অতএব স্বরূপত তাঁহাকে জানা ও কার্য্যত তাঁহাকে জানা, উভয়ই ব্রহ্মজ্ঞান শব্দের বাচ্য হয়।

উক্তরূপ স্বরূপ লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপনিষদে উভয় প্রকার বিরুদ্ধ শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে কোন স্থানে আছে "মনসৈবেদমাপ্তব্যং" কেবল মন দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; আবার অন্যস্থানে দৃষ্ট হয় "যন্মনসা ন মনুতে" যাঁহাকে মন দ্বারা মনন করা যায় না। এই উভয় প্রকার বিরুদ্ধ শ্রুতির এই প্রকারে মীমাংসা করিতে হয়, যথা—ব্রহ্মজ্ঞান কালে অন্তঃকরণ ব্রহ্মের অখণ্ড আকার ধারণ করিয়া তদ্বিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট করে বলিয়াই "মনসৈবেদমাপ্তব্যং" বলা হইয়াছে; আর অন্তঃকরণ সেই সর্ব্বব্যাপী প্রকাশ স্বরূপকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ জন্য "যন্মনসা ন মনুতে" বলিয়া স্থিরীকৃত

যেমন কোন বস্তু চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হইলে তদ্বিষয়ের জ্ঞান কালে অন্তঃকরণ সেই বস্তুর আকারে পরিণত হয়—অর্থাৎ সেই বস্তুর যে রূপ অবয়ব, অন্তঃকরণও তদ্রূপ অবয়ব ধারণ করিয়া তদ্বিষয়ক অজ্ঞানতা বিনাশ পূর্ব্বক [illegible] করিলে, ঐ

জ্ঞান জন্মে, যেমন এই পুস্তক খানি দর্শন করিবার সময়ে অন্তঃকরণ এই পুস্তকের

নতা বিনাশ পূর্ব্বক ইহাকে প্রকাশ করিলে তবে এতদ্বিষয়ের জ্ঞান হইল, সেই রূপ অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞান সময়ে একাগ্রচিত্তে ধ্যান-ধারণা বশত অন্তঃকরণ অখণ্ড চৈতন্যের আকার ধারণ করত স্বপ্রকাশ স্বরূপকে প্রকাশ করিতে না পারিয়াও তদ্বিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট করাতেই ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকারে স্বরূপত ও কার্য্যত ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইলেই ইহলোকে সমাদর লাভ ও পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্তি হয়।

হে অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর! তুমি সকলের অন্তর্যামী, আমারদিগের কোন ভাব—কোন কার্য্য তোমার নিকট অবিদিত নাই, তুমি আমারদিগের হৃদয়ের সকল ভাব ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমুদায় কার্য্য বিশেষ রূপে অবগত হইয়া যথা উপযুক্ত রূপ ফল বিধান করিতেছ। আমরা যাহা কখন মনেতেও কল্পনা করি নাই, আমারদিগের শুভ উদ্দেশে তুমি তাহা আমারদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রেরণ করিয়া আমারদিগের সুখ বিধান করিতেছ অতএব আমরা তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব। এক্ষণে আমারদিগের এই প্রার্থনা যে তুমি আমারদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, আমরা যেন কখন তোমাকে বিস্মৃত না হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ধর্ম্মশিক্ষা।

প্রতি মনুষ্যের অন্তরে যে ধর্ম্মবীজ নিহিত আছে, তাহা উপযুক্ত রূপে পরিপক্ব ও পরিণত হইলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপ ধারণ করে। যাহারা আত্মাকে ধর্ম্মের

করে না, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না। আত্মাকে পাঠ করিবার নিমিত্ত ও আত্মাকে পাঠ করিয়া যে শিক্ষা লাভ হয় তাহার দৃঢ়তার নিমিত্ত অন্যের সাহায্য গ্রহণ, অন্যের উপদেশ শ্রবণ ও অন্যের সহিত আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু কোন্ পুষ্প শ্বেত ও কোন্ পুষ্প পীত, তাহা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে যেমন তাহার প্রকৃত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই রূপ কি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, কি পুণ্য কি পাপ, কি পবিত্রতা কি অপবিত্রতা, আপনার হৃদয় দ্বারা পরীক্ষা না করিলে তৎসমুদায়ের যথার্থ জ্ঞানও উৎপন্ন হইতে পারে না। পদার্থবিদ্যার শিক্ষক যদি যন্ত্র সহকারে পরীক্ষা করাইয়া ছাত্রগণকে পদার্থবিদ্যার তত্ত্বগুলি শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে কেবল তাঁহার মতগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিলে তাহারা কোন কালেই সুশিক্ষিত হইতে পারে না এবং কার্য্য কালে তাহাদিগকে অন্ধের ন্যায় চলিতে হয়। পদার্থজ্ঞান অপেক্ষা ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে এই রূপ অন্ধতা আরও জঘন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ধর্ম্ম বিষয়েই এই রূপ অন্ধতা অধিক স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রূপ অন্ধতা দ্বারা আপাততঃ অনেক কার্য্য সাধন হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষককে ইহা প্রকৃত উন্নতির সাংঘাতিক প্রতিবন্ধক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং এই অন্ধতা দূর করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে গেলে উন্নতিবৎ প্রতীয়মান ব্যাপার-সকলের বহু অংশ আপাতত ছিন্ন ভিন্ন হইলেও ভীত হইতে হইবে না। অনেকে এই রূপ চেষ্টা করিতেছেন যে, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দান করিবেন; কিন্তু এক্ষণে এমন ধর্ম্মশিক্ষকের প্রয়োজন [illegible] আবিষ্কার করিয়া লোকদিগকে উদ্বোধিত করিবেন।

প্রত্যেকের আত্মাতেই এক একটি অসাধারণতা আছে—কতকগুলি সাধারণ ভাব ভিন্ন এক একটি অসাধারণ মহত্ত্বের বীজ লইয়া প্রত্যেক আত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আকাশভেদী বট বৃক্ষ ও ভূপৃষ্ঠশায়িনী দূর্ব্বা লতা উভয়ই স্বতন্ত্র রূপে পৃথিবীর এক এক কার্য্য সম্পাদন করিতে [illegible]; কিন্তু স্থূলদৃষ্টি [illegible] ঈশ্বরের মহিমা [illegible] হয়, [illegible] মধ্যেও যে তাঁহারই হস্ত বিরাজমান রহিয়াছে তাহা সেরূপ দেখিতে পায় না। প্রত্যেক আত্মাই যে ঈশ্বরের প্রেরিত, প্রত্যেক আত্মাই যে ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ আশীর্ব্বাদ বহন করিতেছে, প্রত্যেক আত্মাই যে বিশেষ বিশেষ মহত্ত্বের বীজ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রত্যেক আত্মা দ্বারাই যে সেই প্রত্যগাত্মার জ্যোতিঃ উজ্জ্বলরূপে বিনিঃসৃত হইতেছে, সামান্য দৃষ্টিতে ইহা প্রতিভাত হয় না। সুতরাং একাল পর্য্যন্ত সাধারণ লোকে কখন বীরকে, কখন কবিকে, কখন বিজ্ঞানবিৎকে, কখন বাগ্মীকে, কখন ধর্ম্ম প্রচারককে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত, প্রেরিত বা অবতার বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে। লোকে যে সংস্কার বশতঃ জড়জগতের সকল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্য চন্দ্র পর্ব্বত ও বৃহৎ বৃহৎ নদীকে দেবতা বা দেবতাদিগের আবির্ভাব-স্থান বলিয়া আরাধনা করে, সেই সংস্কার বশতই সমুদায় মনুষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাপন্ন লোকদিগকে ঈশ্বর, ঈশ্বর প্রেরিত বা আবির্ভাব স্থান বলিয়া পূজা করিয়া থাকে; কিন্তু পদার্থ বিদ্যার আলোক বিস্তীর্ণ হইয়া [illegible]

গগন ভেদী পর্ব্বত অপেক্ষা অণুবীক্ষণ দৃশ্য একটি কীটাণু ও প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ অপেক্ষা পদদলিত দূর্ব্বা কাহারও সামান্য সৃষ্টি নহে— সকল পদার্থই সমান রূপে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিতেছে; এই রূপ অধ্যাত্ম বিদ্যার সমধিক আলোচনা করিলে সুন্দর রূপে প্রতীয়মান হইবে যে, প্রত্যেক আত্মাই অসাধারণ রূপে ঈশ্বরের আবির্ভাব ও মহিমা প্রদর্শন করিতেছে, প্রত্যেক আত্মাই ঈশ্বরের প্রেরিত ও প্রত্যেক আত্মাতেই অসাধারণ মহত্ত্বের বীজ নিহিত হইয়া আছে। লোকে যত দিন আত্মাকে পাঠ করিতে অভ্যাস না করিবে, তত দিন অন্যের মহত্ত্বের পূজা বা অনুকরণ করিতে গিয়া আপনার মহত্ত্বের বীজ বলিদান করিতে থাকিবে এবং যাবৎ আপনার স্বতন্ত্রতাকে সম্মান করিয়া ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদনে যত্নবান্ না হইবে, তাবৎ ঈশ্বরের নিকট তাহাদিগকে অপরাধী থাকিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার বিশেষ যোগ ও আপনার প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ আদেশ কেবল আত্মাকে পাঠ করিয়াই শিক্ষা করিতে হইবে।

যাহারা আত্মা হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা না করে, তাহারা পাপ ও ভ্রম হইতে মুক্তি লাভের প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইতে পারে না, প্রত্যুত প্রায়শই এক পাপ হইতে অন্য পাপে ও একবিধ কুসংস্কার হইতে অন্য বিধ কুসংস্কারে পতিত হইতে থাকে। তাহারা ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য যাঁহাদের উপর নির্ব্বিচারচিত্তে নির্ভর করে, তাঁহাদের ভ্রম ও পাপকে ভ্রম ও পাপ বলিয়া অনুভব করিতে [illegible]। সুতরাং সেই সমস্ত ভ্রম ও পাপে আপনারাও জড়িত হইয়া পড়ে এবং যত দিন শিক্ষকেরা তাহা হইতে পরিত্রাণ না পান, তত দিন শিষ্যেরাও পরিত্রাণ পারেন না। সচরাচর এই রূপ দৃষ্ট হয় যে, যাহা ধর্ম্ম নয় তাহা ধর্ম্ম বলিয়া ও যাহা অধর্ম্ম নয় তাহা অধর্ম্ম বলিয়া কোন জনসমাজের মধ্যে এক বার প্রচলিত হইয়া গেলে অধিকাংশ লোকেই তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না; প্রচলিত মতকেই নিজের মত বলিয়া অজ্ঞাতসারে প্রবঞ্চিত হয়। তদ্ভিন্ন, পৃথিবীতে অদ্যাপি এই রূপ ধর্ম্ম শিক্ষকের সংখ্যাই অধিক, যাঁহাদের অন্তরে শিষ্যগণের মঙ্গল কামনা অপেক্ষা আপনাদের গূঢ় অভিসন্ধি সাধনের কামনাই সমধিক প্রবল। তন্ত্রে ইহা যথার্থই উক্ত হইয়াছে যে, "শিষ্যের ধনাপহারক গুরু অনেক, শিষ্যের সন্তাপহারক গুরু অতীব দুর্লভ।" বস্তুতঃ ত্রিতাপতপ্ত মনুষ্য যাহাতে অমৃত-ফল-প্রসূতি ধর্ম্ম তরুর স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া শীতল হয়, যাহাতে সন্তাপের হেতুভূত মলিন বাসনা ও দ্বেষ ঈর্ষ্যা মদ মৎসর প্রভৃতি মানসিক ক্ষীণতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া ব্রহ্ম লাভ রূপ পরম পুরুষার্থ সাধনে কৃতকৃত্য হয়, কয় জন গুরু এই রূপ লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন! সচরাচর তাঁহাদিগের কার্য্যে যে সকল কুটিল কামনা লুক্কায়িত থাকে, তাহা স্মরণ করিলে সহৃদয় লোকের অন্তরে দুঃখ ও ঘৃণা উৎপন্ন হয়।

আত্মা হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা করিলে সকল বিষয়েই এক বারে যে অভ্রান্ত হওয়া যায়, তাহা নহে, পরম গুরু ঈশ্বর আত্মার মধ্য দিয়া যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিতেছেন, মনুষ্য মোহ বশতঃ তাহা অনেক সময় গ্রহণ করিতে পারে না। তথাপি তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, ভ্রম হইলেও শীঘ্র তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং এই একটি মহোপকার সংসাধিত হয় যে, যিনি

আমাদের পরম লোক ও চরম গতি, আত্মা ক্রমে ক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অনুভব করিতে শিক্ষা করে। ইহাতে ধর্ম্ম শিক্ষা ও ধর্ম্ম সাধন উভয় কার্য্যই যুগপৎ সম্পন্ন হইতে থাকে। আত্মা যে রূপ শিক্ষা দ্বারা এক বারে পরমাত্মার সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইতে অভ্যাস করে, তাহাই উৎকৃষ্ট শিক্ষা। আত্মা যদি সেই ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমাত্মার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা পায়, তবে সাধারণ লোকে ধর্ম্মের নামে কি অসার কল্পনা ও জল্পনা লইয়া ঘূর্ণমান হইতেছে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কোথায় আমাদের আত্মা ও আধ্যাত্মিক সাধনা, আর কোথায় ঐ সমস্ত সারশূন্য আড়ম্বর। তখন কি পুণ্য আর কি পাপ, কি পবিত্রতা আর কি অপবিত্রতা স্পষ্টাক্ষরে পাঠ করা যায় এবং কোন্ সকল বাহ্যানুষ্ঠানের সঙ্গে তৎসমুদায়ের কি রূপ সম্বন্ধ, তাহা প্রতীয়মান হয়।

পৃথিবী ও মনুষ্য।

পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বর মনুষ্য জাতিকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন ও পিতার ন্যায় শিক্ষা দিতেছেন—পালনের জন্য নানাবিধ ভোগ ও উন্নতির জন্য নানাবিধ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। অভিনিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, পরস্পর সহকারী এই ভোগ ও শিক্ষা আমাদের জীবনের কার্য্য। আত্মা ভোগসুখ লাভ করিয়া অধিকতর উন্নত শিক্ষার উপযুক্ত হইতে থাকে, এবং যতই শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, ততই উচ্চ উচ্চ ভোগের যোগ্যতা লাভ করে। বিধাতাপুরুষ মনুষ্যকে যে রূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, পৃথিবীকেও তদুপযোগী ভোগ ও শিক্ষার আলয় করিয়া রাখিয়াছেন।

শরীরের স্বাস্থ্য, বল ও সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত এবং বাহ্যিক সুখ ও আরামের নিমিত্ত যে সমস্ত উপভোগ আবশ্যক, এই পৃথিবীর সকল স্থানে তাহা সুসজ্জিত হইয়া আছে। পর্ব্বত প্রান্তর নদী সমুদ্র অগ্নি বায়ু বৃক্ষলতা ফল পুষ্প চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতি সেই অখিলমাতার আদেশে অনবরত আমাদের পরিচারণা করিতেছে ও নানাবিধ উপভোগ্য আহরণ করিয়া দিতেছে। এই সমস্ত পার্থিব বিষয় উপভোগ করিয়া মনুষ্যের সুকুমার আত্মা পুষ্টি লাভ করিতেছে। যদিও পৃথিবীর সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ অনিত্য, সুতরাং এই সমস্ত পার্থিব উপভোগও অচিরস্থায়ী; তথাপি যত দিন মনুষ্যকে এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইবে, তত দিন ইহা তাহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ঈশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য কৌশল যে, এই সমস্ত অনিত্য ভোগ হইতেই নিত্য ফল লাভ করিবার সূত্রপাত হইয়া থাকে।

এই সমস্ত বিষয় ভোগের একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। যত ক্ষণ তাহা লঙ্ঘিত না হয়, তত ক্ষণ ইহা হইতে অতি সুন্দর ফল ফলিতে থাকে। কিন্তু সীমা অতিক্রান্ত হইলেই গরলময় ফল উৎপন্ন হয়। যেমন শরীর রক্ষার জন্য অন্ন, অন্নের জন্য শরীর ধারণ নহে; সেই রূপ আত্মার পুষ্টির জন্য বিষয়সুখ, বিষয়সুখ ভোগ করিবার জন্যই আত্মার সৃষ্টি নহে; এইটি মনে করিয়া চলিতে পারিলেই বিষয়সুখ অতি উপাদেয় ও কল্যাণের হেতু হইয়া থাকে।

কিন্তু বিষয়সুখ এক্ষণে আমাদের পক্ষে যতই আবশ্যক হউক, এবং যতই বিশুদ্ধ তাহা ভোগ করা যাউক, তদ্দারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের কোন উচ্চ প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় না। পশুপ্রবৃত্তি যে লোভ, বিষয়সুখ কেবল তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে

পারে। আজি যদি শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত লোভবৃত্তি বিগলিত হইয়া পড়ে, তবে আর বিষয়ভোগের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকে না। যদি বৃক্ষের ন্যায় শরীর ও পশুর ন্যায় মন ব্যতীত মনুষ্যের আর কিছু না থাকিত, তবে কেবল রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সকলের উপভোগ দ্বারা এক বারেই পূর্ণ সুখ উৎপন্ন হইত। উপভোগের অন্যান্য উচ্চ প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকাতেই কেবল বিষয়সুখে আমাদের তৃপ্তি লাভ হয় না। যখন লোভপ্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে, তখন বিষয় সুখই সর্ব্বস্ব হইয়া থাকে। যখনই আধ্যাত্মিক ভোগপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তখনই মনুষ্য মুক্তহৃদয়ে বলিতে থাকে, "বিষয়সুখে মন তৃপ্তি কি মানে?"

আমরা যদি কেবল আধিভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত হইতাম, তাহা হইলে আধিভৌতিক বিষয় সকল উপভোগ করিয়াই সম্পূর্ণ সুস্থতা, সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও সম্পূর্ণ শান্তি লাভ করিতাম। কিন্তু আমাদের এক অংশ আধিভৌতিক ও আর এক অংশ আধ্যাত্মিক পদার্থ। আমরা যে পরিমাণে অচিরস্থায়ী পার্থিব প্রকৃতিতে জড়িত হইয়া আছি, সেই পরিমাণে অনিত্য পার্থিব বিষয় আমাদিগকে সুস্থতা ও তৃপ্তি দান করিতে পারে। যে পরিমাণে আমরা অনশ্বর আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ধারণ করিতেছি, সেই পরিমাণে আমাদিগের অনশ্বর আধ্যাত্মিক বিষয় উপভোগ করা একান্ত আবশ্যক। নতুবা সুস্থতা ও শান্তির কথা দূরে থাকুক, মনুষ্যকে অতি হীনতর ও কষ্টতর অবস্থায় পতিত থাকিতে হয়—রাশি রাশি পার্থিব বিষয়ে পরিবেষ্টিত থাকিলেও মনুষ্য অন্তরে উল্লাস পাইতে পারে না।

যত দিন বালকগণের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি উন্মেষিত না হয়, তত দিন তাহারা পার্থিব বিষয়ে সঞ্চরণ করিয়াই সুন্দর সুস্থতা অনুভব করিতে থাকে। যৌবনসীমায় আরোহণ করিলেই তাহাদের পশুপ্রবৃত্তি সকল বসন্তের পুষ্পের ন্যায় সতেজ হইতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রকৃতিও পুষ্পগর্ভস্থ বীজের ন্যায় অল্পে অল্পে পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে। এই জন্য শিশুরা যে সমস্ত বিষয়ে পরিতৃপ্ত থাকে, যুবারা আর তাহাতে বদ্ধ থাকিতে পারে না। শিশুদিগের অন্তরে যে বিষয়লোভ অতি শৈশব অবস্থাতে অবস্থান করিতেছিল, যুবাদিগের অন্তরে সেই লোভ যৌবন ধারণ করে এবং শিশুদিগের অন্তরে যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি গর্ভস্থবৎ অলক্ষিত হইয়াছিল, যুবাদিগের অন্তরে তাহা শিশু রূপে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্য যুবারা প্রগাঢ় আসক্তির সহিত বিষয়সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং মধ্যে মধ্যে অতৃপ্তির যন্ত্রণাও ভোগ করিয়া থাকে; অধিকাংশ সময় পৃথিবীর সুখ সম্পদেই সমস্ত আশা বন্ধন করিতে যায় এবং কখন কখন বৈরাগ্যের আবির্ভাবে কুণ্ঠিত হইয়াও উঠে। অধিকাংশ সময় বিষয়সেবাতেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে, কখন বা তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিও দৃষ্টিপাত করে। প্রত্যেককেই এই রূপ বিষয়সুখে অতৃপ্তি ভোগ করিতে হয়; কিন্তু কি রূপে সেই অতৃপ্তিজনিত যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে।

যে সকল যুবা কুসংসর্গে ও কুদৃষ্টান্তে স্বভাবচ্যুত হয়, তাহারা বিষয়-সুখে সেই স্বাভাবিক অতৃপ্তির যথার্থ হেতু অনুসন্ধান করিতে পারে না, অথচ সেই অতৃপ্তির যন্ত্রণা অন্য উপায়ে দূর করিবার নিমিত্ত দিগ্বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া মনে করে আরও অধিক

করিয়া বিষয়সুখ ভোগ করিলে তৃপ্ত হইতে পারিব ; এই ভাবিয়া সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিষয়োপভোগে প্রবৃত্ত হয় ; সুতরাং তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেমন মরু ভূমির মরীচিকায় প্রতারিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, সেই রূপ অবিবেকী মনুষ্য আত্যন্তিক বিষয়তৃষ্ণায় আক্রান্ত হইয়া যতই বিষয়ের অনুসরণ করে, ততই শান্তি ও আরামের পরিবর্ত্তে দুর্ব্বিষহ অশান্তির হেতুভূত পাপ সকল সঞ্চয় করিতে থাকে এবং যখন পূর্ণ স্বরূপ পিতার শিক্ষাদান কৌশলে তাহাতেও অপরিতৃপ্ত হইয়া উঠে, তখন তাহাকে অমৃতায়মান বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে অন্তর্দাহক গরলময় গ্লানি ভোগ করিতে হয়। তখনও যদি অনুকূল অবস্থা না পায়, তাহা হইলে আত্মগ্লানি মন্দীভূত হইয়া গেলে আবার অন্ধ হইয়া বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং আবার সময়ে সময়ে চৈতন্যোদয় হওয়াতে অন্তর্দাহে সন্তপ্ত হইয়া উঠে। এক বার পাপ ও আর বার সন্তাপ, এই রূপেই তাহার জীবনের অধিক ভাগ অতিবাহিত হয়। এই রূপেই যদি তাহার সমস্ত যৌবন অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার বার্দ্ধক্য অতি কদর্য্য হইয়া উঠে। যে কীট পুষ্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর তাহা হইতে বহির্গত না হয়, সে কীট পুষ্পোৎপন্ন ফলের মধ্যেও অবস্থান করিয়া তাহার বৃদ্ধি, স্বাদ ও সৌন্দর্য্য সকলই বিনষ্ট করিয়া ফেলে; যে পাপকীট যৌবনপুষ্পে প্রবেশ করিয়া আর তাহা হইতে বির্হিগত না হয়, তাহা বার্দ্ধক্যরূপ ফলকে নীরস ও শ্রীভ্রষ্ট করে। কিন্তু যে সকল যুবা শীঘ্র এই রূপ বুঝিতে পারে যে, বিষয়সুখে কখনই সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হইতে পারে না ; কেন না তদ্দ্বারা পশু-প্রকৃতি লোভই তৃপ্ত হয়, আত্মার কোন ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় না ; আত্মাকে তৃপ্ত করিবার জন্য আধ্যাত্মিক বিষয় উপভোগ করা আবশ্যক ; তাঁহাদের গতি অন্য প্রকার হইয়া থাকে, যৌবন কালে অন্যান্য লোকের ন্যায় তাঁহাদেরও শারীরিক ভাব সকল অধিকতর প্রবল হয় বটে, কিন্তু বিষয় ভোগ বিষয়ে প্রথমাবধি সাবধান হইয়া চলাতে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি শীঘ্র শীঘ্র সতেজ হইয়া উঠে এবং যত তাহা সতেজ হইতে থাকে, ততই তাহার উপভোগ্য আধ্যাত্মিক বিষয় সকল তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়। যেমন চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি আধিভৌতিক ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে এই দৃশ্যমান অধিভূত জগৎ বিষয়কে রচিয়াছে, আত্মার সমক্ষে সেই রূপ অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মলোক প্রসারিত আছে। আত্মার দর্শনশক্তি উন্মেষিত হইলেই তাহা দৃষ্টি-গোচর হয়। এই জন্য সাধু যুবার অধ্যাত্মভাব যে পরিমাণে প্রবল হয়, অধ্যাত্ম বিষয় সকল সেই পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার আত্মাকে তৃপ্ত করিতে থাকে। যখন তাঁহার যৌবন দশা বিগলিত হওয়াতে শরীরের সহিত শারীরিক প্রবৃত্তি সকলও বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অকীটদষ্ট পুষ্প হইতে উৎপন্ন অক্ষত ফলের ন্যায় পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অবিনাশী যৌবনে আরোহণ করে। তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে কাম লোভ প্রভৃতি বিষয়তৃষ্ণা সকল মন্দীভূত হওয়াতে তিনি পার্থিব উপভোগ হইতে যতই অবসর গ্রহণ করিতে থাকেন, ততই তাঁহার আধ্যাত্মিক ভোগপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে এবং ততই তাঁহার উপভোগ্য আধ্যাত্মিক বিষয় সকল প্রচুর রূপে তাঁহার সন্নিহিত হইতে থাকে। এক সময়ে তাঁহার চক্ষুতে যে আধ্যাত্মিক উপভোগ্য সকল কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন বৃক্ষের ন্যায় অস্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইতে ছিল, তখন তাহা প্রত্য

সূর্য্যের [illegible] উজ্জ্বলতর কমনীয় মূর্ত্তি [illegible] করে এবং যে বিবুধলোক সকল নিশীথ সময়ের পূর্ণ চন্দ্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, তাহা তখন তাঁহার চক্ষুতে প্রভাত চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণকান্তি বলিয়া বোধ হইতে থাকে। তিনি তখন পশ্চিমদিগন্তে বিলয়োন্মুখ চন্দ্রমাকে পশ্চাতে রাখিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উদয়োন্মুখ তরুণ সূর্য্যের কমনীয় কিরণ-মালা বিস্ফারিতলোচনে পান করিতে প্রবৃত্ত হন। গর্ভস্থ শিশু প্রথমে ঊর্দ্ধশিরাঃ হইয়া অবস্থান করে; প্রসব কাল যত নিকটবর্ত্তী হয়, ততই ক্রমে ক্রমে হেলিয়া পড়িতে থাকে; প্রসব সময়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব হয়; তখন তাহার পদদ্বয় ঊর্দ্ধে ও মস্তক নিম্নে অবস্থান করে; সাধু যুবা যখন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, তিনিও সেই রূপ ভাব ধারণ করেন—এক সময়ে যে চক্ষু বিষয় রাশিতে আকৃষ্ট হইয়া থাকিত তখন তাহা আপনা হইতে বিবৃত্ত হইয়া আর দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে। ক্রমে, পুষ্প যেমন ফলকে প্রসব করিয়া সহজে বিগলিত হইয়া পড়ে, সেই রূপ তাঁহার সমুদায় পার্থিব প্রকৃতি যে আত্মাকে এত কাল গর্ভে রাখিয়া পালন করিতে ছিল, তখন তাহাকে লোকান্তরের নিমিত্ত প্রসব করিয়া স্বয়ং বিদায় গ্রহণ করে।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩২৪ সংখ্যক পত্রিকার ৮৪ পৃষ্ঠার পর।

কি রূপে হিন্দুসমাজে অল্পে অল্পে বর্ণ ভেদ বা জাতি ভেদের সূত্রপাত হয়, ইতি পূর্ব্বে তাহার আভাস প্রদর্শিত হইয়াছে; এক্ষণে ব্রাহ্মণ বর্ণের উৎপত্তি ও প্রাধান্য লাভের বিষয় বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইতেছে।

পৃথক্ রূপে ব্রাহ্মণ শ্রেণী উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বাবধি আর্য্য সমাজে পুত্রদিগকে ঋক্ সকল অভ্যাস করাইবার রীতি প্রচলিত ছিল, ঋগ্বেদ সংহিতাতেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কোন্ সময়ে এই রূপ শিক্ষা দান প্রথা আরব্ধ হয়, তাহার প্রামাণিক নিদর্শন দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, যে সময়ে আর্য্য কবিরা নূতন নূতন ঋক্ রচনা করিতেন, তাহার অনধিক কাল মধ্যেই, অন্ততঃ স্বস্ব পরিবার ও অনুগত লোকদিগের নিকট, তাহা প্রচলিত হইত। সেই সমস্ত ঋক্ যত পুরাতন ও সংখ্যায় অধিক হইতে লাগিল, প্রকৃত রূপ শিক্ষা দান প্রথা তত আবশ্যক হইয়া উঠিল। এ দিকে সামাজিক কার্য্য সকলও বিস্তৃত হইয়া উঠাতে কাজেই, অনন্য-ব্যবসায় হইয়া শিক্ষার্থীদিগকে ঋক্ সকল অভ্যাস করাইবার নিমিত্ত আপনা হইতে প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তৎকালে লেখার সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং শিক্ষা দান প্রথাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার ছিল না। এই রূপে সমাজের একটি গুরুতর অভাব দূর করিবার নিমিত্ত আপনা হইতে একটি পৃথক্ শ্রেণীর সূত্রপাত হইল। ইহাঁদের বংশই ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণ নামে একটি পৃথক্ বর্ণে পরিগণিত হয়। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। যে ব্রহ্ম শব্দ উত্তর কালে নিরতিশয় মহান্ পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিপাদক হয়, প্রথমে তাহা বেদের নামান্তর ছিল; পরে বেদের সহিত যাঁহাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ হয়, সেই শ্রেণীও ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইতেন এবং পরিশেষে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে থাকেন। উত্তর কালে ব্রাহ্মণ শব্দের নানাবিধ অর্থ উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রথমে যাঁহারা ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ ধারণ করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহাদিগেরই বংশে ঐ নাম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

বেদের অধ্যাপনা কোন সময় অবধি যে কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণের অসাধারণ অধিকার বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। উপনিষদে পাঠ করা যায় যে কখন কখন ব্রাহ্মণ পুত্রেরাও ক্ষত্রিয়ের নিকট বেদ শিক্ষা করিতে যাইতেন। কিন্তু যখন শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার প্রচারিত মতের উপরে যে রূপ আপত্তি উত্থিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক আপত্তির বিষয় এই হইয়াছিল যে, তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া উপদেশ দান রূপ ব্রাহ্মণ বৃত্তি আচরণ করিতেছেন। বেদাধ্যাপনা কার্য্য এক মাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণ ভিন্ন আর কোন বর্ণের অধিকার নাই, এই মতটি যে সময়ে প্রচলিত হউক, ইহা দ্বারা এইমাত্র প্রতীয়মান হয় যে, এই রূপ মত উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণত্ব রূপ জাতি বদ্ধমূল হইয়াছিল।

এক দিকে যেমন অধ্যাপনা কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ বর্ণের সূত্রপাত হইল, আর এক দিকে সেই রূপ আদিম আর্য্যগণের সময়ে প্রচলিত ক্রিয়া কলাপ সকল যত পুরাতন হইতে লাগিল, ততই কি রূপ সময়ে কি রূপ মন্ত্রে ও কি প্রকারে তৎ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা সকল সাধারণের দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিল। বেদের অধ্যাপকগণ ভিন্ন সেই সমস্ত বিষয়ে ব্যবস্থা দান করা আর কাহারও সাধ্য ছিল না। সুতরাং অধ্যাপন কার্য্যের ন্যায় ইহাও তাঁহাদের হস্তে নিপতিত হইল। এবং কাল ক্রমে আর্য্যগণের ভাষারও অনেক পরিবর্ত্তন হইল। আর্য্য সমাজের কবিগণ তৎকাল প্রচলিত যে ভাষাতে ঋক্ সকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উত্তর কালে তাহার অর্থ ও ভাব অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ভাষা আর এক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, উত্তর কালে টীকা ব্যতীত সাধারণে তাহার অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং পুরাতন ঋকের শব্দার্থ ও ভাবার্থ সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করা সেই অধ্যাপক শ্রেণীর কার্য্য।

ব্যবস্থা দান ও বেদের ব্যাখ্যা এই দুইটি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের মানসিক উন্নতির উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহারাও উৎসাহ সহকারে উক্ত উভয়বিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন, বেদের ব্রাহ্মণভাগ উজ্জ্বল রূপে তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে—ইঁহারা ক্রমে ক্রমে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন, অপ্রচলিত শব্দ সকলের যে রূপ অর্থ প্রকাশ, যে ঋক্ হইতে যে রূপ ভাবার্থ নিষ্কাষণ এবং ঋক্ সকলের মধ্যে ইতিহাসের যে সমস্ত ইঙ্গিত আছে তাহা হইতে যে সকল ইতিহাস উদ্ভাবন করিতেন, সেই সমস্ত গ্রন্থ একত্র সংকলিত হইয়া ব্রাহ্মণ নামে বেদের এক অংশ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ নাম দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই একটি নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ শ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছিল। যে সময়ের কথা উল্লিখিত হইতেছে, তখন বেদই আর আর সকল বিদ্যার সমষ্টি স্বরূপ ছিল। অতএব সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যখন সেই বেদের রক্ষা ব্যাখ্যা ও ব্যবস্থা দান প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই ব্রাহ্মণদিগের হস্তে আসিয়া পড়িল এবং তন্নিবন্ধন মানসিক উৎকর্ষ সাধনে তাহারাই অগ্রসর হইলেন, তখন কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে নহে জনসমাজের তৎকালোচিত প্রায় যাবৎ কার্য্যেই ব্রাহ্মণদিগের উপদেশ ও সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিল এবং সচরাচর যে রূপ ঘটিয়া থাকে, তদনুসারে রাজা অবধি প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই সন্মান

কার্য্যেই ব্রাহ্মণদিগকে প্রাধান্য দিয়া চলিতে লাগিল। এই রূপ জন সমাজের নেতারাই তৎকালের পুরোহিত। পৌরহিত্য নেতৃত্ব ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। যজ্ঞে প্রধান প্রধান যাজকতা, রাজনিয়ম প্রণয়নে ব্যবস্থাপকতা, সন্ধি বিগ্রহাদি কালে মন্ত্রিত্ব, ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকতা, অন্যান্য রাজার সহিত কথোপকথন আবশ্যক সময়ে দৌত্য কার্য্য এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যূহ রচনা প্রভৃতির কৌশল সকল উদ্ভাবন করা ইত্যাদি যে সমস্ত কার্য্যে শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে রাজা প্রজা প্রভৃতি সকলেই উক্ত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সুতরাং ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ জাতি অসামান্য প্রাধান্য লাভ করিলেন।

আর্য্য সমাজে যত দিন বর্ণ ভেদ বংশানুযায়িনী পদ্ধতি অবলম্বন করে নাই, তত দিন নির্ব্বিশেষে সকল ব্যক্তিই ক্ষমতা ও রুচি অনুসারে সকল কার্য্য করিতে পারিত। বংশানুসারিণী বর্ণভেদ প্রণালী বদ্ধমূল হইলে সেই প্রথা সাধারণতঃ রহিত হইয়া যায়। এই কারণে এরূপ ঘটিয়াছিল যে, বর্ণ ভেদ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা ঋষি বলিয়া পূজিত হইতেন, বর্ণ ভেদ বদ্ধমূল হইবার পরে তাঁহাদের কাহার বংশ ক্ষত্রিয় কাহারও বংশ বৈশ্য এবং অবস্থা বিশেষে কাহারও বংশ বর্ণ-সংকরের মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে সময়ে বর্ণ ভেদ উৎপন্ন হয় নাই, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই সময়ের লোক; কিন্তু যে সময়ে বর্ণ ভেদ উৎপন্ন হয়, সে সময়ে তাঁহার বংশোরা ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই রূপ অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে যে, যাঁহারা উত্তর কালে ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতেন। উত্তর কালের পণ্ডিতেরা যে যে স্থলে ঐরূপ উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সেই স্থলে তাঁহারা অন্যবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তপস্যা বলে ব্রাহ্মণ হন; এই রূপ কেহ বা কর্ম্মগুণে নিম্ন হইতে উচ্চ বর্ণে আরোহণ, কেহ বা কর্ম্ম দোষে উচ্চ হইতে নিম্ন বর্ণে অবরোহণ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজে প্রথমাবধি বর্ণ ভেদ ছিল, এই রূপ সংস্কার থাকাতেই তাঁহারা উক্ত রূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ বিশ্বামিত্র প্রভৃতির সময়ে বর্ণ ভেদ উৎপন্ন হয় নাই।

ব্রাহ্মণেরা প্রাধান্য লাভ করিয়া একটি পৃথক্ বর্ণ রূপে পরিগণিত হইলে পর হিন্দু-সমাজে একটি নূতন যুগ উপস্থিত হইল; হিন্দুজাতি এক নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু বহু দিনে ও অল্পে অল্পে এই পরিবর্ত্তন হওয়াতে হিন্দু জাতি যে কোথা হইতে কোথায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা অনুভব করিতেও পারেন নাই।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণও ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বেদ শিক্ষা করিতেন, কিন্তু সমাবর্ত্তনের পর গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যে সকল ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষিত বিদ্যার চর্চা প্রায় একবারেই রহিত হইয়া যাইত; বিশেষতঃ তৎকালে লিপি প্রচলিত ছিল না, বেদ সকল কেবল গুরু মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া মুখস্থ রাখিতে হইত, সুতরাং যাঁহারা ক্ষত্র বৃত্তি বা বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় আর তাহা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন না করাতে অনতিকাল পরে প্রায়শই বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। এই ভিন্নতা হইতে পরিণামে যে কি রূপ বর্ণ ভেদ উৎপন্ন হইবে, তৎকালে তাহার অনুমান

করা কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য কোন আর্য্য সন্তানের পক্ষেই সম্ভাবিত ছিল না। যে সময়ে সুস্পষ্ট জাতি ভেদ উৎপন্ন হইল—যখন প্রত্যেক বর্ণই আপনাদিগকে এক একটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন বর্ণ ভেদ ঘটিত সামাজিক নিয়ম এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে সহসা কোন বর্ণই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না; করিলে আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইতেন না; ইহাই বর্ণ-সঙ্কর উৎপত্তির মূল কারণ। যজুর্ব্বেদ সংহিতার শতরুদ্রিয় স্তোত্রে সূত্রধর কর্ম্মার প্রভৃতি কতকগুলি সংকর জাতির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; ইহাতে বোধ হয়, জাতি ভেদ ঘটিত সামাজিক নিয়ম অতি পূর্ব্বকালেই বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই রূপে চতুর্ব্বিধ বর্ণ ও নানাবিধ বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন হওয়াতে হিন্দুসমাজ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ বর্ণ অবিসম্বাদিত রূপে সকলের উপরেই প্রাধান্য লাভ করিলেন।

ব্রাহ্মণেরা যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতেন, তাহাই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইত। কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন রাজার সহিত তাঁহাদিগের বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত; ত্রিশঙ্কু রাজা ও বেণ রাজা যে রূপ গর্ব্বিত ও যে রূপ স্বেচ্ছাচারী বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা উহাই অনুমিত হইয়া থাকে। ত্রিশঙ্কু ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ করিতেন; পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণগণকে ত্রিশঙ্কুর শিবিকা বহন করিতে হইত। বেণ রাজার বিষয়ে এই রূপ অভিহিত হইয়াছে যে, তিনি কামার্ত্ত হইয়া সকল বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করাতে পৃথিবীতে বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন হয়। আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, জনক প্রভৃতি রাজা ব্রাহ্মণ জাতির উপরেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে এই রূপ উল্লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ জাতি অপেক্ষা ক্ষত্রিয় জাতি শ্রেষ্ঠ, এই জন্য রাজা উচ্চ আসনে ও ব্রাহ্মণেরা নিম্নে উপবেশন করেন। এই সকল বিভিন্ন প্রকার উদাহরণ পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, যাঁহারা শত্রু ভাবে ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রাখিতেন; আর যাঁহারা সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারা প্রাধান্য লাভ করিলেও ব্রাহ্মণদিগের অসহনীয় হইতেন না; ইহাতে ব্রাহ্মণদিগের জাতি সাধারণ প্রাধান্যেরও কোন হানি হইত না।

ব্রাহ্মণ জাতির সহিত ক্ষত্রিয় জাতির একটি ভয়ঙ্কর বিবাদের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই বিবাদে এক পক্ষে সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতি ও অন্য পক্ষে সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; বহু কাল ব্যাপিয়া পরস্পরের রক্ত স্রোতে পৃথিবী কলঙ্কিত হইয়াছিল এবং সমস্ত ভারত বাসী অনেক দিন পর্য্যন্ত অরাজকতা জনিত নানা উৎপাতে আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণার এক শেষ ভোগ করিয়াছিল। পুরাণে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নানাবিধ উপাখ্যানের সহিত জড়িত হইয়া আছে। তৎসমুদায় আলোড়ন পূর্ব্বক ইতিহাস সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে শোক ও দুঃখে অভিভূত হইতে হয়। এই বিবাদে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ জাতিকে নত করিবার জন্য যত চেষ্টা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা ততই উৎসাহ সহকারে আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে বহু রক্তপাতের পর ব্রাহ্মণেরা জয়লাভ করেন। যে ব্রাহ্মণ জাতি চিরকাল ধার্

যজ্ঞ লইয়া থাকিতেন, তাঁহারা জয়ী হইলেন; আর যে ক্ষত্রিয় জাতি যুদ্ধ বিদ্যাতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পরাজিত হইলেন; ইহা ধ্যান করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। সে যাহা হউক, এই জয় লাভের পর অবধি ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্য বহু গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; সমস্ত হিন্দু সমাজে তাঁহাদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সমুৎপন্ন হইল; এবং সাধারণের চক্ষুতে তাঁহারা আর এক ভাবে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বিদ্যা শিক্ষা প্রভাবে যে প্রাধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল, পরে বীরত্ব দ্বারা তাহা অপ্রতিহত হইয়া উঠিল।

এই বিবাদের পরিণামে যে আর একটি ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহারও উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। ক্ষত্রিয় জাতি দুই ভাগে বিভক্ত; এক সূর্য্য বংশ আর এক চন্দ্র বংশ। পুরাণ পাঠে এই রূপ প্রতীয়মান হয় যে, ইক্ষ্বাকুর পুত্র পৌত্রাদি সন্তান পরম্পরা সূর্য্য বংশ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হন এবং তাঁহার কন্যা ইলা ও জামাতা বুধ হইতে যে বংশ উৎপন্ন হয়, তাঁহারাই চন্দ্র বংশ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হন। এক সময়ে সূর্য্য বংশ্য ক্ষত্রিয়দিগের প্রতাপে ভারত ভূমি উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তখন চন্দ্রবংশ্য রাজাদিগের তাদৃশ প্রবলতা ছিল না; তৎপরে সহসা ইহাঁদিগের অভ্যুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ ও ইতিহাসের অধিকাংশ এই বংশের কীর্ত্তি কীর্ত্তনেই পরিপূর্ণ আছে। কোন্ সময়ে কি রূপ করিয়া সূর্য্য বংশ্য রাজাদিগের পতন ও চন্দ্র বংশ্যদিগের উন্নতি হইল, তাহার সুশৃঙ্খল বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। কেবল পরশুরামের হস্তে একবিংশতি বার ক্ষত্রিয় বংশের ধ্বংস প্রাপ্তির কথা [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল আভাস পাইয়া এই রূপ অনুমান হয় যে, ব্রাহ্মণদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সূর্য্যবংশ্য ক্ষত্রিয়েরা নিস্তেজ ও নি- [illegible] পড়েন এবং ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধের সময়ে [illegible] সাম্রাজ্য গ্রহণের জন্য চন্দ্র [illegible] আহ্বান করেন, অথবা [illegible] রাজ- পদে প্রতিষ্ঠিত [illegible] ব্রাহ্মণেরা জয় লাভের পর [illegible] রাজপদে প্রতিষ্ঠিত [illegible] পুরাণে ইহা স্পষ্টাক্ষরেই উল্লিখিত আছে [illegible] চন্দ্র বংশ্য রাজাদিগের আধিপত্য কালে ব্রাহ্মণেরা সম্মানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নূতন পুস্তক।

১। An accou[illegible] of the [illegible] Mitter &c.— [illegible] কর্ত্তৃক প্রণীত।

গোবিন্দরাম মিত্র প্রাচীন [illegible] ওয়েল্সাহেবের সময়ের [illegible] জীবন বৃত্তান্ত জানিতে [illegible] পারে এবং তিনি যে [illegible] তাঁহার উন্নতির বৃত্তান্ত [illegible] হইবে এমন আশা হয়, [illegible] আশার [illegible] ১৩৮৬। [illegible] নিকট [illegible] চাঁদ ও [illegible] দুই [illegible] পুষ্ট [illegible]

[illegible] a matter [illegible] [illegible]gious obligation ?— [illegible] হরিশ্চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক [illegible] এবীনিয়মে বাক [illegible] ইহাতে

প্রদর্শিত হইয়াছে যে হিন্দুদিগের জাতি বিভাগ কেবল শ্রেণী বিভাগ মাত্র, পূর্ব্বে ইহার এক্ষণকার মত প্রাবল্য ছিল না, আর আবশ্যক হইলে ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে না তাহাও নহে। বক্তা এই জাতি বন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট বিলাপ করিয়া বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়াছেন।

৩। সুললিত কাব্য।—শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত।

৪। The Christian Repentant—A Parody. যোড়াসাঁকো প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মল্লিক কর্ত্তৃক বিরচিত।

৫। বিনয় পত্রিকা।—গুরুমুখী ভাষায় কতকগুলি ব্রহ্ম-সঙ্গীত বিহারীলাল কর্ত্তৃক রচিত হইয়া পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। বিজ্ঞান বিনোদিনী।—কাকিনীয়া ধর্ম্ম সভার সাময়িক বক্তৃতা। ইহাতে ধর্ম্ম বিষয়ক দশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতা আছে।—কাকিনীয়া শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।

৭। হিন্দু প্রদর্শক। ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা।—ইহা এক খানি সাময়িক পত্রিকা, সংখ্যানুক্রমে মুদ্রিত হইবে। এখানি হিন্দুমেলার সভ্যদিগের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, ইহাতে প্রধানতঃ হিন্দু শাস্ত্র, হিন্দু সমাজ, ইতিহাস বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইবে; এক্ষণে অনেকে বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে পান না, এখানি সে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিবে; ইত্যাদি।—যদি এই সাময়িক পত্র খানি স্থায়ী হইয়া অঙ্গীকারানুরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে দেশের একটী মহৎ অভাব পূর্ণ করিবে। প্রথম সংখ্যায় যে কয়েকটী বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। আমরা অন্তরের সহিত কামনা করিতেছি, এই পত্র খানি দীর্ঘজীবী ও সিদ্ধ-সংকল্প হউক।

৮। A Dictionary in Sanskrit and English.—Part 1. শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত খেলাৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উইলসন সাহেবের কৃত অভিধান অবলম্বন করিয়া এখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্ব মুদ্রিত উক্ত অভিধান অপেক্ষা কিছু অধিক শব্দ ও অর্থ আছে। অভিধান খানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রথম খণ্ডে অকারাদি শব্দ প্রায় শেষ হইয়াছে। বোধ হয় দ্বাদশ খণ্ডে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে।

৯। সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী। দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যা।

সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা যে বহু বিবাহ ও কন্যা পণ রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই পত্রিকাতে তাহার কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাখানি "সুললিত ভাষায়" সভার কার্য্য বিবরণ সকল প্রকাশ করিয়া সভার অনেক উপকার করিতেছে। এতদিনের পর সভা যে দেশের প্রকৃত কল্যাণ ও গৌরবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, ইহাতেই আমাদের যথেষ্ট সন্তোষ, তাহাতে আবার তাঁহারা সম্প্রতি যে দুইটী বহু অনিষ্টকর প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে যথার্থই দেশের কল্যাণ সাধন করা হইবে, সন্দেহ নাই।

সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী বলেন—

"কি রাজ্যতন্ত্র কি সমাজতন্ত্র এই উভয় নিয়ম ব্যবস্থাপন কালে ব্যবস্থাপকগণ বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি বিশিষ্ট দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন। বর্ত্তমানে কোন্ অংশে ধর্ম্মহানি হইতেছে, কোন্ অংশে সাধারণের অনিষ্ট হইতেছে, কোন্ অংশেই বা লোকের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে, এই গুলিই তাঁহাদিগের সবিশেষ রূপে সমালোচিত ও বিবেচিত হইয়া থাকে; সুতরাং দীর্ঘকালান্তেই হউক আর অচির কালে মধ্যেই হউক কোন নিয়ম রহিত, কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত, কখন কখন বা নূতন নিয়মও ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। এরূপ নিয়ম পরিবর্ত্তের [illegible] কারণ এই যে, [illegible] [illegible] লোকের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিয়মগুলি [illegible] [illegible]

সেগুলি তৎকালের সমাজের অবস্থার ও লোকের রুচির সম্পূর্ণ সঙ্গত করিয়াই করা হয়, পরে কাল পরিবর্ত্তে অবস্থা ও রুচির পরিবর্ত্ত হইয়া আসিলে নিয়মেরও পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক হয় ; পরিবর্ত্ত না করিলে তৎপ্রতিপালনে লোকের আর পূর্ব্ববৎ আস্থা না থাকাতে সমাজ ক্রমেই শিথিল বন্ধ হইয়া পড়ে।"

আমরা আশা করি সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী চিরদিন এইরূপ উপদেশ দিবেন। কিন্তু আমাদের সংশয় এই যে, তাঁহার উপদেশের মূল শুদ্ধ না হওয়া হেতু তাহা কতদূর ফলোপধায়ী হইবে বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে তিনি যাহাদিগকে একপত্নীক হইয়া থাকিতে উপদেশ দিতেছেন, তাহারা ইহাকে এ কালের এক বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ করিতে পারে। যদি গবর্ণমেণ্টের বলে ঐ উপদেশ কার্য্যকর করিয়া তুলা হয়, তাহা হইলেও ঐ মূলগত দোষ হইতে অন্য প্রকার অনিষ্ট উৎপাদিত হইতে থাকিবে। পত্নীর কয়েকটী দোষ ঘটিলে শাস্ত্রে পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিবার বিধি আছে; যদি এই বিধি প্রবল থাকে, তাহা হইলে অনিষ্টের মুখ প্রমুক্ত রহিল। অনেকে পাকে প্রকারে সেই সকল দোষ ঘটাইয়া নিরপরাধা পত্নীর উপর অত্যাচার করিতে থাকিবে।

PRAYER.

Having placed it in this light as the natural and fitting expression of the creature's sentiments to the Creator, it will appear perhaps somewhat harsh and legal-spirited to speak of Prayer as a Duty. And it is, in truth, a token by which we may all measure our own religious status each day or year as "under the law," or under a freer covenant, whether Prayer to us is easy, and spontaneous, or an act for whose performance a certain measure of moral force needs to be exerted. To many who have welcomed Theism as a religion of spiritual [illegible] as intellectual freedom, [illegible] seconding it far enough to discover in how deep a region of love and union with God such freedom can alone be truly experienced, it is common to find that all statements implying that Prayer is a Duty are more or less repugnant. They seem to such persons like remnants of the fetters of an old-world slavery which has been abolished. Truly, thrice happy is he who never needs to be reminded that it is his duty to pray! But if, immersed in the interests of this life, the thoughts of Divine things grow rare and dim, and the ardour of holy aspiration sinks down and carelessness and selfishness, and sin come creeping in upon each other's footsteps, is it not then a Duty—nay, the most imperative of duties—for the soul to lift itself up to its God, and cry, "Lord, save me, or I perish"? Is it not a Duty so to replenish the lamp of our spiritual life, as that such perils of darkness may never overtake us? I must confess that I believe the revolt against the doctrine of the Duty of Prayer arises, not so much from a greater sense of the rightful freedom of the spiritual affections, as from an imperfect and unreformed conception of the loveableness of Duty. To a true Theist, the idea of a firm ground of moral obligation underlying the flowery pastures of love, is no subject of regret, but of rejoicing; for, wanting it, they would be in his judgment but deceitful morasses. Duty is to him the iron framework within the sculptor's clay. He seeks to cover it with softer and more beautiful forms; but he knows that those sweet shapes would soon collapse and perish, were it not for the firm *armatura* beneath them. Is this a hard saying? Not so, surely, for the man for whom "Duty" means no alien law imposed by an unloved external Power, and enforced by arbitrary penal-

ties, but the free choice of his own highest will, the voice in his heart of the God he adores, to which he joyfully gives, not so much his Obedience as his Loyalty, and to which he would strive to be faithful still, if instead of earning for him admittance into heaven, it insured his punishment in hell. To speak to such a man of an act of any kind as being an "act of Duty," is not, then, to present it to him as something naturally repulsive, or, at best, hard and stern; but, on the contrary, as something necessarily welcome, if not to his lower nature, yet inevitably to his higher self. It is practically telling him that, whether pleasant or unpleasant to his transitory wishes and the impulse of the moment, it is in accordance with the permanent desire of his heart and his deepest consciousness of what is good and noble and beautiful in human conduct.

That Prayer is such a Duty as this for the Theist, there cannot, I conceive, exist any doubt. It is a Duty which meets us at the threshold of religion, is the staff by which our faltering steps are to be upheld and our backslidings recovered; and it is the wing on which, from the loftiest summit of morality, we must soar into the spiritual heaven of love.

But, albeit Prayer is a Duty—in a sense, the beginning and the climax of Duty—it does not follow that for the Theist there should be in it anything rigid, formal, laid down by rule and rote. The lesson taught by the originator of the High-church movement in England: "In your private prayers use the prayers of the Church," together with ordinary ecclesiastical directions to pray at stated hours and days, and in pre-arranged notes of festal gratitude or Lenten sadness—such lessons, I say, may well be given by Churches claiming divine authority over the human intellect and conscience. But they have no sort of meaning outside their jurisdiction. For such leading-strings of the soul, it behoves every free worshipper of God to substitute such strength of aspiration, such firmness of will, as shall ensure the only point which is of spiritual importance, namely, that he lives a prayerful life. Whether he actually prays formally seven times a day, or once a week, is nothing, provided he is always ready to pray, and lovingly thinks of God and to Him, as often as in the psalm of his life that sweet key-note of all its music may fitly sound. If he feel himself weak, and lonely with that loneliness which even the firmest faith, when socially isolated, must needs endure, he may, if so it please him, make rules for himself of hours of devotion, and so supply himself with a frame-work in which his days may seem more safely and evenly to go on. Or he may be better pleased to make no such formal lawgiving for himself at all, and trust only to the unflagging ardour of his heart. The rule of the poet may be his rule also:

"Keep up the fire;
And leave the generous flames to shape themselves."

Above all, I conceive that the practice of yielding readily and joyfully to the impulses of religious feeling which at any time come to us, and the habit of filial trust enabling us freely to speak to God of all that is in our hearts, are things of infinitely more importance than the rigid adherence to any rule of devotion, however useful or reasonable it may appear.

F. P. Cobbe.

[illegible]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত।

২ ভাদ্র বুধবার ১৭৯২ শক।

একো ধর্ম্মঃ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষমৈকা শান্তিরুত্তমা।
বিদ্যৈকা পরমা তৃপ্তিরহিংসৈকা সুখাবহা॥

ব্রাহ্মধর্ম্ম ২ খণ্ড ১৫ অধ্যায়।

ধর্ম্মই এক মঙ্গল-সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম-শান্তি, বিদ্যাই এক পরম-তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ।

ধর্ম্মই মঙ্গলের সাধন,—ধর্ম্ম ব্যতীত কল্যাণ লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। ঐহিক ও পারত্রিক সমুদায় মঙ্গল এক মাত্র ধর্ম্মেতেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মরণ কালে শরীর বিনাশের সহিত অন্য সমুদায়ই পরিত্যক্ত হয়, কেবল এক মাত্র ধর্ম্মই সুহৃৎ হইয়া আত্মাকে লোকান্তরে লইয়া যান। যাঁহারা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারা ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাকে লাভ করেন এবং যাহারা বিষয় সুখ প্রার্থনা করে, ধর্ম্ম পথে থাকিলেই তাহাদের মঙ্গল হয়। ধর্ম্ম সংসার বন্ধন রক্ষা করেন, ধর্ম্মই লোকের সেতু হইয়া ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান। ধর্ম্মের লক্ষ্যই কেবল এক মাত্র ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর। ধর্ম্মের প্রথম পুরস্কার ঈশ্বরে অনুরাগ এবং শেষ পুরস্কার তাঁহাকে দর্শন করা। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, "দেশকালউপায়েন দ্রব্যং শ্রদ্ধাসমন্বিতং। পাত্রে প্রদীয়তে যত্তৎ সকলং ধর্ম্মলক্ষণং।" দেশ কাল পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক সদুপায়ে উপার্জ্জিত ধনের শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সৎপাত্রে যে দান তাহাও ধর্ম্মের সাধন বটে কিন্তু "ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্ম্মণাং। অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনং।" যজ্ঞ, সদাচার, ইন্দ্রিয় দমন, অহিংসা, দান, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি যে কিছু কর্ম্ম ধর্ম্মের সাধন, সে সমুদায়ের মধ্যে মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করত আত্মাতে সমাধান পূর্ব্বক অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা যে আত্ম দর্শন, তাহাই পরম ধর্ম্ম।

ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি,—ক্ষমাই শান্তি লাভের অদ্বিতীয় উপায়, ক্ষমা দ্বারা সহিষ্ণুতা অভ্যাস পূর্ব্বক শান্তি লাভ হয়। অন্যের অত্যুক্তি সহ্য করা ক্ষমার কার্য্য, বৈর নির্যাতন ক্ষমার কার্য্য নহে। শত্রু মিত্র সকলকেই সমান সমাদর করা ক্ষমার কার্য্য,

কাহাকেও অবমাননা করা ক্ষমার কার্য্য নহে। প্রত্যপকারের ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্যকৃত অপকারে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই ক্ষমার কার্য্য। কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হওয়া এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রীতির সহিত তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করাই ক্ষমার কার্য্য। এই রূপে ক্ষমা দ্বারা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে আর বিপৎ-কালেও ব্যথিত হইতে হয় না. সুতরাং ক্ষমাই শান্তি লাভের উৎকৃষ্ট উপায়। যাহার ক্ষমা নাই—যাহার সহিষ্ণুতা নাই, সেই ব্যক্তিই বিপৎ কালে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়ে, সুতরাং কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। "ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং। ক্ষমা গুণোহশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।" ক্ষমা দ্বারা শত্রু মিত্র সকল লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন, ক্ষমা শক্তদিগের গুণ অশক্তদিগের ভূষণ।

বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি,—বিদ্যাই তৃপ্তি লাভের উৎকৃষ্ট সাধন। বিদ্যার আলোচনায় যে রূপ তৃপ্তি সুখ অনুভূত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে—"পুরাণ ন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ।" পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় অঙ্গের সহিত চারি বেদ, এই চতুর্দ্দশটী বিদ্যার আধার, এ সকলেতেও তৃপ্তি সুখ লাভ হয় বটে, কারণ বিদ ধাতু হইতে বিদ্যা শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং বিদ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, সুতরাং যে কোন স্থান হইতে যে কোন বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাই বিদ্যা শব্দের বাচ্য। তথাপি এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যে হেতু ব্রহ্মধর্ম্মে আছে যে "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" যে বিদ্যা দ্বারা, অক্ষর পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। তাহা হইলেও পুরাণ প্রভৃতি উক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যা-স্থানের যে কোন অংশে সেই অক্ষর পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তাহাও সর্ব্ব সাধারণের আলোচনীয় ও তাহাও পরম তৃপ্তি লাভের উৎকৃষ্ট উ-উপায়। "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" জ্ঞানালোচনা দ্বারা বিশুদ্ধ তত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া সেই নিরবয়ব অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন।

অহিংসাই এক সুখের কারণ,—প্রাণি মাত্রের হিংসাতে বিরত থাকাই সুখ লাভের অদ্বিতীয় সাধন। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি।" কায়মনো বাক্যে কোন প্রাণির হিংসা করিবেক না। সকল প্রাণিই ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, সকলেরই প্রতি তাঁহার সমান স্নেহ, সকলেই তাঁহার সমান প্রতিপাল্য। বৃহৎকায় হস্তী অবধি, অতি ক্ষুদ্রতম পিপীলিকা পর্য্যন্ত, সকলই তাঁহার সমান প্রীতির পাত্র। তিনি জগতের মঙ্গল উদ্দেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রাণিই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র প্রাণির হিংসা করিলেও সেই অংশে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের পথ রুদ্ধ করা হয়। সুতরাং ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করাই পাপের কারণ হয়। অতএব কোন প্রাণির হিংসা করা বিধেয় নহে। বিশেষতঃ আমি অন্য দ্বারা হিংসিত হইলে যে রূপ কষ্ট ভোগ করি, অন্যেও আমার দ্বারা হিংসিত হইয়া তদ্রূপ কষ্ট ভোগ করিবে, এই ভাবটী যাঁহার অন্তরে উদিত হয়, তিনি আর কখন অন্যের হিংসায় প্রবৃত্ত হয়েন না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা হিংসায় রত থাকে, সে ইহ লোকেও অনেক [illegible] হয়

না, হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখ-মেধতে।" অতএব যিনি কোন প্রাণির হিংসা না করিয়া জগতের কল্যাণ সাধনে তৎপর থাকেন, তিনিই ইহ লোকে ও পর লোকে সুখ লাভ করেন।

হে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর! তুমি ধর্ম্মের আবহ, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, পাপের মোচয়িতা। যে তোমাকে পাইবার জন্য আন্তরিক যত্ন করে, তাহার যত্ন কখন বিফল হয় না। তোমাকে পাইবার জন্য যে ব্যাকুল হয়, তুমি তাহার অন্তরে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ধর্ম্ম বল প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ কর। হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগের কুপ্রবৃত্তি সকল দমন কর, আমারদিগকে নীচ কামনা হইতে বিরত করিয়া তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে নিযুক্ত কর এবং তোমার অভয় মঙ্গল স্বরূপ আমারদিগের অন্তরে প্রকাশ করিয়া আমারদিগকে অভয় দান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভবানীপুর ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৭৯১ শক।

যখন আমরা সহৃদয়তার সহিত এই [illegible] পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন এই জগৎ কি মনোহর সৌন্দর্য্যে বিভূষিত দৃষ্ট হয়। যখন চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি এক একটী ইন্দ্রিয় তাহার উপযুক্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হয়, তখন এই জগৎ কি মনোরম বোধ হইতে থাকে। কিন্তু এই বহির্জগতে যে লোক সৌন্দর্য্য দর্শন করা যায়, তাহাতেই কি আমাদের অন্তঃকরণ নি-শ্চিন্ত হয়, কখনই না। এই দৃশ্যমান জগ-তের [illegible] ইন্দ্রিয় মনুষ্যের [illegible] বিনিয়োজিত হয়, তখন এই জগতের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে আর এক অলৌকিক সত্তা আমা-দের আত্মার চক্ষুতে নিপতিত হয়। যেমন এই চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা এই জড়ময় পদার্থ সকল নিরীক্ষণ করিয়া প্রীত হই, তেমনি আধ্যাত্মিক চক্ষু দ্বারা সেই জড়ের মধ্যে জড়ের অতীত এক অলৌকিক পুরুষের সত্তা প্রতীতি করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধাতে বিগলিত হই। যেমন সহজে চক্ষু উন্মীলন করিলেই এই জড় জগৎ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, সেই রূপ সহজে এক অধ্যাত্ম জগৎ আত্মার সমক্ষে বিস্তারিত দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও এখানে বহিরিন্দ্রিয়ের সমধিক পরিচালনা, ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচালনা, এজন্য মনুষ্য জড় জগৎকে যে রূপ প্রতীতি করে আধ্যাত্মিক জগৎকে সে রূপ প্রতীতি করিতে পারে না, তথাপি এমন দেশ নাই, এমন জাতি নাই, এমন লোক নাই যে ঈশ্বরের প্রকাশ অবলোকন না করিয়া থাকে। এই জ্ঞান মনুষ্যের [illegible] অবস্থা হইতেই পরিস্ফুটিত হইতে [illegible]। পরন্তু কোন সদ্যোজাত শিশু— [illegible] ইন্দ্রিয়ের সহিত জগতের এই প্রথম [illegible]—তাহার চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের [illegible] সমধিক পরিস্ফুট না হওয়া হেতু সে [illegible] জগতের ভাব স্পষ্ট রূপে জানিতে [illegible] কেবল অস্পষ্ট ছায়াবৎ প্রতীতি [illegible], যাহাদের অধ্যাত্ম দৃষ্টি তে-[illegible] অধ্যাত্ম বিষয় সকলও [illegible]

ইহা ঘটে, সেই রূপে ইহাও দেখা যায় যে, যাহারা অধ্যাত্ম বিষয়ের আলোচনা করে নাই তাহারা আত্মার ভাব বুঝিতে পারে না। এতদ্দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে যেমন পদার্থ জ্ঞান ভূয়ো দর্শন সাপেক্ষ, তেমনি অধ্যাত্ম-জ্ঞান আলোচনা সাপেক্ষ।

ঈশ্বর জড়ের নিকট আপনাকে প্রকাশ করেন না। এই জন্য যাবতীয় সৃষ্ট জড় পদার্থ কোন রূপে তাঁহাকে জানিতে পারে না। তিনি আত্মার নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, এই জন্য আত্মা এই জড়ের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের অনন্ত করুণার ইহা এক প্রধান চিহ্নস্বরূপ। ঈশ্বরের এই মহৎ দান সকল মনুষ্যই অধিকার করিয়া থাকে। এই জন্য এমন লোক নাই, এমন দেশ নাই, এমন জাতি নাই যে ঈশ্বরকে জানিতে একবারে অসমর্থ হয়।

যদিও প্রথমে মনুষ্যের জ্ঞান বুদ্ধি সমধিক মার্জ্জিত ও উন্নত হয় নাই এবং এই জন্য তাহারা ঈশ্বরের অনন্ত মূর্ত্তি স্পষ্ট রূপে ধারণা করিতে পারে নাই, কিন্তু মনুষ্যের সকল জ্ঞানেরই ক্রমশঃ উন্নতির নিয়ম। এই যে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড, ইহা পূর্ব্বে পরম্পর নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও অসম্বদ্ধ বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। এখন ইহা কেমন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও মনোহর বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। যখন এই সকল সামান্য পদার্থ-জ্ঞান সম্বন্ধেও মনুষ্যের তেমন বিষম ভ্রম ছিল, তখন অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিষয়ে যে মনুষ্যের ভ্রম থাকিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? এক সময় মনুষ্যের এমন ক্ষমতা ছিল না যে সে একটি ঘট প্রস্তুত করে। সেই অবস্থা স্মরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় মনুষ্য এই রূপ কল্পনা করিয়াছিল যে ঈশ্বর স্বয়ং কুম্ভকার হইয়া ঘট নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎপরে একণে সেই পদার্থ বিদ্যার কত দূর উন্নতি হইয়াছে, দৃষ্টি কর। যে মনুষ্য তখন একটি সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিতে জানিত না, সে এক্ষণে অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছে—যে মনুষ্য বৃক্ষ কোটরে বা পর্ব্বত গহ্বরে বাস করিত, সে এক্ষণে পৃথিবীর রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিতেছে—যে মনুষ্য বজ্র বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝাবাতে মহা ভয় প্রাপ্ত হইত, সেই জড়-ভীত মনুষ্য এক্ষণে ঐ সকল প্রাকৃতিক বস্তুকে আপনার পরিচারক করিয়া তুলিয়াছে—এই জড় প্রকৃতির উপর মনুষ্যের কোন শক্তি আছে, পূর্ব্বে মনুষ্যের এরূপ প্রত্যয় ছিল না, এক্ষণে আশ্চর্য্য রূপে সেই জড় প্রকৃতি মন্থন করিয়া মনুষ্য আপনার অভিলষিত অর্থ আহরণ করিতেছে। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থ সকলের জ্ঞান সম্বন্ধেও যখন মনুষ্যকে এত অজ্ঞান অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া আসিতে হইয়াছে, তখন আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধেও যে তদ্রূপ ঘটিবে তাহার অসম্ভাবনা কি?

পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পদার্থ জ্ঞান সম্বন্ধীয় এই সকল পরিবর্ত্তন পরম্পরায় তত্ত্ববিষয়ে মনুষ্যের যে প্রকৃত উন্নতি হইতেছে, ইহা যেমন আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারই অবিশ্বাস্য হয় না—আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে মনুষ্যের সে রূপ প্রত্যয় নাই। আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঈশ্বর বাস্তবিক যদি দৈববাণী আকস্মিক জ্যোতিঃ প্রভৃতি কোন অলৌকিক অপ্রাকৃতিক রূপে শিক্ষা না দেন বা অদ্ভুত প্রকারে কোন পরিবর্ত্তন প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে যেন মনুষ্যের নিকট ধর্ম্মের সমাদৃত হইবার উপায় নাই।

কিন্তু বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে মনুষ্যের যে প্রকৃতি কৃষি বাণিজ্য ও

[illegible] বিষয়ে তাহার উন্নতি সাধন করিতেছে,—মনুষ্যের যে প্রকৃতি পৃথিবীর [illegible] এমন সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই প্রকৃতি তাহাকে ধর্ম্মজীবী করিয়াছে— সেই প্রকৃতির শিক্ষাধীন হইয়া মনুষ্য সর্ব্ব-সেব্য মঙ্গলময় ঈশ্বরের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। মনুষ্যের এই প্রকৃতি হইতে জানা যাইতেছে যে, মনুষ্য ক্ষুদ্র নহে—মনুষ্য সামান্য নহে—মনুষ্য অনন্ত মহত্ত্বের অধিকারী। সেই প্রাকৃতিক গতিতে মনুষ্যের দৃষ্টি এই জড় পদার্থ সমুদায় ভেদ করিয়া সেই অতীন্দ্রিয় পুরাণ পুরুষের প্রতি ধাবিত হইতেছে। এই জন্য ঈশ্বর কোন দেশে, কোন কালে মনুষ্যের নিকট প্রচ্ছন্ন নহেন। কিন্তু যাহারা অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে অবিশ্বাস করে তাহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ন্যস্ত করিতে পারে না।

এই অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে অবিশ্বাস দুই প্রকার। এক প্রকার অবিশ্বাস হেতু অধ্যাত্ম বিষয়ের সত্ত্বাতে আদৌ মনের সমাবেশ [illegible]। আর এক প্রকার অবিশ্বাস হেতু [illegible]শ্বরের প্রতি যথার্থ নির্ভর করিতে সাহস [illegible] না। এই জন্য মনুষ্য মঙ্গল উদ্দেশে কখন [illegible] সেবা, কখন মনুষ্যের উপাসনা, কখন [illegible]তা, কখন নিরাশা অবলম্বন করিয়া [illegible] হীন ও সিদ্ধি-বিহীন হইয়া পরিভ্রমণ [illegible]। অন্ন পান বিষয়ে দরিদ্রতা ঘটিলে [illegible] বা অন্যের গলগ্রহ হইতে হইলে মনুষ্য [illegible] কষ্ট অনুভব করে কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে হীনতা দরিদ্রতা পরাধীনতা প্রভৃতির কষ্ট সে সর্ব্বদাই বহন করিয়া থাকে। ইহা মনুষ্যের একরূপ দুঃখের বিষয়, যে তাহার আর প্রতিবোধ নাই।

অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে অবিশ্বাস করিলে সমুদায় প্রকৃতিকে অবিশ্বাস করিতে হয়; লোকে তাহাও করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন অধ্যাত্ম দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতেছেন না, তেমনি এই চর্ম্ম চক্ষুর দৃষ্টিকেও বিশ্বাস [illegible] না। তাঁহারা এই দেদী-প্যমান [illegible] ভৌতিক পদার্থ—সমুদায় পৃথিবী—[illegible]—ইহার সকলকেই [illegible] বিশ্বাস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]।

[illegible] ইউরোপ দেশে সংশয়বাদ বা নাস্তিকতার বহুল প্রচার হইতেছে। কিন্তু বোধ হয়, যাঁহারা যথার্থ আন্তরিক বিশ্বাস বশতঃ নাস্তিক বা সংশয় বাদী হয়েন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ লোক কেবল সংশয়বাদ বা নাস্তিকতা ভাল বাসিয়া সংশয়বাদী বা নাস্তিক হয়েন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের [illegible] নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

অধিকাংশ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের [illegible] ভাব যে তাহারা কোন মনুষ্যকে [illegible] দিতে চায় না;—কেহ স্বাধীন ভাবে কোন কথা বলিতেছে, শুনিলে তাহাদের হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। তাহারা সাধ্যমতে অন্যের স্বাধীনতা বিলোপিত করিতে ত্রুটি করে না। তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মের অতি সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র ভাব প্রকাশ পায়: এমন কি স্থল বিশেষে তাহাদের ধর্ম্মের ধর্ম্মত্বই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেখানে এই রূপ সাম্প্রদায়িকতার একাধিপত্য সেখানে এই অন্যায্য ধর্ম্ম বন্ধন হইতে বিমুক্তি চেষ্টায় অনেকে একবারে সংশয় বাদ বা নাস্তিকতা রূপ সীমান্তর অবলম্বন করে।

সংশয় বাদ বা নাস্তিকতার দ্বিতীয় কারণ এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে অধ্যাত্ম বিষয় সকলের প্রতি বিশ্বাস বা নির্ভর করিতে একান্ত বাধ্য করেন নাই। আমরা তৎসমুদায় বিষয়ে নির্ভর করিতেও পারি, না করিতেও পারি। এই জন্য অধিকাংশ স্থলে লোকের অধ্যাত্ম বিষয়ের প্রতি তাচ্ছীল্য জ্ঞান হইয়া থাকে। নতুবা যদি যথার্থ তত্ত্বালোচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে যেমন অধ্যাত্ম তত্ত্ব সকলের প্রতি সংশয় করা হয়, তেমনি ভৌতিক তত্ত্ব সমুদায়ের প্রতিও সংশয় করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রীস দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত সক্রেটিসের মতে অধ্যাত্মতত্ত্ব সমুদায়ই স্থির ও সত্য, পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সকল অবোধ্য ও অনিশ্চিত। তাঁহার সময়ে ভৌতিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হয় নাই, এ জন্য তিনি দেখিয়াছিলেন যে কেবল অধ্যাত্ম তত্ত্ব সমুদায়ই স্থির, নিশ্চিত ও লোকোপকারী; ভৌতিক পদার্থ তত্ত্ব যেমন অস্থির তেমনি অসংলগ্ন। সক্রেটিসের সময়ে পদার্থ বিদ্যার যে রূপ অবস্থা ছিল, এখন ব্রহ্ম বিদ্যার সেই রূপ অবস্থা বলা যাইতে পারে। পরন্তু যেমন এখন জানা যাইতেছে যে পদার্থ তত্ত্ব অবোধ্যও নয়, ভ্রম পূর্ণও নয়, অনির্ণেয়ও নয়, তেমনি ইহাও জানিতে হইবে যে ব্রহ্ম বিদ্যাও কোন অংশে সংশয়ের বিষয় নয়। যদি চক্ষুর দর্শনকে বিশ্বাস করা যায়, তবে আত্মার দর্শনকেও বিশ্বাস করিতে হইবে; যদি আপনার অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে হয়, তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বও বিশ্বাস করিতে হইবে।

শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মগণ!—আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়-নিষ্পাদিত এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত—এই ব্রহ্মের সাধন নিমিত্ত এই ব্রাহ্মসমাজের পত্তন। যাঁহার প্রসাদে এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—যাঁহার প্রসাদে ঊনবিংশ বৎসর এই ব্রাহ্মসমাজ সুরক্ষিত হইয়াছে, আজি তাঁহার এই সাম্বৎসরিক উৎসব দিবসে সেই দেবতাকে মনের সহিত ধন্যবাদ কর। যে ধর্ম্ম ব্যতীত পৃথিবী অরণ্য তুল্য হয়—যে ধর্ম্ম ব্যতীত লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হয়—যে ধর্ম্ম আমারদিগকে লোক লোকান্তরে লইয়া রক্ষা করিবে—সে ধর্ম্ম অবশ্যই আমারদের জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান্ ও প্রিয়তর। সেই ধর্ম্ম শিক্ষা কর, সেই ধর্ম্ম পালন কর, সেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাস্থল এই ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা কর এবং এই সকল সিদ্ধির নিমিত্ত সেই সিদ্ধিদাতা বিধাতার নিকট বারম্বার—অহর্নিশ প্রার্থনা কর। আমরা কৃষকের ন্যায় মৃত্তিকা কর্ষণ করিতে পারি, বীজ বপন করিতে পারি, আর সকল বিষয়েই আমাদের ঈশ্বরের প্রসাদের উপর নির্ভর। ঈশ্বরের প্রসাদেই সেই বীজ অঙ্কুরিত হইবে এবং তাহা হইতে ফলোৎপাদন হইবে। ... এই দেখিতে হইবে, যেন আমাদের কর্ত্তব্যে ত্রুটি না হয়। আমরা যেন প্রাণপণে আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি। আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিব, তাহার ফলের জন্য চিন্তা করিব না। আমরা এই জানি যে, "সেবা করণে কো কাম হামারী, দয়া করণে কো উনিকে ধরম সেঁ।" আমরা কেবল সেবা করিব, দয়া করা তাঁহারই ধর্ম্মের উপর নির্ভর।

হে পরমাত্মন্! তোমারই এই সংসার, তোমারই এই মনুষ্য! তুমি সৃষ্টি করিয়া অবধি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছ। তুমি আত্মবুদ্ধি প্রকাশক, তুমিই মনুষ্যগণকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করিয়া কল্যাণের পথে লইয়া রক্ষা কর। হে দেব! হে ঈশ্বর!

অজ্ঞানের অন্ধকারে আবির্ভূত হও, আমাদের বন্ধন সকল ছেদন কর, আমাদিগকে অজ্ঞান অন্ধকার হইতে মুক্ত কর। তোমারই করুণার উপরে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর, আমাদের আর কে আছে?

ধর্ম্মশিক্ষক।

যিনি নিজে ধর্ম্ম তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অন্যকে সেই ধর্ম্ম তত্ত্ব উপদেশ দিবার নিমিত্ত তাঁহার একটী প্রবল ইচ্ছা জন্মে। সেই ইচ্ছা স্বাভাবিক। যাঁহার হৃদয় ধর্ম্মামৃতে পরিপূরিত, তিনি, তাঁহার সেই ধর্ম্ম ভাব বশতই, অন্যকে তাহার অংশ ভাগী না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই জন্য সর্ব্ব দেশের ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাগণ আপনার আপনার সেবিত ধর্ম্ম অন্যকে শিক্ষা দিবার জন্য বিস্তর আয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং অন্যেও তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে।

যদি এক্ষণকার লোকগণ চিরস্থায়ী সেই পূর্ব্বকার লোক মাত্র হইতেন, তাহা হইলে এখন আর ধর্ম্মের নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতে হইত না, কাহাকেও ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিবার আবশ্যকতা হইত না। কিন্তু ধর্ম্ম ও মনুষ্যের সে রূপ প্রকৃতি নহে। ধর্ম্ম আদিম মনুষ্যদিগের সময় অবধি উত্তরোত্তর সংস্কৃত ও উন্নত হইয়া আসিতেছে এবং প্রত্যেক মনুষ্যকে ধর্ম্মের প্রথম বর্ণ অবধি শিক্ষা করিতে হইতেছে। তবে এই দৃষ্ট হইতেছে যে, ধর্ম্মের যে অধ্যায় গুলি রচিত হইতে সমগ্র মনুষ্যজাতির এত কাল ব্যয়িত হইয়াছে, এক্ষণে একটী মনুষ্য তাহার এই সংক্ষিপ্ত জীবনেই তৎসমুদায় পাঠ করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু সেই ধর্ম্মোন্নতি সাধনের জন্য যে সোপানের পর যে সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতে হয়, যে অধ্যায়ের পর যে অধ্যায় পাঠ করিতে হয়, ত্বরিত পদেই হউক বা বিলম্বিত পদেই হউক, সেই অনুক্রমেই সকলকে আসিতে হইতেছে সন্দেহ নাই। এবং সেই সেই সোপানে বা সেই সেই অধ্যায়ে যে তৎপথবর্ত্তী ধর্ম্ম শিক্ষকেরাই তাহাদিগের প্রধান সহায় হয়েন, তাহাও তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব যেমন পূর্ব্বে ধর্ম্ম শিক্ষকেরা ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতেন, তেমনি এখনো ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, নতুবা লোকের ধর্ম্মোন্নতির পথ অনেক অবরুদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তির এই ধর্ম্ম শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার নিয়ম ছিল। তাঁহারা ভিন্ন যে আর কেহ কাহাকেও ধর্ম্মোপদেশ দিতেন না এমন নয়, কিন্তু যাঁহারা সেই পদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদেরই কথা বিশেষ রূপে গ্রাহ্য হইত। ইহা হইতে যে বিস্তর অনিষ্ট উৎপাদিত হইত, তদ্বিষয়ের আলোচনা এ প্রস্তাবে আবশ্যক হইতেছে না। পরন্তু যখন প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ বিদিত হইলেই অন্যকে তাহার অংশভাগী করিবার জন্য স্বভাবতঃ সমুৎসুক হইয়া থাকেন এবং অন্যকে সেই আত্মকথা বিদিত করিতে না পারিলে ক্লেশিত ও পারিলে নির্ম্মল সুখ প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রত্যেকেরই সেই রূপ উপদেশ দিবার অধিকার স্বীকার করিতে হয়। আর ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যেমন কোন ব্যক্তি কোন ঔষধ দ্বারা আপনি কোন রোগ হইতে মুক্ত হইয়া, পরে সেই ঔষধ দ্বারা অন্যকে সেই রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারে, সেই রূপ সাধনশীল ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিও আপনার পরীক্ষিত উপায় দ্বারা অন্যকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া ধর্ম্ম পথে আনয়ন করিতে সক্ষম হয়েন।

এই রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ধর্ম্মোপদেশ দিবার অধিকার আছে। কিন্তু তা বলিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে যাঁহার যাহা মনে আসিবে, তিনি তাহাই শিক্ষা দিবেন হইবে, তাহা নহে। ধর্ম্মশিক্ষা দান অতি গুরুতর কার্য্য। যিনি ঐ কার্য্যে দণ্ডায়মান হয়েন, তাঁহার একটু ক্রটিতে অন্যের মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব ধর্ম্মশিক্ষককে ধর্ম্মের তত্ত্ব সমুদায় অবগত থাকিতে হইবে এবং সর্ব্বদা অবহিত থাকিয়া কার্য্য করিতে হইবে। শস্য সম্পত্তির নিমিত্ত যদি কোন কৃষক কাহারো কোন ক্ষেত্র কর্ষণের ভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে যেমন মৃত্তিকার গুণ, বীজের ধর্ম্ম এবং কোন্ স্থানে কি রূপে কোন্ বীজ শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া ফল প্রসব করিতে পারে, কি রূপে শষ্যাদি রক্ষা করা যায়, কি রূপে তাহার বিঘ্ন সকল নিরাকৃত হইতে পারে,-ইত্যাদি সমুদায় কৃষি-তত্ত্ব তাহার বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক, তেমনি যিনি মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহারও মনুষ্যের প্রকৃতি, সংসারের অবস্থা এবং ঈশ্বরের সহিত তৎ-সমুদায়ের সম্বন্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম তত্ত্ব অব-গত থাকা প্রয়োজনীয়। নতুবা তিনি কা-হারো আত্মাতে ধর্ম্মোৎপাদ্য নির্ম্মল পবিত্র সুখ ও কল্যাণ উদ্ভব করিতে সমর্থ হইবেন না। ধর্ম্ম শিক্ষাদানের এই গুরুভার ধারণ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষক কি রূপে শিক্ষা দিবেন ও কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা দিবেন তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ ধর্ম্ম শিক্ষক নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি সম্বন্ধে আপনাকে সতর্ক করি-বেন।

(১) যাহা তাঁহার সুচিন্তিত ও যাহাতে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় আছে, তিনি সেই সকল বিষয়েই শিক্ষা দিবেন।—কেহ কেহ এমন আছেন যে ধর্ম্ম বিষয়ক কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, তাহা তাঁহার শিক্ষিত বা পরীক্ষিত হউক বা না হউক, তৎক্ষণাৎ তাহার একটা উত্তর প্রদান করেন। পরে তাহার নিশ্চয় মীমাংসা করিতে না পারিলে শিক্ষার্থীর মনে বিষম সংশয় উৎপাদিত হয়। সেই সংশয় সূত্রে তাহার মনে বহুল কুসংস্কারের উদ্ভব হইতে পারে; হয়ত সমুদায় ধর্ম্ম-তত্ত্বকে ঐরূপ বাস্তবিক পরস্পর অসম্বদ্ধ ও অমীমাংসিত বিষয় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়া যাইতে পারে। একবার এই সকল সংস্কার বদ্ধমূল হইলে আর সহজে তাহার অপনয়ন হয় না।

(২) ধর্ম্ম শিক্ষক কোন জটিল ভাবে কথা কহিবেন না। তাঁহার এরূপ বাক্য ব্যবহার করা উচিত যাহাতে তাঁহার মত স্পষ্ট রূপে ও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা জটিল ভাবে কথা কহিয়া পরে বিবিধ উপধর্ম্মের স্রোত পৃথি-বীতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

(৩) ধর্ম্ম শিক্ষক অন্যের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দি-বেন।—উন্নত ধর্ম্ম মত গুলি যে সে প্রকারে চারিদিকে কেবল বিক্ষিপ্ত করিয়া নিরস্ত থাকা এক রূপ, আর সে গুলি দ্বারা লোকের যথার্থ হিত সাধন হয় তাহার চেষ্টা অন্য রূপ। ইহার মধ্যে শেষোক্ত প্রকারে কার্য্যই ধর্ম্ম শিক্ষকের যথার্থ কার্য্য। ধর্ম্ম শিক্ষক অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া যাহাতে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বগুলি তিনি বুঝেন, অনুরাক্ত চিত্তে পুনঃ পুনঃ তাহার চেষ্টা করিবেন, এবং যাহাতে তাহার ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, আত্মা শান্তি লাভ করে ও হস্ত কার্য্য তৎপর হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিবেন। বালক বৃদ্ধ যুবা সক-লের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তিনি [illegible]-

[illegible] পাত্রা-[illegible] ও [illegible] সমানুভূতি করিয়া [illegible] চরিত্র সংশোধন ও ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপন করিতে চেষ্টা করিবেন। ফলতঃ মনুষ্যের শুভ সাধন করাই যে ধর্ম্মের লক্ষ্য, তাহার শিক্ষক সর্ব্বদা অন্যের শুভ সাধনের প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার শিক্ষাদান সফল হওয়া সম্ভব নহে।

(৪) ধর্ম্মশিক্ষক কিছুরই অভিমান করিবেন না।—তিনি অন্যকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যে সকল আয়াস স্বীকার করিবেন, তাহা তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়াই তিনি করিবেন। তাহাতে অল্প লোকের বা বহু সংখ্যক ব্যক্তির দিব্য জ্ঞান লাভ হউক তদ্দ্বারা তাঁহার সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন জন্য পুরস্কার ভিন্ন আর কোন পুরস্কার নাই। আর তাঁহার উপদেশে যাঁহার মঙ্গললাভ হইয়াছে, তিনিই যে তাঁহার সেই মঙ্গলের মূল, তাহাও নহে। ঈশ্বর যেমন তাঁহাকে দিয়া তাহার জ্ঞান বিস্ফারিত করিয়াছেন, তেমনি হয়ত আর কোন কাষ্ঠ প্রস্তর বা কোন পশু পক্ষীকে উপলক্ষ করিয়াও তাহার চৈতন্য জন্মাইয়া দিয়াছেন। অতএব মনুষ্যের ধর্ম্ম লাভের পক্ষে ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরই মূল, ধর্ম্ম শিক্ষক কেবল তাহার উপলক্ষ মাত্র। যে ধর্ম্ম শিক্ষক আপনাকে এই রূপ জানিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাঁহারই উপদেশ বিশুদ্ধ ও মনুষ্যের যথার্থ মঙ্গলকর হয়, তাঁহারই উপদেশ মনুষ্যকে নিরন্তর ঈশ্বর সেবাতে নিয়োজিত করে।

এই রূপে আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্ম শিক্ষক, বহু সূত্র সাধ্য মনুষ্যমণ্ডলীকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিবেন, যে যে বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, অতঃপর সেই সকল বিষয় [illegible]।

"(১) "সকল মনুষ্যই পরস্পর সমধর্ম্মী; কাহারও ধর্ম্ম কাহারো হস্তে নাই; আপনাকেই আপনার ধর্ম্ম সাধন করিয়া লইতে হয়। ধর্ম্ম মনুষ্যের স্বকীয় সম্পত্তি, প্রকৃতি-সিদ্ধ ও আত্মার অভ্যন্তর হইতে সমুত্থিত। অতএব কাহারো উপদেশ কেবল "অমুকের উপদেশ" বলিয়াই গৃহীত হইলে চলিবে না। তাহা যথার্থ ধর্ম্ম কি না, যথার্থ প্রকৃতি-সিদ্ধ কি না, অন্তরাত্মা তাহাতে সায় দেয় কি না, তাহা দেখিয়া লওয়া আবশ্যক।"—ধর্ম্মশিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রথমতঃ এই শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাকে আত্ম-চিন্তনে ও প্রকৃতি-দর্শনে প্রবৃত্ত করিবেন। যতক্ষণ মনুষ্য আপনার আত্মাকে পাঠ করিয়া ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে শিক্ষা না করে, ততক্ষণ তাহার ধর্ম্ম লাভের পথ অতি অপ্রশস্ত থাকে; যতক্ষণ মনুষ্য প্রকৃতি-দর্শনে সমর্থ না হয়, ততক্ষণ সে এক ভাবের উপদেশ অন্য ভাবে গ্রহণ করে এবং বহুবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া বিপথগামী হয়।

(২) ধর্ম্ম শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট আপনার জীবন বৃত্তান্ত ও সমুদায় মানবজাতির ইতিহাস উদ্ঘাটন করিবেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল ভ্রম ও সত্য তাঁহার নিজের কর্ত্তৃক অথবা মনুষ্যসাধারণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছিল, তত্তৎসমুদায়ই প্রদর্শন করিবেন। যাহা ভ্রম তাহা হইতে তাহাকে বিমুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিবেন, যাহা সত্য তাহা তাহাকে অকাতরে গ্রহণ করিতে বলিবেন। এতদ্দ্বারা সেই শিক্ষার্থীর ধর্ম্ম-বুদ্ধি যেমন মার্জ্জিত হইবে তেমনি পরিশুদ্ধ হইবে, তাহার ধর্ম্ম ভাব যেমন প্রশস্ত ও উন্নত হইবে তেমনি তাহা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবে।

(৩) ধর্ম্মশিক্ষক ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ যথার্থ রূপে প্রদর্শন করিবেন।—মঙ্গলময় ঈশ্বর মঙ্গলের জন্যই এই বিশ্ব

সৃজন করিয়াছেন ; তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন , তিনি সকলের নিকটে থাকিয়া, সকলের আত্মাতে থাকিয়া, সকলের মঙ্গল করিতেছেন , যাহা আপাততঃ অমঙ্গল বোধ হয়, তাহা পরিশেষে মঙ্গলকর হয় ; মনুষ্য যাহা দুঃখ বলিয়া বোধ করে, তাহা ছদ্মবেশ-ধারী সুখ মাত্র ; মনুষ্যের শরীর ক্ষণ ভঙ্গুর, আত্মাই অমর ; মনুষ্যের পার্থিব জীবন কিয়ৎকালের নিমিত্ত, মৃত্যু ভয়ের বা অম-ঙ্গলের বিষয় নহে, আত্মার জীবন অনন্ত-কাল ; মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের অনুপম অপ্রমেয় করুণা, মনুষ্য পাপ করিলে ঈশ্বর তাহাকে দণ্ড দিয়া শোধন করিয়া লয়েন, কিন্তু কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করেন না ; ঈশ্বর দুর্ব্বলের বল, অনাথের নাথ , অগতির গতি, মনুষ্যের চিরদিনের পিতা ও মাতা এবং অনন্ত সুখ বিধাতা ; ঈশ্বর মহৎ, ঈশ্বর অপেক্ষা মহৎ আর কেহই নাই, মনুষ্যের সম্বন্ধেও কেবল তিনিই মহৎ,ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে আর কোন মহৎ পুরুষের মধ্যবর্ত্তিত্ব নাই ; মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন হয় এবং সে ক্রমশঃ উন্নতি হইতে উন্নতিতে অধিরো-হণ করে এই রূপই ঈশ্বরের বিধান ;—ধর্ম্ম শিক্ষক এই সকল তত্ত্ব মনুষ্যকে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিবেন । মনুষ্য এ পর্য্যন্ত যে সকল কুসংস্কারে জড়িত হইয়া আসি-তেছে, যে সকল কল্পিত ধর্ম্ম মত রচনা করিয়াছে, পৃথিবীর এই সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য জন্ম মরণ প্রভৃতির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে না পারাই তাহার মধ্যে অধিকাংশের কারণ । মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ তাহা যদি যথার্থ রূপে জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার রাশি রাশি ভ্রম ও কুসংস্কার একবারেই চলিয়া যায় । তাহা হইলে তাহাকে আর অমূলক ভয় ও শোকে মুহ্যমান হইতে হয় না । সে নির-বেগে সংসার উত্তীর্ণ হইয়া তাহার এবং মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অনন্ত আকাশে সঞ্চরণ করে ।

(৪) ধর্ম্ম শিক্ষক মনুষ্যকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে শিক্ষা দিবেন ।—এই কার্য্য যেমন সহজ তেমনি কঠিন । যাঁহার নামেতেই সমস্ত ভুবন মোহিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার উপাসনা করিতে শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই সহজ বোধ হইতেছে ; কিন্তু আবার যাঁহাকে মনুষ্য না বাক্যেতে না মনেতে কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না, তাঁহার উপাসনা কেমন করিয়া করিতে হয়, ইহার উপদেশ দেওয়া কি রূপ কঠিন, তাহাও বিলক্ষণ অনু-ভব হইতেছে । কিন্তু তথাপি মনুষ্যের সৃষ্টি হওয়া অবধি কোন কালে পৃথিবীতে ঈশ্বরের উপাসনা বন্ধ হয় নাই । যে যে রূপে তাঁহাকে জানিতেছে সে সেই রূপেই তাঁহার উপাসনা করিতেছে । ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া জানিবার অগ্রেই তাঁহার নিকট মস্তক অবনত হয়, তাঁহার অনন্ত করুণা ও অনন্ত মহিমা অনুধ্যান করিতে করিতেই হৃদয় প্রশস্ত হইয়া তাঁহার জন্য আসন পাতিয়া দেয় এবং আপনার অজ্ঞাতসারেই নয়নের অশ্রু অন্তরে তাঁহার পূজা করিয়া বহির্গত হয় । ঈশ্বরোপাসনার এই গূঢ় তত্ত্ব । ঈশ্ব-রকে কে জানিতে পারে ? তাঁহার কত করুণা স্রোতে মনুষ্য অহর্নিশ ভাসমান রহিয়াছে, কে তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হয় ; তথাপি মনুষ্য তাঁহাকে যত টুকু জা-নিতে পারে, তাহাতেই তাহার অনন্ত কল্যাণ লাভ হয় । মনুষ্য তাঁহাকে যেমন ভাবে দে-খিতেছে, তেমনি ভাবেই তাঁহার উপাসনা করুক, তাহা হইতেই তাহার জ্ঞান ও ভাবের উন্নতি হইবে । উপাসনা করিতে বিরত করিবে না, তাহা হইতে বিরত হইবে না ; কারণ, উপাসনাতেই স্বর্গ, উপাসনাতেই মুক্তি,

উপাসনা হইতে [illegible] সিদ্ধি হয়। উপাসনা বিষয়ে ধর্ম্মশিক্ষক প্রধানতঃ এই রূপ উপদেশ দিয়া এই শিক্ষা দিবেন যে ঈশ্বরকে কোন রূপে দূর করিয়া রাখিও না; তিনি আত্মার আত্মা প্রাণের প্রাণ রূপে আত্মার মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন, সেই খানে তাঁহাকে দেখ, আরাম পাইবে। যাহাকে কুসংস্কার বা উপধর্ম্ম বলা যায়, তাহার যদি আর কোন দোষ না থাকে, তাহার এই প্রধান দোষ যে তাহা ঈশ্বরকে এক প্রকার পর করিয়া দেয়, দূর করিয়া রাখে। ঈশ্বরকে যদি প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা রূপে জানিতে পারি, আর কিছুও যদি না জানি, তাহা হইলেও ধর্ম্মের জন্য যাহা চাই তাহা লাভ হয়। সেই প্রাণ স্বরূপ ঈশ্বরকেই বা কি রূপে আরাধনা করিতে হয়, তাহা আর বিশেষ করিয়া বর্ণন করিবার আবশ্যকতা নাই। ধর্ম্মশিক্ষক যদি স্বীয় জীবন দ্বারা তাহা দেখাইতে পারেন, যদি আপনি উপাসনা করিয়া উপাসনা শিক্ষা দিতে পারেন, তবেই তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

(৫) ধর্ম্মশিক্ষক মনুষ্যকে নীতি বিষয়ক শিক্ষা দিবেন।—সকল মনুষ্য এক ঈশ্বরের পুত্র স্বরূপ, অতএব সকল মনুষ্যের পরস্পর ভ্রাতৃ সম্বন্ধ; ইহাই নীতির প্রধান নিয়ম। শরীর পালন, মিতাচার, স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপোষণ, লোকসাধারণের হিত চেষ্টা, ন্যায় সত্য দয়া ও ক্ষমা আচরণ প্রভৃতি আরো বহু প্রকার নিয়ম এই নীতির অন্তর্গত। যাহাতে লোকসমাজ রক্ষা হয় ও তাহার সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়, সকল লোক স্বচ্ছন্দাবস্থায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া মঙ্গল লাভ করে, এই উদ্দেশে ঐ সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেমন আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম নিয়ম সকল-মনুষ্যের প্রকৃতিগত তেমনি নীতির নিয়ম সকলও সর্ব্ব-[illegible]। সকলেই মিথ্যা বাক্যকে দূষণীয় জ্ঞান করে; অন্যের প্রতি অত্যাচার করাকে অকর্ত্তব্য বলিয়া সকলেই স্বীকার করে। ধর্ম্মশিক্ষক মনুষ্যকে নীতি বিষয়ক সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিবেন। তিনি সকলকে এক পিতার সন্তানবৎ ব্যবহার করিতে বলিবেন, সকলের স্বাধীনতা বৃত্তি উত্তেজিত করিবেন, পিতা মাতা পুত্র কন্যা আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতি সম্পর্কীয় ও অসম্পর্কীয় সকল ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি যাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাহাকে পালন করিতে শিক্ষা দিবেন। সাধারণের বিদ্যা [illegible] বিবিধ বিদ্যার উন্নতি [illegible] সকল ব্যবস্থা অহিতকর [illegible] অসুবিধাজনক তাহার সংশোধন বা উন্নতির জন্য সকলকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিবেন। যাহার যাহার সহিত মনুষ্যের কোন সম্পর্ক আছে, তৎসমুদায় বিষয়ে মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য ধর্ম্মশিক্ষক তাহা শিক্ষা দিবেন। তিনি সমুদায় পৃথিবীর প্রতি মনুষ্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবেন, সকলের প্রতি তাহার অনুরাগ বর্দ্ধিত করিবেন, যাহাতে সমুদায় পৃথিবীর মঙ্গল হয়, যাহাতে পৃথিবীর সমুদায় লোক ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দে আর্দ্র হইয়া এক পরিবারের ন্যায় মিলিত হয়, মনুষ্যকে তাহারই উপদেশ প্রদান করিবেন।

যে শিক্ষাতে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অভয় পদে সকল মনুষ্য এক ভাবে অবনত হয় এবং সমুদায় মনুষ্য এক পরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায় পরস্পরের হিতৈষী ও সহায় হয় তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা; যে শিক্ষক ইহারই উপযোগী শিক্ষা দেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষক।

আবিস্নারের উপদেশ।

৩২৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৪৮ পৃষ্ঠার পর।

— [illegible] থাকিবে না। —

ঈশ্বরীয় নিয়ম সকল পালন করিবে।

যাহাতে সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্তি হয় তাহারই সাধনা করিবে।

সর্ব্বদা ন্যায় পথে থাকিবে।

যাহা তোমার কর্ত্তব্য, তাহা করিতে অন্তর্বিলাপ করিবে না।

কাহারো নিন্দা করিবে না।

কাহারো শরীরগত [illegible] লক্ষণ্য দেখিয়া উপহাস ক[illegible] না।

কাহারো দো[ষোদ্ঘোষণ] করিবে না।

অন্যের সং[illegible] ক্রমণ হইতে দূরে থাকিবে।

মহতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

লোকের সহিত [illegible] থোপকথন করিবে না।

বিবেচনা পূর্ব্বক অর্থ ব্যয় করিবে।

শত্রুর নিকটবর্ত্তী হইবে না।

ইন্দ্রিয়বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির নিকটে [illegible] না।

ক্রোধী ব্যক্তির সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে।

বিনম্র ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবে।

বিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশানুসারে চলিবে।

কুলালসা ত্যাগ করিবে।

মিথ্যা করিয়া কিছু বলিবে না।

বিবাদ-প্রিয় হইবে না।

বিদ্যানুরাগী হইবে।

সৎ হইবে।

যাহাতে ভয় হয় এমন করিয়া কথা কহিবে না।

পিতামাতাই প্রথম-পরিজ্ঞাত দেবতা।

আপনার গৃহ ভিন্ন সুখে বাস করিবার আর স্থান নাই।

দুষ্টের ধন দুষ্টে অপহরণ করিবে।

লজ্জা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার।

যে আপনাকে আর সকলের পূণার্হ করিয়া তুলে সে সমূলে বিনাশ পায়।

যদিও দরিদ্র হও কিন্তু সাধু আচরণ কর।

যিনি ধার্ম্মিক তিনি সর্ব্বদা আপনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উন্নতি করিবেন।

— [illegible] —

ধন সম্পদের নিমিত্ত চেষ্টা করিবে, কিন্তু তজ্জন্য কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না।

স্ত্রীলোক আত্ম-রক্ষার্থ বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিবে।

নিতান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গের নিকটেও কোন অশিষ্ট কথা বলিবে না।

দরিদ্র ব্যক্তির সহিতও বন্ধুভাবে কথা কহিবে।

যদি কেহ দোষানুসন্ধান করেন তিনি সকল স্থানেই কিছু না কিছু [illegible] পাইবেন।

যদিও তুমি বড় লোক, তথাপি তুমি দর্পের সহিত কথা বলিও না।

প্রতিহিংসা করা অপেক্ষা ক্ষমা করাই শ্রেষ্ঠ।

অর্থ অপেক্ষা বিজ্ঞতার মূল্য অধিক।

নিন্দক ব্যক্তির মুখ দাবানল স্বরূপ।

পরিবারের মধ্যে প্রধান শোভা একতা।

জ্যেষ্ঠ যাহা বলিবে কনিষ্ঠ তাহা অবজ্ঞা করিবে না।

ইন্দ্রিয় প্রবল হইলে সমুদায় গুণ বিনষ্ট হয়।

ব্যসনে ও বিবাদে দৈন্যদশা উপস্থিত হয়।

ধর্ম্ম কার্য্যে পরিণত না হইলে তাহার গৌরব নাই।

শান্ত হইবে, দান করিবে এবং এই করিয়া সুখী হইবে।

আলস্য অনেক দুঃখের মূল।

ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন কিছুরই উন্নতি হয় না।

কঠিন পরিশ্রম দ্বারা অন্ন লাভ ভাল, তবু ভিক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

বন্ধুর নিকটেও কোন নীচ কথা বলিবে না।

নিষ্পাপ ব্যক্তিই সুখে নিদ্রা যায়।

কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে যথাবিহিত বিবেচনা কর।

উপদেশ দেন। টেকচাঁদ ঠাকুর এক্ষণে সেই অভেদীর আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যাহা কিছু "বাহ্য" তাহাতে যথার্থ ধর্ম্ম নাই, যাহা "আধ্যাত্মিক" তাহাতেই ধর্ম্ম লাভ হয়। তিনি আত্মার দুই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, বদ্ধ এবং মুক্ত। এই বদ্ধ ও মুক্ত আত্মার ভাব তিনি যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"আত্মা বদ্ধ এবং মুক্ত। বদ্ধভাবই সাধারণ ভাব। যে পর্য্যন্ত প্রকৃতি অথবা বাহ্য বিষয়ের অধীন সে পর্য্যন্ত আত্মা বদ্ধ। বদ্ধ আত্মা আবশ্যিক—অস্বাধীন হইয়া প্রকাশ পায়। সাত্ত্বিক সত্ত্ব, রজ, তম অথবা ইহাদিগের মিশ্রিত গুণ বদ্ধ আত্মার লক্ষণ। বদ্ধ আত্মার বিশেষজ্ঞ পরিমিত-বিশেষ বিশেষ মত—বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস—বিশেষ বিশেষ মঙ্গল অমঙ্গল বিশেষ বিশেষ পাপ পুণ্য—বিশেষ বিশেষ উপাসনা—বিশেষ বিশেষ পারলৌকিক গতি,—বিশেষ বিশেষ নরক স্বর্গ,—বিশেষ বিশেষ সগুণ ঈশ্বর—বিশেষ বিশেষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় সৃজন ও প্রচার করে। বদ্ধ আত্মা কর্ত্তৃক যে ঈশ্বর জ্ঞান লব্ধ হয় সে অতি সঙ্কীর্ণ জ্ঞান, কারণ তাহাতে পার্থিব ভাব উদয়ে অবশ্য মিশ্রিত হয়। এই কারণে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ঈশ্বর জ্ঞান জগতে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এই কারণে জগতে অসীম মতান্তর। যেখানে সাত্ত্বিক ভাবের প্রাবল্য সেখানে ঈশ্বর জ্ঞান অবশ্যই উচ্চ হইবে কিন্তু সাত্ত্বিকতায় প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান হইতে পারে না। সাত্ত্বিকতা রজ ও তম হইতে শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু আবশ্যিক ও যাহা আবশ্যিক তাহা নশ্বর—কেবল আত্মার পূর্ণ শক্তি ক্রমশঃ উদ্দীপন জন্য উদিত ও পালিত হইয়া থাকে। আত্মা মুক্ত না হইলে বাহ্য হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না—মুক্ত না হইলে ভাবাতীত হইতে পারে না—ভাবাতীত না হইলে ভাবাতীত ও নির্গুণ ঈশ্বর জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে না—ভাবাতীত ও নির্গুণ ঈশ্বর জ্ঞান না হইলে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় ও জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান হয় না। আত্মা মুক্ত হইলে বাহ্য বা প্রকৃতি অথবা আবশ্যক জ্ঞান অথবা ভাবে লিপ্ত হয় না। আত্মা মুক্ত হইলে পার্থিব সুখ, দুঃখ, পাপ পুণ্য, মঙ্গল, অমঙ্গল বা পারলৌকিক ভয় ও আশা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় ও ক্রমশঃ স্বশক্তিতে উন্নত হইয়া অপার্থিব, শুদ্ধ, আধ্যাত্মিক ঐশ্বরিক এবং আপনাতেই বর্ণনাতীত অনন্ত স্বর্গের স্বর্গ প্রাপ্ত হয়—আপনাতেই রমণ করে।"

গ্রন্থকর্ত্তার প্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন অবধি আত্মার উন্নতির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি প্রকাশ আছে। যখন ইনি "যৎকিঞ্চিৎ" প্রকাশ করেন তখন ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মেরই পোষক হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এখনো যে তাহা নহে, তাহা বলা যাইতেছে না। কিন্তু এবারে তাঁহার আত্ম-দৃষ্টি কিছু অধিক প্রবল হইয়াছে। এবারে ব্রাহ্মদিগকেও সাম্প্রদায়িক লক্ষণাক্রান্ত করিয়া দূর হইতে তাহাদিগকে ঐ অভেদীর দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে। যৎকিঞ্চিতে জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ সৎক্রিয়াবান্ ছিলেন, অভেদীতে অভেদী ও অন্বেষণচন্দ্র তাঁহাদের হইতে এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যৎকিঞ্চিতে "অর্থ দান, বিদ্যা দান ঔষধ দান, জল দান, আশ্রয় দান, পরামর্শ দান এবং এ সকল অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ অন্যের পাপ মোচনের চেষ্টার যথেষ্ট গৌরব কথিত হইয়াছিল,—অভেদীতে "বাহ্য" একবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থকর্ত্তা আত্মার যে রূপ উচ্চ ভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে অনেক সত্য আছে, কিন্তু কোন কোন বৈদান্তিক গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থে ঐ সকল সত্য এক সংগোপিত ও অসংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে যে উহা হইতে সেই সকল সত্য সকলে সন্ধান করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। আবার অত্যন্ত উচ্চ করিতে গিয়া এক এক স্থলে আত্ম জ্যোতিকে একবারে নির্ব্বাণ করিয়া ফেলা হইয়াছে।

গ্রন্থ খানির অন্যান্য অংশে চরিত্রের সত্য ভাব স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভাষা উঁহার পূর্ব্ব চারি খানি গ্রন্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে গ্রন্থকর্ত্তাকে স্মরণ করিয়াই প্রযুক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়।

২। অপূর্ব্বকারাবাস।

ইহা এক খানি উপন্যাস। গ্রন্থকারের নাম নাই। উপন্যাসটি উত্তম। ইহাতে লেখকের নৈপুণ্য প্রকাশ হইয়াছে। বর্ণনা গুলিও স্থানে স্থানে হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচয়িতাগণ গ্রন্থের গৌরবার্থে যেরূপ বিষয় সকলে হস্তার্পণ করিয়াছেন, এই লেখকও সেইরূপ বিষয় সকল বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের সারবত্তা প্রদান করিয়াছেন। এখানি ইহাঁর প্রথম রচনা, আর যাপনে যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় ইনি ইহা মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বে কাহাকেও সংশোধন করিতে কি দেখিতে দেন নাই। এরূপ অবস্থায় যদি এই পুস্তক খানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে তাহা হইলে লেখকের প্রশংসা করিতে হয়। যদিও ইহা অনেক অন্যান্য

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের অধীনে শিক্ষিত হইয়াছে তথাপি রচয়িতার এ বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তি আছে স্বীকার করিতে হয়। তিনি বিজ্ঞাপনের শেষে লিখিয়াছেন, "এইটুই আমার প্রথম এইই আমার শেষ"। পরন্তু তাঁহার হতোৎসাহ হইবার কিছু কারণ দেখা যায় না। তিনি নব লেখক: যদি উৎসাহ পূর্ব্বক আরো লেখেন, উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক তিনি যেন ভবিষ্যতে অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ ও পুস্তকে পরস্পরের কথোপকথনের স্থান-সন্নিবেশ করিবার বিষয়ে নিয়মাধীন হয়েন। আর তিনি ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে অসচ্চরিত্রা স্ত্রীগণ সাহিত্য-সমাজ হইতে দূরে থাকিলেই মঙ্গল।

৩। চিকিৎসা সংগ্রহ।—২ য় ভাগ ১ ম সংখ্যা।

ইহাতে গর্ভসংস্থান বিষয়ক আয়ুর্ব্বেদের মত, বেদনা ও অম্লপিত্ত নামা ভগন্দর [illegible] রোগ চক্ষুরোগ প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ার দেশীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা, আয়ুর্ব্বেদীয় কতকগুলি [illegible] এবং ডাক্তারি মতে [illegible] কতকগুলি রোগীর রোগ-লক্ষণ লিখিত হইয়াছে।

PRAYER

(Composed by a Hindu Theist for Miss F. P. Cobbe on receiving her present of her collection of Theistic prayers called "Alone to the Alone.")

O Thou the Alone who dwellest in the awful depths of thy inaccessible majesty! Leaving the cares and distractions of the world behind me, I now approach thee alone. O Thou All-calm! with a calm heart art thou to be worshipped; make now my heart calm. Place me now above the storms of passion and the waves of emotion. Shed the beam of thy most holy peace over my mind. Let not the fever of worldly ambition oppress me now that I come to worship thee in the inner temple of the heart.

Mysterious and Incomprehensible Being! The mind cannot fathom thee. Speech with the mind desist in their attempt to grasp thy infinite nature. This we know that we know thee not. They, who say they know thee, know thee not, and they, who say they do not know thee, know thee. It is neither that I know thee not nor is it that I know thee. This only I know, O God! that thou art Truth, Unity, Infinity, Intelligence, Goodness, Peace and Felicity itself.

O Thou the Light of lights that dwellest in light ineffable! Lead me forth from darkness into light. Dispel the darkness of ignorance and worldly illusion from my mind. Reveal thy blessed nature to me, O Thou Revealer of divine knowledge! It is thou that sendest [illegible] thoughts to men. Engage me in thoughts that lead only to good—in thoughts that lead to thee and the life eternal.

O God! thou only art true, thou art the truth of truth. The world exists through thee. To nothing is it reduced if thou withdraw thyself from it. The world is not real, thou only art real, Thou who art Reality itself! Lead me forth from the unreal to the real. Let me not be deceived by the mirage of life. Centre all my hopes and aspirations in thee and in thee only.

Thou who art Life and Immortality itself! Lead me forth from death to immortality. It is death not to know thee and love thee. [illegible] surrounded are we on all sides by [illegible] death—by forgetfulness of thee. Release me from the bondage of death. Quicken me with thy life, O Life of life! Life Eternal without thee is no life. Make me begin life proper here. Infuse life into me now to be continued and heightened beyond conception in the life to come.

Thou who art the All free! Free me from ignorance, prejudice and the knots of worldly illusion that bind my soul. Free me from the world. Being in the world, let me live free from it. Free me from the thraldom of vice and make me thy servant now and for ever. It

is freedom to be under thee and with thee and it is slavery to be free of, and far from, thee.

O Thou the Alone! Man's concern is with thee alone and with others for thee only. Man is born alone, alone doth he die, alone doth he bear reward and punishment. For succour in the next world, father and mother and dear relative remain not, thou only remainest. Thou art my best goal, thou art my best wealth, thou art my best world to live in, thou art my best felicity. O Thou my Portion for eternity! Make me wholly thine. I am thine alone, O Thou who art the Alone!

O Thou the Alone who art the soul of the soul, the being nearer and dearer to me than I am to myself! When now I witness thee within thy temple, the soul, I am transported with felicity inexpressible. I lose sight of the world, I lose my individual existence, I am absorbed by thee. I now feel that Thou O Infinite Spirit and myself, the finite spirit are one. It is now I feel that Thou alone existest, O Thou the Alone!

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্রের

[illegible] ... ... ॥০

[illegible] ব্রাহ্মসমাজের ব[illegible] ... ১

অপর্ণকারাবাস ... ...

গীতজগদীশকাব্য ... ... ।০

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ ভাদ্র রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কতকগুলি পুরাতন ইংরাজী ও বাঙ্গলা অক্ষর এবং কতকগুলি কেস ও ফ্রেম সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে। যিনি ক্রয় করিতে অভিলাষ করেন, সমাজে আসিলে পাইতে পারিবেন।

আয়ব্যয়।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৭৯৩ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ...	৮৫৮ (১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩২৮ ।৶১৫
সমষ্টি ...	১১৮৬ ॥৫
ব্যয়	৭৫৩ ।১০
স্থিত	৪৩৩ ৶১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৫২ ॥৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৫৬ ।৶৫
পুস্তকালয়	২৪ ।৶১৫
যন্ত্রালয়	৩০২ ।৫
গচ্ছিত ...	২২ ৶০
সমষ্টি	৮৫৮ (১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৯৪ ।৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯৬ ॥০
পুস্তকালয়	৪৩ ॥/৫
যন্ত্রালয়	২৯৪ ৸৶৫
গচ্ছিত	২৩ ৸১০
সমষ্টি	৭৫৩ ।১০

দান প্রাপ্তি।

মৃত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দান	৪৬
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	২৫
" জানকীনাথ ঘোষাল ..	২৫
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
" কৃষ্ণবিহারী চক্রবর্ত্তী ...	৫
" শ্রীনাথ মিত্র ও সহোদরগণ ...	৫
" কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় ...	৫
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	৩
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	২
" বিহারীলাল ভ[illegible]চার্য্য ...	২
" দয়ালচন্দ্র শি[illegible]মণি ...	২
" পার্ব্বতীচরণ [illegible] ...	১
" বনমালী চন্দ্র	১
" কৃষ্ণলাল মল্লিক ...	১
" যদুনাথ দে	১
" রাজনারায়ণ বসু ...	১
" জয়গোপাল সেন	১
" নীলমাধব মিত্র	২
" জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৶০
" উমাচরণ মল্লিক	১
" কালীকিঙ্কর রায়	৶০
নানাধারে প্রাপ্ত	২ ।৶১০
সমষ্টি ..	১৫২ ॥৶১০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক

সম্বৎ ১৯২৮। কলিযুগাব্দ ৪৯৭২। ১ ভাদ্র বুধবার।

তৎসমুদায় তিনি জানিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন আমারদিগের একটী নিশ্বাসও নির্গত হইতে পারে না, আমারদিগের শরীর মন আত্মা বল বুদ্ধি সমুদায়ই তাঁহার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতেছে। আমরা তাঁহার নিতান্ত অধীন এবং তিনি আমারদিগের সমুদায় কার্য্যের নিয়ন্তা। "কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা-নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইহা ভাবিয়া অহঙ্কার ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা বিনয়ী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ইহ লোকে কুশল দর্শন করেন এবং পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়েন।

হে মঙ্গলময় জগদীশ্বর! তুমি সর্ব্বদা আমারদিগের হৃদয়ে প্রকাশিত থাকিয়া হৃদয়কে পবিত্র কর, অসৎ প্রবৃত্তি হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সৎপথে প্রবৃত্ত কর, আমারদিগের ইচ্ছাকে তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অধীন কর, তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে আমারদিগকে নিয়ত নিযুক্ত কর, তোমার নিকট এই মাত্র প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধর্ম্ম ও পদার্থ-বিদ্যা।

ধর্ম্মের সহিত পদার্থ-বিদ্যার কি রূপ সম্বন্ধ, এই প্রস্তাবে তাহাই আলোচিত হইতেছে, কারণ, এই বিষয়ে সচরাচর দুই প্রকার কুসংস্কার দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, পদার্থ বিদ্যা ধর্ম্মের ভয়ানক শত্রু—আধিভৌতিক বিজ্ঞানের সহিত আধ্যাত্মিক বিদ্যার নাশানাশক ভাব সম্বন্ধ। বাহ্য বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞান যে কল্পিত অধ্যাত্ম বিদ্যার ভয়ানক শত্রু,—পদার্থ বিদ্যা যে যথা ধর্ম্মের বাস্তবিক উন্মূলক, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। এই দেখিয়া যাঁহারা পদার্থ-বিদ্যাকে ধর্ম্ম প্রচারের বিঘ্ন বলিয়া উদ্বিগ্ন হন, তাঁহারা জানেন না যে সত্য ধর্ম্মের সহিত পদার্থ-বিদ্যার কি রূপ ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। পক্ষান্তরে, কেহ কেহ মনে করেন, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যে কোন বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন দৃশ্যের ন্যায় অতীব অস্পষ্ট [illegible] ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে [illegible] আইহাভাজন হইবে না। [illegible] —শারীর স্থান [illegible] রসায়ন [illegible] বিষয়ক [illegible] হওয়া যায়, তাহাই ধর্ম্মের [illegible] গণ্য হওয়া উচিত। পদার্থ বিদ্যা দ্বারা যাহা পরীক্ষিত ও পোষিত হইবে, তাহাই ধর্ম্মের প্রকৃত উপাদান। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করেন না যে, এইরূপ পদার্থ-বিদ্যা যে ধর্ম্ম নিষ্পন্ন করে, তাহা আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ [illegible] অভাবে তাদৃশ ধর্ম্ম চিরকাল হৃদয়ের বহির্দেশে অবস্থান করে, কদাপি তাহার অভ্যন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই রূপে এক পক্ষ পদার্থ-বিদ্যাকে পৃথক্ রাখিয়া সুকোমল ধর্ম্মকে কুসংস্কারের মূলত বলি করিয়া তুলিয়াছেন, ইতর পক্ষ ধর্ম্মকে হৃদয় হইতে বিচ্যুত করিয়া অসার্থক করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব ধর্ম্ম বিষয়ে পদার্থ-বিদ্যার শক্তি ও অধিকার নিরূপণ করা অসঙ্গত ও অনাবশ্যক নহে।

প্রথম।—সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন পদার্থ-বিদ্যা আলোচনার অব্যর্থ ফল। সত্য যে একবারে অপরিবর্ত্তনীয় ও অনুল্লঙ্ঘনীয়, পদার্থ-বিদ্যা উচ্চৈঃস্বরে এই শিক্ষা প্রদান করে—জ্যামিতি, অঙ্ক, যন্ত্র-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ্, রসায়ন ও শারীর স্থান আলোচনা দ্বারা সত্যের অপরিবর্ত্তনীয়তা ও অনুল্লঙ্ঘনীয়তা বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি উৎপন্ন হয় এবং অখণ্ডনীয় নিত্য নিয়মের প্রতি যে রূপ অটল বিশ্বাস হইলে মনুষ্যের ধর্ম্ম

কিন্তু নিপুণতা অভ্যাস হইলে কি ঐহিক কার্য্য কি পারত্রিক ধর্ম্ম কার্য্য সমুদায়ই অনায়াসে নিত্য সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব সকল কার্য্যে নিপুণতা উপার্জ্জন করিয়া মঙ্গল দর্শন করাই আমারদিগের কর্ত্তব্য। "ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুযাৎ বল্মীক মিব পুত্তিকাঃ। পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ :" পুত্তিকেরা অতি ক্ষুদ্র কীট হইয়াও অল্পে অল্পে যেমন অতি আশ্চর্য্য বৃহৎ বল্মীক নির্ম্মাণ করে সেই রূপ পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে কোন [illegible] কে পীড়া না দিয়া প্রতি দিন ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে থাকিবেক। "তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুযাৎ শনৈঃ। ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং।" অতএব আপনার সহায়ার্থে নিত্য ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক। জীব ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়। ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের বল পুরুষদিগের পৌরুষ, নারীগণের অলঙ্কার. ধর্ম্মই সুখ লাভের উপায়, আত্মপ্রসাদের আকর, ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির হেতু। মনুষ্য কেবল ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর তিমির রাশি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরব্রহ্মের সহিত সমাগত হয়েন।

আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্যে উদ্যমশীল হইবেক। উদ্যোগী ব্যক্তি কখন অবসন্ন হয়েন না। উদ্যোগের গুণে অতি গুরুতর কার্য্যও ক্রমশ সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু চিরকারিতা দোষে অতি সহজ কর্ম্মও সম্পন্ন হওয়া ভার হইয়া উঠে। ঈশ্বরের নিয়মানুগত অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেই হইবে, ইহা মনে করিয়া সাধ্যমতে যত্ন করিবেক, তাহাতে অদ্য কল্য করিয়া কাল হরণ করা বিধেয় নহে। যত্ন করিয়াও যদি সম্পন্ন না হয় তাহাতে দোষ নাই। "ধর্ম্ম কার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নোচেৎপ্রাপ্নোতি মানবঃ। প্রাপ্নো ভবতি তৎ পুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।" মনুষ্য যথাসাধ্যমত কোন ধর্ম্ম কার্য্য সাধনে যত্ন করিয়াও যদি তাহাতে কৃতকার্য্য না হন, তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণ্য লাভ করেন, ইহাতে আমার সংশয় মাত্র নাই। ঈশ্বর মনুষ্যের অন্তরের ভাব প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। তিনি যাহাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে তাহা অকপটে নিয়োগ করে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। মনুষ্যের স্বভাব অপূর্ণ, অতএব সে কোন ধর্ম্ম কার্য্যের সমুদায় সম্পন্ন করিতে না পারিলেও তদ্বিষয়ে তাহার অকপট যত্ন দেখিলেই ঈশ্বর তাহাকে তজ্জনিত শুভ ফল প্রদান করেন।

প্রণিধান অর্থাৎ মনঃ সংযোগ করার নাম প্রমাদ রাহিত্য। যে কোন কার্য্য করিতে হয়, অভিনিবিষ্ট চিত্তে—মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। যদি লক্ষ্যের প্রতি প্রণিধান না থাকে, তাহা হইলে যেমন নিক্ষিপ্ত শর ব্যর্থ হয়, তদ্রূপ কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রণিধান না থাকিলে তাহা কখনই সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না, সে কেবল অসম্বদ্ধ প্রলাপের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায়। এই নিমিত্তে অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা পর [illegible] ধ্যান বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হই [illegible] "অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং" প্রমাদ শূন্য হইয়া জীবাত্মা রূপ শর দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষকে বিদ্ধ করিবেক। অতএব অনন্যমনস্কতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিনিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

ঈশ্বরকে সকল কার্য্যের মূল জানিয়া অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিনয়ী হইবেক। ঈশ্বরের অজ্ঞাতসারে বা তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হই না। আমরা যে কোন কার্য্য করি বা যাহা কিছু মনেতেও কল্পনা করি, আমারদিগের হৃদয়ে তাহার অঙ্কুর উদয় হইবার পূর্ব্বে

তৎসমুদায় তিনি জানিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন আমারদিগের একটী নিশ্বাসও নির্গত হইতে পারে না, আমারদিগের শরীর মন আত্মা বল বুদ্ধি সমুদায়ই তাঁহার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতেছে। আমরা তাঁহার নিতান্ত অধীন এবং তিনি আমারদিগের সমুদায় কার্য্যের নিয়ন্তা। "কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা-নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইহা ভাবিয়া অহঙ্কার ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা বিনয়ী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ইহ লোকে কুশল দর্শন করেন এবং পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়েন।

হে মঙ্গলময় জগদীশ্বর! তুমি সর্ব্বদা আমারদিগের হৃদয়ে প্রকাশিত থাকিয়া হৃদয়কে পবিত্র কর, অসৎ প্রবৃত্তি হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সৎপথে প্রবৃত্ত কর, আমারদিগের ইচ্ছাকে তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অধীন কর, তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে আমারদিগকে নিয়ত নিযুক্ত কর, তোমার নিকট এই মাত্র প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধর্ম্ম ও পদার্থ-বিদ্যা।

ধর্ম্মের সহিত পদার্থ-বিদ্যার কি রূপ সম্বন্ধ এই প্রস্তাবে তাহাই আলোচিত হইতেছে, কারণ এই বিষয়ে সচরাচর দুই প্রকার কুসংস্কার দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, পদার্থ বিদ্যা ধর্ম্মের ভয়ানক শত্রু—আধিভৌতিক বিজ্ঞানের সহিত আধ্যাত্মিক বিদ্যার নাশ্যনাশক ভাব সম্বন্ধ। বাহ্য বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞান যে কল্পিত অধ্যাত্ম বিদ্যার ভয়ানক শত্রু,—পদার্থ বিদ্যা যে মিথ্যা ধর্ম্মের বাস্তবিক উন্মূলক, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। এই দেখিয়া যাঁহারা পদার্থ-বিদ্যাকে ধর্ম্ম প্রচারের বিঘ্ন বলিয়া উদ্বিগ্ন হন, তাঁহারা জানেন না যে সত্য ধর্ম্মের সহিত পদার্থ-বিদ্যার কি [illegible] ঘনিষ্ঠতর বন্ধুতা। পক্ষান্তরে, কেহ কেহ মনে করেন, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যে কোন তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন [illegible] ক্ষের ন্যায় অতীব অস্পষ্ট [illegible] ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করি[illegible] আত্মজ্ঞান হইবে না [illegible] —শারীর স্থান ও [illegible] বিষয়ক বিদ্যা হইতে যে সকল [illegible] হওয়া যায়, তাহাই [illegible] যা হওয়া উচিত, পদার্থ-বিদ্যা দ্বারা যাহা পরীক্ষিত ও পোষিত হইবে, তাহাই ধর্ম্মের প্রকৃত উপাদান। ইঁহারাও বিবেচনা করেন না যে, এইরূপ পদার্থ-বিদ্যা যে ধর্ম্ম নিরূপণ করে, তাহ আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বরের [illegible] অভাবে তাদৃশ ধর্ম্ম চিরকাল [illegible] অবস্থান করে, কদাপি তাহার অভ্যন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই রূপে এক পক্ষ পদার্থ-বিদ্যাকে পৃথক্ রাখিয়া সুকোমল ধর্ম্মকে কুসংস্কারের মূলক বলি করিয়া তুলিয়াছেন; ইতর পক্ষ ধর্ম্মকে হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অসার্থক করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব ধর্ম্ম বিষয়ে পদার্থ-বিদ্যার শক্তি ও অধিকার নিরূপণ করা অসঙ্গত ও অনাবশ্যক নহে।

প্রথম।—সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন পদার্থ-বিদ্যা আলোচনার অব্যর্থ ফল। সত্য যে একবারে অপরিবর্ত্তনীয় ও অনুল্লঙ্ঘনীয়, পদার্থ-বিদ্যা উচ্চৈঃস্বরে এই শিক্ষা প্রদান করে—জ্যামিতি, অঙ্ক, যন্ত্র-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, রসায়ন ও শারীর স্থান আলোচনা দ্বারা সত্যের অপরিবর্ত্তনীয়তা ও অনুল্লঙ্ঘনীয়তা বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি উৎপন্ন হয় এবং অখণ্ডনীয় নিত্য নিয়মের প্রতি যে রূপ অটল বিশ্বাস হইলে মনুষ্যের ধর্ম্ম

আধ্যাত্মিক বল লাভ করে, পদার্থ-বিদ্যার আলোচনাতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা কেবল কবিতা, কলা, ইতিহাস, পুরাণ ও রাজনীতি হইতে শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের মন প্রায়ই এই রূপ বিশ্বাসের দিকে নত হইয়া পড়ে যে, সত্য ধর্ম্ম ও নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইতে পারে, অতএব এ সকলের প্রতি নির্ভর করা যায় না। এই জন্য অখণ্ডনীয় নিত্য নিয়মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে তাঁহাদের মনের আগ্রহ জন্মে না এবং প্রশস্ত ধর্ম্ম নিয়ম সকলের উৎসাদনেও তাদৃশ সঙ্কোচ হয় না। তাঁহাদের যে ধর্ম্ম, তাহা অব্যবস্থিত মতের উপর অথবা দেশ কাল ও অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সর্ব্বদাই শিথিল। সত্যের পরিবর্ত্তন নাই; ঈশ্বরের নিয়ম সকল নিত্য, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারে না; এই রূপ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যতিরেকে মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্ম-বল লাভ করিতে পারে না। পদার্থ-বিদ্যা এই বিষয়ে মনুষ্যের যথেষ্ট আনুকূল্য করে। পদার্থ-বিদ্যা সত্যের সৌন্দর্য্য ও নিয়মের অলঙ্ঘ্যতা প্রদর্শন করিয়া মনকে সত্যের অনুরক্ত ও নিয়মের বশীভূত হইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ করে।

দ্বিতীয়।—পদার্থ-বিদ্যা নিষ্ঠুর রূপে সমুদায় কুসংস্কারে উন্মূলন করে। যেমন সূর্য্যোদয় হইলে দৃশ্য বস্তু স্বরূপতঃ প্রকাশ পায়, সেইরূপ পদার্থ-বিদ্যা প্রভাবে সমুদায় পদার্থ ও ঘটনার প্রকৃত অর্থ প্রকটিত হইতে থাকে; পৌত্তলিকতা, অলৌকিক ক্রিয়ার ভাণ ও অমূলক আশঙ্কা সকল পলায়ন করে; স্বাধীন চিন্তা বিকশিত হয়; সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা লজ্জা পায়; উদারতা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে; এবং বিশ্ব জগতের মধ্যে একটি একতানতা লক্ষিত হইতে থাকে। এই সমস্ত বিষয়ই ধর্ম্মের পথে উপাদেয় সম্বল।

তৃতীয়।—যখন পদার্থ-বিদ্যা [illegible] আকাশ মধ্যে বিরাজমান সংখ্যাতীত লোক মণ্ডলের পরিচয় প্রদান করে, তাহাদের আকার, দূরতা, পরিমাণ, বয়ঃক্রম ও গতিবিধি প্রদর্শন করিতে থাকে; পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর সূর্য্য বিশ্বের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান ভূরি ভূরি গ্রহ ও উপগ্রহ সকল প্রকাশিত করে; এবং এইরূপ শত শত সৌর জগৎ আবিষ্কার করিতে থাকে;—যখন উদ্ভিদ রাজ্যের বিচিত্রতা ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কৌশল সমুদায় দেখাইয়া দেয়;—যখন অণুবীক্ষণ-দৃশ্য কীটাণুপুঞ্জে জল স্থল বায়ু পরিপূর্ণ বলিয়া ব্যক্ত করে; তখন ঈশ্বরের জগৎ কি অপরিমেয় বলিয়া বোধ হয় এবং যে পূর্ণ শক্তি হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ধারণ করিবার নিমিত্ত কল্পনা শক্তি কেমন বিস্তৃত হইতে থাকে ও ইহার নিয়ন্তাকে কেমন নবতর বেশে চিত্রিত করে! তথাপি সেই অনন্ত দেব আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনাকে অতিক্রম করিয়াই বিরাজমান থাকেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারাই আমাদের ধ্যান ও ধারণা পূর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরের অধিকতর সন্নিহিত হয়; পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রাশস্ত্য লাভ করে এবং অযোগ্যতা হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্তি লাভ করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বালকোচিত ভ্রম সকল অপ্প হইয়া যায়; আমাদের মন অপেক্ষাকৃত মহত্ত্ব লাভ করে এবং আমাদের ধর্ম্ম যৌবন সীমায় আরোহণ করিতে থাকে।

এই রূপে ধর্ম্ম পদার্থ-বিদ্যা হইতে গাম্ভীর্য্য, বল, সামঞ্জস্য, বিশুদ্ধতা, উৎকৃষ্ট প্রণালী, মহত্ত্ব ও বিশ্বজনীনতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বাহ্য বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞান [illegible] আত্মজ্ঞান, আত্মার কর্তৃত্ব বিবেক ও অধিকার শিক্ষা দিতে পারে না। অতএব পদার্থ-বিদ্যাতে সুনিপুণ হইলেও [illegible] মন

[illegible] আলোচনা করা নিতান্ত [illegible]। প্রেম ও বৈরাগ্য প্রভৃতি হৃদয়ের ভাব সকল পদার্থ-বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদ্দ্বারা জড় জগতের কার্য্য ও নিয়ম অবগত হওয়া যায়; কিন্তু কদাপি আধ্যাত্মিক কার্য্য ও নিয়ম জানিতে পারা যায় না। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, পদার্থ-বিদ্যা ধর্ম্মকে অস্থি দান করে, কিন্তু কদাপি প্রাণ দান করিতে পারে না—ধর্ম্মের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম কি তাহা শিক্ষা দিতে পারে না। যাঁহারা কেবল পদার্থ-বিদ্যা হইতে শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহারা জড় রাজ্য ও অধ্যাত্ম রাজ্য এই উভয়ের পরস্পরের মধ্যে যে কোন্ অংশে সৌসাদৃশ্য ও কোন্ অংশে বৈসাদৃশ্য তাহার অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হন না; প্রত্যুত অধ্যাত্ম রাজ্যকেও জড়ের ন্যায় বদ্ধ ও সকল বিষয়েই কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে অনুস্যূত বলিয়া বিশ্বাস করিতে যান। যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় ও ইন্দ্রিয় জনিত পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হয়, তাহারই উপর তাঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মে; অতীন্দ্রিয় বিষয় সকল তাঁহাদের বুদ্ধিতে ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। কেবল এই পর্য্যন্ত নহে, অধ্যাত্ম জগতের অস্তিত্বে সংশয় ও পরিণামে অবিশ্বাসও উৎপন্ন হইতে পারে।

যাঁহারা অধিভূত বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান উভয়েরই আলোচনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত রূপে বুঝিতে পারেন যে, কোন্ বিদ্যার নিকট কি কি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং [illegible] মধ্যে কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য [illegible] উভয়ই তুল্য রূপ [illegible] সত্য আহরণ করে [illegible]। উভ[illegible] উভয়ের [illegible] প্রাপ্তি পরিহার করা উচিত। উভয় জগৎই ঈশ্বরের নির্ম্মিত; সকল সত্যই তাঁহাতে একতান হইয়া আছে। অন্তর্দৃষ্টিতে যে সকল সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং হৃদয় হইতে যে সকল ভাব উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা ধর্ম্মের আত্মা ও প্রাণ নির্ম্মিত হইয়া থাকে এবং বাহ্য বস্তু বিষয়ক আলোচনাতে তাহার পোষণ ও প্রসাধন হয়। পরমাত্মা গুরু, আত্মা শিষ্য, সমুদায় জগৎ অভ্রান্ত শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম এক মাত্র শিক্ষণীয়।

ব্রাহ্ম পরিবার।

যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক তাঁহাদের সমষ্টি একটী ব্রাহ্ম পরিবার। এই পরিবারস্থ লোকগণ যে একত্রে বসতি করিতেছেন, তাহা নহে; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাঁহাদের নিবাস, হয়ত পরস্পরের নিকট তাঁহারা যথোচিত রূপে পরিচিতও নহেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারাই [illegible]। প্রকৃত অর্থে তাঁহাদের [illegible] পৃথিবীতে [illegible] এক প্রকার [illegible] এক উদ্দেশে কার্য্য এবং তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর অভেদ্য ভ্রাতৃ সম্বন্ধ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মাদিগের উপার্জ্জিত জ্ঞান রূপ পৈতৃক সম্পত্তি তাঁহারা সকলেই নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিতেছেন, আপনারা আবার তাহা বৃদ্ধি করিতেছেন, পরে এই পরিবারের যে সকল ভবিষ্য বংশ্য তাঁহারা ইহার উত্তরাধিকার করিবে। এই অকৃত্রিম সদ্ভাব সম্পন্ন ভ্রাতৃ মণ্ডলীর ঈশ্বরই এক মাত্র পিতা ও পাতা; তিনিই তাঁহাদের সর্ব্ব বিষয়ের নিয়ন্তা। এক কর্ত্তার অধীন একটী সুবৃহৎ পরিবার যেমন যথা সময়ে অন্ন পানাদি প্রাপ্ত হইয়া পরিপোষিত হয়, সেই রূপে এই পরিবারের পোষণ হইতেছে। এই পরিবারস্থ লোকেরা পরস্পরের অভাব যত দূর জানিতে

পারিতেছেন, সেই এক কর্ত্তার ইচ্ছাধীন ও নিয়মাধীন হইয়া তাঁহারা তাঁহার মোচনার্থ কায়মনো বাক্যে চেষ্টা করিতেছেন। এই রূপে এই পরিবার চলিয়া আসিতেছে, এই রূপে এই বৃহৎ পারিবারিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে।

এই পরিবার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। আনন্দময় ঈশ্বরের আনন্দ ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক লোকে উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। সকলেরই সেই এক কর্ত্তা— সেই আদিম পিতা এই পরিবারের মধ্যে জীবন্ত রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহারই অনুশাসনে তাহা সুখ সম্পৎ লাভে সমর্থ হইতেছে।

এই ব্রাহ্ম পরিবার সংস্থাপন ও তাহার বৃদ্ধি করা ব্রাহ্মদের বিশেষ কার্য্য। অন্য কোন ধর্ম্ম মনুষ্যে ভ্রাতৃ ভাব এমন শিক্ষা দিতে পারে না, যেমন ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই শিক্ষা দেন যে যেমন সকলের পিতা এক ঈশ্বর, তেমনি সকল মনুষ্যই এক পরিবার-ভুক্ত ভ্রাতা স্বরূপ. এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেশ দেশান্তর বাসী ব্রাহ্মগণ পরস্পরের হস্ত ধারণ করিবার আশয়ে হস্ত প্রসারণ করিতেছেন। যে সকল লোক মধ্যস্থলে বসতি করিতেছেন, তাঁহারা এই ধর্ম্ম পদবীতে উন্নত হইয়া উভয় পার্শ্বস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতা দিগের হস্ত ধারণ করুন, তাহা হইলে একটী আশ্চর্য্য ভ্রাতৃ ভাবের শৃঙ্খল সমুদায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিবে।

পরন্তু এই পরিবার বন্ধন কার্য্য একটী গুরুতর ব্যাপার। ইহা বলিতে যেমন সহজ, ভাবিতে যেমন সুখকর, কার্য্যে তেমন সুসাধ্য ও সুলভ নহে। ধর্ম্ম বিষয়ে মত ভেদ একটী বিশেষ শোচনীয় ঘটনা; সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালেই তাহা ঘটিয়া আসিতেছে। যদি এক ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে বিরোধের আর কোন কারণ না থাকে, এক মত ভেদ প্রযুক্ত সেই এক ধর্ম্মাবলম্বিগণ পরস্পরের নিকট হইতে সর্ব্ব বিষয়ে দূরস্থ হইয়া পড়েন; একমাত্র মতভেদ সূত্র এত দূর হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্ম মনুষ্যের হৃদয় মন প্রাণ সমুদায় অধিকার করে। তদ্বিষয়ে অন্যের সহিত হৃদয়ের সম্মিলন হইলে তাহা যৎপরোনাস্তি সুখের কারণ হয়। তেমন আবার যদি তদ্বিষয়ে কেহ কাহারো দোষ সংশয় করেন, তাহা হইলে ঐ সংশিত ব্যক্তির আর কোন গুণই ঐ সংশয়কারীকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। পৃথক ধর্ম্মাবলম্বী দুই ব্যক্তির মধ্যে অন্য কোন প্রকারে সদ্ভাব মিলিলে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত মত বিভেদ তাহাতে হউক, তাঁহাদের অপ্রণয় না হইতে পারে, কিন্তু একধর্ম্মী বলিয়া জানিয়া যাঁহার সহিত হৃদয়ের সম্পূর্ণ সম্মিলন করিতে অগ্রসর হই, তাঁহার পক্ষ হইতে সেই সম্মিলনের কোন ব্যাঘাত ঘটিলে নিদারুণ মনোব্যথা উপস্থিত হয়। এই জন্য এমন সংঘটন হয় যে, কোন ব্যক্তির সহিত কেবল এক ধর্ম্মাবলম্বন জন্যই প্রথম সখ্য স্থাপিত হয় পরে তাহারই সম্পর্কে আর পাঁচ জনের সহিত সদ্ভাব উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই সকল ব্যক্তির সহিত সমান সদ্ভাব থাকে কেবল সেই প্রথম পরিচিত ধর্ম্মবন্ধুর ধর্ম্ম বিষয়ক মত ভেদ নিবন্ধন তাঁহারই সহিত বিশেষ শোচনীয় বিরোধ চলিতে থাকে।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও যে এরূপ ঘটনা ঘটিবে না, তাহা আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব বিষয়ে যে রূপ শিক্ষা দেন, তাহা প্রণিধান করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মত বিরোধ হইলেও, পরস্পরের প্রতি অসদ্ভাব নিবন্ধন কাহারো হৃদয়-বেদনা অনুভব

করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না যেহেতু মনুষ্য মধ্যে মতান্তর বা মত বিরোধ অপরিহার্য্য; কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, স্বদেশস্থ বা বিদেশস্থ অপরাপর বন্ধুবর্গ থাকিতে কেবল তত্তদ্দেশবাসী সম-ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতাদিগের সহিতই মত বিরোধ জন্য বিবাদ উত্থিত হয় কেন? ইহাতে ঐ বিবদমান ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতাই আরো প্রতিপন্ন হইতেছে—উহারা যে এক পরিবার, ইহাই সূচিত হইতেছে। মনুষ্যদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবার যত কারণ আছে, এক পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যেই তাহার অধিকাংশ কারণ বিদ্যমান থাকে। ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যেও যে সকল বিবাদ ঘটিয়া থাকে, তাহাতে উহারা সেই রূপ এক পরিবার, ইহাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

এক পরিবারের মধ্যে বিবাদ যেমন অপরিহার্য্য, তেমনি উহা সর্ব্বাপেক্ষা অতি কুৎসিত দৃশ্য। অপর সকলের সহিত সদ্ভাব হইবে, কিন্তু যাহারা এক পিতার পুত্র—এক মাতার স্তন্যপানে পরিপুষ্ট তাহাদেরই মধ্যে বিবাদ ঘটিবে, ইহা অপেক্ষা দুঃখ জনক ব্যাপার আর কিছুই নাই। কালি যাহাকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া ছিলাম—যিনি বাস্তবিক সোদরপ্রতিম, আজি যদি বিশ্বাসের বৈপরীত্য বশতঃ, সত্যের অনুরোধে, তাহাদের সহিত বিবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে মুখের কথা মুখে বলিলাম, কিন্তু কি করিলাম, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে, অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই এই শোচনীয় ব্যাপারের প্রতিকার হইবে। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভ্রাতৃভাবের প্রথম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম এতদ্বিষয়ক শেষ শিক্ষা প্রদান করিবেন। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপে ব্রাহ্ম পরিবার সংগঠন করিতেছেন, তিনি ঐ পরিবারকে সকল প্রকার গ্লানি হইতে মুক্ত করিবেন।

মনুষ্যের পরস্পরকে স্নেহ করিবার ও পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইবার একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু জ্ঞান ও ধর্ম্মের ত্রুটিতেই পরস্পরের মধ্যে বিরোধানল প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল বিষয়ের [illegible] করিবেন ও সকলের ধর্ম্ম জ্ঞান উন্নত করিবেন। তাঁহার দ্বারা মনুষ্যের সমুদায় তর্ক মীমাংসিত হইবে, সমুদায় আপত্তি নিরাকৃত হইবে, সমুদায় বিরোধ শেষ হইবে এবং যাহার যাহা অধিকার তাহা স্থিরীকৃত হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের অন্তরে যে গূঢ় আশা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অমোঘ। ঈশ্বর যেমন এক এবং তাঁহার ধর্ম্মও যেমন এক, মনুষ্যদিগের হৃদয়ও তেমনি এক হইবে এবং তাহাদের কার্য্যেও সেই রূপ একতা প্রকাশিত হইবে। এই ব্রাহ্ম পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এখন দূরে দূরে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তাহারা নিকট হইয়া আসিবেন; যাহাদের মধ্যে এখন বিবাদ স্রোত, তাহাদের মধ্যে তখন প্রণয় রূপ অমৃত প্রবাহ প্রবাহিত হইবে।

ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।[1]

প্রশ্ন।—ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্ত্তব্য কি না? পরমেশ্বর আমারদিগকে পাপ হইতে মোচন জন্য আমাদের মঙ্গলের

---

১ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনেক ব্যক্তি আমাদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। আমরা সকল সময়ে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পাঠাইতে পারি না। কেহ কেহ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করিতে বলেন। তাহাও সকল সময়ে আমাদের সুবিধা হইয়া উঠেনা। সম্প্রতি এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর এই স্থানে প্রকাশ করা যাইতেছে।

জন্য দণ্ড দেন। তাহা হইলে আমরা যদি সেই পাপ ত্যাগ করি তাহা হইলেই পর্য্যাপ্ত হইল আর তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা অনাবশ্যক।

উত্তর।—পাপ বোধ হইলে তন্নিমিত্ত অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। সেই অনুতাপের এক অঙ্গ ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা। পাপী ব্যক্তি যখন অনুতাপানলে দগ্ধ প্রায় হইতে থাকে, তখন সেই যন্ত্রণার পরিহারার্থ সে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহার পাপ ত্যাগ হয় ও তাহার মনে শান্তি সঞ্চারিত হইতে থাকে।

প্রশ্ন।—পাপের নিমিত্ত অনুতাপ করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু পরে ধর্ম্ম পথে বিচরণ করা, কিম্বা কোন উত্তম কর্ম্ম করা ঐ পাপের ক্ষতি পূরণ জন্য হয় কি না?

উত্তর।—পাপাচরণ আমাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধ কার্য্য ও পুণ্যানুষ্ঠান আমাদের যথার্থ প্রকৃতি সঙ্গত কার্য্য। যখন আমরা পাপাচরণ করি তখন, আমরা আমাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধ পথে গমন করি, পরে যখন অনুতাপ করি, যখন পাপ ত্যাগ করি, তখন আমরা প্রকৃতির পথে ফিরিয়া আসিতে থাকি, যখন পুণ্যানুষ্ঠান করি তখন সেই পথে ক্রমাগত সঞ্চরণ করিতে থাকি। পাপ পুণ্যের এই রূপ ভাব। এই রূপে আমরা কোন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া যে পাপাচরণ করি, পুনরায় সেই প্রকৃতির পথে ফিরিয়া আসিলেই সেই পাপের ক্ষতি পূরণ হয়। কোন বিশেষ পাপের ক্ষতি পূরণ জন্য কোন বিশেষ পুণ্যানুষ্ঠান করিতে হয় না। পাপের যে ক্ষতি তাহা পাপ ত্যাগ করিলেই পরিপূরিত হয়, যেমন মদ্য পান দ্বারা শরীরের যে ক্ষতি হয়, তাহা মদ্য পান পরিত্যাগ করিলেই পরিপূরিত হইয়া যায়।

প্রশ্ন।—স্বর্গ ও নরক, এই স্থানদ্বয় প্রকৃত কি কাল্পনিক?

উত্তর।—কাল্পনিক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারগণ পুণ্য সম্ভোগের স্থানকে আপনাদের কল্পনার ক্ষেত্রে বিবিধ সুখপ্রদ দ্রব্যাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া স্বর্গ এই নাম প্রদান করিয়াছেন। এবং সেই রূপ পাপ ভোগের স্থানকে বিবিধ প্রকারে যন্ত্রণাময় করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই জন্য ঐ স্থানদ্বয় কাল্পনিক। কিন্তু এই কল্পনার মধ্যেও সত্য আছে। মনুষ্যের [illegible] সূচিত [illegible] যখন [illegible] যখন সে পাপের দণ্ড স্বরূপ আত্মগ্লানি ভোগ করে, তখন তাহার সকলই যন্ত্রণাময় বোধ হয়; যখন সে পুণ্যের ফল স্বরূপ আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে, যখন তাহার চারি দিকে প্রফুল্লতার হিল্লোল প্রবাহিত হইতে থাকে। মনুষ্যের এই দুই অবস্থা তাহার পক্ষে নরক ও স্বর্গ স্বরূপ।

প্রশ্ন।—পরলোক আছে কি না? তাহা কোথায়?

উত্তর।—এই পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। মনুষ্য এই পরলোকের কথা এই রূপ চিরকাল জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে সকল প্রশ্নের সমুদায় উত্তর স্থির হয় না। তা বলিয়া পারলৌকিক বিষয়ে যে কিছুই এ পর্য্যন্ত স্থির জানা যায় না, তাহা নহে। তবে ইহ লৌকিক বিষয় সকল যেমন সুস্পষ্ট রূপে জানা আছে এবং আরো যাহা জানিতে ইচ্ছা করা যায়, তাহা বিজ্ঞানালোচনা দ্বারা অল্প বা অধিক পরিমাণে জানা যাইতে পারে, পারলৌকিক বিষয় সেরূপ ইচ্ছা মত জানা যায় না। পরলোক আছে, সেখানে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার হবে;

মৃত্যুর পরে এই অমর আত্মা সেই পর-লোকে গমন করিবে এবং তথায় সে তাহার পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার ভোগ করিবে আত্মার অনন্ত কাল উন্নতি হইবে ;—পর-কাল বিষয়ে আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি, আর কিছু জানিতে পারি না। যদিও আমরা এখানে পারলৌকিক বিষয়ের আর কিছু জানিতে পারি না, কিন্তু পরলোক আমাদের প্রকৃত গৃহ স্বরূপ, এ জন্য আমাদের সেখানকার সমুদায় বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পৃথিবীতে থাকিয়া সে সকল আমরা জানিতে পারিব না এবং জানিবার প্রয়োজনও নাই, ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা ইহা স্থির করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ইহ সংসারে বিচরণ করেন।

প্রশ্ন।—এখানে এক জন প্রভূত ঐশ্বর্য্য-শালী ও অন্য এক জন নিতান্ত দরিদ্রদশা-পন্ন হইতেছে কেন ?

উত্তর।—ঘটনা বশতঃ সংসারে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র হয়। তদ্ভিন্ন তাহার আর কোন দৈব কারণ নির্ণীত হয় না। যে ধনী সেও আপনার ধন রক্ষা করিতে না পারি-লে দরিদ্র হইয়া পড়ে। যে দরিদ্র, দক্ষ-তার সহিত কার্য্য করিতে পারিলে এবং ঘটনা অনুকূল হইলে, সেও ধন সম্পদ লাভে সমর্থ হয়।

প্রশ্ন।—এই পৃথিবীতে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি কি প্রকারে হইল।

উত্তর।—মনুষ্যের আদিম সময়ে অজ্ঞান ও অসভ্যাবস্থ লোক সকল অরণ্য মধ্যে অগ্নি, বায়ু, মেঘ প্রভৃতি যাহার কোন অধিকতর শক্তি দেখিত, ভয় বিস্ময়াদি প্রযুক্ত তৎ-সমুদায়ের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিত। তৎপরে সর্ব্ব ভূতের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়া পৌত্তলি-কতার সৃষ্টি হইয়াছে।

জীব উদ্ভিদাদির স্বত-উৎপত্তি বিষয়ক মত।

সম্প্রতি জীব ও উদ্ভিদের স্বত-উৎপত্তি বিষয়ে [illegible] মত প্রকাশিত হইয়াছে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে [illegible] বিলক্ষণ আন্দোলন হই[illegible] [illegible] মতের সার মর্ম্ম এই যে, পৃথিবীস্থ সকল [illegible] জীব ও উদ্ভিদই বিবিধ জাতীয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে স্রষ্টার কোন কার্য্য দেখা যায় না। ইংলণ্ডের অনেক পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত এই প্রমাদগর্ভ মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহারা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে, বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের দ্রবকে সর্ব্ব প্রকার জীব ও উদ্ভিদ-বীজ শূন্য করিয়া সযত্নে রক্ষা করিলে অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যে তাহাতে নানা প্রকার সজীব পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অণুবীক্ষণের দর্শনীয় হয়, সুতরাং তাঁহাদের মতে এক জন স্রষ্টার কর্ত্তৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব কোন মতে সপ্রমাণ হয় না। ডাক্তর ব্যাসটন্ বলেন যে, তিনি লবণিক দ্রব্যাদির দ্রবকে তাপ দ্বারা সর্ব্ব প্রকার জীবিত-পদার্থ-বীজ শূন্য করিয়া ফেলিয়া, সুরক্ষিত ভাবে নির্ব্বাত স্থানে রাখিয়া দিবার পর, ১০ হইতে ২০ দিবসের মধ্যে তাহাতে নানা জাতীয় জীব ও বৃক্ষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছেন। এই রূপ নানাবিধ ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ডাক্তর ব্যাসটন্ প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি ঈশ্ব-রের অস্তিত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক জড়াণু ও জড় শক্তি হইতেই সমুদায়ের আদিম সৃষ্টি অনু-মান করিয়াছেন। তাঁহারাই যে কেবল এই ভ্রমসঙ্কুল মতের অনুগামী হইয়া নাস্তিকতার আশ্রয় লইয়াছেন, এমত নহে, যাঁহারা তাঁহা-দিগকে পণ্ডিত বলিয়া শ্রদ্ধা করেন, তাঁহা-

রাও তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের গুণে পথভ্রষ্ট হইতেছেন।

এই মত খণ্ডন পক্ষে অন্যান্য যুক্তি অপেক্ষা স্যামুয়েলসন্ প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের ঐরূপ রাসায়নিক পরীক্ষাই অধিক কার্য্যকর বোধ হয়। জেমস্ স্যামুয়েলসন্ অতি সামান্য পরীক্ষা দ্বারা এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের পরীক্ষাবলির সমালোচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভৌতিক শক্তি ও জীবনী শক্তি এক নহে, তাহারা পরস্পর বিভিন্ন। ডাক্তর ব্যাস্টন্ প্রভৃতি [illegible] যে সকল জীব ও উদ্ভিদাণু [illegible] উৎপন্ন অর্থাৎ শুদ্ধ কতিপয় ভৌতিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগোৎপন্ন [illegible] করেন, তিনি প্রমাণ করিয়াছেন [illegible] বাস্তবিক ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া বায়ু প্রভৃতি নানা পদার্থে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তিনি বলেন, ডাক্তর ব্যাস্টন্ যে লাবণিক দ্রবে সজীব প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ব্বাত স্থান হইতে বাহির করিয়া আনিয়া অনেকক্ষণ এই বাহ্য বায়ুর সংস্পর্শে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে তাহাতে সেই প্রকার জীব বা উদ্ভিদ দেখিতে পান; ইহাতে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ঐ দ্রব পদার্থ যত দিন নির্ব্বাত স্থানে বদ্ধাবস্থায় রক্ষিত হইয়াছিল, তত দিন তাহাতে কোন প্রকার জীবের উৎপত্তি হয় নাই, কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাহ্য বায়ুর সংস্পর্শে থাকাতেই বায়ু হইতে অনেক জীব ও উদ্ভিদাণু গিয়া ঐ পদার্থ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

ডাক্তর ব্যাস্টনের আর একটি পরীক্ষার সমালোচন করিয়া তিনি উক্ত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য আরো স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন যে ডাক্তর ব্যাস্টন্ এক সময়ে দুই প্রকার লাবণিক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া একটি দ্রব প্রস্তুত করেন, [illegible] কিয়দংশ একটি পাত্রে আবদ্ধ [illegible] দিন পর্য্যন্ত নির্ব্বাত স্থানে রাখিবার পর দেখেন যে, তাহাতে ব্যাক্টের ছাতার ন্যায় কয়েক প্রকার উদ্ভিদ জন্মিয়াছে, কিন্তু ঐ দ্রবের আর কিয়দংশ অন্য একটি পাত্রে সেই রূপে ৩৫ দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া দেখেন যে, তাহাতে কোন প্রকার জীব বা উদ্ভিদই জন্মে নাই; তাহার পর আবার ঐ রূপ দ্রবের কিয়দংশ ৩৮ দিন পর্য্যন্ত বায়ু সংস্পর্শে রাখিয়া দিয়া দেখেন যে, তাহাতে এক প্রকার সজীব পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বায়ুতে যে সকল জীব ও উদ্ভিদাণু নিরন্তর ভাসমান রহিয়াছে, তাহারই মধ্যে কতকগুলি সুযোগ ক্রমে ঐ পদার্থে প্রবেশ করিয়া ভৌতিক পদার্থের রাসায়নিক যোগোৎপন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল।

ঐ রূপ দ্রব পদার্থে বায়ুর সংযোগ হইলে যে সেই বায়ু হইতে অল্পক্ষণ মধ্যে জীবাণু সকল আসিয়া ঐ বস্তুতে প্রকাশমান হয়, স্যামুয়েলসন তাহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি কাচ পাত্রে পরিস্রুত অর্থাৎ চোয়ান জল[1] অনাবৃত ভাবে অর্থাৎ বায়ু সংস্পর্শে রাখিয়া দিয়া দুই দিবস পরে দেখিয়াছেন যে, তাহাতে যে বালুকা কণা সকল আসিয়া পতিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে নানা প্রকার জীবিত পদার্থ বিচরণ করিতেছে। তিনি অন্য এক সময়ে কিঞ্চিৎ বালুকা একটি কাচের নলে রাখিয়া, দুই বার ক্রমান্বয়ে ৪৮০ ও ২৮০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ প্রয়োগ দ্বারা তাহা গলাইয়া জীবশূন্য করিয়া লয়েন। পরে ঐ গলিত বালুকার সহিত

১ ইহা অগ্নির উত্তাপ সংযোগে প্রস্তুত হয়, সুতরাং ইহাতে আর কোন প্রকার জীবিত পদার্থ থাকিতে পারে না।

পরিষ্কৃত জল মিশ্রিত করত তাহা পুনর্বার কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত [illegible] করিয়া ঐ নলের মুখ কিঞ্চিৎ তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। যে দিবস এই রূপ করিলেন, সেই দিন বৈকালে উৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ দ্বারা ঐ নলস্থিত দ্রব্যটি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, অন্যান্য পণ্ডিতগণ নানা দ্রব পদার্থ কয়েক দিন পর্য্যন্ত রাখাতে তাহাতে যে রূপ সজীব পদার্থ সকল প্রকাশমান হইয়াছিল, ইহাতেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে।

স্যামুয়েলসন্ এবম্বিধ নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, রাসায়নিক সংযোগ নিবন্ধন কখনই জীবন উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং নির্ব্বাত স্থানস্থিত ও সযত্নে রক্ষিত দ্রব্যাদির মধ্যে যে জীবিতাঙ্কুর সমুদায় লক্ষিত হয়, তাহা বায়ু প্রভৃতি হইতে আগত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পাউচেট্, পাস্টার, স্কল্‌স্, জলি, ম্যান্টেট্ এবং ওয়াইম্যান প্রভৃতি আরো অনেক পণ্ডিত নানাবিধ সুস্পষ্ট পরীক্ষা দ্বারা উক্ত স্বত-উৎপত্তি বিষয়ক মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা সঙ্ক্ষেপে এই রূপ বলিয়াছেন যে,—লোকে দ্রব দ্রব্যাদি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখিবার পর পরীক্ষা করিলেও যাহা দেখিতে পান, কয়েক ঘণ্টা মাত্র রাখিয়া অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলেও ঠিক্ তাহাই দেখিতে পাইবেন; স্বাভাবিক নিয়মে যে সকল রাসায়নিক কার্য্য নিষ্পাদিত হয়, তাহা কাল সাপেক্ষ, যেখানে কয়েক ঘণ্টা মধ্যে কোন জীব-শূন্য সুরক্ষিত পদার্থে জীব সঞ্চার দৃষ্ট হয়, সেখানে তাদৃশ রাসায়নিক কার্য্যের যথোপযুক্ত অবকাশ কোথায়? সুতরাং রাসায়নিক কার্য্যকে জীব সৃষ্টির মূল বলিয়া কোন রূপেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না।

আকনা গ্রামে ব্রহ্মোপাসনা কালীন বক্তৃতা।*

এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই ইহার আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অনেকেই এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনের জন্য ব্যগ্র হইতেছেন, এবং অনেকেই ইহার মূল সত্য সকল জানিবার জন্য উৎসুক হইতেছেন। এক্ষণে বঙ্গ দেশের শুভ কাল উপস্থিত! প্রথমে এই বঙ্গ দেশেই সত্য ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। সত্যধর্ম্ম দেশের যে মহান্ কল্যাণ সাধন করে, হয়ত বঙ্গ দেশেই তাহা প্রথমে প্রকাশিত হইবে। বঙ্গ দেশের যে দুঃখ ক্লেশ, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে সমুদায় অন্তর্হিত হইয়া সকল সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সত্য ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব সকল এই আন্দোলনের সময় সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করা আবশ্যক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম সত্য এই যে, পরমেশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়। তাঁহার কেহ দ্বিতীয় নাই, তাঁহার সমান কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং। এই সত্যটি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। অন্যান্য ধর্ম্মে কল্পিত দেব দেবীর উপাসনা করিবার বিধি আছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, আর কাহারই উপাসনা করিবেনা; উপাস্য কেবল সেই বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই যে ঈশ্বর, তিনি অনন্ত; ইনি জ্ঞানেতে অনন্ত, শক্তিতে অনন্ত, করুণাতে অনন্ত; ইনি নিরাকার, ইহাঁর কোন আকার নাই; ইনি এই অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কালকে ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় সত্য—ঈশ্বরের পিতৃত্ব।

---

* গত ১৯ ভাদ্র রবিবার আকনা গ্রাম নিবাসী মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব সবর্ডিনেট্ জজ ব্রাহ্মধর্ম্মোৎসাহী [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। উপাসনান্তে আচার্য্য মহাশয় এই বক্তৃতা করেন। ঐ গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইবার সূচনা হইতেছে।

ঈশ্বর আমাদিগের পিতা; তিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন; তিনি আমাদিগকে ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, জ্ঞান দিয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন, এবং সর্ব্ব প্রকারে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। পিতা যেমন যত্নের সহিত সন্তানদিগকে পালন করেন, সেই রূপ ঈশ্বর আমাদিগকে পালন করিতেছেন। পিতা যেমন সন্তানকে আহার পানাদি দিয়া পালন করেন এবং তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান শিক্ষা ও হিত শিক্ষা প্রদান করেন, সেই রূপ ঈশ্বর আমাদিগের শরীর মন আত্মাকে পোষণ করিয়া ও আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়া আমাদের পরম কল্যাণ সাধন করিতেছেন। ঈশ্বর আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন; তিনি আমাদের অন্তরে যে এক বিবেক দিয়াছেন, যাহা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি স্বরূপ, তদ্দ্বারা আমরা পাপ, পুণ্য ও মঙ্গল অমঙ্গলের পথ চিনিতে পারিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছি। যখন আমরা পথ-ভ্রষ্ট হইয়া বিপদে পতিত হই, তখন তিনি আবার আমাদিগকে কৃপা করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার করেন। যেমন ঈশ্বর সকল মনুষ্যের পিতা, তেমনি সমুদায় মনুষ্য পরস্পরের ভ্রাতা স্বরূপ। সকল মনুষ্যেরই এক প্রকার আত্মা, এক প্রকার ভাব, এক প্রকার প্রবৃত্তি। সকল মনুষ্যই বস্তুতঃ সেই এক ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং সেই এক পিতার পুত্র স্বরূপ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তৃতীয় সত্য ঈশ্বরের নিকটত্ব। অন্য ধর্ম্মে মনুষ্যের ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত কোন মধ্যবর্ত্তী পুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন কল্পনা করে, ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন ঈশ্বর মনুষ্যের আত্মার অভ্যন্তরে বিরাজমান--ঈশ্বর মনুষ্যের এত নিকট যে সে আপনি আপনার তত নিকট নহে। কেবল পাপমলিনতা প্রক্ষালন করিলেই আত্মাতে সেই সত্য-স্বরূপের প্রকাশ হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের চতুর্থ সত্য—মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা। পরমেশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন; হয় সে পুণ্যের পথে, নয় পাপের পথে গমন করিতে পারে। তিনি আমাদিগকে যন্ত্রের ন্যায় চালনা করিতেছেন না। তাঁহার ইচ্ছা যে আমরা স্বাধীন ভাবে তাঁহার নিকট গমন করি। এই স্বাধীনতা নিবন্ধন আমরা পাপ পুণ্যের নিমিত্ত দায়ী। ইহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব, ইহাতেই আমাদের মঙ্গল। আমরা যদি আপনাকে কেবলই পুণ্যের পথে চালনা করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের অনন্ত সুখ লাভ হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের পঞ্চম সত্য—ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। তাঁহার তুল্য প্রিয় পদার্থ আর কিছুই নাই। তাঁহাকে প্রীতি করিলে আমাদিগের প্রীতিবৃত্তি চরিতার্থ হয়। আমরা পুত্রকে প্রীতি করি, বন্ধুকে প্রীতি করি, কিন্তু তাহা চিরদিন এক ভাবে স্থির না থাকিতে পারে। হয়ত আমাদিগকে পুত্রের কুআচরণে ব্যথিত হইতে হয়, অথবা হয়ত বন্ধুর কোন দোষ দেখিয়া ভগ্নমনা হইতে হয়; কিন্তু সেই যে চির সুহৃৎ, তাঁহার সহিত প্রীতির আর কখন বিচ্ছেদ হয় না। তাঁহাকে প্রীতি করিলে মনে যে শান্তি লাভ হয়, তাহার কখন ব্যতিক্রম হয় না। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি হইতেই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন আইসে। আমরা যাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার যাহা প্রিয় কার্য্য, তাহা করিতে আমাদের স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়। আমরা যদি ঈশ্বরকে প্রীতি করি, তাহা হইলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য না করিয়া আমরা থাকিতে পারিনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ষষ্ঠ সত্য—ঈশ্বর-প্রদত্ত দণ্ড পুরস্কারে বিশ্বাস। ন্যায়বান্ ঈশ্বর পাপীর দণ্ড ও পুণ্যবানের পুরস্কার প্রদান করেন। পাপের দণ্ড আত্মগ্লানি, এবং পুণ্যের পুরস্কার আত্মপ্রসাদ। এই আত্মগ্লানিই নরক, এই আত্মপ্রসাদই স্বর্গ। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব কল্পনা করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, যখন কোন ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া অসহ্য আত্মগ্লানিতে দগ্ধমান হয়, সেই তাহার নরক, আর যখন পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া আত্মপ্রসাদের প্রফুল্ল হিল্লোল সেবন করেন সেই তাঁহার স্বর্গ। যদি উৎকৃষ্ট ভাবে আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হয়, সেই তাহার পক্ষে নরক সমান, আর যদি নিকৃষ্ট ভাবে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, সেই তাঁহার স্বর্গ তুল্য। ঈশ্বর আমাদিগকে পাপের নিমিত্ত যে দণ্ড দেন, তাহা আমাদের ঔষধ স্বরূপ। তদ্দ্বারা তিনি আমাদিগকে সংশো-

গ্রহণ করিয়া লয়েন, কদাচ তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সপ্তম সত্য—পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাস। এই মর্ত্তলোকে কিছুতেই আমাদিগকে তৃপ্তি দান করিতে পারে না। এখানে অনেকে পাপ করিয়াও শাস্তি ভোগ করিতেছে না, অনেকে পুণ্য করিয়াও কষ্ট ভোগ করিতেছে। এই বৈপরীত্য ভাবের সামঞ্জস্য জন্য এবং আমাদের তৃপ্তির জন্য আমরা আমাদের জীবনের পরে আর এক লোকের অপেক্ষা করিতেছি, যে লোকে পাপীর অবশিষ্ট দণ্ড ও পুণ্যের অবশিষ্ট পুরস্কার হইবে এবং আত্মার তৃপ্তি লাভ হইবে। যেমন আমাদের ক্ষুধার বিষয় অন্ন আছে ও তৃষ্ণার বিষয় জল আছে, তেমনি আমাদের তৃপ্তি লাভের আশার স্থান পর লোক আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অষ্টম সত্য—আত্মার অনন্ত উন্নতি। আত্মা অমর। সে ইহ লোকে যে জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেছে অনন্ত কাল তাহার আরো উন্নতি হইতে থাকিবে। আত্মা লোক হইতে লোকান্তরে উত্থিত হইবে এবং সেই সেই লোকে তাহার আত্মার বৃত্তি সকল ক্রমশঃ স্ফূর্ত্ত ও প্রবুদ্ধ হইতে থাকিবে। তাহার জ্ঞান আরো উজ্জ্বল হইবে, ভাব আরো প্রশস্ত ও সুদৃঢ় হইবে; সে ঈশ্বরকে আরো উজ্জলতর রূপে দর্শন করিবে ও তাঁহার নিকটতর হইতে থাকিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের নবম ও সকল অপেক্ষা প্রধান সত্য এই যে আত্মাতেই তাঁহার উপাসনা করিবে। তাঁহাকে হৃদয়ের প্রীতি রূপ পুষ্প দিয়া পূজা করিবে, কখন বাহ্য পুষ্পাদি প্রদান করিবে না।—এই ব্রাহ্মধর্ম্মে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার কোন স্থানের বা কালের নিয়ম নাই। যখন যেখানে চিত্তের একাগ্রতা হইবে সেই খানে তাঁহাকে হৃদয়ের প্রীতি অর্পণ করিবে। এ ধর্ম্মে কোন তীর্থ যাত্রার নিয়ম নাই, সাধু সঙ্গই ইহার তীর্থ। এ ধর্ম্মে কোন যাগ যজ্ঞের বিধান নাই, স্বার্থপরতা পরিত্যাগই এ ধর্ম্মের যাগ যজ্ঞ। এ ধর্ম্মের কোন বীজমন্ত্র নাই, ভাল কর, ভাল হও, এই ইহার বীজমন্ত্র। এ ধর্ম্মের কেহ নির্দ্দিষ্ট গুরু নহেন, ঈশ্বরই এ ধর্ম্মের গুরু ও তিনি এ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

এই ধর্ম্ম এক্ষণে দেশে দেশে নগরে নগরে প্রচারিত হইতেছে; নানা স্থানে ইহার আন্দোলন শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা অবশ্যই শুভ চিহ্ন সন্দেহ কি? এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। সকল জাতির সকল লোকের ইহাতে অধিকার আছে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা সকল লোক পরিত্রাণ লাভ করিবে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীও ধন্য ও শ্রীসম্পন্ন হইবে।

আমাদের হিন্দু শাস্ত্রকারেরা অনেক শাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন ও অনেক শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সকলের ফল স্বরূপ তাঁহারা এই বলিয়া গিয়াছেন, যে "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" এই পরমাত্মার উপাসনা ভিন্ন মনুষ্যের মুক্তি লাভের আর কোন উপায় নাই। আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা যে সকল শাস্ত্রাবলম্বন করিয়া চলিতেন, তাহাতে নানা প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে সকল শাস্ত্রে ইহাও স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত আছে যে, এ সকল কেবল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এতদ্দ্বারা মনুষ্য কখনই মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে না। মুক্তির উপায় কেবল এক মাত্র পরমাত্মার উপাসনা, তদ্ভিন্ন তাহার আর অন্য উপায় নাই। কি বেদ, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, সকলেই ব্রহ্মের গুণ কীর্ত্তন করে এবং সকলেই এক বাক্য হইয়া ঐ ব্রহ্মোপাসনাকেই মুক্তির এক মাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সে সকল শাস্ত্রের এক উপদেশ এই যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল ব্রহ্মেতে অর্পণ কর। ব্রহ্মই ভারত বর্ষের এক মাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি আমাদের সনাতন আরাধ্য দেবতা। এই ব্রহ্মের নাম ভারতবর্ষের চারি দিকে যত ধ্বনিত হইবে, ততই তাহাতে মঙ্গল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বস্থান প্লাবিত হইবে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবর্ষের সমুদায় কুরীতি ও কুসংস্কার উন্মূলিত করিবে। সামাজিক ও পারিবারিক সমুদায় অমঙ্গল নিরাকৃত করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবাসিদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে সমুজ্জ্বল করিবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসাদে ভারত ভূমি পুণ্য ভূমি হইবে, ইহাতে আনন্দ প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

আমি অদ্য এই উপস্থিত সভ্য মণ্ডলীর নিকট

বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি,—আপনারা যেন এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবহেলা না করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মই দেশের মঙ্গল—লোকের মঙ্গল—জগতের মঙ্গল। এ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি যেন আপনাদের চক্ষু নিমী-লিত না থাকে। আপনারা এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করুন, আপনাদের আত্মা কৃতার্থ হইবে এবং আপনারা জগতের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইবেন। আমাদিগের প্রাচীন কালের ঋষিদিগের উপদেশ এই যে মোক্ষার্থী হইয়া সেই পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে। তাঁহারা যে পৌত্তলিকতার শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা একেবারেই হেয় নহে। যেখানে কোন ধর্ম্ম নাই, সেখানে পৌত্তলিক পূজা অর্চ্চনাও অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ঋষিদিগের আশয় এই ছিল, যে পৌত্তলিকতা ব্রহ্ম লাভের সোপান স্বরূপ হইবে। এক প্রকারে তাঁহাদের সে আশা সিদ্ধ না হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে না। আজি যে ভারতবর্ষের এক সংখ্যক লোক ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের অধিকারী হইয়াছে, পৌত্তলিকতা এত দিন ইহারই সোপান স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিল কিন্তু প্রকৃত অর্থে পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান স্বরূপ হওয়া চাই, অর্থাৎ এই সোপান হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা চাই। যদি চিরকালই সোপানে রহিয়া গেলে, তাহা হইলে কি হইল? অতএব সকলে যত্ন হও। সযত্ন হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত চেষ্টা কর।

পল্লীগ্রাম ব্রহ্মোপাসনার প্রশস্ত স্থান, ইহা ঐকাত্ম্য চিন্তনের—ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিশেষ উপযোগী। নগরের রুক্ষ শুষ্ক ইষ্টকময় দর্শন মনকে নিপীড়ন করে, পল্লীগ্রামের এই হরিৎ বর্ণ শস্য ক্ষেত্র, সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়া, সুনির্ম্মল সমীরণ সকলই মনোরম। নগর মনুষ্যের নির্ম্মিত, গ্রাম দেব রচনা। এখানে ঈশ্বরের সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এমন সুখদ স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা—ব্রহ্মের মনন, ব্রহ্মের গুণ কীর্ত্তন, কি স্ফূর্তিপ্রদ—কি আনন্দজনক—কি চরিতার্থতা সাধক। এখানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মনে নিত্য বসন্ত নিত্য প্রফুল্লতা বিরাজমান থাকে। ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি এমন স্থানে ব্রহ্মসহবাস লাভ করিয়া সুখী হয়েন।

আমার মনে এই রূপ আশা হয় যে এই সকল সাধু যুবা যাঁহারা আমার বাক্যের ভাবগ্রাহী হইলেন, তাঁহারা ধর্ম্মের এই উৎকৃষ্ট ও সহজ পথ অবলম্বন করিয়া ধন্য ও কৃতপুণ্য হইবেন। আমার মনে এক অপূর্ব্ব সুখের উদয় হয়, যখন আমি মনে করি যে, এই স্থানে এই সকল সাধু ব্যক্তিগণ এক-ত্রিত হইয়া প্রতিদিন পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন—এই গ্রাম দিনে নিশীথে ব্রহ্মগুণানুকীর্ত্তন দ্বারা ধ্বনিত হইবে। কে বলিতে পারে, হয়ত এই সমাগত সভা মণ্ডলীর মধ্যে এমন ধর্ম্ম পরায়ণ বীর পুরুষ আছেন, যিনি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহার জন্য সকল কষ্ট সহ্য করিবেন—হয়ত তিনি, এই পবিত্র ধর্ম্মের জ্যোতি চারি দিকে বিকীর্ণ করিবেন এবং ইহার মধুর গম্ভীর ভাব দেশে দেশে সকল মনুষ্যের নিকট প্রচার করিবেন। ঈশ্বর করুন, সেই দিন ত্বরায় আগমন করুক, যে দিনে সেই মহান্ ব্রহ্মের যশ এই পল্লীবাসী লোক গণের ঘরে ঘরে অহর্নিশ কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

নূতন পুস্তক।

The Calcutta Journal of Medicine.

শ্রীযুক্ত ডাক্তর মহেন্দ্র লাল সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই মাসিক পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সমুদায় এবং চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংখ্যা আমরা একদারে প্রাপ্ত হইয়াছি। ডাক্তর মহেন্দ্র লাল সরকার বিখ্যাত নামা; তাঁহার এই মাসিক পত্রিকাও কৃতবিদ্য সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহা আমাদের দেশের উন্নতির বিশেষ পরিচয় স্বরূপ।

২। পদার্থ দর্শন.

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম এ কর্ত্তৃক প্রণীত। এখানির রীতিমত পাঠনা হইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ জড় পদার্থের গুণ অনেক জানিতে পারিবেন।

৩। ব্রহ্ম সঙ্গীত, প্রথম ভাগ,

শ্রী রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে একচল্লিশটী ব্রহ্ম সঙ্গীত আছে। আর

সকল গুলিই রাজা রাম মোহন রায়ের সংগীত রচনার রীত্যনুসারে সংরচিত। সংগীত গুলি উত্তম হইয়াছে।

৪। গীত জয় জগদীশ কাব্য, প্রথম সর্গ, শ্রীমদনমোহন মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত। সংস্কৃতে জয়দেব কৃত গীতগোবিন্দ যেরূপ গীতময় কাব্য, বঙ্গ ভাষায় সেই রূপ গীতময় কাব্য প্রচার মানসে রচয়িতা এই "গীত জয় জগদীশ কাব্য" প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তক খানি কিরূপে লিখিত হইয়াছে, তাহা জ্ঞাপন জন্য আমরা তাহার প্রথম দুইটী কবিতার (বা সংগীতের) প্রথম পাদ গুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

রাগিণী সিন্ধু কাফি—তাল কাওয়ালি।
জয় জগদীশ কলুষ বিঘ হর হে,
শোক দুঃখ তনু [illegible]
জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় হে। (ধুয়া)
জীবন কলুষিত পাপে, তপ্ত মন বিষয় তাপে,
নিয়মভয়ে হৃদ কাঁপে, থর থর থর থর থর থর [illegible]।

—

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল কাওয়ালি।
জগ জগদীশ মধুর গীত-রসে হরষ-মদে-জগত
সাজিল মাতিল রে।
কোকিল-কুল-কাকলি কলিত-কলকল-রবে গান
তান মান তানিল রে।

ঈশ্বরোদ্দেশে এরূপ সংগীত রচনা আমরা অনেক কাল শুনি নাই। পূর্ব্বে কোন কোন কবি অ আ ক খ প্রভৃতি চৌত্রিশ বর্ণের যথাক্রমে এক একটী বর্ণ প্রথমে রাখিয়া প্রার্থনা মালা রচনা করিতেন। কোন কোন ব্যক্তি আপনার নামের এক একটি অক্ষর প্রথমে রাখিয়া এক একটী প্রার্থনা-পদ রচনা করিয়া প্রকাশ করিতেন। কোন কোন গায়ক অনুপ্রাস যমকাদি বিশিষ্ট ঈশ্বর বন্দনা রচনা করিয়া শ্রোতৃ বর্গের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। এখনো ঈশ্বর বিষয়ে সেই রূপ কৃত্রিম-ভাবময়ী রচনা দেখিতে হইবে, আমাদের এমন বিশ্বাস ছিল না। প্রস্তাবিত কাব্যের রচয়িতা ভূমিকাতে যেরূপ লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তিনি সত্যধর্ম্মাবলম্বী। কোন্ সত্য ধর্ম্ম ঈশ্বরকে [illegible] এরূপ অভিনীত করিতে উপদেশ দেয়, আমরা বুঝিতে পারি না। কাব্য খানির অধিকাংশ শান্তি-রস-প্রধান প্রকৃতি বর্ণনায় পূরিত, কিন্তু ঐ শান্তি রসের সহিত আদি রসেরও বিলক্ষণ মিশ্রণ দেখা যায়।

—

LETTERS FROM AND TO THE VEDA SAMAJAM, MADRAS.

VEDASAMAJ OFFICE
Madras
10th *August* (1871) B. E. 42.

From

K. SREEDHARULU,
Secretary to the Veda Samaj,
Madras

To

Sreemath
Maharhsi Devendranadha Swami
Pradhana Acharya of the
Brahma Samaj.

Most beloved and Venerable
Sir

I have the honor to forward to you herewith a copy of the Proceedings of one of the Meetings of the Samaj. Therein you will find a Set of Draft Rules under consideration. By your kindly communicating your views on the same within a week from the date of the receipt of this communication the Samaj will feel highly obliged.

I am Your most Obedient Servant,
K. SREEDHARULU.
Secretary.

—

10th *August* 42,
Madras.

Most beloved and Venerable father.

The writer of this letter is the Madrasee who was at Calcutta chiefly under your patronage some time back, studied Brahma Dharma under your auspices and formally admitted into the Samaj.

I am yours.
K. SREEDHARULU.

From No 1086
JOTEERINDRANATH TAGORE
Secrty to the Adi Brahmo Somaj.
Calcutta.

ওঁ

To
K. SREE HARULU. Esqr.
Secretary to the Veda Somajam
Madras.

Dear Sir,

I have received your letter dated the 16th Instant addressed to our Venerable Pradhan Acharya who is now in the Punjab. As I have been empowered by him to open all letters to his address in his absence, I have taken the liberty to do the same with respect to your kind communication under acknowledgment. We highly appreciate the measures which you have lately taken for placing the Veda Somajam on a more efficient footing, and expect that through the blessing of Providence it will prove to be the great source of Spiritual good to Southern India. We pray to God that he will give you strength in the prosecution of the noble work you have undertaken and crown your efforts with success. "আমাদিগের পর্ব্বত তুল্য ভার ও সমুদ্র তুল্য কার্য্য।" "Our task is as weighty as a mountain and our work is as vast as the Ocean." Great industry, great perseverance, great enthusiasm, and above all great moral courage are required to overcome the obstacles which lie in our way and we must humbly depend upon our Almighty Father for help to surmount those obstacles. We hope that the measure you have undertaken for the improvement of your Somaj are well adapted to the present spiritual requirements of your country-men, upon whose sympathy and co-operation alone materially depends your success. We wish that the condition of the membership of the Somaj were a little more liberal than it is now. It would be better if you make a rule that a simple declaration of belief in the Brahmo Dharma Vijam would be sufficient to enable a man to become a member of the Somaj, instead of signing the Brahmic covenent. You will find many men willing to join your Somaj, and in evry respect worthy Brahmos, but who would be unwilling to sign any covenent. The Brahmic Covenant is intended for such men only as think it a help to them to fortify their weak resolutions. There is also another thing which we want to recommend, and that is that you should maintain the independence of your Somaj in every possible respect. I send you herewith copies of the following pamphlets published by a member of our Somaj on the subject of Brahmoism, and recommend them to your attentive perusal.

Adi Brahma Samaj }
Calcutta 26th August 1871. }

I remain, sir,
Your most obedient servant,
JOTEERINDRANATH TAGORE.
Secretary.

1. Defence of [illegible] the Brahmo Somaj.
2. Brahmic Questions of the day, answered.
3. Brahmic advice, caution and help.
4. Adi Brahmo Somaj, its views and principles.

* * *

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রহ্মজ্ঞান-সূত্র, তাৎপর্য্য সহিত।

ব্রহ্মজ্ঞান নামক যে একখানি পুস্তক আদি ব্রাহ্ম সমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে যে কতক গুলি ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক সূত্র আছে, এক্ষণে তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯২৮। কলিযুগাব্দ ৪৯৭২। ৯ আশ্বিন [illegible]
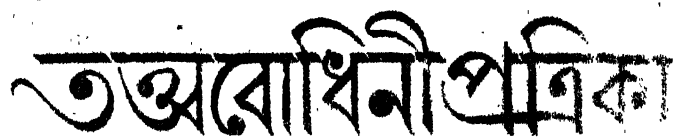
তেদে ভক্তি প্রীতি স্নেহ দয়া স্বদেশানুরাগ ও লোক হিতৈষণা প্রভৃতিকে উহারই ভিন্ন ভিন্ন আকার বলিয়া গিয়াছেন[১]। পার্ক তেদে ভক্তি দয়া প্রভৃতি যে সমস্ত হৃদয় বৃত্তি উদ্রিক্ত হয়, সহজ ভাব যে তাহার ঊর্দ্ধদেশে বর্ত্তমান থাকে, ঈশ্বরের ভাব পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরমেশ্বরে আমাদের ন্যায় স্মৃতি কল্পনা যুক্তি তর্ক প্রভৃতি বুদ্ধি বৃত্তি [illegible] না থাকি-লেও তিনি জ্ঞান স্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং সেই জ্ঞান কি[illegible] [illegible] রূপ না জানিতে পারি[illegible] [illegible]দের [illegible]

[illegible]

দয়ার ন্যায় হৃদয় বৃত্তি [illegible] মান নাই[২]। ভক্তি তাঁহাকে আমাদের ন্যায় কাহারও পূজা করিতে বাধ্য করে না, প্রেম তাঁহাকে আমাদের ন্যায় কাহারও প্রতি মুগ্ধ করিতে পারে না, স্নেহ তাঁহাকে আমা-দের ন্যায় সংসারে লিপ্ত করিতে পারে না, দয়া তাঁহাকে আমাদের ন্যায় [illegible] দুঃখে আঘাত দিতে পারে না ;—কিন্তু ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই যে তিনি ভাব শূন্য কেবল জ্ঞান মাত্র বা শক্তি মাত্র পদার্থ নহেন, প্রত্যুত তিনি ভাব স্বরূপ; সেই ভাব আমাদের ভক্তি দয়া প্রভৃতির ন্যায় নয় বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনন্ত গুণে কোমল ও পবিত্র; [illegible] সুন্দর রূপে না জানিতে পারিলেও আমাদের হৃদয় হ্রদের প্রস্রবণ স্বরূপ সহজ ভাবে তাহার আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হইতে পারিবে।

ঈশ্বরের সেই মঙ্গল [illegible] নিত্য কাল পরিপূর্ণ হইয়া আছে; [illegible] কারণেই কদাপি তাঁহা ম্লান হইয়া পড়ে না এবং নূতন করিয়াও উদ্দীপন করিতে হয় না[৩]। মনুষ্যের ভাব পরিমিত, এই জন্য তাহার সঙ্গে দয়া ভক্তি প্রভৃতি ব্যক্তিবিশেষগামী ভাব সকল নিয়োজিত হইয়াছে। যেমন তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দর্শন করেন, যেমন তাঁহার যুক্তি ক্রিয়া নাই, তথাপি তিনি সমুদায়ই জানেন, যেমন তাঁহার [illegible] নাই, তথাপি তিনি কর্ম্ম-শীল সেই রূপ তাহাতে আমাদের ন্যায় [illegible] সকল নাই, তথাপি তিনি কোমল [illegible] স্বরূপ[৪]। যদি তাঁহার ভাব না থাকিত, তিনি কেবল পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তিমান হইতেন, তাহা হইলে আমরা [illegible] ও ভয়ে তাঁহার বশীভূত হইতাম সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাকে ভাব স্বরূপ দেখিলেই আর্দ্র হৃদয়ে তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত হই— তিনি সকলের গূঢ় বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত জানিতে-ছেন, ও অপ্রতিহত শাসনে সকলকে শাসন করিতেছেন, ইহা দেখিলেও নির্ভয়ে এবং আশার সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হই। তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করি, পিতা বলিয়াই [illegible] দিই, অথবা মাতা বলিয়াই ডাকিতে যাই; এ সমুদায় আমাদের দুর্ব্বল রসনাতে তাঁহার সেই অতল স্পর্শ ভাব সমূহের অপ-রিস্ফুট পরিচয় মাত্র।

আমাদের সহজ ভাবেই [illegible] ভাবময়ের [illegible] [illegible] হয়। যদিও তিনি [illegible] [illegible] পরিমিত, তথাপি যেমন একটি ক্ষুদ্র শিশির বিন্দুতেও সম্পূর্ণ চন্দ্র ও [illegible] প্রতিবিম্বিত হয়, সেই রূপ আমা-

১ See Theodore Parker's Sermon on "Love and Affection."

২ ব্রাহ্মধর্ম্মে ঈশ্বরের বিশেষণীভূত "অমনঃ" শব্দের তাৎপর্য্য দেখ।

৩ স ন সাধুনা বর্দ্ধতে নো এব অসাধুনা কনীয়ান্। ব্রা ১।৫।৯

৪ রসো বৈ সঃ। ব্রা ১।১।৫

সেই ভাব বিন্দুতেই সেই "প্রেম শশীর" প্রতিচ্ছবি অবভাসিত হইতে থাকে*। সেই ভাবের বৃদ্ধিতেই আত্মা সমুদায় [illegible] হইতে মুক্ত হইয়া ও মত্ততা [illegible] হইয়া স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ভব ভাবের অতীত শান্ত স্বরূপ ঈশ্বরের সম্মুখীন হইতে থাকে। সেই ভাবের বৃদ্ধিতেই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, মধুময় বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং আত্মা পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় সংসারে সঞ্চরণ করিয়াও অন্তরে নির্লিপ্ত হইতে থাকে†। তাহার কারণ এই যে, তখন ঈশ্বরের ভাব [illegible] সংক্রামিত হয়। ঈশ্বর সংসারী অথচ নির্লিপ্ত, মনুষ্যের পক্ষে এই ভাবে আপাততঃ যতই [illegible] ঘটুক, কিন্তু সাধনা দ্বারা যতই এই ভাবের সন্নিহিত হইতে থাকিবে, ততই মুক্তি লাভ করিবে। পরিশেষে সাধক ঈশ্বর প্রসাদে নিষ্কাম হইয়া পূর্ণকাম হইবে। তখন ঈশ্বরের কামনাই তাঁহার কামনা হইবে, ঈশ্বরের আনন্দই তাঁহার ভোগ হইবে ও ঈশ্বরের কার্য্যই তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে।

ধর্ম্মের উন্নতি সাধন।

ঈশ্বরের আরাধনা, মাতা পিতার সেবা, পরিবারগণের রক্ষণাবেক্ষণ, আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালন, দুঃখীর দুঃখ মোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, শোকার্ত্তের অশ্রু মোচন ও দুর্ব্বলের সহায়তা, ইত্যাদি যে সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম পুণ্য লাভের হেতু, পারত্রিক ও ঐহিক মঙ্গলের নিদান এবং মোক্ষ পথে অগ্রসর হইবার সাধন, তাহার অনুষ্ঠানেই মনুষ্য ধার্ম্মিক, সাধু ও ঈশ্বর-পরায়ণ হন। আপনাকে সাধু করা ও অন্যকে সাধুতা উপার্জ্জনে সহায়তা করা, [illegible] কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভক্তি, [illegible], পবিত্র চিন্তা, সাধু ইচ্ছা, প্রভৃতি [illegible] হইতে মধু স্বরূপ [illegible] সমুদায়কেই ধর্ম্মের [illegible] যে পরিমাণে ঐ [illegible] সেই পরিমাণে ধর্ম্ম [illegible] যাঁহারা কেবল নীতি-[illegible] যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে [illegible] সীমা-বদ্ধ [illegible] পারে; কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বর [illegible] হইতে চান, তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার পরিমাণ বৃদ্ধির সীমা নাই। [illegible] উন্নতি করেন, ততই দেখেন [illegible] উন্নত হওয়া আবশ্যক। [illegible] নিকটে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল সীমা-[illegible] পারে না। আজি তাঁহারা [illegible] পূজা করিলেন, কালি তদপেক্ষা [illegible] করিতে চান; আজি যাঁহারা [illegible] সেবা করিলেন, কালি [illegible] করিবার নিমিত্ত [illegible] টুকু পরোপকার [illegible] কেবল সেইটুকুতে তুষ্টি লাভ করিতে পারেন না। —যিনি [illegible] আপনার চরিত্রে যতটুকু পবিত্রতা দেখিলেন, কালি চরিত্রকে তদপেক্ষা আরও পবিত্র করিতে ব্যাকুল হন; কারণ, ঈশ্বর-পরায়ণ লোকদিগের পক্ষে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বর স্বয়ং আদর্শ, কোন পরিমিত ক্ষুদ্র ধর্ম্ম আদর্শ নহে। তাঁহারা অনন্ত গুণের আকর ঈশ্বরকে দেখিতেছেন; এই জন্য কিছুতেই আপনার ধর্ম্মের উপর সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। যিনি

---

* প্রিয়ে নাভিহৃষ্যেৎ প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ [illegible]। ব্রা ২।৫।৬।

† সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা। ব্রা ১।৯।২। নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। ব্রা ১।৯।৩।

ঈশ্বরের পরিপূর্ণ মঙ্গল ভাব উপলব্ধি করিতেছেন, তিনি কি কখন আপনার পরিমিত সাধুতাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন? তিনি স্বভাবতঃ আপনাতে অতৃপ্ত হইয়া অধিকতর ধর্ম্ম লাভের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। এক একটি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তিনি প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেন বটে, কিন্তু সেই সকল আত্মপ্রসাদ তাঁহাকে আত্মোন্নতি সাধনে অলস করিয়া রাখে না, প্রত্যুত তদ্দ্বারা তিনি অধিকতর বল ধারণ করিয়া ঈশ্বরের অধিকতর সন্নিহিত হইবার জন্য ধাবিত হন। আপনার পরিমিত সাধুতাতে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিলে [illegible] অভিমান আসিয়া তাঁহার [illegible] ক্ষেত্রে [illegible] বীজ বপন করি[illegible] থাকে।

[illegible] বাহ্য [illegible] যেমন দিন দিন অধিকতর [illegible] আনয়ন [illegible] দিতেছে, আপনার [illegible] অতৃপ্তি সেইরূপ অধিকাধিক সাধুতাতে উপনীত করে। মনুষ্য জাতি প্রথমে বন্য অবস্থাতে অবস্থান করিত; কিন্তু যদি সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিত, তাহা হইলে যে [illegible] পৃথিবীর মুখশ্রী দিন দিন সুন্দরতর করিয়া তুলিতেছে, তাহার কি আর সম্ভাবনা হইত;——সেই [illegible] এক সময়ে সমুদায় মনুষ্যই দৃশ্যমান জড় পদার্থকে পূর্ণ ব্রহ্ম বোধে আরাধনা করিত; যদি সেই অবস্থাতেই সকলে তৃপ্ত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে এই বিশ্বব্যাপী মহান্ আত্মাকে কেহ কি উপলব্ধি করিতে পাইত! এক সময়ে মনুষ্য-সমাজে বিবাহের নিয়ম ছিল না; যে পশু ধর্ম্ম এক্ষণে দুরাচারিতা বলিয়া দণ্ডনীয় হইয়া থাকে, তখন তাহাই সাধারণের অনুষ্ঠেয় ছিল; যদি সেই অবস্থাতেই লোকে চিরকাল সন্তুষ্ট হইয়া থাকিত, তাহা হইলে পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্মের আবির্ভাব পৃথিবী কি দেখিতে পাইত। এক্ষণে আমাদের দেশে [illegible] উন্নতির অভাবে যে বহু বিবাহ [illegible] বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে, [illegible] দয়াবান্ মহাত্মাদিগের যত্নে তাহা উঠিয়া গেলে কএক পুরুষ পরেই উহা পূর্ব্বকালের মহাপাপ জনক ব্যভিচার ও পাঞ্চাল কুমারীর পঞ্চ স্বামী গ্রহণের ন্যায় বিস্ময়জনক ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। এইরূপ করিয়াই মনুষ্য জাতির উন্নতি হইয়া আসিতেছে। [illegible] পথের একটি [illegible] করিলেই [illegible] সন্ধান [illegible] তাহাকে [illegible] পারিলেই আবার [illegible] গুণের [illegible] থাকে। একটি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিলেই আশু উন্নতির সোপান অনুভূত হইতে থাকে।

আপনার অন্তর ও আচরণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রত্যেকে বুঝিতে পারিবেন, তিনি কি পরিমাণে ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াছেন। যদি আপনা-আপনি এইরূপ প্রশ্ন করা যায়——ঈশ্বরের প্রতি [illegible] কি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে? [illegible] প্রতি প্রেম ও দয়া কি প্রত্যেক দিন অধিক হইতেছে? অন্যের ধন সম্পত্তি, মান মর্য্যাদা ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে আমি কি নিরন্তর ন্যায়যুক্ত ব্যবহার করিতেছি? পরোপকার কি আমার দিন দিন অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিতেছে? সম্মুখে যে অনন্ত উন্নতি রহিয়াছে, আমি কি [illegible] হইয়া [illegible] লাভ করিতে চেষ্টা [illegible] থাকি, না পূর্ব্বলব্ধ উন্নতির পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া অহঙ্কারের অগ্নিতে তাহাও দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছি?——তাহা হইলে আপনার সাধুতার পরিমাণ অবশ্যই বুঝিতে পারা যাইবে। আপনার উপার্জিত সাধুতাতে অপরিতৃপ্ত হইয়া অধিক সাধু হইবার জন্য

যত চেষ্টা হইবে, ততই নিজের কৃতার্থতা লাভ ও জন সমাজের কল্যাণ হইতে থাকিবে। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রার্থী হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন, তাঁহারা যেন আপনার সাধুতা যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া পরিতৃপ্ত না থাকেন। তাহা হইলে ধর্ম্ম বৃদ্ধির নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, সাধু ইচ্ছার সহকারী পরমেশ্বর তাহা সংযোজন করিয়া দিবেন।

এবং, "কর্ত্তব্যমিতি যৎ কর্ম্ম নাভিমানাৎ সমাচরেৎ।" যাহা ধর্ম্ম, তাহা সাভিমান চিত্তে করিবেক না, এই অনুশাসন অনুসারে যেমন বিনীত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, সেই রূপ কদাপি কুত্রাপি লোক চক্ষুকে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষার স্থান না করিয়া "যৎ কর্ম্মণি [illegible] তত্র স্বাত্মানং নিয়োজয়েৎ" যাহা আমার [illegible], তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবেক এবং "যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোস্য স্যাৎ পরিতোষোহন্তরাত্মনঃ তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জয়েৎ।" যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মার সন্তোষ হয়, অধিক যত্নপূর্ব্বক তাহা করিবেক; তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক। যৎকিঞ্চিৎ সাধুতাতে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিমান আসিয়া যেমন ধর্ম্মোন্নতি সাধনে প্রতিকূলতা করে, লোক-চক্ষুকে ধর্ম্মের পরীক্ষা স্থান করিলেও সেইরূপ পদে পদে বিঘ্ন উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীর মনে ইহা নিরন্তর জাগরূক থাকা উচিত যে, আমার উন্নতিতে বস্তুতই সুখী হন ও আমার দুর্গতিতে বস্তুতই কষ্ট বোধ করেন, এরূপ ধর্ম্ম বন্ধু ও উপদেষ্টা থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু তথাপি আমার পাপ পুণ্যের ও শুভাশুভের [illegible] দায়ী কেহই নাই, সে কেবল আপনি। যে ব্যক্তি লোক-চক্ষুকে [illegible] না করিয়া, আপনার অন্তর্যামী, পাপপুণ্যের সাক্ষী ও [illegible] নিয়ন্তা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া চলে, সেই ব্যক্তিই অবিলম্বে ঈশ্বরের প্রসাদ রূপ শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর অন্তরে যে সকল আদেশ ও উপদেশ প্রেরণ করেন, তাহা পাঠ করিতে ও তাহার উপর নির্ভর করিতে অভ্যাস করিবেক এবং কেবল তাঁহারই নিকট পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক।

বর্ত্তমান বাহ্য অবস্থাকে প্রতিকূল ভাবিয়া ধর্ম্ম বৃদ্ধির নিমিত্ত অবস্থা বিশেষকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ধর্ম্মোন্নতি সাধনের আর একটি চিহ্ন। পাঠদশা ধর্ম্ম সাধনের সময় নয়, সংসারে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিব; যৌবন কালে ধর্ম্ম সাধন হইবে না, বার্দ্ধক্যে ধর্ম্ম সাধন করিব, বিষয় কর্ম্মের সময় ধর্ম্ম সাধন হয় না, অবসর কালে ধর্ম্ম সাধন করিব: এরূপ সংকল্প ও আশা প্রায়ই বিফল হইয়া থাকে। যাঁহারা এই রূপ দীর্ঘসূত্রিতা করিয়া ধর্ম্ম সাধনে বর্ত্তমান কালকে উপেক্ষা করেন, তাঁহারা দিন দিন পশ্চাত্তাপের কারণ সকলই সঞ্চয় করিতে থাকেন। যিনি হস্তগত বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে অনাদর করেন, ভবিষ্যৎ কাল নিষ্ঠুর হইয়া তাঁহাকে কষ্ট দান করে। তাঁহাদের সংকল্পিত অবস্থা হয়ত কোন কালেই উপস্থিত হয় না; অথবা উপস্থিত হইলেও পূর্ব্ববৎ বা তদপেক্ষাও দুর্লঙ্ঘ্যতর বিঘ্ন সকল প্রদর্শন করিতে থাকে। এই রূপ একটি উপাখ্যান আছে—নদীর স্রোতঃ সকল ক্রমাগত এক দিকে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কোন পথিক বিবেচনা করিল যে, পার হইবার নিমিত্ত কষ্ট কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, এই রূপে সমুদায় স্রোতঃ চলিয়া গেলে নদী অবশ্যই শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন অনায়াসে পদব্রজে গমন করা যাইবে; কিন্তু স্রোতেরও শেষ

হইল না, প্রতীক্ষা করিতে করিতে পথিকে-রই জীবন শেষ হইল। অতএব ধর্ম্মোন্নতি সাধনে দীর্ঘসূত্রিতা না করিয়া, "শ্বঃ কার্য্য-মদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকং। নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবা কৃতং।" কল্যকার কার্য্য অদ্য করিয়া লও ও অপরা-হ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নেই সম্পাদন কর; কারণ তুমি কি করিয়াছ আর কি না করিয়াছ, মৃত্যু তাহার জন্য বিলম্ব করিবে না, ইহা স্মরণ করিয়া দিন দিন পুণ্য সঞ্চয় করিবেক। বালক অবধি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলকেই জিজ্ঞাসা কর, সকলেই কহিবে, জীবনের এমন একটী অবস্থাও নাই যে, তখন কোন বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে না। বাল্যকালে ক্রীড়া শক্তি, যৌবনে ভোগ লালসা ও বার্দ্ধক্যে বিষাদ সূচক দুশ্চিন্তা ধর্ম্মোন্নতি সাধনের অত্যন্ত অন্তরায়। বস্তুতঃ বিঘ্নের সহিত সংগ্রামেই ধর্ম্মোন্নতির প্রধান কারণ। আজি একটী নীচ কামনায় আসিয়া হৃদয়কে মলিন করিয়াছে, তাহাকে জয় কর, ধর্ম্ম-পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবে।

বাহ্য আড়ম্বরের পরিমাণ অনুসারে সাধুতার পরিমাণ না করিয়া, সাধু হইবার জন্য অকপট চেষ্টাতেই সাধুতার বৃদ্ধি হয়, ইহা মনে থাকিলে অবস্থা বৈগুণ্য আর ধর্ম্ম সাধনের অন্তরায় বলিয়া ভয় হইবে না। ঈশ্বর পরিশ্রমের পরিমাণ অনুসারে পুরস্কৃত করেন। ধনবান ও দরিদ্র, রাজা ও প্রজা, প্রভু ও ভৃত্য, পিতা ও পুত্র, সকলের পক্ষেই ধর্ম্মোন্নতি সাধন আবশ্যক এবং সকলের পক্ষেই তাহা সাধ্য। বাহ্য অবস্থা যেরূপই হউক, যে সকল আন্তরিক মহৎগুণ—পবিত্র চিন্তা, সাধু ইচ্ছা, ভক্তি, প্রেম, ন্যায় দয়া—হইতে মধু স্বরূপ ধর্ম্ম জন্ম গ্রহণ করে, তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া কি অট্টালিকায়, কি পর্ণ কুটীরে, কি বিদ্যালয়ে, কি কর্ম্ম ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই [illegible] পারে। যাহার সাধু হইবার আন্তরিক [illegible] নাই, তাহাকে দিবারাত্র তীর্থ মধ্যে বাস করিতে দিলেও, যেমন মহাভারতের এক [illegible] বনবাসী হইয়াও হরিণের মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তপোনাশ করিয়া ছিলেন, সেই রূপ সে ব্যক্তিও ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে পাপের সেবা করি-য়াই পবিত্র তীর্থ মন্দিরকেও কলঙ্কিত করিয়া থাকে। ঈশ্বর যখন যে অবস্থায় রাখিবেন, তখন সেই অবস্থাতেই সাধু থাকিবার নিমিত্ত ও সাধুতা বৃদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করিতে হইবে। ধর্ম্ম সম্পদের পবিত্রতা সম্পাদন করে, ধর্ম্ম বিপদের ভার লঘু করিয়া দেয়। সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম সেবনীয় ও সাধনীয় হইয়া থাকে। যিনি শুদ্ধ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক থাকিবার জন্য অকপট চেষ্টা করিবেন, তাঁহার চেষ্টা কখনই ফলশূন্য হইবে না। তাঁহার বাহ্য অনুষ্ঠান যদিও বিফল হইয়া যায়, তথাপি তাঁহার আন্তরিক পবিত্র কামনা ঈশ্বরের চক্ষুতে কখনই অপরিগণিত থাকিবে না। "ধর্ম্মে কার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ। প্রাপ্তো ভাতি তৎপুণ্য-মত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।"

হিন্দু-শাস্ত্র ও হিন্দু-জাতি।

আমরা নিঃসংশয়ে ভরসা করিতে পারি, যদি হিন্দুজাতি পুনরায় পূর্ব্ব কালের ন্যায় মনোযোগ হিন্দুশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা করেন, তাহা হইলে এদেশের ধর্ম্ম প্রণালী অবশ্যই উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। হিন্দু-শাস্ত্রের সংখ্যা যেমন অল্প নয়, অতিরিক্ত বিষয়েও হিন্দুশাস্ত্র সেই রূপ [illegible]। প্রত্যেক হিন্দুই হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব স্মরণ করিয়া অভিমান প্রকাশ করেন, কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রে তাঁহাদের কত দূর জ্ঞান আছে, যদি যখন কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তবে

তাঁহার নিকটে সেই অভিমান প্রকাশ নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। মহামূল্য বেদ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র যাঁহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি, তাঁহাদের পক্ষে অভিমান করিবার যথেষ্ট সামগ্রী বিদ্যমান আছে, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি ইহা জানিতে পারা যায় যে, সেই সমস্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনার কথা দূরে থাকুক, তাহার অধিকাংশের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সেই অভিমান বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে! কোন পল্লীগ্রামে কতকগুলি অশিক্ষিত সামান্য লোক অবস্থান করিত, ভদ্র লোকের মধ্যে সেই গ্রামে তাহাদের পুরোহিত মাত্র ছিলেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহারও কোন জ্ঞান ছিল না। তিনি যেন তেন প্রকারেণ গ্রাম বাসীদিগের যাজ্ঞা ক্রিয়া করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু শাস্ত্র বিষয়ে অনুরাগ থাকাতে তিনি পুত্রকে নবদ্বীপে স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়া দেন। পুত্র প্রায় দশ বৎসর নবদ্বীপে থাকিয়া স্মৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেই তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। সুতরাং পরিবার পালন ও যজমান রক্ষার ভার তাঁহার উপরেই পড়িল। তথাপি তিনি সর্ব্বদাই শাস্ত্র চিন্তায় কাল যাপন করিতেন। যজমানেরা তাঁহার পিতার সময়ে যে রূপ করিত, তদনুসারে প্রতিদিন ক্ষেত্রের কর্ম্মাদি সমাপন করিয়া সায়ংকালে তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিত। কিন্তু তিনি সন্ধ্যা বন্দনাদি ও শাস্ত্র চিন্তার অনুরোধে তাহাদিগের সহিত অধিক আলাপ করিতে পারিতেন না। এই দেখিয়াই যজমানদিগের মনে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে সংশয় জন্মে। পরিশেষে এক দিন কোন যজমান আপনার পিতৃ শ্রাদ্ধের দিন জানিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে। তিনি যথা রীতি দিন স্থির করিবার নিমিত্ত কোন্ মাসের কোন্ তিথিতে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিবা মাত্রই, সেখানে যত লোক ছিল, সকলেই উপহাস পূর্ব্বক হাস্য করিয়া উঠিল, এবং তাঁহার পিতা দশ বৎসর শিক্ষার জন্য বৃথা ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। ক্রমে সম্প্রদায় যজমান বিঘটিত হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ ভার হইয়া উঠিল। তাঁহার পিতা কি রূপ করিয়া শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা প্রদান করিতেন, তাহা তাঁহার গত [illegible] জানিতেন। তিনি পুত্রকে এই উপদেশ করিলেন——তুমি সন্ধ্যাহ্নিক ও শাস্ত্র চিন্তা সংক্ষেপ করিয়া কৃষি কর্ম্মাদির কথা লইয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিবে এবং কেহ শ্রাদ্ধের দিন জিজ্ঞাসা করিলে, যে দিন হাট বসিবে, তাহার পরদিনে শ্রাদ্ধের দিন স্থির করিয়া দিবে। তোমার পিতা এই রূপ করিতেন। পুত্র হতবুদ্ধি হইয়া অগত্যা সেই পথ অবলম্বন করিলেন। যজমানেরা মহা সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার আনুগত্য করিতে লাগিল। আমাদের হিন্দু সমাজ এক্ষণে সেই রূপ যজমানে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রের আলোচনা আর কে প্রত্যাশা করিতে পারে।

যাঁহাদিগের উপর আমাদের শাস্ত্র রক্ষার ভার সমর্পিত আছে, তাঁহারা যজমানের পাত্র তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের সহিত কহিতেছি, হিন্দুদিগের শাস্ত্রসিন্ধু বস্তুতঃই সম্মুখে "অস্পৃষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে," তাঁহারা "কেবল তীরস্থিত উপল খণ্ড সংকলন করিয়া" আপনাদিগকে শাস্ত্রী বলিয়া অভিমান করিতেছেন। শাস্ত্র সকলের তালিকা করিতে হইলে এ রূপ কএক

খণ্ড তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আবশ্যক হয়; কিন্তু ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গ দেশের শাস্ত্রীদিগের পাঠের পরিমাণ স্মরণ করিলে যুগপৎ দুঃখ ও লজ্জায় অভিভূত হইতে হয়। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের সহিত যে প্রকাণ্ড বেদ চতুষ্টয় সমুদায় হিন্দুশাস্ত্রের মূল বলিয়া সম্মানিত হয়, এক্ষণে তাহার পাঠ ও পাঠনা কি রূপ প্রচলিত আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে আর কোন্ ব্যক্তি ইহাঁদিগকে শাস্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে পারে। আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে কাশী ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে কএকটি স্থানে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু অনেকেই যৎকিঞ্চিৎ অংশ মাত্র পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হন এবং যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই তাহার অর্থ জানেন না। বঙ্গদেশে সেই আদি গ্রন্থ বেদের কি রূপ পাঠ ও পাঠনা হয়, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রাভিমানের কথা স্মরণ করিলে হাস্য সংবরণ দুষ্কর হইয়া উঠে। বাল্যকালে উপনয়নের পর সন্ধ্যা নামক যে কএকটি মন্ত্র অভ্যাস করিতে হয়, তাহার কোন্ মন্ত্রটি কোন্ বেদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এক জনও জানেন না, এক শত অধ্যাপকের মধ্যে এক ব্যক্তি গুণবিষ্ণু বা কালেশী প্রভৃতি আর কোন টীকাকারের সাহায্য লইয়াও যাহার অর্থ করিতে পারিলে মহা পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন। সেই সন্ধ্যাটুকু মাত্র বঙ্গদেশের বেদ পাঠের সীমা। তদ্ভিন্ন, বিবাহাদি গৃহ কর্ম্ম ও ব্রতপ্রতিষ্ঠাদির কুশণ্ডিকানুষ্ঠান কালে যে কএকটি বেদমন্ত্র পঠিত হয়, অর্থ বোধের কথা দূরে থাকুক, তাহার উচ্চারণ-দরিদ্রতা দর্শন করিলে অত্যন্ত ক্ষোভের উদয় হয়। স্মৃতিশাস্ত্র-বিষয়ক জ্ঞান ইহা অপেক্ষা তুষ্টিকর নহে। আশ্বলায়ন প্রভৃতি মহর্ষিগণ বেদের বিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ ভাগ আলোড়ন ও পুরাতন আচার ব্যবহার সকল স্মরণ করিয়া যে সমস্ত শ্রৌত, গৃহ্য ও সাময়াচারিক সূত্র গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন, যাহার তাৎপর্য্য সংকলন পূর্ব্বক মানবীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রভৃতি স্মৃতি সংহিতা সকল প্রস্তুত হইয়াছে, স্মার্ত্তবাগীশদিগের সহিত আলাপ করিলেই দৃষ্ট হইবে, তাঁহারা তাহার ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করেন নাই। মনুসংহিতা অত্রিসংহিতা প্রভৃতি মূল স্মৃতি সমুদায়ের পাঠ ও পাঠনাও কোন চতুষ্পাঠীতে দৃষ্ট হইবে না। নবদ্বীপ নিবাসী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নামে যে সামান্য সংগ্রহ মাত্র করিয়া গিয়াছেন, যিনি তাঁহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে প্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া পরিগণিত হন। পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় একত্র করিলে রাশীকৃত হইয়া উঠে। তাহা পাঠ করিলে কেবল যে পুরাতন আচার ব্যবহার মাত্র অবগত হওয়া যায় তাহা নহে, ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে অত্যন্ত সাহায্য লাভ হইতে পারে। যাঁহারা কেবল পাঠকতা ও কথকতা ব্যবসায় করিয়া থাকেন, পুরাণের যাহা কিছু সামান্য তত্ত্ব কেবল তাঁহাদিগেরই নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্ত্র শাস্ত্রের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু যাহাতে গুরুদিগের শিষ্য রক্ষা রূপ বাণিজ্য মাত্র চলিতে পারে, তদুপযোগী করিয়া কৃষ্ণানন্দ যে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিলেই তন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া যায়। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় মূল তন্ত্রও প্রায় নির্মূল হইয়া উঠিতেছে। যাঁহাদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল এই রূপ অবজ্ঞাত হইয়া আছে, তাঁহাদিগের শাস্ত্রাভিমান বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে। যে জাতি কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চলেন, শাস্ত্রের সহিত তাঁহাদিগের

সাকার-উপাসকদিগের প্রশ্ন।

সাকার উপাসক হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে এই রূপ জিজ্ঞাসা করেন যে, "আমরা মনের সহিত বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর শরীরী এবং এই বিশ্বাস অনুসারে তাঁহার উপাসনা করি; যদি ঈশ্বর শরীরী না হন, তাহা হইলে কি এই উপাসনা নিষ্ফল হইবে, অথবা ইহা হইতে অশুভ ফল উৎপন্ন হইবে? ঈশ্বর অন্তর্যামী, তিনি আমাদের মনের ভাব সমুদায়ই জানিতে-ছেন, আমাদের [illegible] আমরা সে [illegible] থাকি, যদি উহা ভ্রম-মূলক হয়, তবে কি ইহা পাপ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে?" আমরা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকি। অতএব একবার পত্রিকাতে এই প্রশ্নের আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

প্রথমতঃ—যদিও ভ্রম হইতে নানাবিধ পাপের উৎপত্তি হইয়াছে, তথাপি ভ্রম ও পাপ এক পদার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পরমেশ্বর প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয় ও সনাতন ধর্ম্ম নিয়ম সকলও প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। জ্ঞান পূর্ব্বক হউক, আর অজ্ঞান পূর্ব্বক হউক সেই সমস্ত ধর্ম্ম নিয়মের কোনটি লঙ্ঘন করিলেই পাপ হয়। তবে অজ্ঞানকৃত পাপ অপেক্ষা জ্ঞানকৃত পাপ যে গুরুতর, তাহা সহজ বুদ্ধিতেই প্রতীয়মান হইবে। ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া বিশ্বাস করা একটি ভ্রান্তি, পাপ নহে; ঐ ভ্রান্তির সহিত ধর্ম্মনীতি কি পরিমাণে লঙ্ঘিত ও কি পরিমাণে প্রতিপালিত হয়, তাহা লইয়াই পাপ পুণ্যের বিচার করিতে হয়। স্থূল বুদ্ধি লোকে তাঁহাকে জড় বলিয়া দেখিতেছে; অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ লোকে তাঁহাকে সামান্য চন্দ্রের ন্যায় না ভাবিয়া মনুষ্যের ন্যায় শরীরী বলিয়া ভাবিতেছে; অনেকে তদপেক্ষা উন্নত হইয়া তাঁহাকে অশরীর বলিয়া বুঝিয়াছেন; কিন্তু ক্রোধাদি মনের ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে আরোপ করিতেছেন; অনেকে আরও উন্নত হইয়া ক্রোধাদি পশু ভাব হইতে বিমুক্ত বলিয়া ভাবিতেছেন বটে, কিন্তু পরিমিত আত্মার দয়া মায়া প্রভৃতি তাঁহাতে আরোপ করিয়া ধ্যান করি-তেছেন; [illegible] তদপেক্ষা উন্নত হইয়া [illegible] অন্তর্যামী [illegible] মঙ্গল [illegible] করিতেছেন—এই রূপে [illegible] সোপানে সত্যের সন্নিহিত হইতে হইতে পরিশেষে প্রকৃত সত্য লাভ করিতে-ছেন; ইহার কোন সোপানে আরোহণই পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু সত্যের অবলম্বনে যে ফল উৎপন্ন হয়, ভ্রান্তি হইতে কখনই সে ফল প্রত্যাশা করা যায় না। মনুষ্য আপনার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে যাহা কিছু করিতেছেন, তাহা সত্য হইতেও পারে, মিথ্যাও হইতে পারে; যে পরিমাণে তাহা সত্য হইবে, সেই পরিমাণে তাহা হইতে ধর্ম্ম লাভ হইবে। কেহ যদি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, বিশ্বাসের গুণে সেই মিথ্যা কদাপি সত্য হইয়া উঠিবে না এবং সত্যের ন্যায় ফলও উৎপন্ন করিতে পারিবে না। জ্ঞান পূর্ব্বক মিথ্যাবলম্বন ও অজ্ঞান পূর্ব্বক মিথ্যা-বলম্বন এক শ্রেণীতে গণিত হয় না বটে, কিন্তু অজ্ঞানকৃত মিথ্যাও কদাপি সত্যের আসনে উপবেশন করিতে সমর্থ নহে। অকপটে আপনার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনু-সারে চলিয়া যদি ভ্রান্তিতে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে সে ভ্রান্তি পাপ কর্ম্মের ন্যায় দণ্ডনীয় নয় বলিয়া যে পুণ্য কর্ম্মের ন্যায় পুরস্কার যোগ্য হইবে, তাহাও নহে।

বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মাত্মা শরীর রূপ জড় আবরণে আবৃত নহেন। জড় পদার্থ সৃষ্ট; তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলেন, পরে তিনি যে জড় সৃষ্টি করিলেন, সেই জড় পদার্থে নির্ম্মিত শরীরে বাস করেন বলিলে বদতোব্যাঘাত হইয়া উঠে। অতএব ঈশ্বরকে শরীরী বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা সত্য নহে। যাঁহারা শরীরী ঈশ্বরকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের চেষ্টা কখনই সফল হইবে না, কেননা সেরূপ ঈশ্বর নাই। তাঁহারা এখানে নিরাকার ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করিতে অভ্যাস করেন না, সুতরাং তাঁহাকে লাভ করিবার পক্ষেও তাঁহাদের যে ব্যাঘাত ঘটিতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে; যিনি হৃদয়ে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে দূরস্থ ভাবিয়া বাহিরে বাহিরে বৃথা ভ্রমণ হইতেছে, ইহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় আর কি হইতে পারে? গৃহে ধন থাকিলেও যদি দরিদ্রতার কষ্টে হাহাকার করিতে হয় তবে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দশা আর কি হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ—অনেকে মনে করেন বটে যে, তাঁহারা নিজের জ্ঞান ও নিজের বিশ্বাস অনুসারে চলিতেছেন; কিন্তু ইহার মূলেই ভুল হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা নিজের জ্ঞান ও নিজের বিশ্বাসানুসারে চলিতেছেন, কি অন্যের জ্ঞান ও অন্যের বিশ্বাস অনুসারে চলিতেছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না। নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, নিজে যাহা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া জানিলাম এবং নিজে যাহা বুঝিতে পারিলাম, তাহাই নিজের জ্ঞান ও নিজের বিশ্বাস হইল। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, সে জ্ঞান ও সে বিশ্বাস কি তাঁহাদের নিজের জ্ঞান ও নিজের বিশ্বাস? তাঁহারা কি নিজে দেখিয়াছেন, নিজে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন? না অন্যের বাক্য ও লেখার উপর নির্ভর করিয়া কেবল মনে করিয়া লইতেছেন? ঈশ্বর প্রতি-ব্যক্তিকেই নিজের জন্য দায়ী করিয়াছেন, প্রতি-ব্যক্তিকেই ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি দিয়াছেন এবং প্রতি-ব্যক্তিরই অন্তর্যামী হইয়া "বুদ্ধি বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন" "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।" যাঁহারা ইহার উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অন্যের বাক্যে ও লেখায় বিশ্বাস করিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হন, তাঁহাদের সে ভ্রান্তি নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে চলাতে উৎপন্ন হয় নাই; প্রত্যুত নিজের জ্ঞান ও নিজের বিশ্বাস অনুসারে না চলাতেই তাহা উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি আপনি বিচার করিয়া দেখে, ঈশ্বরের যে শরীর আছে, ইহা সে কখনই বিশ্বাস করিতে পারে না। শরীর পঞ্চভূতের সংযোগে উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহার এক জন নির্ম্মাতা চাই। পূর্ব্বে কোন ভৌতিক পদার্থও ছিল না। ঈশ্বরের শরীরের জন্য কে ভৌতিক পদার্থ সকল সৃষ্টি করিল এবং কে তাহা সংযোগ করিয়া ঈশ্বরের শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যদি কেহ বলেন, তিনি আপনিই আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তবে তাঁহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই শরীর নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর অশরীরী ছিলেন। যিনি পূর্ব্বে অশরীরী ছিলেন, তিনি এখন অশরীরী হইয়া নাই ইহা কে জানিল? বস্তুতঃ আপনা আপনি বিচার করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে অনন্ত দেবের শরীর থাকিতে পারে না। আপনার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিলে যে দশা হয়, আপনার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিতে চেষ্টা না করিলে সেই দশা ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ কি।

তৃতীয়তঃ—জ্ঞান ও বিশ্বাস যে রূপই

হউক, তদনুযায়ী কার্য্য যাহাই ধর্ম্ম হইতে পারে না, প্রত্যুত তাহা যে পরিমাণে চির-প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ হইবে, সেই পরিমাণে তাহা হইতে অশুভ ফল উৎ-পন্ন হইবে। কেহ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন বলিয়া কদাপি তাহা ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে না। কোন দেশের লোকে নরবলি প্রদান ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, কোন সম্প্রদায় অন্য ধর্ম্মাবলম্বী দিগের প্রাণ সংহার করাও ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, কোন কোন শাস্ত্রে মদ্যপান ও ব্যভিচারও ধর্ম্ম-বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করে; কেবল বিশ্বা-সের গুণে যদি এই সমুদায় ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে সকল ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা হইতেও যদি তাহা উৎপন্ন হয়, এবং ঐ সকল অনুষ্ঠানেও যদি মনুষ্যের আত্মা পাপ রোগে আক্রান্ত না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম শিক্ষারও প্রয়োজন নাই, ধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞানোন্নতিরও প্রয়োজন নাই এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম পৃথক্ করিবারও প্রয়োজন নাই; কেননা যে যাহা ধর্ম্ম জ্ঞান করিবে, তাহাতেই তাহার পরিত্রাণ হইবে। অন্যকে দয়া করিয়া যে ফল উৎপন্ন হয়, অন্যকে হত্যা করিয়া কেবল বিশ্বাসের গুণে সেই ফল উৎপন্ন হইবে? পতিব্রতা যে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন, ব্যভিচারিণীও কেবল বিশ্বাসের গুণে সেই ফল প্রাপ্ত হইবে? কুলপাবন সৎপুত্র মাতা পিতার সেবা করিয়া যে ফল লাভ করিবেন, যাহারা বৃদ্ধ মাতা পিতাকে হত্যা করিয়া ভোজন করে, তাহারাও কেবল বিশ্বাসের গুণে সেই ফল পাইবে? ইহাদের গতি ভিন্ন ভিন্ন হইবে না? ইহলোকেই দৃষ্ট হয়, জ্ঞান-কৃত পাপের জন্যও অনুশোচনা হইয়া থাকে, অজ্ঞানকৃত পাপের জন্যও অনুশোচনা হইয়া থাকে। জ্ঞানকৃত পাপ ও অজ্ঞানকৃত পাপে অবশ্যই প্রভেদ থাকিবে; কিন্তু

কথায় [illegible] হইয়া থাকিতে না। যাঁহারা [illegible] করেন, তাঁহারা দেখিবেন, কোন কোন সাকার উপা-সনাতে ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ কার্য্য সকলও বিহিত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে এবং কেবল পূর্ব্ব-কালে নয়, এখনও সময়ে সময়ে তাহার অনু-ষ্ঠানের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন সাধন তে মদ্যপান ও ব্যভিচারও ধর্ম্ম-সাধ-নের অঙ্গ বলিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই অবগত আছেন; পূর্ব্ববাঙ্গলার মধ্যে কোন কোন কালী মূর্ত্তির নিকটে এই সুশা-সন সময়েও কখন কখন গুপ্তভাবে নরবলি প্রদান হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ কার্য্য আর কি হইতে পারে? সাধারণতঃ এ দেশের সাকার উপাসনার পদ্ধতিতে ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ বিধি সকল বিহিত হয় নাই বটে এবং শাস্ত্রেও ক্ষমা দয়া প্রেম ন্যায় প্রভৃতির অনুষ্ঠান বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজি কালি পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্য দান প্রভৃতি অনুষ্ঠান সকলই প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ন্যায়পথে থাকা, সত্য কথা কওয়া, জিতেন্দ্রিয় হওয়া ও পরোপ-কার করা তদপেক্ষা গুরুতর অনুষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হয় না। ঈশ্বরকে সাকার রূপে উপাসনা করিলেও ধর্ম্ম-নীতি বিরুদ্ধ পাপ-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাবান্, ভক্তি-সম্পন্ন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও পরোপ-কারী হইয়া অবস্থান করা যাইতে পারে। যে সকল সাকার-উপাসক, উক্ত প্রকারে পবিত্র ধর্ম্ম-নীতি সকল প্রতিপালন করিবেন, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা-জনিত পরম পুরুষার্থ লাভে বঞ্চিত হইলেও সাধু-তার আর সমুদায় শুভ ফল প্রাপ্ত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পুনরায় জিজ্ঞা-সিত হইতেছে যে, বিশ্বাসী হইয়া যাহারে

অন্তর বাহিরে অনুভব করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে বঞ্চিত হওয়াও সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে।

পরিশেষে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে যে, লোকে যে সকল শাস্ত্রকে প্রমাণ করিয়া ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া অবধারণ করিতেছে, সেই সকল শাস্ত্রেই ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর চিন্ময় অদ্বিতীয় নিরাকার ও নির্ব্বিকার; কেবল অল্প বুদ্ধি লোকদিগের জন্য তাঁহার হস্ত পদাদি কল্পিত হইয়াছে; ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এ সকল নিষ্প্রয়োজন হয়।

প্রথম সৃষ্ট মনুষ্যের প্রথম দৈহিক-গতি, প্রথম ইন্দ্রিয়-বোধ ও প্রথম বুদ্ধি-ক্রিয়া সম্বন্ধে আত্ম-বৃত্তান্ত।

সেই প্রথম মুহূর্ত্ত—যৎকালে আমার এই আশ্চর্য্য অস্তিত্ব সর্ব্ব প্রথমে আমি অনুভব করিলাম—সেই মুহূর্ত্ত কি আনন্দ ও বিষাদপূর্ণ তাহা এক্ষণেও আমার স্মরণ হয়। আমি জানিতাম না আমি কি, কোথায় আছি বা কোথা হইতে আসিয়াছি। আমি নেত্র উন্মীলন করিলাম, আর কত কত বিচিত্র বস্তু আমার ইন্দ্রিয়ের গোচর হইল। রজত কান্তি সূর্য্যালোক, নীলাম্বর গগন মণ্ডল, হরিদ্বর্ণ ধরাতল, দর্পণ-সদৃশ স্বচ্ছ জলরাশি, সকলই আমাকে অধিকার করিল—উত্তেজিত করিল ও আমার মন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে প্লাবিত হইল। এই সদ্যো-জাত বিশ্বাসটি আমার মনে বদ্ধমুল হইতে না হইতে আমি জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, তাহার তীক্ষ্ণ প্রভায় আমার নেত্র আহত হইল, অমনি আমি অজ্ঞাতসারে নেত্র পত্র নিমীলিত করিলাম ও এক প্রকার ঈষৎ কষ্টের ভাব মনোমধ্যে অনুভূত হইতে লাগিল। এই প্রকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি। প্রপীড়িত ও চমৎকৃত হইয়া আমার এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন মনোমধ্যে চিন্তা করিতেছি; এমত সময়ে বিহঙ্গগণের কল কল ধ্বনি ও বায়ুর স্বন স্বন শব্দে এরূপ একটী মনোহর সঙ্গীত-লহরী উত্থিত হইল, যে তাহাতে আমার অন্তরের গভীর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল; আমি তাহা অনেকক্ষণ শ্রবণ করিলাম ও শীঘ্রই আমার প্রতীতি হইল যেন আমিই ঐ মধুর সঙ্গীত।

এই নূতন প্রকার অস্তিত্বের চিন্তায় আমার মন এরূপ অধিকৃত হইল যে, আমি আলোককে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলাম; যে আলোক ইতি পূর্ব্বে আমার অস্তিত্বের অপরাংশ বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছিল। কিয়ৎ কালপরে আমি পুনর্ব্বার চক্ষু উন্মীলন করিলাম, ঐ সমস্ত উজ্জ্বল পদার্থ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আমার কি অপার আনন্দ হইল! প্রথমে যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা হইতে এই আনন্দ শত গুণ অধিক হইল; ও কিছু কালের নিমিত্ত শব্দের মোহিনী শক্তি মন হইতে বিদায় লইল।

শত শত বিচিত্র পদার্থ আমার এক্ষণে নয়ন পথে পতিত হইল, ও শীঘ্রই জানিতে পারিলাম যে ঐ সকল পদার্থ আমি ইচ্ছা করিলে হারাইতে পারি ও ইচ্ছা করিলে প্রাপ্ত হইতে পারি—আমার সুন্দর অংশকে চাই আমি বিনাশ করিতে পারি—চাই প্রকাশ করিতে পারি। যদিও ঐ সমস্ত পদার্থ আমার নিকট অতি বৃহৎ ও অসীম বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তথাপি আমার

এটী বিশ্বাস হইয়াছিল যে ঐ সমস্ত পদার্থ আমার অস্তিত্বের অংশ মাত্র।

এই রূপে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আমি বিবিধ বস্তু দৃষ্টি করিতেছি ও নানা প্রকার মনোহর স্বর শ্রবণ করিতেছি, এমন সময়ে মন্দ মন্দ সুগন্ধ সমীরণ আমার গাত্র স্পর্শ-করত আমার শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত করিল ও স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি আপনা হইতেই এক প্রকার প্রীতি জন্মিল। এই সকল বিচিত্র ভাব দ্বারা উত্তেজিত ও আমার এই সুন্দর ও মহৎ অস্তিত্বের বিবিধ সুখে মুগ্ধ হইয়া আমি অকস্মাৎ দণ্ডায়মান হইলাম, ও যেন এক প্রকার অদৃশ্য শক্তি আমার শরীরকে চালিত করিল —আমি এক পদ মাত্র অগ্রসর হইলাম। আমার এই নূতন অবস্থা মনোমধ্যে অনুভব করিয়া এরূপ বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইলাম যে আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলাম না। আমার মনে হইল যেন আমার অস্তিত্ব আমা হইতে পলায়ন করিতেছে। আমার শরীরের গতি নিবন্ধন সকল পদার্থের মধ্যে এক প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল; আমার মনে হইয়াছিল যেন সকলই স্থানচ্যুত ও বিচলিত হইতেছে। আমার মস্তকে হাত দিলাম, আমার ললাটদেশ ও নেত্রদ্বয় হস্ত দ্বারা অনুভব করিলাম —সমস্ত শরীর স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, তৎকালে আমার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে হস্তই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গ বলিয়া বোধ হইল। শব্দ ও আলোক দ্বারা পূর্ব্বে যেরূপ সুখ অনুভব করিয়াছিলাম তাহার তুলনায় এই অঙ্গটীর যে রূপ স্পষ্টতা ও সম্পূর্ণতা আমার অনুভব হইল, তাহাতে আমার অস্তিত্বের এই সার অংশটীর প্রতি আমার অপেক্ষাকৃত অধিক আসক্তি হইল ও এক্ষণে আমার মনের ভাব সকল ও পূর্ব্বাপেক্ষা যেন অধিক সারত্ব ও গভীরতা লাভ করিল।

আমার শরীরের যে কোন অংশ স্পর্শ করিতে লাগিলাম—সেই অংশটী ও হস্ত—এই উভয়ের মধ্যে যেন স্পর্শ বোধের বিনিময় হইতে লাগিল ও প্রতিবার স্পর্শ করিবা মাত্র আমার আত্মাতে যেন একটী যুগল ভাবের অনুভব হইতে লাগিল।

অনতিবিলম্বেই জানিতে পারিলাম, যে এই স্পর্শ বোধ আমার অস্তিত্বের সমস্ত অংশেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং আমার যে অস্তিত্ব পূর্ব্বে বিস্তৃতিতে অসীম বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহার সীমা এক্ষণে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলাম।

এই রূপ অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—অতীব আহ্লাদের সহিত আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমার হস্ত চক্ষু হইতে যত দূরে লইয়া যাইতে লাগিলাম, ততই আমার মনোমধ্যে অদ্ভূত ভাবের উদয় হইতে লাগিল; এই রূপ হস্তের গতি নিবন্ধন বোধ হইল যেন এক প্রকার নূতন অস্তিত্ব আমা হইতে পলায়ন করিতেছে—যেন কতকগুলি সমান পদার্থ একাদিক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। তৎপরে আমার হস্তকে চক্ষুর নিকটে আনয়ন করিলাম, তখন বোধ হইল যেন হস্ত আমার সমস্ত শরীর অপেক্ষা বৃহৎ ও হস্তের ব্যবধানে অসংখ্য পদার্থ আমার দৃষ্টি হইতে তিরোহিত হইয়া গেল।

আমার এক্ষণে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এই সকল ভাব যাহা আমি চক্ষুর দ্বারা অর্জ্জন করিতেছি, তাহা বোধ হয় ভ্রমাত্মক। আমি পূর্ব্বে স্পষ্ট দেখিয়াছিলাম যে, হস্ত আমার শরীরের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র কিন্তু কি রূপে হস্ত এক্ষণে এরূপ বৃহৎ বলিয়া বোধ হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমার এই প্রতিজ্ঞা হইল যে, স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যতীত আর কোন ইন্দ্রিয়কে

বিশ্বাস করিব না, যে হেতু স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা এ পর্য্যন্ত একবারও প্রবৃত্তি দেয় নাই।

এই রূপ সাবধানতার ফল শীঘ্রই ফলিল। আকাশের দিকে মস্তক উন্নত করিয়া সামনে চলিতে লাগিলাম—একটা তাল-বৃক্ষের উপরে গিয়া পড়িলাম। ঈষৎ আহত হইবা মাত্র ত্রস্ত হইয়া, ঐ অপরিচিত পদার্থটীকে স্পর্শ করিয়া দেখিলাম; অপরিচিত বলিয়া আমার এই জন্য বোধ হইল যে ঐ বৃক্ষ এবং আমার হস্ত এই উভয়ের মধ্যে স্পর্শ বোধের সঞ্চার না হইয়া কেবল আমার হস্তেতেই স্পর্শ অনুভূত হইল। পরন্তু যৎকালে আপন শরীর স্পর্শ করিয়াছিলাম, তখন স্পৃষ্ট-অংশ এবং হস্ত উভয়েই স্পর্শ অনুভূত হইয়াছিল, আমি ভীত হইয়া পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলাম ও এই বার প্রথম জানিলাম যে, আমার বাহিরেও পদার্থ আছে।

এই নূতন আবিষ্ক্রিয়াটী মনে মনে অত্যন্ত আন্দোলন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই নিশ্চয় হইল না, তৎপরে এই ঘটনাটীর বিষয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, যে প্রকারে আমার শরীরের ভিন্ন অংশ সমুদায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম, বাহিরের বস্তুও সেই রূপ করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। স্পর্শ না করিলে কোন অস্তিত্বই নিশ্চিত রূপে জানা যাইবে না।

এক্ষণে আমার এই চেষ্টা হইল যে, যাহা কিছু দেখিব তাহাই স্পর্শ করিব; সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে আমার ইচ্ছা হইল, আমি হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সূর্য্যকে ধরিতে গেলাম—কিন্তু আমার সে চেষ্টা শূন্য মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। এই রূপে যতই পরীক্ষা করিয়া দেখি, ততই আশ্চর্য্য হইতে আশ্চর্য্যে উপনীত হই। সকল পদার্থই তখন আমার নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুভব হইল। হস্তকে যথার্থ পথে চালনা করিবার নিমিত্ত চক্ষুকে কি রূপে নিয়োগ করিতে হয়, তাহা অনেক পরীক্ষার পর শিক্ষা করিলাম।

দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা এক প্রকার ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা আর এক প্রকার ভাব গ্রহণ করিতাম—এই উভয়গত ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য না হওয়া প্রযুক্ত, আমি দূরাদূর বিষয়ে যথার্থ বিচার করিতে সমর্থ হইতাম না।

চক্ষু দ্বারা যে বস্তুই দেখিতাম তাহাই আমার নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হইত—ও হস্ত দ্বারা তাহা স্পর্শ করিতে গিয়াই নিরাশ হইতাম, আমার সমস্ত অস্তিত্বই তখন শৃঙ্খলা রহিত বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইত।

আমি কি পদার্থ এই গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াও পূর্ব্ব পরীক্ষিত পরস্পর বিরোধী ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া আমি দীন ভাবাপন্ন হইলাম। যতই আমি চিন্তা করি, ততই আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই রূপ, নানা সন্দেহ ও চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া আমার জানুদ্বয় আপনা হইতেই অবনত হইল—শরীর বিশ্রামের অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

এই রূপ অবস্থায় একটী সুন্দর বৃক্ষের তলায় আসীন আছি—দেখিলাম একটী ফলের গুচ্ছ শাখা হইতে অবনত হইয়া রহিয়াছে—আমি তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবা মাত্র পক্ক ফলের ন্যায় সহজেই শাখা হইতে বিচ্যুত হইল। ঐ গুচ্ছ হইতে আমি একটী ফল গ্রহণ করিলাম; আমার বোধ হইল যেন আমি একটী মহা জয় সাধন করিলাম ও এ রূপ একটী সমগ্র অস্তিত্বকে কর পুটে ধারণ করিয়া রাখিবার আমার ক্ষমতা আছে এই মনে করিয়া আমি অত্যন্ত গর্ব্বিত হইলাম। ঐ ফলটীর গুরুত্ব যদিও অতি অল্প ছিল; তথাপি আমার মনে হইতে লাগিল

যেন আমার হস্ত অত্যন্ত বাধা প্রাপ্ত হইতেছে এবং এই বাধা জয় করিবার [illegible] আমার অত্যন্ত আমোদ জন্মিল। ঐ ফলটার নিকটে চক্ষু [illegible] গিয়া; তাহার গঠন ও বর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তৎপরে এক প্রকার সুগন্ধ পাইয়া আরও তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম; আমার ওষ্ঠদ্বয় তাহাতে প্রায় সংলগ্ন হইল; আমি দীর্ঘ রূপে নিঃশ্বাস টানিয়া তাহার সুগন্ধ সম্ভোগ করিতে লাগিলাম; এই রূপে নিঃশ্বাস গ্রহণ দ্বারা, আমার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত যেন সুগন্ধে পরিপূর্ণ হইল। এই সুগন্ধ যাহা আমার অভ্যন্তরে অনুভব করিতেছিলাম, তাহা পূর্ব্ব সুগন্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল—অবশেষে ঐ ফলটা আমি আস্বাদন করিলাম। কি সুস্বাদ! কি অপূর্ব্ব ভোগ! এপর্য্যন্ত আমি কতকগুলি সুখের আভাস মাত্র অনুভব করিয়াছিলাম; কিন্তু আস্বাদনে এবার তৃপ্তিরূপ সুখের চরম পর্য্যাপ্তির পরিচয় পাইলাম। এই রূপ বাহিরের বস্তু শরীরসাৎ করাতে আমার মনে নিগূঢ় সত্ত্ব বোধের উদ্রেক হইল। আমার এই মনে হইল যে, ঐ ফলটার সারাংশ এক্ষণে আমার হইয়াছে। স্বকীয় শক্তির অহঙ্কারে স্ফীত ও ভোগ সুখে উত্তেজিত হইয়া আমি একটা দুইটা করিয়া ফল ছিঁড়িতে লাগিলাম ও আমার আস্বাদনকে তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ হস্ত সঞ্চালনে তৎপর হইলাম; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই এক প্রকার সুখজনক আলস্য আসিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণকে অল্পে অল্পে অধিকার করিল; আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায়কে ভার-গ্রস্ত ও আমার আমার কার্য্যকে স্তম্ভিত করিল। আমার চিন্তা অপরিস্ফুট হইয়া আসিল। ইন্দ্রিয়গণের নিস্তেজতা নিবন্ধন সকল পদার্থই ছায়াবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল; এই সময়ে নেত্রদ্বয় কার্য্য হীন হইয়া গিয়া নিমীলিত হইয়া পড়িল। মাংসপেশীর শিথিলতা নিবন্ধন মস্তক আর সরল ভাবে না থাকিতে পারিয়া, ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। এক্ষণে সকলই তিরোহিত—সকলই অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমার চিন্তার পথ রুদ্ধ হইল; আমার অস্তিত্বের ভাব মন হইতে অপহৃত হইল—আমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম; কতক্ষণ আমি এই রূপ নিদ্রিত ছিলাম তাহা বলিতে পারি না—যেহেতু তখন আমার সময়জ্ঞান অতি অল্প ছিল ও আমি সময়কে পরিমাণ করিতে পারিতাম না।

জাগ্রত হইয়া মনে হইল যে, ইতি পূর্ব্বে আমার অস্তিত্ব বুঝি চলিয়া গিয়াছিল—এক্ষণে বুঝি আমি দ্বিতীয় বার জন্ম গ্রহণ করিলাম। এই আত্ম বিনাশ পরীক্ষায় আগত হইয়া, মনে ভয়ের সঞ্চার হইল ও আমি এই প্রথম অনুভব করিলাম যে, আমার অস্তিত্ব চিরকালের নহে।

আমার এক্ষণে আর একটী সন্দেহ উপস্থিত হইল, আমার মনে হইতে লাগিল, পাছে নিদ্রাবস্থায় আমার অস্তিত্বের কিয়দংশ হারাইয়া থাকি। আমার ইন্দ্রিয়দিগকে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম. আপনাকে আপনি চিনিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইলাম।

এই মুহূর্ত্তে দিবাকর অস্তাচলশায়ী হইয়া বসুধাকে অন্ধকারে আবৃত করিলেন—আমার দৃষ্টি আবার আচ্ছন্ন হইল; ভয়ে ভয়ে কহিলাম পাছে আবার আমি আমার অস্তিত্বকে হারাইয়া ফেলি।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্ম সমাজের অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিনটার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পরায়ণ হইবে [illegible] সন্ধ্যা ৭ সাত ঘন্টার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

কাশীস্থ ও নবদ্বীপ, কলিকাতা এবং ত্রিবেণী প্রভৃতি সমাজস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের নিকট হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক আনীত ব্যবস্থা পত্র। সাধারণের বোধের জন্য বাঙ্গলা অর্থ সহিত প্রকাশ করা হইল।

প্রশ্নঃ।

১—বহ্নিস্থাপনং বৈবাহিকহোমঞ্চাকৃত্বা বিহিতবাক্যোচ্চারণপূর্ব্বককন্যাদানানন্তরং বিহিতমন্ত্রেণ পাণিগ্রহণসপ্তপদীগমনাদৌ কৃতে বিবাহঃ সিদ্ধো ভবিষ্যতি নবা।

২—উক্তপ্রকারেণ কন্যায়া দানে গ্রহণে চ কৃতে তস্মিন্ স্বামিনি বর্ত্তমানে তাং পুনরন্যস্মৈ সং প্রদানং কর্ত্তুং শক্যতে নবা। অথবা তস্মিন্ স্বামিনি মৃতে সা বিধবা ভবিষ্যতি নবা।

৩—উক্তরীত্যা বিবাহিতা পত্নী তস্য স্বামিনঃ সকাশাৎ গ্রাসাচ্ছাদনং প্রাপ্তুমধিকারিণী ভবিষ্যতি নবা।

৪—উক্তরীত্যা বিবাহিতদম্পত্যোর্জাতাঃ পুত্রাঃ পিতৃমাতৃধনাধিকারিণো ভবিষ্যন্তি নবা।

বাঙ্গলা অর্থ।

১ বহ্নি স্থাপন ও বিবাহ বিহিত হোম না করিয়া বিহিত বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক কন্যা দানের পর বিহিত মন্ত্র দ্বারা পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমনাদি করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হয় কিনা।

২—উক্ত প্রকারে কন্যার দান ও গ্রহণ হইলে সেই স্বামী বর্ত্তমানে সেই কন্যাকে অন্যপাত্রে সং প্রদান করিতে পারে কিনা

৩—উক্তপ্রকারে বিবাহিত পত্নী সেই স্বামির নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার অধিকারিণী হয় কিনা।

৪ উক্ত প্রকারে বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের পুত্রেরা পিতা মাতার ধনাদিতে অধিকারী হইবে কি না।

এতল্লিখনানুসারেণ তাদৃশবিবাহঃ সিদ্ধ এব প্রদানস্য স্বাম্যকারণত্বেন ভার্য্যাত্বসম্পাদকগ্রহণস্যৈব বিবাহত্বেন চ প্রতিপাদনাৎ অন্যেষামঙ্গত্বপ্রতীতেরিতি সুতরাং তাং কন্যাং পুনরন্যস্মৈ দাতুং নৈব শক্যতে ইতি অনেনৈবান্তিমপ্রশ্নানামপি স্বহস্তিতত্ত্বমিতি চ বিজ্ঞানাং পরামর্শঃ।

বাঙ্গলা অর্থ।

এই লিখনানুসারে এতাদৃশ বিবাহ সিদ্ধই হয় যে হেতু দান স্বামিত্বের কারণ এবং ভার্য্যাত্ব সম্পাদক জ্ঞানপূর্ব্বক গ্রহণই বিবাহ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর ইতর কর্ম্ম সকল অঙ্গ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং সেই কন্যাকে পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে দান করিতে কেহ সমর্থ হয় না, এই উত্তর দ্বারা অন্তিম প্রশ্ন সকলও স্বীয় হস্তগত হইল, ইহা পণ্ডিতদিগের মত।

অত্র প্রমাণং।

১—মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ। প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণমিতি মনুবচনং।

২—অতঃ পরং সমাবৃত্তঃ কুর্য্যাৎ দারপরিগ্রহমিতি সম্বর্ত্তবচনাৎ ভার্য্যাং বিন্দেত সদৃশীমিত্যাদি বিষ্ণ্বাদিবচনাচ্চ ভার্য্যাত্বসম্পাদকং গ্রহণং বিবাহইতি স্মার্ত্তলিখনং।

৩—প্রধানস্যাক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ। তদঙ্গস্যাক্রিয়ায়াস্তু নাবৃত্তির্নচ তৎক্রিয়েতি ছন্দোগপরিশিষ্টবচনং।

৪— সকৃদংশোনিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে। সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণোত্তানি সকৃৎসকৃদিতি মনুবচনঞ্চ।

বাঙ্গলা অর্থ।

১—প্রজাপতির যজ্ঞ (হোম) তাহারদিগের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন রূপে বিবাহে প্রয়োগ হয় কিন্তু প্রদানই স্বামিত্বের কারণ ইহা মনুর বচন।

২, ইহার পর সমাবৃত্ত হইয়া (ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া) দার গ্রহণ করিবে এই সম্বর্ত্ত বচন হেতু এবং সদৃশী ভার্য্যা গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষ্ণু প্রভৃতির বচন প্রযুক্ত ভার্য্যাত্ব সম্পাদক জ্ঞান পূর্ব্বক গ্রহণই বিবাহ ইহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের লিখন।

৩ যে স্থলে প্রধান কর্ম্ম অকৃত হয়, সে স্থলে অঙ্গের সহিত তাহা পুনর্ব্বার করিবে, আর প্রধান কর্ম্ম করিয়া যদি অঙ্গ কর্ম্ম অকৃত হয়, তাহা হইলে অঙ্গের সহিত তাহা আর পুনর্ব্বার করিবে না, ইহা ছন্দোগ-পরিশিষ্টের বচন।

৪ অংশ এক বার হয়, কন্যাদান এক বার হয়, দান বাক্য এক বার মাত্র হয়, এই তিনই এক এক বার মাত্র, ইহা মনুর বচন।

কাশীস্থ

ন্যা[illegible]ানোপনামক
১ শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মণাঃ
তর্কপঞ্চাননোপনামকানাং
২ শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মণাঃ
তর্কভূষণোপাধিক
৩ শ্রীরাধা মোহন শর্ম্মণাঃ
চূড়ামণ্যুপাধিক
৪ শ্রীরামচন্দ্র দেব শর্ম্মণাঃ
তর্করত্নোপাধিক
৫ শ্রীঈশানচন্দ্র দেব শর্ম্মণাঃ
দ্বিবেদ পণ্ডিত
৬ বক্তৌরাম শর্ম্মণাঃ

শীবোনন্দ্যুপাধিক
৭ শ্রীকৈলাস চন্দ্র শর্ম্মণাঃ
৮ পণ্ডিত মেচনরাম শর্ম্মণঃ
৯ পণ্ডিত চন্দ্রশেখর শর্ম্মণঃ
১০ পণ্ডিত রামনারথ শর্ম্মণঃ
১১ পণ্ডিত রামগোবিন্দ শর্ম্মণঃ
১২ পণ্ডিত কাশীনাথ শর্ম্মণঃ
১৩ পণ্ডিত নরোত্তম শর্ম্মণঃ
১৪ পণ্ডিত বটুকী শর্ম্মণঃ
১৫ শ্রীমথুরানাথ দেব শর্ম্মণাঃ
১৬ শ্রীনবীন নারায়ণ শর্ম্মণাঃ
১৭ শ্রীভগবতীচরণ শর্ম্মণাঃ

১৮ শ্রীকালী কুমার শর্ম্মণাঃ
১৯ শ্রীরামদুলাল দেব শর্ম্মণাঃ
২০ শ্রীবেচারাম দেব শর্ম্মণাঃ
২১ শ্রীরামধন দেব শর্ম্মণাঃ
২২ শ্রীচণ্ডীচরণ দেব শর্ম্মণাঃ
২৩ শ্রীসূর্য্যনারায়ণ শর্ম্মণাঃ
২৪ শ্রীকাশীকান্ত শর্ম্মণাঃ
২৫ শ্রীরামনাথ দেব শর্ম্মণাঃ
২৬ শ্রীগৌরীকান্ত দেবশর্ম্মণাঃ
২৭ শ্রীঈশানচন্দ্র দেব শর্ম্মণাঃ
২৮ শ্রীহরচন্দ্র দেব শর্ম্মণাঃ

নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজস্থ

১ শ্রীরঘুমণি শর্ম্মণাঃ
২ শ্রীহরমোহন শর্ম্মণাঃ
৩ শ্রীঠাকুরদাস দেব শর্ম্মণাঃ
৪ শ্রীমাধবচন্দ্র দেব শর্ম্মণাঃ
৫ শ্রীকাশীনাথ দেব শর্ম্মণাঃ
৬ শ্রীরামকুমার শর্ম্মণাঃ
৭ শ্রীরামগোপাল শর্ম্মণাঃ
৮ শ্রীব্রজকুমার শর্ম্মণাঃ

৯ শ্রীকৃষ্ণ কমল শর্ম্মণাঃ
১০ শ্রীশ্যামাপদ দেব শর্ম্মণাঃ
১১ শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণঃ
১২ শ্রীরাজকুমার শর্ম্মণঃ
১৩ শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মণাঃ
১৪ শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মণাঃ
১৫ শ্রীহরিনারায়ণ দেব শর্ম্মণাঃ
১৬ শ্রীঅর্দ্ধচন্দ্র শর্ম্মণাঃ

১৭ শ্রীরাম চাঁদ দেব শর্ম্মণাঃ
১৮ শ্রীমহেশচন্দ্র দেব শর্ম্মণাঃ
১৯ শ্রীরাধানাথ দেব শর্ম্মণাঃ
২০ শ্রীশ্রীনাথ দেব শর্ম্মণাঃ
২১ শ্রীশ্রীকান্ত দেব শর্ম্মণাঃ
২২ শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র শর্ম্মণাঃ
২৩ শ্রীনৃসিংহ শর্ম্মণাঃ
২৪ শ্রীরামনাথ শর্ম্মণাঃ
২৫ শ্রীহরসুন্দর শর্ম্মণাঃ

ব্যবস্থাপত্র।

কলিকাতা হাতির বাগান হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা পত্র।

ইহার প্রশ্ন সকল প্রথমে দেওয়া হইয়াছে, তজ্জন্য পুনর্ব্বার এখানে আর দেওয়া হইল না।

অস্যোত্তরং।

এতল্লিপ্যর্থানুসারেণ উক্তাববাহিতায়াঃ বিবাহঃ সিদ্ধ এব তদ্বিবাহিতায়াঃ পুনরুদ্বাহো ভবিতুং নার্হতি তদ্বিবাহিতাজাতঃ পুত্রঃ পিতৃধনাধিকারী ভবতি পত্যৌ জীবতি সা ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ গ্রাসাচ্ছাদনাদিকং প্রাপ্তুমর্হতি পত্যৌ মৃতে চ সা বিধবা ভবত্যেবেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

বাঙ্গলা অর্থ।

১—এই লিপি অনুসারে উক্ত বিবাহিত স্ত্রীর বিবাহ সিদ্ধই হয়, এই রূপ বিবাহিতা স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহের অর্হ নহে, এই রূপ বিবাহিতার গর্ভজাত পুত্র পিতৃধনাধিকারী হয়, পতি বর্ত্তমানে সেই স্ত্রী পতির নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার যোগ্য হয় এবং পতি মরিলে সে বিধবা হয়, ইহা পণ্ডিতদিগের অভিমত।

অত্র প্রমাণং।

মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ। প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণমিতি মনুবচনং। ভার্য্যাত্বসম্পাদকগ্রহণং বিবাহ ইতি স্মার্ত্তলিখনং। বিবাহস্তু পাণিগ্রহণাৎ পূর্ব্বং বৃত্ত এবেতি তল্লিখনং। উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহ ইত্যাদিতত্পুরাণবচনঞ্চ। এবমন্যৎ প্রমাণং সর্ব্বজনবিদিতমিতি ন লিখিতং।

২—এই প্রমাণ সকলের বাঙ্গালা অর্থ প্রায় সকলই উপরে লিখিত হইয়াছে এজন্য পুনর্ব্বার দেওয়া হইল না।

১ শ্রীভবশঙ্করশর্ম্মণাং
২ শ্রীরমেশচন্দ্রশর্ম্মণাং
৩ শ্রীগোবর্দ্ধনতর্করত্নস্য
৪ শ্রীমহেন্দ্রনাথশর্ম্মণাং
৫ শ্রীআনন্দচন্দ্রশর্ম্মণাং
৬ শ্রীমাধবচন্দ্রশর্ম্মণাং
৭ শ্রী কালীকুমারশর্ম্মণাং
৮ শ্রী ভবদেবশর্ম্মণাং
৯ শ্রী বনমালিশর্ম্মণাম্

অষ্টম কল্প

প্রথম ভাগ

৩৩৯ সংখ্যা   অগ্রহায়ণ ১৭৯৩ শক   ব্রাহ্মসম্বৎ ৪২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক

বিবৃত।

১০ কার্ত্তিক বুধবার ১৭৯২ শক।

ক্রোধঃ সুদুর্জয়ঃ শত্রুর্লোভোব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দয়ঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় ১০ অধ্যায়।

ক্রোধ অতি দুর্জয় শত্রু এবং লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব্ব জীবের হিতৈষী তিনি সাধু, আর যে নির্দ্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ক্রোধ অতি প্রবল শত্রু,—ক্রোধের সমান অনিষ্টকারী শত্রু আর কিছুই নহে, ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইতে হয়, অতএব তদ্দ্বারা না হইতে পারে এমন অনিষ্টই অপ্রসিদ্ধ। ক্রোধে অন্ধ হইলে কোন সৎকর্ম্ম করিতে সামর্থ্য থাকে না, সুতরাং ক্রোধান্ধ ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। তৎকালে ক্রোধকে জয় করা অতি দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, এনিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, "ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" ক্রোধেতে মুগ্ধ হইলে লোকের স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হয়, এবং স্মৃতি নাশের পর বুদ্ধি বিনাশ পূর্ব্বক স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহাকে জয় করিবার একটি মাত্র উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে, যথা, "অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং" স্বয়ং অক্রোধ হইয়া ক্রোধকে জয় করিবেক। ক্রোধের বশীভূত হইবেক না কিন্তু বিবিধ উপায়ে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া যাহাতে তাহার বেগ হ্রাস হয়—যাহাতে তাহা বাহিরে কার্য্যে পরিণত হইতে না পারে, এমত উপায় সকল অবলম্বন করিবেক, তাহাতেই ক্রোধ বশীভূত হইবেক। এই রূপে ক্রোধকে দমন করিতে না পারিলে মনুষ্য আপনিই যে রূপ আপনার অনিষ্ট করে, তাহা হইতে শত গুণ অধিক অন্যের অনিষ্ট করিয়া লোকের নিকট সে অপরাধী হয় এবং আত্মগ্লানি ভোগ করিয়া আপনা-আপনি লজ্জিত হইতে থাকে। অতএব আপনার ও অন্যের অনিষ্ট নিবারণার্থ বিবিধ উপায় দ্বারা সর্ব্বদা ক্রোধকে দমন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

লোভ অতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি,—

যেমন শারীরিক ব্যাধি দ্বারা শরীর ক্ষয় হয়, তদ্রূপ লোভ দ্বারা অন্তঃকরণের বল ক্ষীণ হইতে থাকে। এই নিমিত্তে লোভ ব্যাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। লোভী ব্যক্তি যে কেবল পরের অর্থ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় এমত নহে, লোভী আপনারও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া থাকে। লোভ হইতেই নিষ্ঠুরতা উৎপন্ন হয় এবং নিষ্ঠুরতাই মনুষ্যকে সাধুতা হইতে পরিভ্রষ্ট করে। হত্যা ও চৌর্য্য প্রভৃতি পাপ কর্ম্ম সকল এক মাত্র লোভ হইতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। লোভী ব্যক্তি তখন সে সকল পাপকে আর পাপই বোধ করে না। "এতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।" লোভে হতচিত্ত হইয়া ইহারা আর স্বীয় কৃত পাপ কর্ম্ম দেখিয়াও দেখিতে পায় না। তাহাতে ক্রমে লোভই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লোভ যত বৃদ্ধি পায়, ক্রমে ততই অভাব বোধ হয়। যিনি লোভকে চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি চিরকাল যন্ত্রণা ভোগ করেন; কারণ যখন বিষয় প্রাপ্ত হইয়া লোভ চরিতার্থ হয়, তখন তদ্বিষয়ে আর সুখ অনুভূত না হইয়া অনুশোচনাতে অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে থাকে। অতএব যিনি লোভকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী, তিনিই মুক্তি লাভ করেন।

যিনি কায়মনো বাক্যে সর্ব্ব ভূতের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকেন, তিনিই সাধু,—সাধু ব্যক্তি আপনার তুলনায় অন্যের সহিত সদ্ব্যবহার করেন। তিনি আপনাকে অন্যের প্রীতিভাজন দেখিলে যেমন সুখী হয়েন, সেই রূপ অন্যকে প্রীতি করিয়া তাহাকে সুখী করেন। তিনি যেমন আপনি অন্যের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ করেন, সেই রূপ কাহাকেও বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করেন না, তিনি আপনার পক্ষে সুখ দুঃখ যে রূপ জানেন, অন্যের পক্ষেও সেই রূপ বোধ করেন। তিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন, সুতরাং তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্র মনুষ্যগণকে প্রীতি করেন। তিনি কখনও মনুষ্যদিগের প্রতি অপবাদ দিয়া আনন্দিত হয়েন না বরং কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হয়েন এবং সাধু ভাবে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করেন। এই রূপ সাধু আচরণই কল্যাণ লাভের উপায়।

যে ব্যক্তি নির্দ্দয়—সকলের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হয়,—তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই সুতরাং লোকের প্রতি তাহার মনে প্রীতির সঞ্চার হয় না। সে অন্যের দোষ দেখিয়া বা অন্যের দোষ ঘোষণা করিয়া সুখী হয়। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদ্বেষ হয়, তাহার আরাম কোথায়? তাহার সুখ শান্তি কোথায়? যে কোন প্রকার উন্নত লোককে দেখিলে তাহার শত্রু তুল্য বোধ হয়, কাহারও সুখ্যাতি শ্রবণ করিলে তাহার মুখ ও চক্ষু ম্লান হইয়া থাকে। সে ইহকালে বা পরকালে কখনই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব অসাধু ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধ থাকিয়া সকলের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিবেক, তাহা হইলে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেক।

হে সর্ব্বসাক্ষী বিশ্বপতি পরমেশ্বর! তুমি আমাদের আত্মাতে বিদ্যমান থাকিয়া আত্মাকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ কর, তোমার সত্য মঙ্গল স্বরূপ আমারদের নিকট প্রকাশিত কর, মোহ তিমির হইতে আমারদের আত্মাকে উদ্ধার কর। হে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মন্? তুমি সকল স্থানেই বিদ্যমান আছ এবং কল্যাণকর নিয়ম সকল নির্দ্ধারিত করিয়া আমারদিগের প্রার্থনার পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় সমুদায় বস্তু আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ, তথাপি তোমার নিকট প্রার্থনা না

করিলে আমারদিগের মনে তৃপ্তি লাভ হয় না। অতএব কায়মনোবাক্যে তোমার নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমারদিগকে সাধু পথ প্রদর্শন কর এবং পাপতাপ হইতে মুক্ত করিয়া আমারদিগকে মুক্তির অধিকারী কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পর লোকের সম্বল।

"পূর্ব্বং বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ॥"

আমরা কেবল পৃথিবীর জীব নই—আমাদের জীবন অনন্ত, আমাদের পরমায়ুঃ অবিনশ্বর। শরীর কিছু দিন উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইতে থাকে, ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ হইয়া যায়, এবং ক্রমে নির্জীব হইয়া পড়ে—তখন আর বল উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। মনুষ্য কোন সুপক্ক ফলের সমুদায় উপভোগ্য অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক বীজমাত্র শেষ রাখিয়া ঘৃণার সহিত সুদূরে নিক্ষিপ্ত করে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা বিনষ্ট হইতে দেন না—তাঁহার কৌশলে সেই নীরস অকিঞ্চনবৎ প্রতীয়মান বীজ কালক্রমে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষের রূপ ধারণ করে এবং নূতন শাখা নূতন পল্লব নূতন পুষ্প ও নূতন ফল প্রসব করিয়া নূতন শোভা বিস্তার করিতে থাকে—আমাদের শরীররূপ আবরণের মধ্যে অক্ষয় বীজ আত্মা অবস্থান করিতেছে। মৃত্যু তাহার আবরণ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে সেই বীজ নূতন ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া নূতন শোভায় বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আমরা জানি না যে, কোন্ কোন্ লোকে কি কি অবস্থায় কি প্রকারে এই অবিনশ্বর পরমায়ু ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে, সেই মঙ্গলময় পিতা সেই স্নেহময়ী মাতার আশীর্ব্বাদে আমরা চিরজীবী হইয়াছি। অতএব কেবল অদ্যকার জন্য চিন্তা করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না; আমাদিগকে কল্যকার জন্যও চিন্তা করিতে হয়—কেবল বর্ত্তমান ভাবিয়াই স্থির থাকা যায় না, আমাদিগকে ভবিষ্যৎও চিন্তা করিতে হয়—কেবল ইহ লোকেই সমুদায় কামনা ও ভাবনা বদ্ধ রাখা যায় না, পর লোকের বিষয়ও চিন্তা করিতে হয়। সেই অজ্ঞাত লোকে গমন করিবার জন্য কি রূপ প্রস্তুত হইতে হইবে, কি সম্বল আহরণ করিতে হইবে, সেই পর লোকের সহিত ইহ লোকের কি রূপ সম্বন্ধ, তাহা আলোচনা না করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

পৃথিবী ও সমুদায় পার্থিব বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ অনিত্য ইহা প্রতি দিনই লক্ষিত হইতেছে। এখানকার পরিবর্ত্তন সকল পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে সেই অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, এবং দেখিতেছি যে, মৃত্যুর করস্পর্শে এখানকার সমুদায় সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। অদ্য আনন্দের কোলাহল, কল্য হাহাকার; মনুষ্য অদ্য ধন সম্পদে স্ফীত হইয়া উঠিলেন, কল্য দুর্ঘটনাক্রমে পথের ভিক্ষুক হইয়া পড়িলেন; অদ্য সুখ্যাতির সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, কল্য অখ্যাতির কোলাহল সমুত্থিত হইল; অদ্য বন্ধুতা, কল্য শত্রুতা; অদ্য সম্পদ্, কল্য বিপদ্; এই রূপ পরিবর্ত্তনের মধ্যে মনুষ্য দোলায়মান হইতেছে, কিছুতেই এই সমস্ত বিষয়কে আপনার হস্তায়ত্ত করিতে সমর্থ হইতেছে না। ইহার উপর আবার মৃত্যুর আক্রমণ আছে। পুত্র মাতাপিতার আশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপালিত হইতেছিল, মৃত্যু তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে থাকিতে দিল না; যে পুত্র বৃদ্ধ জনক জননীর এক মাত্র

অবলম্বন হইবে, মৃত্যু মাতার ক্রোড় হইতে তাঁহাকে অপহরণ করিল; যে দম্পতী কত আশার সহিত পরস্পরের প্রেম উপভোগ করিতেছিল, মৃত্যু তাহাতে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া দিল; যে বন্ধুর দর্শনে, আলিঙ্গনে ও আলাপে মন শীতল হইত, মৃত্যু তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল। পার্থিব সম্বন্ধ এই রূপ অচিরস্থায়ী। ইহা চিন্তা করিলেই মন বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হয়। প্রায় সকল মনুষ্যই সময়ে সময়ে এই বৈরাগ্যের অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং অচিরসম্বন্ধ সংসারে থাকিয়া কি রূপে পর লোকের সম্বল আহরণ করিব, এই ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইতে থাকেন। কণ্টকময় বৃক্ষ হইতেই যে লাবণ্যময় পুষ্প উৎপন্ন হয়, সুকোমল পুষ্পের মধ্যেই যে সুদৃঢ় বীজ নিহিত হইয়া থাকে, মর্ত্ত্য লোকের মধ্যেই যে অমৃত লাভের উপায় সংঘটিত হইতেছে, ইহা অনেকে অনুভব করিতে পারেন না। সুতরাং পর লোকের সম্বল সঞ্চয় করিতে গিয়া হয়তো অস্বাভাবিক পথে উপনীত হন।

যেমন গর্ভাবস্থার সহিত ভূমিষ্ঠাবস্থার, যেমন শৈশবের সহিত যৌবনের, যেমন যৌবনের সহিত বার্দ্ধক্যের সম্বন্ধ, ইহকালের সহিত পরকালের সেই রূপ যোগ। যেরূপ করিয়া গর্ভাবস্থা প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা সুসম্পন্ন হইলেই শিশু সুস্থ শরীরে ভূমিষ্ঠ হয়; শিশুকে যেরূপ পালন ও শিক্ষাদান আবশ্যক, তাহা সম্পন্ন হইলেই তাহার শরীর ও মন যথাযোগ্য প্রস্ফুটিত হইয়া যৌবনসীমায় উপনীত হয়; সেই রূপ ইহলোকের কর্ত্তব্য সকল সুন্দর রূপ সম্পন্ন করিতে পারিলেই স্বাভাবিক নিয়মে আত্মা পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। কি রূপ করিয়া পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে—কি রূপ করিয়া পরলোকের সম্বল আহরণ করিতে হইবে, তাহার সংক্ষিপ্ত ও সহজ উত্তর এই। কিন্তু ইহাতেই সকল কথা ব্যক্ত হইল না; আরও কিছু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে।

আমাদের এক অংশ শরীর আর এক অংশ আত্মা। শরীরের সমুদায় অংশ এই পৃথিবীর পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকা জল প্রভৃতি নির্জীব জড় পদার্থ বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে তরু লতা প্রভৃতি উদ্ভিদের রূপ ধারণ করিয়া জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে; নির্জীব জড়ের ভাব ও উদ্ভিদের প্রাণ একত্র করিয়া সেই পরম শিল্পী পরমেশ্বর পশু পক্ষী প্রভৃতি এক মনোহর রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। মনুষ্যের শরীরে ঐ তিনটি ভাবই একত্রিত হইয়াছে——আমাদের শরীরে জড়ের জড়ত্ব, বৃক্ষ লতার প্রাণ ও পশু পক্ষীর মন একত্র অবস্থান করিতেছে; মনুষ্যের শরীরে জড়ের সমুদায় গুণ, উদ্ভিদের ন্যায় জীবন ও ইতর জন্তুর ন্যায় কতকগুলি প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। এ সমুদায়ই পার্থিব পদার্থ। যেমন গর্ভকোষ গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করে, সেই রূপ এই অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় কোষ আমাদের শিশু আত্মাকে পোষণ করিতেছে, এই তিনের কিছুই চিরস্থায়ী নহে—আত্মার সঙ্গী নহে। এই শরীর এই শারীরিক প্রাণ, এই ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ক্রোধ প্রভৃতি পশু ভাব সকল শরীরের সঙ্গেই ভস্মসাৎ হইবে। যখন মৃত্যুর করাল বদন বিস্তারিত হইতে থাকিবে, তখন হস্ত পদ অসাড় হইয়া পড়িবে, ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, মনোযন্ত্র মস্তিষ্ক নিস্পন্দ হইয়া পড়িবে, জড় শরীর প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ হইতে থাকিবে অথবা মৃত্তিকার সহিত একীভূত হইবে, কিছুই আত্মার সঙ্গে গমন করিতে পারিবে না; অন্য পার্থিব সম্পদের তো

আর কথাই নাই। কি অবশিষ্ট থাকিবে? কেবল আমাদের আত্মা।

আত্মা কি পদার্থ কেহই জানে না, জানিবার প্রয়োজনও নাই; ইহা নিশ্চয় জানি যে, আত্মার বিনাশ নাই এবং সমস্ত পার্থিব সম্পদ্ কিছুই আত্মার সঙ্গে যাইবে না। সেই মঙ্গলময় পিতাকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি এই সমস্ত অনিত্য সম্পদ্‌কে আমাদের সর্ব্বস্ব করিয়া দেন নাই। তিনি আত্মাকে কতকগুলি দিব্য সম্পদ্ প্রদান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যে সমস্ত আধ্যাত্মিক বৃত্তিতে বিভূষিত হইয়া আত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই আত্মার অনন্ত কালের সম্পদ্। ভক্তি, ন্যায়, হিতৈষণা বুদ্ধি ও ইচ্ছা—কর্ম্ম করিবার শক্তি আত্মার অনন্ত জীবনের সম্বল; এই সমুদায় আধ্যাত্মিক বৃত্তি, আত্মার চিরস্থায়ী সম্পদ্; ইহার উপর মৃত্যুরও অধিকার নাই। এই সমস্ত আত্মসম্পদ্ যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাতে যত্ন করাই পর লোকের জন্য প্রস্তুত হওয়া—সেই সমস্ত সম্পদ্ পরিবর্দ্ধিত করাই পরলোকের সম্বল আহরণ করা। ইহারই জন্য এই সংসারে অবস্থান, —ইহারই জন্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন; ইহারই জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে সঞ্চরণ; এবং ইহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজে আগমন। কোন স্থানে ভাবের প্রশস্ততা হইতেছে; কোন স্থানে জ্ঞান লাভ হইতেছে; কোন স্থানে ইচ্ছার বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পরলোকে আমাদের উপভোগের জন্য অমৃতধারা প্রচুররূপে বিতরিত হইতেছে, তাহা ধারণ করিবার জন্য হৃদয়পাত্র প্রশস্ত করিতে হইবে, কত সত্য প্রহেলিকার ন্যায় দুর্বোধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য জ্ঞানকে তীক্ষ্ণ করিতে হইবে; পরলোকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে হইবে না, যদিও সে কর্ম্মের আকার অন্যবিধ, তথাপি তাহা মহৎ ও প্রশস্ত, তাহার অনুষ্ঠানের জন্য ইচ্ছার বল বর্দ্ধিত করিতে

প্রধান সম্বল, এবং এই সমস্ত আত্মসম্পদ্ পরলোকেরও প্রধান সম্পদ্। ইহাই অনন্ত জীবনের জীবিকা; ইহাই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের সহিত যোগ সিদ্ধির অন্তরঙ্গ সাধন। এই সমস্ত সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। তাঁহাকে জ্ঞান এবং তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত তাঁহার কার্য্য সকল আলোচনা কর; সমুদায় হৃদয় তাঁহাতেই সমর্পণ করিয়া রাখ এবং তাঁহাতে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত তাহা উচ্চ করিতে থাক; এবং তাঁহার পবিত্র নিয়ম সকল প্রাণপণে প্রতিপালন কর।

হিন্দুজাতি ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

হিন্দু জাতি বিচারে একেশ্বরবাদী কিন্তু কার্য্যতঃ বহু দেবের উপাসক। মনুষ্যসমাজের রীতিই এই যে, কোন সত্য প্রথমে চিন্তা ও আলাপে বদ্ধ থাকে; পরিশেষে আর আর উপকরণ সকল একত্র হইলে যথাসময়ে তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হয়। যাঁহারা অনুধাবন পূর্ব্বক আমাদের পুরাতন ইতিহাস অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, যাহাতে জড়োপাসনা ও বহু দেবের উপাসনা রহিত হইয়া একেশ্বরের উপাসনা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার চেষ্টা পর্য্যন্ত আরব্ধ হইয়াছিল, অতি পুরাতন বেদের মধ্যে ইহার নানা চিহ্ন দৃষ্টি গোচর হইতেছে। এবং ইহাও দৃষ্ট হয় যে, সেই আলোচনার স্রোতঃ অল্পে অল্পে আর এক দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কিন্তু যত দূর আলো-

চনা হইয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হয় নাই; তাহাতেই সমস্ত হিন্দুজাতিকে অনেক দুর অগ্রসর করিয়া রাখে; হিন্দুজাতি কার্য্যতঃ বহু দেবের উপাসক হইলেও বিচারে একেশ্বরবাদী হইয়া আছে। অন্যান্য বিষয়ে হিন্দুজাতির অবস্থা যতই হীন হইয়া থাকুক, ঘোরতর পৌত্তলিকতা সত্ত্বেও এই বিষয়ে ইহাদিগকে পৃথিবীর আর কোন জাতি অপেক্ষা হীন বলা যায় না। যে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আছে, সেই দেশও অদ্যাপি কেবল বিচারে একেশ্বরবাদী কিন্তু কার্য্যতঃ বহু দেবের উপাসক হইয়া আছে; এই মাত্র বিশেষ যে, হিন্দুজাতি এক ঈশ্বরকে তেত্রিশ কোটি ভাগে (এক্ষণে তেত্রিশ ভাগে) বিভক্ত করেন, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং কার্য্যতঃ বহু দেবের উপাসক কিন্তু বিচারে একেশ্বরবাদী হিন্দুজাতিকে এ বিষয়ে আমরা কিছুতেই নিকৃষ্ট বলিতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া, হিন্দু সমাজের এই বহু দেবের উপাসনা চিরকাল প্রচলিত থাকুক, ইহা প্রার্থনীয় নহে; প্রত্যুত সেই বিচারগত একেশ্বরবাদ যত শীঘ্র কার্য্যতঃ অবলম্বিত হয় ততই মঙ্গল।

এক্ষণেও সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের যে রূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে হিন্দুজাতিকে কার্য্যতঃ একেশ্বরের উপাসক করিতে অবশ্যই কাল বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু কালবিলম্ব যতই হউক, আশার পথ ক্রমশঃই পরিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মগণ যদি ক্ষিপ্রকারিতার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আপনাদিগকে রামমোহনপন্থী ও সেনপন্থী প্রভৃতির ন্যায় একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করিয়া না ফেলেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কালক্রমে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতি-সাধারণের উপজীব্য হইবে; কিন্তু যদি ধীর-কারিতা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে জাতিসাধারণ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ব্রাহ্মদলকে ভারতবর্ষীয় নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটি অধিক বলিয়া গণ্য হইতে হইবে এবং পৃথিবীও যে অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক সমাদর করিবে এরূপও বোধ হয় না। হিন্দুসমাজের মধ্যে শিক্ষিত [illegible] ক্রমশঃই [illegible] হিন্দুজাতির [illegible] সংখ্যা অধিক হইতেছে। কালে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবেশ অবারিত হইবে। এক্ষণকার শিক্ষা প্রাপ্ত লোকদিগের উপর সচরাচর যে সকল দোষের আরোপ করা হয়, তাহা নিতান্ত অত্যুক্তি। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে, এমন কি, ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও যেমন সাধু অসাধু উভয়বিধ লোকই আছে, শিক্ষিতগণের মধ্যেও সেই রূপ। সুতরাং তাঁহাদের সংসর্গে হিন্দুজাতি যে সাধারণতঃ উন্নতি লাভ করিতেছে, ইহা অস্বীকার করিলে প্রত্যক্ষের অপলাপ করা হয়। অতএব তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার পাইতে থাকিবে, তাহার সন্দেহ কি? অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছু, এমন কি, কেহ কেহ নিতান্ত নিষ্ঠুরতা সহকারে উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন না, তাহার নানা কারণ আছে, —কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের শিক্ষার দোষ, চিন্তাপ্রণালীর অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন, ও অভিমানের আধিক্য ইত্যাদি নানাবিধ কারণ আছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজও এবিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে দোষী, উন্নত-শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকদিগকে আকর্ষণ ও ধারণ করিতে পারে, অন্ততঃ অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজ অদ্যাপি এরূপ

প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে তাঁহারা আপাততঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের সহকারিতা করিতে কুণ্ঠিত হস্ত হইলেও তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতেই হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবেশ-পথ সহজ হইয়া আসিতেছে।

আর একটি বিষয়ে ব্রাহ্মগণকে বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে—ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ উন্নত ও সামঞ্জস্যবিধায়ক যে, ইহা দ্বারা সকল শ্রেণীর লোকেরই জ্ঞান ও হৃদয় তৃপ্ত হইতে পারিবে; কিন্তু ইহা যে আকারে লোকসমক্ষে উপনীত হইলে সেই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, তাহার নির্ম্মাণ ব্রাহ্মগণের নিজের উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। বাহ্য আকারের উপর ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করে না বটে কিন্তু সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজের বল অনেক অংশে তাহার অধীন হইয়া আছে। আকারের গুণে ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় ও আকারের দোষে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এমন আকার ধারণ করিতে পারে যে তাহাতে কেবল বালক ব্যতীত আর কাহারও প্রীতি লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না, অথবা এমন আকার ধারণ করিতে পারে যে, উন্নত লোকের মনে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে ঘৃণার উদয় হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে, যাঁহাদের আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল আছে, বাহ্য আকারের বৈলক্ষণ্য তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু আমরা কহিতেছি যে, যাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল আছে, তাঁহাদিগের নিকট প্রচারেরও প্রয়োজন হয় না; যাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে হইবে, তাঁহাদিগের জন্যই অধিক চেষ্টা আবশ্যক। অতএব ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের রুচিও পরিতৃপ্ত হইতে চায়, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও ভাব পরিশুদ্ধ হইলেও ইহার বাহ্য আকারে যদি হিন্দুজাতির অরুচি জন্মে, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে ইহার স্থান লুপ্তপ্রায় হইয়া থাকিবে। একে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুদিগের ধর্ম্ম——ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুদিগের ধর্ম্ম এ কথাটিতে এখনও অনেক আপত্তি আছে, কিন্তু সে আপত্তিতে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন নাই। একটি বৃক্ষকে বর্দ্ধিত করিতে হইলে কেবল মৃত্তিকার রস পর্য্যাপ্ত হয় না, আগন্তুক বায়ু ও আলোকের যথেষ্ট সহকারিতা আবশ্যক হয়; তথাপি বৃক্ষটি পৃথিবীরই সন্তান থাকে তাহার সন্দেহ নাই——ব্রাহ্মধর্ম্মকে পুষ্ট করিবার নিমিত্ত আরব ও পারস্যের বায়ু এবং ইউরোপ ও আমেরিকার আলোক অনেক সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু হিন্দু মৃত্তিকা হইতেই ইহার উদ্ভেদ হইয়াছে; ইহা বস্তুতঃই হিন্দুধর্ম্ম——একে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, হিন্দুজাতিও বিচারে একেশ্বরবাদী হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত লোকদিগের সমাগমে ইহারই সহায় হইতেছে, ব্রাহ্মগণ যদি ইহাকে উপযুক্ত আকারে বিভূষিত করিয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ ইহাকে আগ্রহের সহিত রক্ষা করিতে থাকিবে।

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হিন্দুজাতির বিচারগত একেশ্বরবাদ কার্য্যে পরিণত করিতে কাল বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে; কিন্তু কেবল কাল বিলম্ব নহে, অনেক আয়াস ও ত্যাগ স্বীকারও সহ্য করা আবশ্যক হইবে। ইহা মনে করিয়া রাখিতে হইবে যে, আপনাদের সুবিধা অনুসন্ধান ও জাতি সাধারণ উন্নতির চেষ্টা এক পদার্থ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে, ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎই হউক, একটি সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম করিতে হইলে তাহার অনেক সহজ পথ আছে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য

নহে; ব্রাহ্মধর্ম্মকে জাতি সাধারণ ধর্ম্ম করিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধ সমুদায় ভাব আপাততঃ কার্য্যকর হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। উৎসাহের অগ্নি যখন হৃদয়ক্ষেত্রে প্রজ্বলিত হয়, তখন তাহার ধূমজালে মনুষ্যের চক্ষু প্রায়ই অন্ধ হইয়া পড়ে; ধূমহীন উৎসাহানল অতীব দুর্লভ, ইহা বিস্মৃত হইতে না হয়। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অত্যন্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্মের কেবল বিস্তার নয়, গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত ও দল বিশেষে বদ্ধ করিবার নিমিত্ত নহে, জাতিসাধারণ করিবার নিমিত্ত যে উদার লক্ষ্যের সেবা করা হইতেছে, তাহাতে সমুদায় হৃদয় সমর্পণ করিয়া রাখিতে হইবে; কোন আন্দোলনে যেন তাহার অন্যথা না হয়।

ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

ইহলোকে অবস্থিতি ও উন্নতির নিমিত্ত মনুষ্যের যে কত প্রকার পদার্থের প্রয়োজন তাহার সংখ্যা করা কাহার সাধ্য। মাতৃগর্ভে সঞ্চার অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমরা যে সকল পদার্থের সাহায্য লইয়া জীবিত রহিয়াছি ও শরীর মনের উন্নতি সাধন করিতেছি, তাহা আমরা সকলেই ভোগ দ্বারা জানি বটে, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা প্রায় কিছুই জানি না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা যে সকল পদার্থ উপভোগ করিতেছি, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অদ্যাপি আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। যে কতিপয়ের সহিত আমাদিগের পরিচয় হইয়াছে, তাহাদিগের কিছুমাত্র বিশেষ তত্ত্বই আমরা জ্ঞাত নহি। বিশেষ তত্ত্বের মধ্যে এই মাত্র দৃঢ় রূপে জানি যে, যাহা আমাদিগের শরীর মনের নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তন্মধ্যে কতিপয় অযাচিত রূপে ও আর কতিপয় যাচিত রূপে প্রাপ্ত হইতেছি এবং তৎসমুদায় উপভোগ করিয়া উন্নতির পথে ও আনন্দের পথে অগ্রসর হইতেছি। এই বিষয়টি বিস্তৃত রূপে আলোচনা করিতে করিতে যখন আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে, আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক অভাব পূরক দ্রব্যাদির মধ্যে কিছুই আমরা স্বয়ং উৎপাদন—প্রকৃতার্থে উৎপাদন করিতে পারিতেছি না, অথচ সেই সমুদায় দ্রব্যই সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়া, অভাবের গুরুত্ব অনুসারে কখন যাচ্ঞার পূর্ব্বে ও কখন যাচঞার পরে, আসিয়া আমাদিগের অভাব সকল বিদূরিত করিতেছে, তখন আমরা সম্মুখে এক মহান্ জ্ঞান ও শক্তির সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। তাহাকেই তখন আমরা সমুদায়ের স্রষ্টা নিয়ন্তা ও দাতা বলিয়া সম্বোধন করি। আমরা কি রূপ দ্রব্য সামগ্রীতে পরিপোষিত হইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছি তাহা আমরা কিছুই জানি না বটে, কিন্তু তৎসমুদায়ের যে একজনও জ্ঞাতা নাই এমত নহে, সেই মহান্ পুরুষই তৎসমুদায়ের এক মাত্র জ্ঞাতা; নির্ম্মাতা ও চালয়িতা ভিন্ন কেহই কোন বিষয়ের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না।

সেই অনির্ব্বচনীয় পুরুষ যে এক কালে আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াই নিরস্ত রহিয়াছেন, এবং শরীর ও হৃদয়ে কতিপয় অভাব সঞ্চার পূর্ব্বক তৎ পূরণোপযোগী বিবিধ আশ্চর্য্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়াই নীরব রহিয়াছেন, এমত নহে, তিনি নিয়ত প্রণিধান পূর্ব্বক আমাদিগের অভাব সকল নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং অবস্থা বিবেচনা করিয়া নানা উপায়ে তৎসমুদায়

পূরণ করিতেছেন। যে প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি সেই কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহা অনেক সময়ে একই প্রকার দৃষ্ট হয় বলিয়া অনেকেই জগতের কার্য্যে তাঁহার সাক্ষাৎ যোগ নাই বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে যেমন ঘটিকা-যন্ত্রের নির্ম্মাতা তাহাতে শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক চালাইয়া দিলেই তাহা দ্বারা যথা নিয়মে ঘণ্টা, মিনিট, সপ্তাহ, মাস প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে, সেই রূপ জ্ঞান ও শক্তি স্বরূপ ঈশ্বর এই জগৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ইহাতে তাঁহার যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাই ইহাকে চিরদিন এক রূপ নিয়মে পরিচালিত করিতেছে। কি প্রমাদ! যে শক্তিবিন্দু জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত অসংযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে, তাহাই কি এইক্ষণ আমাদিগের জ্ঞান চক্ষুর নিকট মৌলিক স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে? না, কখনই এরূপ বিশ্বাস হয় না। যাঁহারা এই রূপ কহেন, তাঁহারাও বোধ হয় কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে আমাদের ন্যায়ই বলিয়া উঠিবেন। ঘটিকা যন্ত্রের নির্ম্মাতা উহা নির্ম্মাণ করিবার সময় কি কি উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিল দেখা যাউক। সে কঠিনতা ও মসৃণতা গুণ সমন্বিত কিঞ্চিৎ পিত্তল ও লৌহ এবং স্থিতিস্থাপকতা গুণ বিশিষ্ট কিঞ্চিৎ ইস্পাৎ এবং সমকালভোগী একটি দোলক প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদিগের সহায়তা ক্রমে অভিলষিত রূপে একটি কালমান যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিল এবং তাহাদিগের হস্তে আপনার বলাংশ গচ্ছিত রাখিয়া তদ্দ্বারা নানা প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। আপন বলাংশ এই রূপে গচ্ছিত রাখিবার উপযুক্ত কোন পরকৃত পাত্র না পাইলে কি সে ঐ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিত? কখনই না। ইহা যদি স্থির হইল, তবে এইক্ষণে কে বলিতে পারেন যে, পরমাত্মা এই বিশ্ব সৃজন করিবার পর ইহাতে আপনার শক্তির কিয়দংশ প্রদান করিয়াই ইহার সহিত নিঃসম্পর্ক হইয়াছেন; ওদিকে বিশ্বযন্ত্র সেই শক্ত্যংশ গচ্ছিত রাখাতেই তদ্দ্বারা ইহা যথা নিয়মে চালিত হইতেছে? আধার ভিন্ন শক্তির অবস্থান সম্ভবিতে পারে না। তাহা যদি না পারিল তবে সৃষ্টিকালে কোন্ পদার্থ পূর্ব্বস্থিত উপযুক্ত গুণশালী হইয়া তাঁহার শক্তি ধারণ পূর্ব্বক এই বিশ্ব রূপে পরিণত হইল? এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন অন্য কোন পদার্থই ছিল না, তখন কোন পদার্থই সেরূপ হয় নাই। ঈশ্বর আপনার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম, শক্তি হইতেই এই বিশ্ব উৎপাদন করিয়াছেন, সুতরাং তাহাই এই বিশ্বের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। যখন সেই ইচ্ছা জ্ঞান প্রভৃতি হইতে ঈশ্বর বিচ্ছিন্ন নহেন তখন বিশ্বের সহিত ঘটিকা যন্ত্রের তুলনা করিয়া, ইহা হইতে ইহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তাকে পৃথক্ করিয়া জানাকে ঠিক্ জানা বলা যাইতে পারে না।

অপরন্তু, কেহ কেহ বলেন যে ঈশ্বর প্রথমতঃ জগৎকে শক্তি ধারণের উপযুক্ত পাত্র করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন, পরে তাহাতে ঘটিকা নির্ম্মাতার ন্যায় শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার সহিত নির্লিপ্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই এই রূপ বাক্যের নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ঘটিকা-যন্ত্র প্রভৃতিতে প্রয়োজিত শক্তি, চক্র দণ্ডাদিকে চালিত করিতে থাকে বটে কিন্তু (ফ্রেম ব্র্যাকেট প্রভৃতি) কোন নিশ্চল অবলম্বের উপর ভর না দিলে তাহা কাহাকেও চালাইতে পারে না। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা যিনি এই গূঢ় সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই এই জগৎকে ঘটিকা যন্ত্রের সহিত তুলনা করিতে লজ্জিত হই-

বেন। কারণ যদি বলা যায় যে, প্রয়োজিত শক্ত্যংশ এই জগৎকে চালিত করিতেছে তবে তাহার অবলম্বন কোথায়? এইক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, দেখিবেন স্বয়ং ঈশ্বরই সেই জগজ্জননী শক্তির নিত্যাবলম্বন।

পরমেশ্বর নিরন্তর আমাদিগের সহিত ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিয়া শুদ্ধ যে আমাদিগের শরীর মনে কতিপয় অভাবের সঞ্চার করিতেছেন এবং তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত কখন অযাচিতরূপে এবং কখন যাচিতরূপে নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিতেছেন, এমন নহে, যাহাতে সেই সকল সামগ্রী আমাদিগের ব্যবহারোপযোগী থাকে, তাহার নিমিত্তও সতত অবিশ্রামে যত্ন করিতেছেন। যে সকল সামগ্রী আমাদিগের ইহলৌকিক অস্তিত্বের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং যাহার অভাবে আমাদিগের কোন প্রকার উন্নতিই সম্ভবিতে পারে না, তিনি সেই সকল সামগ্রী অধিকতর যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন এবং যথা সময়ে প্রয়োজন জানিয়া, তৎসমুদায় বিধান করিতেছেন। শরীর ও মন যে সকল শক্তি ও তাহার দ্বারা পরিপোষিত না হইলে ইহ লোকে আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না, যদি তৎসমুদায় আমাদিগকে প্রার্থনা করিয়া লাভ করিতে হইত, তাহা হইলে এত দিন আমাদিগের যে কি ভয়ানক বিনাশের অবস্থা উপস্থিত হইত, তাহা আমরা কল্পনা দ্বারাও স্থির করিতে পারি না। তিনি আমাদিগের সেই ভাবী অবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই, সেই সকল অত্যাবশ্যক সামগ্রী অযাচিতরূপে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিতরণ করিতেছেন এবং তন্মধ্যে যে গুলি আমাদিগের ও অন্যের ব্যবহার দ্বারা দূষিত হইয়া যাইতেছে, তাহা যত্নের সহিত সংস্কার করিয়া দিতেছেন। তিনি শরীরের নিমিত্ত জল বায়ু, তাপ, পৃথিবী, উদ্ভিদ, মাংস, পরিপাক শক্তি, রক্ত সংস্কার শক্তি, নিদ্রা, চৈতন্য ও রোগ আরাম করিবার শক্তি এবং আত্মার নিমিত্ত স্মৃতি, বুদ্ধি, হর্ষ, বিষাদ, ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্বস্তু জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি প্রভৃতি কত শত অপূর্ব্ব সামগ্রী যে প্রতিনিয়ত অযাচিত ভাবে প্রদান করিতেছেন এবং দূষিত বা অকর্ম্মণ্য দেখিলে সংস্কার করিয়া দিতেছেন, তাহা গণনা করা কাহার সাধ্য! যে সকল উপায়ে তিনি ঐ সমুদায় বিতরণ করিতেছেন ও দোষ সংস্কার করিয়া তাহাদিগকে আমাদিগের ব্যবহারোপযুক্ত করেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে কেহই তাঁহাকে সময়ে মাতা সময়ে পিতা রূপে দর্শন করিতে অক্ষম হয়েন না। অতএব, আমরা অদ্য উপরোক্ত সামগ্রী গুলির মধ্য হইতে দুই একটির অজস্র দান ও সংস্কার তত্ত্ব লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে করিতে এক বার তাঁহার জনক জননী রূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই।

জীব দেহের পক্ষে জল একটি অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইহার অভাব হইলে সকলেরই অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া উঠিত, সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে। আশু সামান্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে, সমুদ্র, নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ ও কূপ ভিন্ন আর কোন স্থানেই জল নাই; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কি বায়ু, কি ভুগর্ভ, কি মরুভূমি সকল স্থানেই যথেষ্ট পরিমাণে জল আছে। ভুগর্ভ খনন করিলে যে সর্ব্বত্রই জল পাওয়া যায় তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। বায়ু ও মরুদেশে যে কিরূপে জল অবস্থিত রহিয়াছে তাহার

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা অতীব আবশ্যক। বায়ুতে জলীয় বাষ্প ও জল কণা সকল যে নিরন্তর ভাসমান রহিয়াছে তাহার সুলভ ও উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর উপরিভাগের ন্যায় বায়ুতেও নানা জাতীয় কীটানু বাস করিতেছে; এবং এই খানে থাকিয়াই তাহারা আহার বিহার ও সন্তানোৎপাদন করিতেছে। সেই সকল জীবের শরীরে যে রস রক্ত প্রভৃতি তরল পদার্থ আছে, তাহা ঐ ভাসমান জল কণা সকল হইতেই প্রত্যুৎপন্ন হইয়া থাকে। অপরন্তু রাত্রিতে যে শিশির-বিন্দু সকল পতিত হইয়া পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করে তাহাও ঐ সকল ভাসমান জল কণা হইতে উৎপন্ন হয়। মরুভূমিতে জলের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবে তৎসম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রমাণ আছে। মরুদেশস্থ উত্তপ্ত বালুকা রাশি উত্তীর্ণ হইবার সময় শুষ্কতালু পথিকগণ স্থানে স্থানে বালুকার কিঞ্চিৎ নিম্নে ঈশ্বরের বিশেষ প্রসাদ রূপে তরমুজ প্রভৃতির ন্যায় এক প্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ ফলের অভ্যন্তরে শীতল জল প্রাপ্ত হইয়া পিপাসা শান্তি করেন। এতদ্ভিন্ন মরুভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে বৃক্ষের ছায়া ও শীতল পানীয় পূর্ণ জলাশয়াদিও প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল জলাশয় ও বৃক্ষ সতত চতুর্দ্দিকস্থ তাপ ও বালুকায় পীড়িত হইয়াও শুষ্ক হইয়া যায় না। অতএব জীবের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অন্তঃসলিল ও বহিঃসলিল উভয়ই যে সেই ভীষণতর মরুদেশেও বর্ত্তমান আছে তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এইক্ষণই বোধ হয় সকলেই নিঃসন্দেহ দেখিতে পাইতেছেন যে, ঈশ্বর, এই জগতে জলের যে রূপ প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার বিতরণ বিষয়েও সেই রূপ মুক্ত হস্ত হইয়াছেন।

মহান্ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর যে জননীর ন্যায় সমুদায় জীবের সম্মুখে পানীয় পরিবেশন করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন এমত নহে, সেই পানীয় যাহাতে দুষিত হইয়া তাহাদিগের হানি জনক হইতে না পারে তাহার নিমিত্তও অবার পিতার ন্যায় বিবিধ উপায়ে নিরন্তর যত্ন করিতেছেন। জীব ও উদ্ভিদের নানা প্রকার শুভোদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য জলকে তিনি যে তারল্য ও দ্রবকারিত্ব প্রভৃতি গুণে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহাকে সর্ব্বদাই সহস্র সহস্র দুষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কলুষিত হইতে হইতেছে এবং সেই সমুদায় দোষ হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তিনি যে কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছেন তাহা কে বলিতে পারে! আমরা তাঁহার কীট সম সন্তান হইয়া কি প্রকারে তাঁহার সমুদায় উপায়ের জ্ঞাতা হইব। আমরা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা প্রকাশ করিলে যদিও তাঁহার মাহাত্ম্যের কিছুই হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না, তথাচ আপনাদিগের তৃপ্তির জন্য একবার তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

জলের সহিত দুই প্রকারে অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যাদির যোগ হয়, যথা সামান্য যোগ ও রাসায়নিক যোগ। যে গুলি সামান্য যোগে মিশ্রিত তাহা ছাঁকিয়া লইলেই পৃথক্ হইতে পারে, আর যে গুলি রাসায়নিক যোগে মিশ্রিত তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিয়োজিত না হইলে কোন মতেই পৃথক্ হয় না। যে সকল উপায় দ্বারা আমাদিগের জ্ঞান স্বরূপ পিতা সংস্কার কার্য্য সাধন করিতেছেন তাহা দ্বারা উভয় বিধ মলই দুরীকৃত হইয়া যাইতেছে

১। তাপ দ্বারা বাষ্পোৎপাদন——জলে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে যে বাষ্প উদ্গত হইতে থাকে তাহা কাহারো অবিদিত

নাই বটে কিন্তু ইহাই সেই মহান্ কার্য্যের এক প্রধান উপায়। তিনি সূর্য্যকিরণের তাপ দ্বারা কলুষিত জল রাশি হইতে নিরন্তর যে বাষ্প উৎসারণ করিতেছেন, তাহাকে আকাশে লইয়া শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা পরিষ্কৃত জল রূপে পরিণত করিতেছেন। কি রূপ পারিপাট্যের সহিত এই উপায়টি কার্য্যকারী হইতেছে তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা যাউক। জলে একদা অধিক পরিমাণে তাপ সংযোগ করিলে তাহা হইতে যে শুদ্ধ জলীয় বাষ্পই উদ্গত হয়, এমত নহে, জল মধ্যস্থ অন্যান্য পদার্থও সেই তাপ প্রভাবে বাষ্পীভূত হইয়া তাহার সহিত উঠিতে থাকে। অপিচ, জলে অল্প পরিমাণ তাপ ক্রমাগত প্রয়োগ করিতে থাকিলে, শুদ্ধ জল কণা সকলই বাষ্পাকার ধারণ করিয়া উঠিতে থাকে, তাহার সহিত প্রায় অন্য কোন দ্রব্যই উঠিতে পারে না। ঈশ্বর যে সূর্য্য তাপ দ্বারা বাষ্পোৎসারণ করেন, তাহা অতি মৃদু সুতরাং বাষ্পের সহিত বিজাতীয় পদার্থের উদ্গমন সম্ভাবনা অতি অল্প। রসায়নবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণও মৃদু সন্তাপ দ্বারা দুষিত জল হইতে বাষ্পোদ্গম করান এবং শৈত্য দ্বারা সেই সকল বাষ্প ঘনীভূত করিয়া পরিষ্কৃত জল প্রস্তুত করেন বটে, কিন্তু যন্ত্রের উৎকর্ষ বিষয়ে তাঁহারা এই সন্ধানের উদ্ভাবকের পদধূলির নিকটও অগ্রসর হইতে পারেন না। তাঁহারা যে অগ্নির সন্তাপ ব্যবহার করেন সূর্য্য কিরণের তাপ অপেক্ষা তাহা অধিকাংশে উগ্র; সুতরাং তাঁহাদিগের বাষ্পের সহিত অনেক বিজাতীয় পদার্থও উত্থিত হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের তাপ প্রয়োগ প্রণালীতে আরও পারিপাট্য আছে। একটি কারণও আছে—উক্ত পণ্ডিতগণ যে পাত্রে জল রাখিয়া সন্তাপ প্রয়োগ করেন, তাহার নিম্ন দেশে অগ্নি রক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাতে ঐ পাত্রের তলাস্থিত জল উত্তপ্ত হইয়া বেগে ঊর্দ্ধগামী এবং উপরি ভাগস্থ শীতল জল অপেক্ষাকৃত গুরু হইয়া সেই রূপ বেগে নিম্নগামী হইয়া পড়িতে থাকে। অনবরত এই রূপ ঊর্দ্ধাধ বেগ দ্বারা জল আন্দোলিত হইতে থাকে বলিয়া জলীয় বাষ্পের সহিত অন্যান্য দ্রব্যের বাষ্পও না উঠিয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের তাপ প্রয়োগ প্রণালী অন্য রূপ। তিনি সূর্য্য কিরণ দ্বারা জলের শুদ্ধ উপরিভাগ মাত্র সন্তপ্ত করিয়াই বাষ্প উৎসারণ করেন সুতরাং জলের মধ্যে কোন প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়া বিজাতীয় বাষ্পের উদ্গমন পক্ষে কিছু মাত্র সহায়তা করে না। এই রূপে জলের উপরিভাগ সন্তপ্ত করিয়া তিনি আর একটি মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। যদি ঐ পণ্ডিতদিগের ন্যায় তিনি জলস্থানের নিম্নভাগে তাপ প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে সমুদায় জল একেবারে উত্তপ্ত হইয়া তন্মধ্যস্থ প্রাণী মাত্রের মূলোচ্ছেদ করিত। মানবগণ এই প্রণালীর উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিলেও, এতদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা জল চোয়াইবার জন্য যে রূপ পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন, তাহার আয়তন অতি সামান্য, সুতরাং জলের উপরিভাগে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক বাষ্প উঠিতে পারে না, সুতরাং কার্য্যও শীঘ্র সমাধা হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরকে পাত্রের অল্পায়তন বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা করিতে হয় না। সমস্ত পৃথিবীই তাঁহার জলাধার; ইহার প্রত্যেক স্থান হইতে প্রতিক্ষণে যে বাষ্প উত্থিত হইতেছে তাহার সমষ্টি অতীব বৃহৎ।

২। শৈত্য দ্বারা উত্থিত বাষ্পকে জল ও তুষার করণ——যেমন তাপ প্রয়োগ দ্বারা জলকে বাষ্প রূপে পরিণত করিলে, তন্মধ্যস্থ বিবিধ

অপরিষ্কৃত দ্রব্য পৃথক্ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা বাষ্পকে জলরূপে পরিণত করিলেও তাহার মধ্য হইতে নানা প্রকার বিজাতীয় পদার্থ বিযুক্ত হয়। ইহাই তাঁহার জল সংস্কারের দ্বিতীয় উপায়। সমুদ্র, নদী, হ্রদ, মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ হইতে সর্ব্বক্ষণ যে বাষ্পরাশি উত্থিত হইতেছে, তাহার সহিত যে সকল মল মিশ্রিত থাকে তাহাই এই উপায়ে পরিষ্কৃত হইতেছে। উত্থিত বাষ্প রাশি জলাকারে পরিণত হইয়া কিয়দংশ রাত্রিকালে শিশিররূপে ও বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টিরূপে পতিত হয় এবং কিয়দংশ ঘনতর রূপ ধারণ করিয়া উচ্চ গিরিশিখরাদির উপর তুষাররূপে অবস্থান করে। একমাত্র বাষ্পকে এই রূপ তিন আকারে পরিবর্ত্তিত করাতে জগতের কত প্রকার উপকার সাধিত হইতেছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বৃষ্টি ও শিশিরের জল অতীব পরিষ্কৃত কিন্তু কখন কখন বায়ুস্থিত ধূলি প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া কিঞ্চিৎ অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে। যাহা হউক প্রথম বৃষ্টির জলই প্রায় অপরিষ্কৃত হইয়া থাকে, কিন্তু কিছু কাল বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিলে আর সে দোষটি থাকিতে পায় না। এই ঘটনা নিবন্ধন বায়ুর সংস্কার কার্য্যও সাধিত হইতেছে। গিরিশৃঙ্গে বরফ স্থাপন করিবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে এবং শীতকালে শিশিরের জলে নদী প্রভৃতির পোষণ এবং মৃত্তিকাদির আর্দ্রতা সম্পাদিত হইয়া থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহা হইতে পারে না। ঐ কালে গিরিশৃঙ্গস্থিত শীতকালসঞ্চিত তুষাররাশি সূর্য্যতাপে গলিত হইয়া জলাকারে পরিণত হয় এবং সেই জল নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিয়া সকল স্থানের জলকষ্ট নিবারণ করে। যদি শীতকালে এই রূপ উচ্চ শৃঙ্গে বরফ সঞ্চিত না হইত, তাহা হইলে গ্রীষ্মকালে জীব মাত্রের অস্তিত্ব সংশয় হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

৩। বায়ু সংস্পর্শ দ্বারা জলের রূপান্তর করণ—ঈশ্বর জলকে বায়ু শোষণের শক্তি প্রদান করিয়া তাহার সংস্কার সাধন করিতেছেন। জলের উপরিভাগে সতত যে বায়ুরাশি অবস্থান করিতেছে, তাহা দুই প্রকার ভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত; যথা, অম্লজান ও যবক্ষারজান। এই দুই প্রকার পদার্থ যে প্রকার যোগে একত্রিত হইয়া বায়ু প্রস্তুত করিয়াছে তাহা রাসায়নিক সংযোগ নহে, সুতরাং অল্পায়াসেই তাহাদিগকে পৃথক্ করা যাইতে পারে। জল যখনই তদুপরিস্থ বায়ুর অংশ সকল শোষণ করিয়া উদরস্থ করিতেছে, তখনই তাহা হইতে অম্লজান পদার্থ জলাশ্রিত বিবিধ মলাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে অল্প হউক আর অধিক হউক রূপান্তর করিয়া ফেলিতেছে। এই রূপে রূপান্তরিত পদার্থব্যূহের মধ্যে কোনটি জীব দেহের হিতকারী হইয়া উঠিতেছে এবং কোনটি গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়া অধঃস্থ হইয়া পড়িতেছে। নদী প্রভৃতিতে স্রোতঃ থাকাতে এই রূপ সংস্কার অধিকতর পারিপাট্যের সহিত সম্পাদিত হইতেছে। স্রোত নিবন্ধন সমুদায় জলই পর্য্যায়ক্রমে উপরিস্থ বায়ুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে পারে সুতরাং সমুদায়ের সহিতই বায়ু অনায়াসে মিশ্রিত হইতে পারে। পুষ্করিণী প্রভৃতির জল অপেক্ষা স্রোতস্বতীর জল যে উৎকৃষ্টতর তাহার একটি প্রধান কারণ এই। বায়ু হইতে অম্লজান পদার্থ বিযুক্ত হইয়া যে সকল রাসায়নিক সংযোগ সাধন করে, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ ও দীর্ঘ হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাতে নিবৃত্ত হওয়া গেল। যাহা হউক জলের

সহিত বায়ু সংযুক্ত হইবার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে তাহাও এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জলের মধ্যে যে সমস্ত জীব বিচরণ করিতেছে, তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত যে বায়ু রাশির প্রয়োজন, তাহা ঐ শোষিত বায়ুর কিয়দংশ দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। অতএব জলের বায়ু শোষণ করিবার শক্তি না থাকিলে যেমন তাহার সংস্কারের ব্যাঘাত হইত, তেমনি তন্মধ্যস্থ জীব সকলও প্রাণ ধারণ করিতে পারিত না।

৪। জীবগণ দ্বারা জলের রূপান্তর করণ—জল যে কত লক্ষ লক্ষ জীব জন্তুর আবাস তাহা তাহাদিগের স্রষ্টা ভিন্ন আর কাহারই গণনা করিবার সাধ্য নাই। সেই সকল জীবের মধ্যে প্রায় সকলই আপন অপেক্ষা দুর্ব্বলকে এবং জল মিশ্রিত মলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। যে প্রকার মল আমরা অণুবীক্ষণ দ্বারাও দেখিতে পাই না, তাহাও অনেক জীব অন্বেষণ পূর্ব্বক আহার করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে। এই রূপ অনেক প্রকার মল জীবান্তরের শরীরের রক্ত মাংস রূপে পরিণত হওয়ায় জল অনেকাংশে সংস্কৃত হইয়া পড়ে। ঈশ্বর এক জীবের অগ্রাহ্য সামগ্রী আর এক জীবের গ্রাহ্য ও লোভনীয় করিয়া দিয়া কি আশ্চর্য্য কৌশলই প্রকাশ করিতেছেন।

৫। উদ্ভিদ্ দ্বারা জলের শোষণ—বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন যে, যখন নদী বা পুষ্করিণী প্রভৃতির জল কোন বিশেষ কারণ বশতঃ দূষিত ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে, তখন তাহার উপরিভাগে ও নিম্ন দেশে নানা জাতীয় শৈবাল জন্মিতে থাকে। ঈশ্বর একটি মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই ঐ সকল শৈবাল সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঐ শৈবাল সমুদায় প্রতি-নিয়ত জল হইতে নানা জাতীয় মল শোষণ পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জলের মধ্যে রাসায়নিক যোগাশ্রিত হইয়া যে সকল দূষিত পদার্থ থাকে, প্রায় তাহাই শোষণ করিয়াই শৈবাল বৃন্দ বর্দ্ধিত হয়। তাহারা যে শুদ্ধ দূষিত পদার্থ শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় এমত নহে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, জলে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে জলীয় বাষ্পের সহিত অন্যান্য দূষিত বায়ু উঠিয়া জন সমাজের অনিষ্ট করিতে না পারে ইহার জন্য এক প্রকার ক্ষুদ্র শৈবাল জলের উপরিভাগে আবরক স্বরূপে অবস্থিতি করে। ঈশ্বরের এই উপায়ের যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবিধান না করিয়াই পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে শৈবাল উঠাইয়া ফেলেন এবং তাহার ফলে দূষিত জল পান করিয়া এবং দূষিত বায়ুর আঘ্রাণ লইয়া নানা প্রকার দুর্নিবার রোগ-গ্রস্ত হইয়া পড়েন।

যে কয়েকটি উপায়ের উল্লেখ মাত্র করিলাম, তদ্ভিন্ন আরো যে কত উপায় আছে তাহা কে বলিতে পারে। ঈশ্বর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যখন শোধন কার্য্য সমাধা করিতেছেন, তখন ইহা অপেক্ষা আরো যে অনেক উৎকৃষ্টতর উপায় অদ্যাপি আমাদিগের চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর রহিয়াছে তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সভ্যদেশীয় লোকদিগকে অধুনা নানা উপায়ে জল সংস্কার করিয়া ব্যবহার করিতে দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে ঈশ্বর জলকে কি সংস্কার করিতেছেন? অল্পবুদ্ধি লোক এরূপ বলিতে পারেন বটে, কিন্তু যাহা বলেন তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা সকলে একত্র হইয়া আপন আপন ব্যবহার দ্বারা জলকে যে রূপ অপকৃষ্ট করিয়া তুলিতেছে তাহা মনে

করিতে গেলে অজ্ঞান হইতে হয়। ঈশ্বরের হস্ত সেই সমুদায় পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত না থাকিলে অদ্য এই পৃথিবীর যে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। সমুদ্র, জল সংস্কারের প্রধান স্থান, সুতরাং তাহার ও তাহার নিকটবর্ত্তী নদী প্রভৃতির জল সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মল পূর্ণ হইবারই কথা। মনুষ্য যখন এরূপ স্থানে আবাস স্থাপন করেন যে, উক্ত জল ভিন্ন তাঁহার অন্য উপায়ই থাকে না, তখনই তাঁহার জল সংস্কারের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই সে রূপ হয় না। বোধ হয় ঈশ্বরের এই বিধানের মর্ম্ম অবগত হইয়াই প্রাচীন কালের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বলিয়া গিয়াছেন এবং এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন যে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী লবণ দেশে আবাস স্থাপন করা প্রাজ্ঞদিগের উচিত নহে। অতএব মনুষ্য কিঞ্চিৎ বিবেচনার সহিত আবাস স্থাপন করিলেই জল সংস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। পরমাত্মন্! তুমি যে আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত কখন মাতার ন্যায় কখন পিতার ন্যায় কার্য্য করিতেছ আমরা এইক্ষণে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাইতেছি। আমরা যে তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে অবস্থিত রহিয়াছি তাহাও আমরা এইক্ষণে স্পষ্ট রূপে অনুভব করিতেছি। এইক্ষণে একমাত্র প্রার্থনা এই যে, যখনই তোমার যে দান উপভোগ করিয়া বর্দ্ধিত হই, তখনই যেন আমরা তোমার প্রেমমুখ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। আমরা যাহাতে অকৃতজ্ঞ হইয়া তোমার দান উপভোগ না করি, তাহার নিমিত্ত তুমি উপায় বিধান কর।

পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান।

কি প্রণালীতে সচরাচর মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন হইয়া থাকে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, সে একেবারেই নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হয় না। স্বভাবের সকল কার্য্য ক্রমশঃ সম্পাদিত হয়; ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন ও ক্রমশঃ উন্নতির নিয়মের বহির্ভূত নহে। প্রথমে লোকে জড়োপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়; প্রস্তর ও উদ্ভিদাদি জড় পদার্থের কল্পিত প্রাণকে দেবতা মনে করিয়া তাহাকে উপাসনা করে। পরে জ্ঞানের উন্নতি হইলে দেবোপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা প্রত্যেক নৈসর্গিক পদার্থের একএকটি নরাকৃতি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা করে। পরে জগতের সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহাদিগের হৃদয়ে এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভাব সঞ্চারিত হয়। তখনও তাহারা নিরাকার ঈশ্বরের জ্ঞান যে প্রাপ্ত হয় তাহাও নহে। আদিম ইহুদিরা এক মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াও তাঁহাকে আকার বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিত। এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও তাঁহার সম্বন্ধীয় মনুষ্যের সংস্কার প্রথমে অসংস্কৃত ও অপরিমার্জ্জিত অবস্থাতে থাকে, পরে তাহা ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইয়া নিরাকার অনন্ত সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর জ্ঞানে তাহাকে উপনীত করায়। এই রূপে দেখা যাইতেছে যে মনুষ্য জড়োপাসনা হইতে দেবোপাসনায়, দেবোপাসনা হইতে এক মাত্র সাকার ঈশ্বরোপাসনায় এবং এক মাত্র সাকার ঈশ্বরোপাসনা হইতে নিরাকার সর্ব্বব্যাপী অনন্ত ঈশ্বরোপাসনায় ক্রমে আরোহণ করে; অতএব প্রতীত হইতেছে যে

পৌত্তলিকতা নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান। পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান যদি না বলা হয় তবে বস্তুত যাহা পৃথিবীতে ঘটিতেছে তাহার অর্থাৎ সত্যের অপহ্নব করা হয়। যদি কোন ব্রহ্মবাদী এই রূপ উপদেশ দেন যে, পৌত্তলিকতা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান তাহা হইলে তিনি অসত্য উপদেশ দেন না, সত্যই উপদেশ দেন। তিনি যদি এরূপ উপদেশ দেন তাহা হইলে তিনি কখনই পৌত্তলিকতার পোষকতা করেন না, বরং তাহার বিপরীত করেন অর্থাৎ পৌত্তলিকতার হীনতা প্রদর্শন করেন এবং তদপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্মে আরোহণ করিবার কর্ত্তব্যতা শিক্ষা দেন, যেহেতু পৌত্তলিকতা কেবল সোপান মাত্র, সোপানে চিরকাল থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে, ছাদে অর্থাৎ নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণ করা উচিত। এই রূপ উপদেশ পৌত্তলিকদিগের পক্ষে উপকারী তাহার আর সন্দেহ নাই। কেবল যে পৌত্তলিকদিগের পক্ষে উপকারী এমত নহে, যাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া, এমত বিশ্বাস করেন যে, মহৎ মনুষ্য ঈশ্বরের অবতার, তাঁহাদিগেরও পক্ষে তাহা উপকারী যেহেতু তাঁহারাও অদ্যাপি সোপানে রহিয়াছেন, ছাদে এখনও আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

JUST PUBLISHED.

A Reply to the Query. "What is Brahmoism?" Price 4 annas.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৪ অগ্রহায়ণ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

আয় ব্যয়।

শ্রাবণ ও ভাদ্র এবং আশ্বিন ১৭৯৩ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১০৩৭৸৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৪৩৩৶১৫
সমষ্টি	১৪৭১৶৫
ব্যয়	৮৯৭॥৫
স্থিত	৫৭৩॥৶০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৩৩॥১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩০৯৸৶০
পুস্তকালয়	৬১।০
যন্ত্রালয়	৪৬৭॥৶০
গচ্ছিত	৬৫॥০
সমষ্টি	১০৩৭৸৶১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৯৭॥/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৭৮॥৶৫
পুস্তকালয়	৭৬।/০
যন্ত্রালয়	১৫৭॥১৫
গচ্ছিত	৮৭।/১৫
সমষ্টি	৮৯৭॥৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৫
" রমণী মোহন রায় চৌধুরি ...	২৫
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৫
" ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৮।৶০
" দ্বারকানাথ রায়	২৶৫
" রাজনারায়ণ বসু ...	২
" কানাইলাল পাইন ...	২
" নীলমণি চক্রবর্ত্তী ...	২
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ...	২
" তারকনাথ দত্ত	২
" রাজেন্দ্র মিত্র ...	১
" নবীনকৃষ্ণ বসু	১
" আশুতোষ ধর ...	১
" যাদবচন্দ্র রায়	১
" গোপালচন্দ্র মল্লিক ...	১
" সম্ভুচন্দ্র মিত্র	১
" রসিকলাল পাইন	১
	১১২॥/০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫
" তারকনাথ তত্ত্বরত্ন ...	৪

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০
দানাধারে প্রাপ্ত	১৸৶১০
সমষ্টি	১৩৩॥১০

সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।
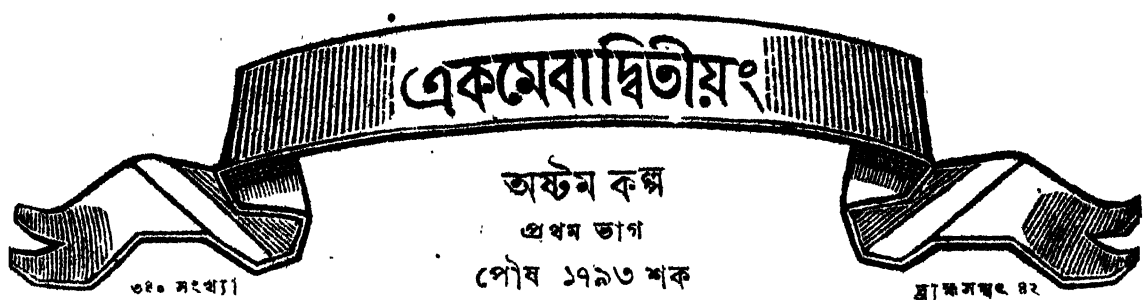
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত প্রতিদিবস সন্ধ্যা। ৭ ঘণ্টার সময়ে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবেন।

১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু
১ মাঘ শনিবার

পাতুরেঘাটা নিবাসী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২ মাঘ রবিবার

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩ মাঘ সোমবার

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪ মাঘ মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ী
৫ মাঘ বুধবার

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৬ মাঘ বৃহস্পতিবার

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু
৭ মাঘ শুক্রবার

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
৮ মাঘ শনিবার

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়
৯ মাঘ রবিবার

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০ মাঘ সোমবার

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

জগতে ঈশ্বর দর্শন।

"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি।"

ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেক মহিমায় প্রকাশমান আছেন। চেতন অচেতন সমুদায় পদার্থই তাঁহার মহিমা। সেই মহিমা আমাদের দশ দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে। অগ্নি বায়ু জল, তরু লতা গুল্ম, পর্ব্বত নদী সমুদ্র, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র, এই সমুদায় তাঁহারই মহিমা। আমাদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যাহা কিছু গ্রহণ করিতেছে, তৎসমুদায়ই তাঁহার মহিমা এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলও তাঁহারই মহিমা। আমরা ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আমাদের দশ দিকে তাঁহার যে সকল মহিমা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহারই সংখ্যা করা যায় না। আবার পদার্থ-বিদ্যার যত উন্নতি হইতেছে, ততই তাঁহার নব নব মহিমা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত হইতেছি। শুদ্ধ চক্ষুতে যে স্থানে কিছুই নাই বোধ হইতেছে, অণুবীক্ষণ সহকারে দর্শন কর, সেই স্থান তাঁহার অসংখ্য জীব রূপ মহিমাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। শুদ্ধ চক্ষুতে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহার কোটি কোটি মহিমা দর্শন করিয়া অবাক হইতে হয়। আবার দূরবীক্ষণ সহকারে দর্শন কর, সেই কোটি কোটি মহিমার সঙ্গে আরও কোটি কোটি দৃষ্ট হইতে থাকিবে। সেই মহামহিম মহান্ পুরুষ তাঁহার এই সমস্ত মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। চক্ষু উন্মীলন কর, এই সমস্ত মহিমার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। যতই অভিনিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার মহিমার আলোচনা করিবে, দেখিতে চাহিলে ততই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তিনি তাঁহার মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ঈশ্বরের মহিমার মধ্যে কেবল যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা মাত্র উপলব্ধি হয় তাহা নহে তাঁহার সজীবতা, নিয়ন্তৃত্ব, জ্ঞান ও মঙ্গল অভিপ্রায় দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত সৃষ্টি তাঁহা হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকেই প্রকাশ করিতেছে। এই বিদ্যমান জগৎ তাঁহাকে প্রাণ স্বরূপ বলিয়া পরিচয় দিতেছে; এই ক্রিয়াশীল জগৎ তাঁহাকে নিয়ন্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে; এই শৃংখলাযুক্ত জগৎ তাঁহাকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিতেছে; এবং ইহার কল্যাণকর নিয়ম সকল তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা প্রচার করিতেছে;——এই জগৎ জগদীশ্বরকেই প্রকাশ করিতেছে।

জগতের মধ্যে কেবল যে জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি গুণই উপলব্ধ হয়, তাহা নহে; সেই গুণবান্ পুরুষকেও প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি জগতের প্রাণ, তিনি প্রত্যেক পদার্থের অন্তরাত্মা। এক মনুষ্য যখন আর এক মনুষ্যের শরীরে দৃষ্টিপাত করেন, এখন তিনি তাঁহার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মাকেও উপলব্ধি করিতে থাকেন; সেই রূপ অভিনিবিষ্ট মনুষ্য যখন জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি জগতের আত্মাকেও উপলব্ধি করেন। আত্মাই বস্তুতঃ সকর্ম্মক, জড় নিষ্ক্রিয়;

আমাদের আত্মার ক্রিয়াই চক্ষু মুখ হস্ত পদ প্রভৃতিতে আবির্ভূত হওয়াতে শরীরকে [illegible]

ন্যায় সমস্ত জড় জগৎই নিস্ক্রিয়; সেই প্রাণ স্বরূপ, সেই অন্তরাত্মার অলৌকিক ক্রিয়া জড় জগতের উপর সংক্রামিত হই-তেছে। জগতের সমস্ত ক্রিয়াই সেই সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা ঈশ্বরের মহান্ আত্মাকে আমা-দের দর্শন পথে প্রদর্শন করিতেছে। যেমন মনুষ্যের শরীরে মনুষ্যের আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, সেই রূপ সর্ব্বভূতে সেই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাকে দর্শন করা যায়।

দিদৃক্ষু নেত্র যে দিকে পতিত হয়, সেই দিকেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

"অভ্র ভেদী অচল শিখর
ঘন নীল সাগরবর
যথা যাই তুমি তথা।
রবি কিরণে তব শুভ্র কিরণ
শশাঙ্কে তোমারই জ্যোতি
তব কান্তি মেঘে।
সজন নগর বিজন গহন
যথা যাই তুমি তথা।"

এই প্রকারে তাঁহার মহিমাতে তাঁহাকে দর্শন করার এরূপ অর্থ নয় যে, জগৎকে ঈশ্বর বোধ করিয়া তাঁহার পুরুষ ভাব বিলুপ্ত করা হইতেছে। সেই অনাদ্যনন্ত মহান্ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা। এই জগৎ সেই আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যেমন শরীরের মধ্যে মনুষ্যের আত্মাকে দর্শন করা যায়, সেই রূপ জড় জগতের মধ্যেও জগদীশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। এই স্থূল জগৎও সেই জ্বলন্ত অনলকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সমর্থ নহে। তাঁহার এমন জ্যোতিঃ যে কোন আবরণেই তাহা আবৃত থাকিতে পারে না। মনুষ্যের আত্মাতে তিনি তো কাচপাত্রস্থ দীপ শিখার ন্যায় উজ্জ্বল-দৃশ্য হইবেনই, এই স্থূলাবরণ জড় জগৎও তাঁহার জ্যোতি ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছে না।

ধর্ম্মোন্নতি।

ইহা অতি সার ও গূঢ় সত্য যে কোন মনুষ্যই নিষ্পাপ নহে এবং কোন মনুষ্যই ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত নহে। ধর্ম্ম সকলেরই হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ঘোরতর দুরাচার অথবা যাহার কোন বিষয়েরই উন্নতি দৃষ্ট হয় না, তাহারও হৃদয় ধর্ম্ম-শূন্য নহে। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের উন্নতি কি প্রকারে হয়—তাহার বিশেষ লক্ষণ কি, তাহা সুস্পষ্ট রূপে জানা আবশ্যক।

বাল্যকালাবধি বিবিধ প্রকারে শিক্ষা লাভ করিয়া লোকে মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু এবং অপর সাধারণের প্রতি যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা এক প্রকার ধর্ম্ম। ইহা সাধারণ ধর্ম্ম শব্দে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এ প্রকার ধর্ম্মে উন্ন-তির কোন বিশেষ লক্ষণ লক্ষিত হয় না; এবং এ ধর্ম্ম যে সর্ব্বহৃদয়াধিষ্ঠিত তাহাও বলা যায় না, কারণ সংসার-সম্পর্ক-শূন্য অত্যাশ্রমী তপস্বিদিগের ও দেশলুণ্ঠনকারী ভ্রমণশীল নিষ্ঠুর বন্য লোকদিগের মধ্যে এ প্রকার ধর্ম্ম দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু বস্তুতঃ ধর্ম্ম সকলের অন্তরে মুদ্রিত রহিয়াছে এবং তাহার উন্নতিও হইতেছে। মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতি এক দিনের নিমিত্তও বন্ধ নাই। সে ধর্ম্ম কি? সে ধর্ম্ম উপরোক্ত সাধারণ ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু উহারই মূল স্বরূপ। সে ধর্ম্ম মনুষ্যের আত্মা-নিহিত ধর্ম্ম তৃষ্ণা দ্বারা পরিব্যক্ত হয়

এই ধর্ম্ম তৃষ্ণা সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ইহা বর্দ্ধনশীল। কিন্তু ইহার গতি বা কার্য্য এক রূপ নহে, এজন্য

ইহার ফল স্বরূপ যে ধর্ম্ম তাহাও আমরা সর্ব্বদা চিনিয়া উঠিতে পারি না। কোন অসভ্য লোক বা কোন অল্প বয়স্ক বালক অথবা কোন পাপাচারী মনুষ্য,—অরণ্যের ন্যায় যাহার মন এখনো অসংস্কৃত ও দোষ-যুক্ত রহিয়াছে,—তাহাদিগেরও মনে স্বতঃ-প্রসূত আরণ্য পুষ্পের ন্যায় ধর্ম্ম-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। আমরা সেই সকল অনুন্নত অথবা দোষাশ্রিত ব্যক্তির ভক্তি, প্রীতি, নিষ্ঠা, সাহস, তেজ, বল এবং দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, নৈপুণ্য প্রভৃতি যে সকল গুণ কিম্বা ঐ সকল গুণের বীজভূত আর যে সকল গুণ প্রত্যক্ষ করি, কাল সহকারে তাহাদের সেই সকল গুণ আরো উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া তাহার ধর্ম্মেরই পোষণ করে ও তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া তুলে। এই রূপ আর যে কোন ব্যক্তির বিষয় লইয়া পরীক্ষা কর, বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে তাহারও ক্রিয়া সমূহের মধ্যে ঐ রূপ ধর্ম্ম কুসুমের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মনুষ্যের হৃদয়ে যে ধর্ম্ম পিপাসা নিহিত আছে, তাহার অজেয় বল; তাহার উত্তেজনায় মনুষ্য দিগ্ দিগন্তে ধাবিত হয়, নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু কোথাও স্থির থাকিতে পারে না—তাহার অন্তরস্থ ধর্ম্ম-তৃষ্ণা রূপ প্রবাহিনী তাহাকে সেই "শেষ গতির" দিকে আকর্ষণ করিতেছে, সে পরিশেষে তাহাকে সেই নিত্য ধামে লইয়া গিয়া তাহাকে শাশ্বত সুখ প্রদান করিবে, ইহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

যতক্ষণ মনুষ্য এই রূপে আপনার অজ্ঞাতসারে কেবল ধর্ম্ম-তৃষ্ণা কর্ত্তৃক চালিত হয়, ততক্ষণ তাহার এক রূপ উন্নতি হয়। তাহাই ধর্ম্মোন্নতির প্রথম অবস্থা। আন্তরিক আবেগ, নানা কার্য্যে অনুরক্তি, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে অনাসক্তি, এই সকল সেই প্রথমাবস্থার ধর্ম্মোন্নতির লক্ষণ। তাহার পর আত্মার আর এক অবস্থা উপস্থিত হয়; সে অবস্থায় সে বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক আত্ম দর্শন ও আত্ম চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। এই অবস্থায় ধর্ম্মের যথার্থ উন্নতি হইতে থাকে। প্রথমাবস্থায় আন্তরিক আবেগ বশতঃ মনুষ্য যে নানা কার্য্যে ও নানা বিষয়ে হস্ত প্রসারণ করে, তখন সে সুগতি দুর্গতি উভয়েরই সন্ধিস্থলে থাকে। সে স্থান হইতে যে যেমন উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় হইতে পারে, তেমনি অধঃপতিতও হইতে পারে। তখন তাহার ধর্ম্মজ্ঞান পরিশুদ্ধ হয় না, তাহার ঈশ্বর জ্ঞানও নানা কুসংস্কারাদি দ্বারা জড়িত থাকে। তখন সে সত্য ভ্রমে অসত্যকে, পুণ্য ভ্রমে পাপকে, সুখ ভ্রমে দুঃখকে, শান্তি ভ্রমে অশান্তিকে আলিঙ্গন করিতে পারে। ফলতঃ সে পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্মের কেবল বাল্য দশা থাকে, তখনও তাহার মনুষ্যত্ব উদিত হয় না। পরে যখন সে আত্ম চিন্তায়, আত্ম পরীক্ষায় ও পরমাত্মার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম বিশুদ্ধ জ্যোতি ধারণ করে এবং তাহা উত্তরোত্তর দৃঢ়তা, গভীরতা ও উন্নতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। যে ধর্ম্ম-তৃষ্ণা সহস্র প্রতিরোধ উল্লঙ্ঘন করিয়া মনুষ্যকে নিতান্ত পশুবৃত্তি হইতে এত দূর পর্য্যন্ত আনয়ন করে, এখন সে প্রশস্ত ও সরল পথ প্রাপ্ত হইয়া আরো বেগবতী হয়।

পূর্ব্বে যে সাধারণ অর্থাৎ সাংসারিক ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, এই অবস্থায় সে ধর্ম্ম আসিয়া মনুষ্যের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে, তখন তাহার আর এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ হয়। আত্ম চিন্তা ও আত্মানুসন্ধান দ্বারা যেমন মনুষ্য আপনার সহিত জগতের সম্বন্ধ অবগত হয়, তেমনি সে আত্ম-

নির্ভর ও কার্য্য-নৈপুণ্য শিক্ষা করে। যেমন এক দিকে আত্ম-নির্ভর ও কার্য্য-নৈপুণ্য শিক্ষা করে, তেমনি অন্য দিকে ঈশ্বরের নিকট হইতে ধর্ম্ম-বল প্রাপ্ত হয়। এই রূপ উপকরণসম্পন্ন হইয়া তখন সে অপরাজিত চিত্তে সংসারের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন তাহার ভাবের ও কার্য্যের এক চমৎকার লক্ষণ লক্ষিত হইতে থাকে। সে তাহার সমুদায় প্রবৃত্তির উপর আপনার কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করে এবং আর সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকেই প্রার্থনা করে। সে তখন আর সুখ বাসনা করে না, সুসময়ের প্রতীক্ষায় থাকে না, কেবল স্ফূর্ত্তি উদ্যম ও ত্যাগ স্বীকার সহকারে কার্য্য করে। সে ধর্ম্ম জনিত ফলের প্রত্যাশা করে না, কিন্তু ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্মকে পালন করে। সে সত্য পালন করিবেই করিবে; কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবেই করিবে; তাহাতে সংশয় থাকে না, তাহার অন্যথাও হয় না; ব্রহ্ম লাভও তাহার তদ্রূপ নিঃসংশয় হয়। সমুদায় প্রতিকূল ঘটনা তাহার নিকট পরাজিত হয়, সমস্ত সংসার তাহার নিকট পরাজিত হয়; সে সকল ছাড়িয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করে, সুতরাং ধর্ম্মও তাহাকে রক্ষা করেন।

এই রূপে মনুষ্যের আত্মার যে একটু মাত্র ধর্ম্মবীজ, ক্রমে তাহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে—একটু মাত্র যে অগ্নি কণা, তাহা সমুদায় পাপ-বন দাহন করে। তখন মনুষ্যের কার্য্য-ক্ষেত্রও আপনার গৃহ হইতে সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়।

এই অবস্থায় মনুষ্য এক পদবী হইতে উন্নততর পদবীতে অধিরূঢ় হয়েন; এক সত্যের পর আর এক সত্য লাভ করেন; আজি ঈশ্বরকে যেমন প্রিয় রূপে দেখেন, কালি তাহা অপেক্ষা আরো প্রিয়তর রূপে দর্শন করেন; আজি তাঁহার যেরূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন, কালি তাহা অপেক্ষা আরো অধিকতর প্রসাদ উপভোগ করেন।—এই রূপে তিনি উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণতর অবস্থায় উপনীত হয়েন।—ইহাতেই ধর্ম্মের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব।

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব এই দুই পদার্থের পরস্পর নিকট সম্বন্ধ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। আমরা দর্শন শাস্ত্র সহকারে ঈশ্বর ও আত্মার সম্বন্ধে যে কতকগুলি সত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি, তাহাই আমাদের ধর্ম্মমত শব্দের বাচ্য হয় এবং ঈশ্বরকে আপনার গতি ও বিধাতা জানিয়া তাঁহার সহিত আপনার যে সম্বন্ধ উপলব্ধি করি, তাহাই আমাদের ধর্ম্মভাব শব্দে উক্ত হয়। ধর্ম্মমত জন সমাজে প্রচারিত হয়, ধর্ম্মভাব আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়; ধর্ম্মমত পরস্পরের সহিত বিচারে সংশোধন হয়, ধর্ম্মভাব ঈশ্বর প্রসাদে আত্মাতে উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়। ধর্ম্মমত শরীরের সহিত পৃথিবীতে থাকে, ধর্ম্মভাব আত্মার সহিত পরলোকে গমন করে। ধর্ম্মমত জন সমাজকে আকর্ষণ করে, ধর্ম্মভাব ঊর্দ্ধমুখে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়।

কোন দুই ব্যক্তির ধর্ম্মমত ঠিক সমান, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মভাব সমান না হইতে পারে। আমার ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস, আমার বন্ধুরও ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস, এস্থলে আমাদের উভয়ের মত সমান হইতেছে, কিন্তু আমার বন্ধুর যেরূপ ধর্ম্মভাব, আমার সেরূপ না হইতে পারে; আমার বন্ধু ধর্ম্মকে যত গভীর ও প্রশান্ত মনে করেন, তিনি ঈশ্বরের সহিত তাঁহার যেরূপ সম্বন্ধ অনুভব করেন, আমি হয়ত তত দূর পারি না। অথচ তিনিও

ব্রাহ্ম আমিও ব্রাহ্ম, তাঁহারও যে মত আমারও সেই মত, তাহাতে কিছু প্রভেদ না থাকিতে পারে।

কিন্তু ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত এই উভয়ই প্রয়োজনীয়। ধর্ম্মমত ধর্ম্মভাবের পরিরক্ষণের পক্ষে সুদৃঢ় সেতু স্বরূপ—ধর্ম্মভাব রূপ দুর্গের পরিখা স্বরূপ। এই ধর্ম্মমতকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মভাব সঞ্চরণ করে। অথচ আবার ধর্ম্মভাব সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন; ইহা মুক্তভাবে মনুষ্যের অনন্ত জীবনকে অধিকার করে।

ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত মনুষ্যের এই ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব উভয়ই আবশ্যক এবং এই উভয়েরই সংশোধন আবশ্যক। ইহার কোন একটির অবিশুদ্ধতাতে আর একটির বিশুদ্ধতার ব্যাঘাত হয় এবং তাহাতে মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতির ব্যাঘাত জন্মে। ইহার মধ্যে ধর্ম্মমতের সংশোধনার্থ আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্য করিতে হয়, ধর্ম্মভাবের সংশোধন আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই অধিক নির্ভর করিতেছে।

সৌভাগ্য ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদিত হওয়াতে আমাদের ধর্ম্মমতের নিমিত্ত বাগ্‌বিতণ্ডার এক প্রকার শেষ হইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখাইয়া দিতেছেন যে, যথার্থ ধর্ম্মমত অতি অল্প কথা মাত্র।—একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি আমাদের চক্ষুর গোচর নহেন, শ্রবণেরও গোচর নহেন, মনেরও গোচর নহেন; আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, শুনিতে পাই, বা মনন করিতে পারি, তিনি তত্তাবৎ পদার্থের অতীত; তাঁহারই উপাসনা দ্বারা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়; যদি আমরা পাপাচরণ করি, দণ্ড প্রাপ্ত হইব, যদি পুণ্যানুষ্ঠান করি, পুরস্কার লাভ করিব।—এই পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মমত। আবার অতি আশ্চর্য্য রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রথমেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, যে এই মত সকল দেশের সকল জাতির সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই ব্যক্ত আছে। সুতরাং এক প্রকার বিবেচনা করিতে গেলে আমাদের ধর্ম্মমতের নিমিত্ত বিশেষ বাদানুবাদের প্রয়োজনই দেখা যায় না।

তবে ইহাও যথার্থ কথা বটে যে, যে মহাত্মা ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রথম প্রকাশ করিয়া যান, তিনি প্রায় প্রচলিত সমুদায় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত ঘোরতর তর্ক সাগরেই নিমগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সংস্থাপনের নিমিত্ত নয়, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত যে সকল কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম জড়িত হইয়া ইহার বিশুদ্ধ জ্যোতি প্রকাশ করিতে দেয় নাই, তাহাই বিদূরিত করিবার জন্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম মত নিতান্ত সহজ; তাহা যুক্তি ও বিচারের অপেক্ষা করে না; তাহা সর্ব্ব-হৃদয় সম্মত। এই জন্য মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি তাহা বিষদরূপে আদৌ লিপিবদ্ধ করেন নাই, তাহা করিবারও তিনি প্রয়োজন দেখেন নাই। তিনি বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল বিচার পুস্তকের পত্রে পত্রে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মত পরিস্ফুট রহিয়াছে। বর্ত্তমান যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই লেখনী-নিঃসৃত বাক্য সমূহের এক প্রকার সঙ্কলন বলিলে বলা যাইতে পারে। এক্ষণে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত প্রকাশ করি, তাহা সেই বীজভূত মত গুলির বিবৃত অর্থ মাত্র।

এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য, সেই বীজভূত মুখ্য মত গুলির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। আমরা তাহার অর্থ অধিক বিবৃত করিয়া লোককে বলিতে সক্ষম নাও হইতে পারি,

অথর্ব্ব এই চারি নামে তাহারদিগকে বিভক্ত করিয়া স্বয়ং বেদব্যাস নামে অভিহিত হয়েন, সে সকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে

বেদকে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন রাখিবার নিমিত্তে ইহার শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টী অঙ্গ নির্ণীত হইয়াছে। উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিৎ এই তিন প্রকার স্বরের ভেদে কি প্রকার উচ্চারণে বেদ অভ্যাস করিতে হয়, ইহার উপদেশ যে পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম শিক্ষা। কোন্ মন্ত্র কোন্ কর্ম্মে কি প্রকারে কে উচ্চারণ করিবে, এই সকল বিষয় যাহাতে নিরূপিত হইয়াছে, তাহাকে কল্প সূত্র কহে। বেদের কোন্ পদটী কোন্ ধাতু হইতে কি বিভক্তিতে কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ব্যাকরণে তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদের কোন্ শব্দের কি অর্থ নিরুক্ত তাহাই প্রতিপন্ন করে। কোন্ ছন্দে কোন্ মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়, ছন্দোগ্রন্থে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। এবং কোন্ কালে বৈদিক কোন্ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হয় ও কোন্ কালে তাহার সমাপ্তি করিতে হয়, এই সকল নির্ণয় করিবার জন্য জ্যোতিষ বেদের উপযোগী হইয়াছে।

বৈদিক আচার্য্যেরা বেদকে অপৌরুষেয় কহেন। তাঁহারা বলেন, পুরুষ কৃত জন্য স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি পৌরুষেয়; আর বেদ কোন পুরুষের কৃত নয়, ঈশ্বরের কৃত বলিয়া তাহাকে অপৌরুষেয় কহা যায়। কিন্তু এ রূপ মীমাংসাতে এই আপত্তি উপস্থিত হয় যে বেদেতেও কোন কোন স্থলে ঈশ্বরকে পুরুষ শব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং—পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ—সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি; সুতরাং বেদও পুরুষ কৃত জন্য পৌরুষেয় শব্দের বাচ্য হইল। অতএব কেহ কেহ পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় শব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা কল্পনা করিয়া থাকেন, যে মহা প্রলয় কালে পুরাণ প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র ও সকল বেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়, পরে সৃষ্টিকালে এসকল আবার পুনরুদ্ধৃত হয়। তখন পুরাণ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্র উদ্ধৃত হয়, পূর্ব্বকল্পে তাহার পাঠ সকল যে রূপ ছিল, পুরুষকৃত বলিয়া পর কল্পে ঠিক সেই রূপ পাঠ না হইয়া কোন কোন স্থানের পাঠ অন্য প্রকার হয়, এই কারণেই পুরাণ প্রভৃতিতে পাঠান্তর লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব তাহাকে পৌরুষেয় বলা যায়। এই জন্যই পৌরাণিক পণ্ডিতেরা পুরাণের পাঠ ভেদকে কল্পভেদের পাঠ বলিয়া মীমাংসা করেন। কিন্তু বেদের পাঠ পূর্ব্ব কল্পে যে রূপ ছিল, ঈশ্বর কৃত বলিয়া পর কল্পেও ঠিক সেইরূপ উচ্চারণ বিশিষ্ট পাঠ উদ্ধৃত হয়, কস্মিন্ কালে কোন স্থানে তাহার পাঠের ইতর বিশেষ হয় না বলিয়া তাহা অপৌরুষেয় শব্দে ব্যবহারের যোগ্য হয়। ইহাতেই তাঁহারা পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয়ের এই লক্ষণ করিয়াছেন যে "স্বজাতীয়োচ্চারণানপেক্ষোচ্চারণবিষয়ঃ পৌরুষেয়ঃ"। পূর্ব্ব কল্পের উচ্চারণকে অপেক্ষা না করিয়া যে উচ্চারণ হয়, তাহার নাম পৌরুষেয়, আর তদ্বিপরীতই অপৌরুষেয়।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সংস্থাপন করিবার নিমিত্তে তাঁহারা যে রূপই ব্যাখ্যা কৌশল আনয়ন করুন, কিন্তু বেদের পাঠের ব্যতিক্রম না হইবার জন্য যে সমস্ত উপায় বিদ্যমান আছে, পুরাণ প্রভৃতির পাঠের অন্যথা না হইবার জন্য সে রূপ কোন উপায় না থাকাতেই দেশ ভেদের পুরাণপ্রভৃতি পুস্তকে পৃথক্ পৃথক্ পাঠ দেখা যায়। তাহাতে এই রূপ অনুমান হয় যে লিপিকরপ্রমাদেই হউক,

ন্তু যাহা বলিব তাহা যেন বিশুদ্ধ হয়। মামাদের অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাতেও পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, পরন্তু কল শাস্ত্র ও সকল মত আলোচনা করা র্ত্তব্য। তদ্দ্বারা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে বং আমাদের মত ও বিশ্বাসের সংশোধন দৃঢ়ীকরণ হইবে। আমাদের যে ধর্ম্মমত, হাতে কোন অবিশুদ্ধতার গন্ধ মাত্র নাই, হাতে আমাদের সমুদায় ধর্ম্মভাব পরিতৃপ্ত য়। যদি কেহ আমাদের এই মতের বিপরীতার্থে প্রকাশ করে অথবা ইহার সহিত পুনরায় কান কুসংস্কার বা উপধর্ম্মের পোষণ করে, াহা আমাদিগকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা রিতে হইবে। তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি রা হয় এবং তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষেও ানি হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ধর্ম্মভাবের ংশোধন ও উন্নতির পক্ষেই আমাদের বিশেষ যত্ন আবশ্যক। ইহার জন্য আমরা মাপনারাই দায়ী। ইহার ত্রুটিতে আমাদেরই ক্ষতি। ধর্ম্ম মত যদি এক শতাব্দীতে কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত থাকে, পর শতাব্দীতে তাহার সংশোধন হইতে পারিবে, কিন্তু আমরা যাহা লইয়া পরলোকে যাইব, তাহার ক্ষতি আর কেহই পূরণ করিয়া দিবে না।

ধর্ম্মভাব অবিশুদ্ধ থাকিলে এক প্রকার ক্ষতি হয়, ধর্ম্মভাবের চালনার ত্রুটি হইলে অন্য প্রকার ক্ষতি হয়। এই উভয় ক্ষতিই ধর্ম্মের উন্নতির রোধ করে, এই উভয় ক্ষতিই শোচনীয়। অতএব তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

যাঁহারা ধর্ম্ম চান, ধর্ম্ম যাঁহাদের জীবন স্বরূপ, তাঁহাদের এই গুলি পর্য্যালোচনা করিয়া চলিতে হইবে। যাহাতে ধর্ম্মের যথার্থ উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহাদের পথ্য এবং তাহাই তাঁহাদের অবলম্বনীয়। এই ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম ভাবের রক্ষণ, সংশোধন ও উন্নতির নিমিত্ত ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন। তিনিই আমাদের জ্ঞান-দাতা গুরু ও মুক্তি-দাতা বিধাতা।

বৈদান্তিক মত।

উপক্রমণিকা।

বেদান্ত মতের বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ বেদান্ত এই পদের অর্থ প্রকাশ করিতেছি। বেদান্ত পদটীর মধ্যে দুইটী শব্দ আছে, বেদ ও অন্ত। বিদ ধাতু হইতে বেদ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিদ ধাতুর অর্থ জ্ঞান,—যাহা হইতে লৌকিক ও পারমার্থিক ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম বেদ। "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" বেদোক্ত বিষয় ধর্ম্ম ও তাহার বিপরীত কর্ম্মই অধর্ম্ম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট লৌকিক ও পারমার্থিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের শাসন রূপ যে শাস্ত্র, তাহাই বেদ শব্দের বাচ্য। পূর্ব্বে যখন অক্ষর সংস্থান বা লিপি কার্য্যের সৃষ্টি হয় নাই, তৎকালে ইহা কেবল গুরু-মুখ হইতে শিষ্যপরম্পরায় শ্রবণ পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়া রাখা হইত বলিয়া ইহার আর একটী সাধারণ নাম শ্রুতি। ইহার এক একটী বাক্যের * নাম মন্ত্র। এই সকল বেদমন্ত্র পূর্ব্বে এক রাশি মাত্র ছিল, তাহা হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া ভার হইত। পরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহারদিগের প্রত্যেকের কার্য্য বিশেষ, ছন্দোভেদ, প্রয়োগ ও অনুষ্ঠান বিশেষ প্রভৃতি আলোচনা পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ রূপে সাম, ঋক্, যজু ও

* বাক্যং স্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ। যাথবিরহোযোগ্যতা। আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টৈব। আসত্তির্বুদ্ধ্যবিচ্ছেদঃ।

বা পণ্ডিতদিগের জিগীষা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তে কল্পিত পাঠ সংযোজিত হইয়াই হউক, পুরাণ প্রভৃতিতে অনেক স্থলে পাঠের অন্যথা ঘটিয়াছে. কিন্তু বেদের পাঠ অন্যথা না হইবার উপায় সকল বিদ্যমান থাকাতেই কস্মিন্ কালে কোন দেশের কোন বেদ পুস্তকে পাঠের ইতর বিশেষ হয় নাই. সকল দেশের সকল পুস্তকেই একই প্রকার পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদের পাঠ কেহ কখন অন্যথা করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা তাহার উপায় স্বরূপ পদ, ক্রম, প্রভৃতি নামক গ্রন্থ বিশেষ রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেদ মন্ত্রের কোন্ কোন্ পদের মধ্যে কি কি অক্ষর আছে, এবং কোন্ অক্ষরের পর কোন্ অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, পদ নামক গ্রন্থে তাহাই লিখিত হইয়াছে। ঐ বেদ মন্ত্র সকলের কোন্ পদের পর কোন্ পদ উচ্চারিত হইবে ও কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ শেষ হইলে কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ তাহার পর উচ্চারণ করিতে হইবে, ক্রম নামক গ্রন্থে তাহার বিশেষ কৌশল নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং বেদের পাঠের অন্যথা হওয়া দূরে থাকুক, তাহার একটি পদের—একটি অক্ষরেরও ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।

বৈদিক আচার্য্যেরা বেদকে নিত্য ও অভ্রান্ত কহেন। তাঁহারা বলেন, নিত্য অভ্রান্ত পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাস নির্গমনের ন্যায় অযত্নে বেদ মন্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়াছে, সুতরাং ইহা নিত্য ও অভ্রান্ত। যে রূপ গুণবিশিষ্ট কারণ হইতে যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহারা সেই সকল গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিত্য সর্ব্বজ্ঞ গুণান্বিত অভ্রান্ত পরমেশ্বর হইতে বেদমন্ত্র সকল উদিত হওয়া জন্য তাহাও নিত্য ও অভ্রান্ত অবশ্যই হইবে। তাঁহার দিগের এই সকল যুক্তি যে কতদূর অখণ্ডনীয়, এস্থলে তাহা বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু বেদ যে সর্ব্বাপেক্ষা আদি শাস্ত্র এবং তাহার সকল অংশ না হউক, কোন কোন অংশ যে মনুষ্য সৃষ্টির অব্যবহিত পরকাল অবধি এপর্য্যন্ত একই আকারে বিদ্যমান আছে, তাহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই।

বেদ সকল দুই দুই কাণ্ডে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। প্রথম,—কর্ম্মকাণ্ড। নিত্য, নৈমিত্তিক, দশবিধ সংস্কার, পূর্ত্ত, আরাম, প্রভৃতি চারি প্রকার আশ্রমির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল এবং যজ্ঞ দান প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সমুদায় যে রূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার বিধি নিষেধ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডে বিস্তৃত আছে। এই কর্ম্মকাণ্ডোক্ত মন্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধের মীমাংসার নাম কর্ম্ম মীমাংসা ও পূর্ব্ব মীমাংসা; তাহার সূত্র সকল জৈমিনির কৃত; এস্থলে সে সকল বিষয়ের বিবেচনা করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়,—জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডে কেবল ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ, তাঁহারই উপাসনা এবং পরকাল ও মুক্তি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।—উভয় কাণ্ডে বিভক্ত এই বেদ সকল যে নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃ, ও তাহাতে নানা প্রকার অনুষ্ঠেয় কার্য্যের বিবরণ যে অতি বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে সে সকল বিষয়ের বিবরণ করাও অনাবশ্যক।

অতঃপর বেদান্ত কি তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। বেদের তিনটী অংশ আছে। প্রথম অংশ সংহিতা, দ্বিতীয় অংশ ব্রাহ্মণ ও তৃতীয় অংশ উপনিষদ্। তাহার মধ্যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশ কর্ম্ম কাণ্ডের অন্তর্গত, এবং উপনিষদ্ অংশকেই জ্ঞান কাণ্ড কহে। সংহিতাতে কেবল কর্ম্ম কাণ্ডের মন্ত্র গুলি

গ্রথিত হইয়াছে ও ব্রাহ্মণেতে কর্ম্ম কাণ্ডের কতক মন্ত্র ও সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ কর্ম্মে কাহাকে কি রূপে প্রয়োগ করিতে হয় এবং কোন্ কর্ম্মের কি রূপ অনুষ্ঠান ও কাহার কি ফল, এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে। আর উপনিষদে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান কাণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল ও ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, মুক্তির বিবরণ ও ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি লাভ, এই সকল বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আচার্য্যেরা উপনিষদ্ শব্দের এই রূপ ব্যুৎপত্তি করেন যে উপ নি পূর্ব্বক সদ ধাতু হইতে উপনিষদ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ নি পূর্ব্বক সদ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি, সুতরাং যে গ্রন্থ বিশেষ দ্বারা নিশ্চয় পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, তাহাই উপনিষদ্ শব্দের বাচ্য। এই জন্য কোন কোন স্থলে জ্ঞান প্রতিপাদক কোন কোন পৌরাণিক যোগশাস্ত্রও উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত সংহিতাকে আদি ভাগ, ব্রাহ্মণকে মধ্যভাগ, এবং উপনিষদ্‌কে অন্তভাগ বা শিরোভাগও কহে। প্রতি ব্রাহ্মণের অন্তভাগে উপনিষদ্ আছে, আর কোন কোন সংহিতার শেষভাগেও উপনিষদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রূপে বেদের অন্তে থাকাতেই উপনিষদের নাম বেদান্ত. সুতরাং সামান্যতঃ বেদান্ত শব্দের অর্থ সহজেই প্রতিপন্ন হইল।

উপনিষদের মধ্যে যে সকল মন্ত্রের পরস্পর বিরোধ আছে; তাহাদিগের বিরোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক একার্থ প্রতিপাদন করিবার জন্য বেদব্যাস যে সকল সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম ব্রহ্ম সূত্র, শারীরক সূত্র, ও বেদান্ত সূত্র, এবং তাহারই নাম বেদান্ত মীমাংসা, ব্রহ্ম মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। কিন্তু বেদান্তমীমাংসক আচার্য্যদিগের মতে কেবল উপনিষদ্‌ই যে বেদান্ত শব্দের প্রতিপাদ্য এমত নহে, তাঁহারা বলেন, উপনিষদ্ ও উপনিষদের উপযোগী ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র মাত্রই বেদান্ত শব্দের বাচ্য হয়। এই জন্যই পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি যে কোন গ্রন্থের যে কোন অংশে অধ্যাত্ম প্রতিপাদন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সকল শ্লোক গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারদিগেরও পরস্পর বিরোধের মীমাংসা করিয়া ঐ সকল সূত্রের ভাষ্যকারেরা স্বীয় স্বীয় কৃত বেদান্ত মীমাংসায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহারদিগের নামও ব্রহ্ম মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। "মীমাংসা বেদবিচারঃ, সা চ কর্ম্ম-ব্রহ্মভেদাৎ জৈমিনিবাদরায়ণপ্রণীতা দ্বিবিধা"। বেদের বিচারের নাম মীমাংসা, তাহা দুই প্রকার, জৈমিনি প্রণীত কর্ম্ম মীমাংসা ও বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্ম মীমাংসা। অনেকেই এই বেদান্ত সূত্র সকলের ভাষ্য করিয়া অনেক প্রকার অর্থে বেদান্ত দর্শন প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারদিগের মধ্যে অদ্বৈত প্রতিপাদক শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের অর্থ অনুযায়ী বেদান্তের মত এস্থলে প্রকাশ করা যাইবে।

স্বাস্থ্যসাধন।

"স্বাস্থ্য সুখ প্রধান সুখ"----এই সারার্থক বাক্যটী চির-প্রসিদ্ধ। ইহার মর্ম্ম না জানেন, এমন লোক দৃষ্টি গোচর হয় না। মনুষ্য অন্তর হইতে এই বাক্যে সায় প্রদান করে, এবং কি স্বাস্থ্যের সময়, কি স্বাস্থ্য ভঙ্গের সময় এই বাক্যটী তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ হইতে প্রায়ই অন্তর্হিত হয় না। কিন্তু তথাপি কি মনুষ্য সর্ব্বদা সুস্থ অবস্থায় অবস্থিত আছে? এমন প্রার্থনীয় স্বাস্থ্যও কি মনুষ্য সর্ব্বদা উপভোগ করিতে সমর্থ হয়? একথা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে, কাহারও

উত্তর বোধ হয় সন্তোষকর হইবে না। মনুষ্যের ত সহস্র বিষয়ে শোক ধ্বনি উত্থিত হইতেছে,—স্বাস্থ্য যাহা মনুষ্যের প্রথম প্রয়োজনীয় বস্তু, তদ্বিষয়ক অভাব নিবন্ধন মনুষ্যকে বরং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোক করিতে হয়।

দীর্ঘ জীবন ও সুশ্রীকতা অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এই দুইটাকে স্বাস্থ্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। যে ব্যক্তি যথার্থ স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করে, সে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়। আর শরীর যদি সর্ব্ব প্রকারে সুস্থ থাকে, তবে তাহা সর্ব্বাংশে সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট হয়। ইহা অনেক প্রকারে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে—অথবা ইহা এত স্পষ্ট যে ইহাতে প্রমাণেরও আবশ্যক হয় না। এখন এই দুইটা বিষয়ে আমাদের কিরূপ অবস্থা, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম, দীর্ঘ জীবন।—প্রাচীন কালের মনুষ্য সকল দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন, সকল দেশের লোকেরাই এই কথা বলেন। যত প্রাচীন কালের লোকের কথা আমারা ইতিহাস দ্বারা জানিতে সক্ষম হই, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন কালের লোক প্রায় দুই শত বৎসর জীবিত থাকিতেন। আর তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। এক্ষণে তাঁহাদের কথা কল্পনার ন্যায় বোধ হয়। পরন্তু এক্ষণেও মনুষ্যকে শত বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। এই সকল দীর্ঘায়ুঃ লোকের সংখ্যা পূর্ব্বে অধিক ছিল, ক্রমে ক্রমে বিস্তর হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। সকল দেশেই মনুষ্য জীবনের এই রূপ অবস্থা। পরন্তু মনুষ্যের দীর্ঘায়ুঃ যে নিতান্তই প্রার্থনীয়, চির-প্রথিত গুরুজনদিগের আশীর্ব্বাদ বাক্যেই তাহা উত্তম ব্যক্ত হয়।

কিন্তু এক্ষণে কত মনুষ্যের কত বয়সে মৃত্যু হইতেছে কেহ কেহ তাহার যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে আমাদের জীবদ্দশার কি ক্ষোভজনক বার্ত্তা প্রকাশ হয়! কোন কোন ব্যক্তি অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, যত লোক পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, সপ্তম বর্ষ অতিক্রম না করিতে করিতে তাহার চতুর্থাংশ লোক এবং সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে তাহার অর্দ্ধেক লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; শতকরা ছয় জন মাত্র লোক পঁয়ষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে; আর যাঁহারা শত বৎসর জীবন প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা, যত লোক পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার দশ সহস্রাংশের এক অংশ মাত্র। হা! কি শোচনার বিষয়! মনুষ্যের জীবনের বার্ত্তা বলিতে গিয়া মৃত্যুরই চিত্র চিত্রিত করিতে হয়!

কিন্তু পশুদিগের সহিত এবিষয়ে মনুষ্যের কত তারতম্য; পশুদিগের জীবন কালের পরিমাণ নির্ণয় করিলে দেখা যায় যে, তাহারা প্রায় সম্ভবকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। তাহাদের মধ্যে অকাল মৃত্যু অতি অল্পই সংঘটিত হয়। তবে মনুষ্যেরই এমন অবস্থা কেন? পশুগণ যখন সম্ভব কাল পর্য্যন্ত বাঁচে, মনুষ্যদিগের মধ্যেও যখন কেহ কেহ শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়াছেন, তখন চেষ্টা করিলে সকল মনুষ্য যে সম্ভব কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?

দ্বিতীয়, সুশ্রীকতা অর্থাৎ সৌন্দর্য্য। এখানে এই শব্দে সৌন্দর্য্যের যথার্থ লক্ষণ প্রণিধান করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কেবল বর্ণে অথবা কেবল গঠনে সৌন্দর্য্য হয় না; তরলমতি লোকেরা চাকচিক্যশালী আপাতরমণীয় কোন বস্তু দেখিলে তাহাতে বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু তাহাদের যথার্থ সৌন্দর্য্য বোধ থাকিলে তাহাদের ভাব ও বিচার শক্তি অন্য পথে গমন করিতে পারে। যখন

মনুষ্যের সর্ব্বাবয়বের সম্পূর্ণ বল পুষ্টি সৌষ্ঠব লালিত্য ও কান্তি প্রকাশ হয়; তখন তাহার যথার্থ সৌন্দর্য্য দীপ্তি পাইতে থাকে।— ইহার নিমিত্ত মনুষ্যের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যেরই প্রয়োজন। উদ্ভিদ রাজ্যে অথবা অন্যান্য জীবরাজ্যেও এই নিয়ম দেখা যায়। যখন কোন উদ্ভিদ বা জীব সর্ব্বাংশে সুস্থ থাকে, তখন তাহা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। এই জন্য কোন কোন ব্যক্তি এই রূপ সৌন্দর্য্যকেই স্বাস্থ্যের প্রধান পরিচায়ক রূপে গণ্য করিয়া গিয়াছেন

কিন্তু আমাদের মধ্যে ইহার কি বিপর্য্যই না দৃষ্ট হয়! অনন্তরূপী সহস্র জাতীয় রোগ সকল মনুষ্যের রক্ত মাংস মজ্জাতে বসতি করিয়া মনুষ্যের শরীর কি পর্য্যন্তই না বিকৃত করিয়া তুলিতেছে: পিতার ঔদাস্যে মাতার আলস্যে কত লোক বাল্যাবস্থাতেই এক প্রকার জরাগ্রস্ত হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতেছে। কত লোক গর্ভাবস্থাতেই বিকলাঙ্গ ও বিকৃতাঙ্গ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া আত্মীয় প্রতিবেশী ও দর্শক দিগের শোক ও বিস্ময় উদ্দীপন করিতেছে। আবার কত লোক প্রবৃত্তির উত্তেজনায়—শোক মোহাদির পীড়নে জর্জ্জরিত ও শুষ্ক হইয়া কঙ্কালসার কলেবর বহন করিতেছে। কত লোক অপরিমিত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে ভগ্ন শরীর ও অকর্ম্মণ্য হইয়া অর্দ্ধ বয়স অবধি এক প্রকার জীবন্মৃত অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে। এই সকল বিপর্য্যয় ঘটনা কোথাও অল্প কোথাও অধিক, কিন্তু পৃথিবীর সকল স্থানেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে যথার্থ সুস্থ অতি অল্প লোকই বিদ্যমান আছেন।

পরন্তু আমাদের অস্বাস্থ্য বর্ণনাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইলে আমরা আরো কত কথা ব্যক্ত করিতে পারিতাম। এক্ষণে এই সকল অবশ্য পরিহার্য্য অসহ্য ক্লেশের কি রূপে অবসান হয়,—কিসে আমরা প্রকৃতিস্থ হইতে পারি—কি প্রকারে যথার্থ স্বাস্থ্য সুখ আমাদের নিত্য সম্ভোগ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস যেমন তিথির অনুক্রমে এক এক দিবস কতক কতক হ্রাস হইয়া আইসে; আমাদের স্বাস্থ্য সুখ সেই রূপ ক্রমে ক্রমে অনেক দূর হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে আবার সেই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের বৃদ্ধির ন্যায় ক্রমে ক্রমে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ইহার নিমিত্ত আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। আমাদের স্বাস্থ্য সাধন রাজকীয় বা সামাজিক কোন ব্যবস্থা দ্বারা সম্পাদ্য নহে। ইহাতে পরোক্ষ সাধন চলে না, ইহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি দিনের অপ্রতিহত যত্ন আবশ্যক।

আমাদের আহার, পান, চিকিৎসা, ও সন্তান প্রতিপালন এবং শিক্ষা বিষয়ে যে সকল মত ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনটিই যে এখনো বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহার এই এক প্রধান প্রমাণ যে, এখনো তাহা দ্বারা কোন শ্রেণীর লোক যথার্থ স্বাস্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। আহার, পান, চিকিৎসা ও শিক্ষাদিতে সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীর স্বাস্থ্য বা জীবন নির্ভর করিতেছে। এই সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীর জীবন সমুদায় মনুষ্যমণ্ডলী দ্বারাই রক্ষিত হইবে, সহজ যুক্তি দ্বারা এই এক সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল কয়েক জন চিকিৎসক বা শিক্ষকেই যে এই সমুদায় মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিবেন, অথবা করিতে পারিবেন, ইহা কোন মতে সম্ভব বোধ হয় না। সুতরাং এই কথাই

স্থির হইতেছে যে, সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীর স্বাস্থ্যের জন্য সমুদায় মনুষ্যকেই চিন্তা ও যত্ন করিতে হইবে এবং তাহা হইলে ইহাও বলা যাইতে পারিতেছে যে, যাবৎ সমুদায় লোক অথবা অধিকাংশ লোক আপনাদের স্বাস্থ্যোন্নতির উপযোগী জ্ঞান লাভ না করেন—যাবৎ অধিকাংশ মনুষ্য পৃথিবীর এই অমঙ্গলরাশি বিনাশের নিমিত্ত যুক্তি ও পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত না হয়েন, তাবৎ মনুষ্যের স্বাস্থ্য সাধনের যথার্থ পথ আবিষ্কৃত হইবে না। মনুষ্যের স্বাস্থ্য যেমন মুল্যবান পদার্থ, ইহার উন্নতির যথার্থ উপায় সকল অবধারণ করাও তেমনি কঠিন। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যাতে নিপুণ অথবা যে সকল চিকিৎসা শাস্ত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; যদি সেই সকল চিকিৎসকের বা চিকিৎসা শাস্ত্রের মতেই কেবল সমুদায় চিকিৎসা কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, তাহা হইলে কত রোগ একবারে অচিকিৎস্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিত এবং সেই সকল রোগের যে সকল উদ্ভট মহৌষধ অন্যান্য লোক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা মনুষ্যের দর্শন পথে সমানীত হইত না। ইহাতে যেমন প্রমাণ হইতেছে যে, মনুষ্যের স্বাস্থ্য সাধন তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়, তেমনি ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ইহার উন্নতির জন্য সমুদায় লোকেরই চিন্তা চেষ্টা ও পরীক্ষা আবশ্যক।

সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

ভবদেবভট্ট প্রণীত।

চূড়াকরণ[১]।

১। কুলাচার অনুসারে প্রথম অথবা তৃতীয় র্ষ চূড়াকরণ করিবেক।

২। চূড়াকরণ দিবসে পিতা প্রাতঃকালে স্নান ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া সভ্য নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপ পর্য্যন্ত কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া সাত সাত গাছী কুশ আর এক এক গাছী কুশে বন্ধন পূর্ব্বক তিনটি আঁটি (পিঞ্জলী) প্রস্তুত করিয়া, তাহা, উষ্ণ জল সহিত কাংস্য পাত্র, তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুর, তাহার অভাবে দর্পণ ও লৌহক্ষুরহস্ত নাপিতকে অগ্নির দক্ষিণ দিকে; বৃষ গোময়, তিল, তন্ডু ও শ্বেত সর্প (শঙ্কা চ কৃষরং) অগ্নির উত্তর দিকে এবং মিশ্রিত ধানা যব ও তিলপূর্ণ তিনটি পাত্র ও মিশ্রিত তিল মাষ কলায় পূর্ণ তিনটি পাত্র অগ্নির পূর্ব্ব দিকে স্থাপন করিবেক।

৩। মাতা শুভ্র বস্ত্রে কুমারকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ক্রোড়ে রাখিয়া অগ্নির পশ্চিম দিকে তাঁহার বাম পার্শ্বে উত্তরাগ্রকুশে পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিবেক।

৪। অনন্তর পিতা প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিৎ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া পরে ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক।

৫। অনন্তর উত্থিত ও পূর্ব্বমুখ হইয়া কুমারের মাতার পশ্চিমে অবস্থিত ক্ষুরপাণি নাপিতকে দর্শন ও তাহাকেই সূর্য্য রূপ ধ্যান করত জপ করিবেক যথা—

প্রজাপতি ঋষিঃ সবিতা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আয়মগাৎ সবিতা ক্ষুরেণ।

"অয়ং সবিতা ক্ষুরেণ আ অগাৎ।"

এই সবিতা ক্ষুরের সহিত আসিয়াছেন।

৬। অনন্তর উষ্ণ জল সহিত কাংস্যপাত্র দর্শন ও মনে মনে বায়ুকে ধ্যান করত জপ করিবেক যথা—

প্রজাপতি ঋষি র্বায়ুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উষ্ণেণ বায় উদকেনৈধি।

১। বিবাহ, চূড়াকরণ ও উপনয়ন, এই তিন কার যেরূপ অবশ্যকরণীয় হইয়া আছে, আর আর গুলি সেরূপ নহে। এই জন্য বিবাহের পরই এইটি প্রকাশ করা যাইতেছে। গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া গুলি অনেক স্থান হইতে উঠিয়া গিয়াছে এবং না করিলেও হিন্দুসমাজ আর সেরূপ হানি বোধ করেন না।

হে 'বায়ো উষ্ণেন উদকেন' 'এধি' আগচ্ছ।

হে বায়ু উষ্ণ জলের সহিত আগমন কর।

৭। অনন্তর দক্ষিণ হস্তে কাংস্য পাত্রস্থ উষ্ণ জল লইয়া কুমারের শিখাস্থানের নিম্ন ও দক্ষিণ কর্ণের ঊর্দ্ধ দেশ (দক্ষিণ কপুষ্টিকা) আর্দ্র করিবেক।

প্রজাপতি ঋষিঃ আপোদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো উন্দন্তু জীবসে।

'আপঃ' 'জীবসে' জীবনায় 'উন্দন্তু' ক্লেদযন্তু।

জল জীবনের নিমিত্ত আর্দ্র করুন।

৮। অনন্তর তাম্রক্ষুর তদভাবে দর্পণ দর্শন করত জপ করিবেক

প্রজাপতি ঋষি র্বিষ্ণুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ বিষ্ণো র্দংষ্ট্রোঽসি।

ত্বং 'বিষ্ণোঃ' 'দংষ্ট্রঃ' দংষ্ট্রা 'অসি'।

তুমি বিষ্ণুর দন্ত।

৯। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত তিনটি দর্ভপিঞ্জলীর একটি লইয়া উদগ্রমুখ করিয়া উক্ত আর্দ্র স্থানে রাখিবেক।

প্রজাপতি ঋষি রোষধির্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং।

হে 'ওষধে এনং' ত্রায়স্ব' রক্ষ।

হে ওষধি ইহাকে রক্ষা কর।

১০। অনন্তর বাম হস্তে ধৃত কুশপিঞ্জলীর সহিত দক্ষিণ কপুষ্টিকা দেশে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাম্রক্ষুর বা দর্পণ অর্পণ করিবেক।

প্রজাপতি ঋষিঃ স্বধিতি র্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।

স্বধিতিঃ উদুম্বরঃ ক্ষুরঃ হে 'স্বধিতে' এনং মা হিংসীঃ'।

হে উড়ুম্বরনির্ম্মিত ক্ষুর! ইহাকে হিংসা করিও

১১। অনন্তর যাহাতে কেশচ্ছেদ না হয়, এই রূপ করিয়া সেই স্থানে তাম্রক্ষুর বা দর্পণ পূর্ব্বাতিমুখ করিয়া চালনা করিবেক।

প্রজাপতি ঋষিঃ পূষা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যেন পূষা বৃহস্পতে র্বায়োরিন্দ্রস্য চাপবৎ তেন বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে।

'যেন' স্বধিতিনা 'পূষা' নাম দেবঃ 'বৃহস্পতেঃ' বায়োরিন্দ্রস্য 'আবপৎ' ভদ্রং কৃতবান্ 'তেন' 'ব্রহ্মণা' ব্রহ্মভূতেন 'বপামি' ভদ্রং করোমি, 'জীবাত্রবে' এতদেব ব্যাচষ্টে 'জীবনায়' অস্যার্থঃ 'দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে'।

পূষা দেব যে ক্ষুর দ্বারা বৃহস্পতি বায়ু ও ইন্দ্রের মঙ্গল করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম স্বরূপ ক্ষুর দ্বারা জীবন, দীর্ঘায়ু, বল ও তেজের জন্য মঙ্গল করিতেছি [১]।

১২। অনন্তর উক্ত ক্ষুর বা দর্পণ বিনামন্ত্রে বারদ্বয় চালনা করিবেক

১৩। পরে লৌহ ক্ষুর দ্বারা সেই স্থানের কেশ ছেদন করিয়া কুশপিঞ্জলীর সহিত আচার অনুসারে কুমারের বালক মিত্রের হস্ত ধৃত পাত্রস্থ বৃষগোময়ের উপর নিঃক্ষেপ করিবেক।

১৪। তৎপরে শিখা স্থানের সম্মুখস্থ নিম্ন দেশ (কপুচ্ছল) ও অনন্তর বাম কপুষ্টিকা দেশে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ব্বোক্ত উষ্ণ জল সেকাদি সমুদায় ক্রিয়া করিবেক।

প্রাপ্ত।

আত্ম নিবেদন।

এই বিশ্ব ভুবনের কি অতুল আশ্চর্য্য শোভা! যে দিকে নেত্র উন্মীলন করি, সকলই সুখময় সুধাময় ও আশ্চর্য্যময় প্রতীত হয় কি নভোমণ্ডলে কি সাগরবক্ষে কি গিরিশৃঙ্গে কি অরণ্যানী মধ্যে, সর্ব্বত্রই সেই পরম পুরুষের মহিমা উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে—সকল হইতে নিরন্তর অমৃত ক্ষরণ হইতেছে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই আনন্দে নিমগ্ন!—কোন অভাব নাই—কোন ক্লেশ নাই—উষার সহিত, সন্ধ্যার সহিত, দিবসের সহিত, রজনীর সহিত তাহারা নিয়ত ক্রীড়া করিয়া

১। গুণবিষ্ণু অনুসারে উক্ত মন্ত্রের এই রূপ অর্থ হয়। কিন্তু এরূপ অর্থের প্রতি বিলক্ষণ সন্দেহ। যজুর্বেদের কোন্ স্থান হইতে এই মন্ত্রটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা না দেখিলে যদিও ইহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা সম্ভাবিত নহে, তথাপি বর্ত্তমান অর্থ যে সংলগ্ন হইতেছেনা, তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

বেড়াইতেছে। কিন্তু মনুষ্যের কি হীনাবস্থা! হা! এত! শোভার মধ্যে যাহা প্রধান শোভা—এত মহৎ পদার্থের মধ্যে যাহা মহত্তর—সেই দেব তুল্য উৎকৃষ্ট সৃষ্টি মনুষ্যজাতি পৃথিবীর মধ্যে কি অসুখেই কাল যাপন করিতেছে! প্রকৃতির শুভ্র স্বচ্ছ বক্ষে মনুষ্য কি কালিমাই প্রয়োগ করিতেছে! মনুষ্য একবারে যে সুখবিহীন বা মহত্ত্ববিহীন তাহাও নহে, কিন্তু তাহার তদ্বিপরীত ভাব অর্থাৎ অসুখ ও দৌর্বল্য, ক্ষুদ্রতা ও হীনতা এত যে, তাহার মধ্যে তাহার সুলক্ষণ সকল একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। কবিগণ সাধুগণ তত্ত্বদর্শীগণ মনুষ্য জীবনের শোক ও মলিনতা বর্ণনা করিয়া রাশি প্রমাণ গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন।—যাঁহারা মনুষ্যকে কিছু আশ্বাস বা ভরসা দিয়াছেন, তাঁহারা এই বলিতে পারিয়াছেন,—ঈশ্বর আছেন, চিন্তা নাই, সুখ দুঃখে তাঁহারই উপরে নির্ভর করিয়া চলিয়া যাও। তাঁহাকে চাও আরাম পাইবে ও কৃতার্থ হইবে।—ইহাই উপদেশ। এই মাত্র অবলম্বন। সমুদায় মনুষ্যের এই ধর্ম্ম ও এই কার্য্য—ইহাই যথার্থ ধর্ম্ম—ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যদি এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে পাইয়াছি, তবে আর ভয় কি? অভাব কি?—হা! সকলই অভাব! ব্রাহ্মধর্ম্মকেই এখনো যথার্থ রূপে পাই নাই—তাহাকে চিনিতে পারি নাই—ব্রাহ্মধর্ম্ম কি উচ্চ, কি গভীর, কি প্রশস্ত ও উদার, তাহা বুঝিতে পারি নাই। হা ব্রাহ্মধর্ম্ম! তুমি কোথায়, দেখা দেও,—প্রকৃত মূর্ত্তিতে দেখা দেও, আর তোমাকে কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম জালে জড়িত দেখিতে পারি না। তুমি সমুদায় মনুষ্যের সম্পত্তি—সকল মনুষ্যের অবলম্বন—সকল লোকের প্রাণ স্বরূপ! সেই ভাবে তুমি উদিত হও ও চির কাল বিদ্যমান থাক। তোমার উদয়ে মনুষ্যের সমুদায় অন্ধকার তিরোহিত হইবে—সকল দুঃখ বিদূরিত হইবে, এই আশায় জীবন ধারণ করিতেছি। তুমি তোমার সেই পবিত্র ও মঙ্গল সঙ্কল্প সাধন কর।

হে প্রকৃতি! তুমি তোমার আবরণ সকল উন্মোচন কর—তোমার অভ্যন্তর-নিহিত নিগূঢ় রত্ন রাজি মনুষ্যদিগকে বিতরণ কর। মাতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে পোষণ কর।

হে ঈশ্বর! আমাদের জ্ঞান বুভুক্ষা কে চরিতার্থ করিবে? ধর্ম্ম তৃষ্ণা কে পরিতৃপ্ত করিবে? সুখ শান্তি কে বিধান করিবে? আর কোথায় যাইব, কাহাকে ডাকিব, কাহার দ্বারে দাঁড়াইব? তোমা ভিন্ন আমাদের আর কে আছে! হে ঈশ্বর! কোন্ ধর্ম্ম সূত্রে তুমি আমাদিগকে অনন্ত সুখ শান্তি প্রদান করিবে, সেই ধর্ম্ম আমাদিগকে দেখাইয়া দেও; সেই ধর্ম্ম পৃথিবীতে অবিকৃত ভাবে প্রকাশ ও রক্ষা কর;—আমাদিগকে রক্ষা কর; জগৎকে রক্ষা কর; এই মাত্র আমার আত্মার নিবেদন।

নূতন পুস্তক।

১। চণ্ডালিনী।

চণ্ডালিনী এক খানি গদ্য কাব্য। চণ্ডালিনী নাম্নী একটি কন্যা ইহার নায়িকা। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার যদি বিদ্যালয়ের ছাত্র হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহ দিতে অনিচ্ছু নই। কিন্তু এরূপ গ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গালীদিগের মন বা বাঙ্গলা ভাষার কিছুই উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা নাই। এরূপ অনেক লোক আছেন যে, তাঁহাদের গানে শ্রোতৃগণ বিরক্তি বোধ করিলেও তাঁহারা নিজে মনে করেন, উত্তম গান করিতেছি; রচনা বিষয়েও এই রূপ অনিষ্টকর মুগ্ধতা হইয়া থাকে। আজি কালি অনেক গ্রন্থকারই সেই মুগ্ধতার হস্তে পড়িয়া কোন্ বিষয়ে আপনার প্রকৃত শক্তি আছে, তাহা অনুভব করিতে পারেন না।

২। Wilson's Sanskrit English Dictionary P. II.

শ্রীযুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংশোধিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরি কর্ত্তৃক প্রচারিত। এই দ্বিতীয় খণ্ড সংস্কৃত ইংরাজি অভিধানের ককারাদি শব্দের কতকগুলি পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। English Legislation for India.

শ্রীযুক্ত এ মিরিক ব্রডলী সাহেব বরাহনগর সমাজোৎকর্ষ বিধান সভাতে ১৮৭০ খৃঃঅব্দের ১৯ নবেম্বর যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা এই

Registered No 2

অষ্টম কল্প

প্রথম ভাগ

৩৪১ সংখ্যা। মাঘ ১৭৯৩ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৪২

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

পাপ ও পুণ্য।

পাপ ও পুণ্যের ভাব আমাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে নিহিত আছে। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিচালন দ্বারা ইহা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হয়। আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন পুরুষ বলিয়া জানি, যে কোন কার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হই, তাহা যে স্বেচ্ছাধীন করিতেছি এই প্রত্যয়টি আমাদের মনে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছে। [illegible] কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার [illegible] পূর্ব্বে আমরা ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি। আত্মার এই স্বাধীন কর্তৃত্ব ভাব উপলব্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, ধর্ম্মতঃ আমাদের স্বকৃত কার্য্য সকলের ফলাফলের ভাগী আমরা ব্যতীত আর কেহই নহে। সেই সকল

কার্য্য হইতে যে সমস্ত শুভাশুভ ফলোৎপন্ন হয় এবং যে সমস্ত ঘটনার সংঘটন বা সূত্রপাত হয়, আমরাই তাহার মূলীভূত হেতু ও কর্ত্তা। আমাদের সেই কার্য্য দ্বারা যদি শুভ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম ভাব চরিতার্থ হয় ও সেই কার্য্যকে সদনুষ্ঠান ও তাহা উচিত ও কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের প্রত্যয় জন্মে; সেই রূপ যে সকল কার্য্য হইতে অমঙ্গল ও অনিষ্টোৎপত্তি হয়, সে সকল কার্য্যকে অনুচিত ও অকর্ত্তব্য বলিয়া উপলব্ধি হয়। যেমন আমরা জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা আমাদের সাংসারিক কার্য্য সমূহের মধ্যে কোন্ কার্য্য উৎকৃষ্ট কোন্‌টী অপকৃষ্ট, কোন্‌টী মঙ্গল কোন্‌টী অমঙ্গল, কোন্‌টী প্রীতিকর কোন্‌টী অপ্রীতিকর, তাহা অবধারণ করি, সেই রূপে সেই কার্য্যটী কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, উচিত কি অনুচিত তাহাও বিবেক দ্বারা জানিতে পারি; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং যাহা অকর্ত্তব্য তাহা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত। এই কর্ত্তব্য জ্ঞানের বিপরীতে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার প্রতিকূলে আমরা তাঁহার আদেশের অবজ্ঞা করিয়া যে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তদ্দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হই। এই অপরাধের নাম পাপ; আর এই কর্ত্তব্য জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুসারে তাঁহার আদেশ পালন করাই পুণ্য। এই রূপে মনুষ্যের [illegible] ইচ্ছা, কার্য্যের [illegible] জ্ঞান ও তজ্জন্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য [illegible] অনুভব [illegible] কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত বা পরাঙ্মুখ [illegible] অথবা অকর্ত্তব্য কার্য্যে রত হওয়া এই কয়টি ব্যাপারের সন্নিপাতে ঈশ্বর [illegible] যে আমাদের [illegible] বা অপরাধ [illegible] বোধ করিলে পাপ ও পুণ্যের [illegible] ভাব মনোমধ্যে উপলব্ধি হয়। [illegible] অস্তিত্ব ও তাঁহার মঙ্গলময় শাসনে বিশ্বাস যেমন ধর্ম্মজ্ঞানের প্রথম অঙ্কুর, সেই রূপ পাপ পুণ্যের প্রভেদ জ্ঞান ধর্ম্ম সাধনের প্রথম সোপান। জনসমাজের অতি শৈশবাবস্থা হইতে পাপ ও পুণ্যের ভাব মনুষ্য হৃদয়ে উদিত হইতে দেখা যায়। যদিও কার্য্য বিশেষের ফলাফল-জ্ঞানের তারতম্যানুসারে তৎসংক্রান্ত পাপ পুণ্যের ভাব ভিন্ন ভিন্ন জন সমাজে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়, কিন্তু যে স্থলে কোন কার্য্যে উপরোক্ত লক্ষণ গুলি স্পষ্ট রূপে লোক দেখিতে পায়, সে স্থলে তৎকার্য্যের পাপ বা পুণ্যজনকতা সম্বন্ধে কুত্রাপি মত ভেদ হইতে দেখা যায় না।

১। যে কার্য্য জনিত আমরা পাপের বা পুণ্যের ভাগী হইব, তাহা আমাদের স্বাধীনতা সহকারে স্বেচ্ছাকৃত হওয়া আবশ্যক। যে কার্য্য আমরা স্বয়ং করি নাই, অথবা যাহাতে আমাদের কিছু মাত্র সহকারিতা থাকে না, তাহার দায়ী আমরা কি প্রকারে হইব? এজন্য কোন কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই মত যে লিখিত আছে যে পিতার পাপভার সন্তানকে বহন করিতে হইবে ও পাপী যে পাপাচরণ করে তাহার পুত্র পৌত্রাদিকেও তাহার ফল ভাগী হইতে হইবে, একথা কেবল পাপাচারীকে নিবারণ অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। যদিও আমরা এমন অনেক উদাহরণ দেখি যে, কোন কোন স্থলে পিতার পাপের ফল সন্তানকে ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সেই সকল উদাহরণই আবার দেখাইয়া দেয় যে, সেই সন্তান তাহার পিতার অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার করিবার ন্যায় [illegible] দুষ্কর্ম্মের ফলও ভোগ করিতেছে, কিন্তু সে তথাপি আপনাকে যথার্থ সেই পাপে পাপী বলিয়া অনুভব করিতে পারে না। পাপাচরণের প্রক্রিয়া [illegible] অধিকাংশ স্থলে আমরা [illegible]

দেখিতেছি যে, আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকল এ প্রকার প্রবল হইয়া উঠে ও আত্মা এমন বলহীন হইয়া যায় যে সেই সকল প্রবৃত্তিকে কোন ক্রমে প্রতিরোধ করিতে পারা যায় না। সুতরাং আমরা ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলাক্রান্ত দুর্ব্বল মৃগ শাবকের ন্যায় প্রবল রিপু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাহারই পথে নীয়মান হই। এমন স্থলে ইহা কদাপি বলা যাইতে পারে না যে এই প্রকারে আমরা যে সকল দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তাহার ফলের ভাগী আমরা নহি; এবং এরূপও কখন আমরা মনে করিতে পারি না যে আমাদের এই স্বীকৃত—পাপের শাস্তি আমরা ব্যতীত অপর কেহ ভোগ করিবে। কারণ আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে, যে কুপ্রবৃত্তি আমাদের উপর এক্ষণে এত উৎপীড়ন করিতেছে তাহাকে আমরা প্রশ্রয় না দিলে সে কদাচ এত প্রবল হইতে পারিত না। অতএব কোন ব্যক্তি আপন গৃহে বিষধর সর্পকে পোষণ করিয়া যদি তৎকর্ত্তৃক দংশিত হয়। তবে সে আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকে অপরাধী করিবে।

২। কার্য্যের প্রকৃত দোষ গুণ ও ফলাফল না জানিলে অনেক স্থলে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের যথার্থ জ্ঞান উদয় হয় না। এজন্য দেখা যায় যে অসভ্য ও অজ্ঞানাবস্থায় লোকে যে সকল কার্য্যকে পুণ্যজনক ও পুরুষার্থসাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহা সুসভ্য দেশে উন্নতিশীল জনসমাজে অতি গুরুতর পাপ ও নিতান্ত গর্হিত কার্য্য রূপে পরিগণিত হয়। পূর্ব্বতন কালের নরবলি প্রভৃতি উপরোক্ত বাক্যের দৃষ্টান্ত স্থল। লোকে নিতান্ত অজ্ঞান ও ভ্রম বশতঃ এই সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্ট জনক কার্য্যকে যে পর্য্যন্ত সৎকর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহারা তজ্জন্য পাপাচরণ করিতেছে বলা যায় না; তদবস্থায় সে তাহার অজ্ঞান ও কুসংস্কারেরই ফল ভোগ করিবে; কিন্তু জ্ঞানের ও বিবেকের উদ্রেক হইয়া যখন ঐ সকল কার্য্যকে মনুষ্যের স্বভাব-বিরুদ্ধ ও অধর্ম্মজনক বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখন তাহার অনুষ্ঠান করিলে সম্পূর্ণ পাপগ্রস্ত হইতে হয়। এই রূপে আমাদের জ্ঞানের উন্নতি সহকারে কর্ত্তব্য ক্ষেত্র যেমন চারি দিকে অধিকতর প্রসারিত হইতে থাকে তেমনি আমাদের পাপ পুণ্যেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্ত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে জ্ঞান ও সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে এক্ষণে পৃথিবীতে পাপেরও বৃদ্ধি হইতেছে। একথা যদিও নিতান্ত অমূলক নহে কিন্তু তদ্দ্বারা প্রকৃত সত্যের ব্যাখ্যা হয় না ও তদ্দ্বারা অনেকের ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা। অসভ্য ও অজ্ঞানাবস্থায় মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্মের সংখ্যা অতি অল্প থাকে, সুতরাং সেই কর্ত্তব্য অবহেলন জনিত পাপের সংখ্যাও অবশ্য অল্প; কিন্তু জ্ঞানালোকের পরিধি যে পরিমাণে বিস্তার হইতে থাকে, সেই পরিমাণে কর্ত্তব্য কার্য্যের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সেই কর্ত্তব্য পালনের অথবা তাহার বিপরীতাচরণের বহুল অবকাশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য সমাজের শৈশবাবস্থায় যেমন পাপের পরিমাণ অল্প তেমনি পুণ্যের পরিমাণও সংকীর্ণ ছিল; এক্ষণে সভ্য জন পদে যেমন অশেষবিধ পাপাচরণের দৃষ্টান্ত দেখা যায় তেমনি আবার অসংখ্য পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানও দৃষ্টি গোচর হয়। অপরন্তু কার্য্যের শুভাশুভ ফল দৃষ্টে যে আমরা কর্ত্তব্যতা অবধারণ করি, একথা যদিও সামান্যতঃ সত্য, কিন্তু কতকগুলি কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের মনে স্বভাবতই কর্ত্তব্যের ভাব উদয় হয়,

তাহাতে আমরা ফলাফল নির্ণয় করিবার অপেক্ষা করি না। সর্ব্বদা সত্যবাদী হওয়া পরবিত্তাপহরণে বিরত হওয়া ইত্যাদি কার্য্য সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতার ভাব বাল্যকাল হইতেই আমাদের মনে স্বভাবতঃ উদয় হয়। তাহার ফলাফলের প্রতি আমরা দৃষ্টি করি না।

৩। যাহা কর্ত্তব্য তাহা না করিলে যে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় ও তজ্জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হই, এভাব উদয় না হইলে মনুষ্য আপনাকে পাপগ্রস্ত বলিয়া জানিতে পারে না। অনেকে কর্ত্তব্যতাকে জনসমাজের মধ্যেই সংনিবদ্ধ রাখিতে চাহেন। তাহাদের মতে কর্ত্তব্যের বিপরীতাচরণ করিলে কেবল সামাজিক অপরাধ মাত্র হয়; তাহাতে রাজদ্বারে দণ্ডিত অথবা জনসমাজে অপমানিত কিম্বা স্বীয় অন্তঃকরণের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হয়। তদতিরিক্ত সেই অপরাধী ব্যক্তি যে জগদীশ্বরের নিকট দণ্ডার্হ, এভাব তাহাদের মনে হয় না। সেই রূপ আবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সাধন করিলে সাংসারিক সুখ, জনসমাজে প্রতিষ্ঠা এবং উত্তরোত্তর অধিকতর মর্য্যাদা ও ধন সম্পত্তি লাভ, এই ভিন্ন আর তাহার কোন ফল তাহারা দেখিতে পান না। এজন্য যাহারা নাস্তিক বা ঈশ্বরের শাসনে যাহাদের বিশ্বাস নাই, পাপ যে কি গুরুতর বিষয় এবং পুণ্য যে কি সুমহৎ পদার্থ, তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

পাপ আমাদের হৃদয়ে কি রূপে প্রবেশ করে এক্ষণে এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে মনুষ্য জাতি প্রথমাবধি হইতে স্বভাবভ্রষ্ট হইয়া পাপাসক্ত হইয়াছে, এজন্য অতি শৈশবাবস্থাতেই [illegible] পাপের প্রতি অনুরাগ ও পাপাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু যাঁহারা মানব প্রকৃতিকে বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ প্রকার সামান্য লোকবাদে কদাপি বিশ্বাস করিতে পারেন না। আমাদের বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ অবস্থাই পাপ সঞ্চারের একটি মূল কারণ বলিতে হইবেক। আমরা ভৌতিক জগৎকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মাধীন দেখিতে পাই, সেই রূপ জগদীশ্বর আমাদের আত্মার উন্নতি সম্বন্ধেও নিয়ম স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন; নিয়ত আয়াস ও অভ্যাস সহকারে সেই নিয়মানুসারে আমাদের চির জীবন চলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধির দৌর্ব্বল্য হেতু অনেক স্থলে আমরা সেই নিয়মটি উপলব্ধি করিতে পারি না। এজন্য নানা প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়া বিপথগামী হই। অবস্থা বিশেষে আমাদের প্রবৃত্তি সকল প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া বিবেকের উপদেশ বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগকে অসৎ কার্য্যে লইয়া যায়। শিশুগণ প্রথমে পদচারণ করিতে শিক্ষা কালে কত বার পতিত হয়, কিন্তু প্রতি পতনের সহিত তাহার সাহস ও যত্ন অধিকতর বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত সে পদচারণে সম্পূর্ণ পারকতা লাভ না করে সে পর্য্যন্ত সে সেই চেষ্টা ও যত্নের ভঙ্গ দেয় না। এই অতি সহজ দৃষ্টান্ত হইতে আমরা আত্মার সম্বন্ধে একটি গুরুতর উপদেশ প্রাপ্ত হই। এই সংসার ক্ষেত্রে ধর্ম্মের ক্ষুর ধার তুল্য দুর্গম পথে, অবিচলিত চিত্তে, অপ্রতিহত পদে সাবধানে অতি নিয়ত পদার্পণ করিয়া কি রূপে ঈশ্বরের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতে পারিব, এইটি আমাদের চির জীবনের শিক্ষা। এই শিক্ষার প্রথমাবস্থায় অজ্ঞান, অনভ্যাস ও আন্তরিক দৌবল্য বশতঃ আমাদের যে কখন কখন পদস্খলন হইবেক, কদাপি বা আমরা পথভ্রান্ত হইয়া বিপথগামী হইব, ইহা কিছু

আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে, কিন্তু আমাদের পরম উদ্দেশ্য যেন আমরা এক নিমেষের নিমিত্তও হৃদয় হইতে অন্তরিত না করি, শিশুর ন্যায় যেন আমরা সরল ভাবে অকুতোভয় চিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে পদচারণ শিক্ষায় যত্নশীল ও অধ্যবসায়যুক্ত হই, তাহা হইলে সহস্র বার স্খলিতপদ ও পথভ্রষ্ট হইলেও পরিশেষে আমাদের ইষ্ট সিদ্ধি অবশ্যই হইবে।

যদিও পাপাসক্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ নহে, কিন্তু সংসার অতি ভয়ানক স্থান, সংসারের ভীষণ প্রবল তরঙ্গ মধ্যে পতিত হইয়া দুর্ব্বল মনুষ্য অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। সংসারের প্রলোভন হইতেই পাপাসক্তির প্রথম উদ্রেক হয়। সংসারের বিষয় সকল আমাদের চারিদিকে সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে এবং তদ্দ্বারা আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রতিক্ষণে উত্তেজিত হইতেছে। এই সকল প্রবৃত্তি ক্রমশঃ অল্পে অল্পে প্রবল হইয়া বিবিধ বিলাস সাধন বিষয়ের প্রতি আমাদের মনকে অলক্ষিত ভাবে আকৃষ্ট করিতে থাকে। এই রূপে প্রথমে চোরের ন্যায় পাপ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব রূপ আমাদের সর্ব্বস্ব ধন অপহরণ করত আমাদিগকে নিতান্ত দীনাবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করে। এক দিকে সাংসারিক বিষয় সুখেচ্ছা যেমন মনকে আকৃষ্ট করে, তেমনি অন্য দিকে আত্মার উন্নত ভাব সকলের চরিতার্থতা লাভের উপযুক্ত বিষয় সকল দূরগত ও ক্রমশঃ অলক্ষিত ও দুরবগ্রাহ্য হইতে থাকে। সুতরাং আত্মা ক্রমশঃ হীনবল ও বিশীর্ণ হইয়া যায়। নিকটস্থ যে সকল বিষয় ব্যাপারে আমরা সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত থাকি তাহাতেই আমাদের সকল চেষ্টা ও আয়াস পর্য্যবসিত হয়; দূরস্থ কোন উৎকৃষ্ট ফল লাভাকাঙ্ক্ষায় নিকটতর আশু সুখপ্রদ বিষয়কে পরিত্যাগ করিতে কষ্ট ও অনিচ্ছা হয়;—এইটি আত্মার মোহাবস্থা,এই অবস্থায় আমাদের জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল ক্রমশ অস্তমিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া যায় এবং মনুষ্য স্বীয় লক্ষ্য স্থলকে ও উচ্চতর উদ্দেশ্যকে প্রায় একেবারে বিস্মৃত হইয়া নিকৃষ্ট জীবগণের ন্যায় এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই আকৃষ্ট থাকে। প্রলোভন হইতে আত্মার বিকারাবস্থা আরম্ভ হয়; কুপ্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতায় সেই বিকার ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে; তখন আত্মা স্বীয় স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইয়া প্রবৃত্তি সকলের দাসত্ব স্বীকার করে। এই প্রকার দুরবস্থায় বিবেকের দুর্ব্বল স্বর আর মনুষ্য শুনিতে পায় না।

ইহা বিশেষ রূপে বিদিত হইবে যে পাপাসক্তির এক কারণ পাপের আপাত মনোহারিতা। পাপ সময়ে সময়ে এরূপ মোহিনী বেশে আসিয়া উপস্থিত হয় যে সাধু ব্যক্তিগণও তদ্দ্বারা বিমোহিত হইয়া তাহার কুহকে পতিত হয়। অনেকে বহুবিধ অবস্থায় পাপকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাজয় করিয়া পরে তাহার ছলনায় পতিত হইয়া স্বয়ং অবশেষে পরাজিত হইয়া পড়িয়াছেন। ছদ্মবেশী পাপ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। তাহা প্রথমে দৃশ্যত সাধু ভাবের সহিত আমাদের নিকট আগমন করে; পরে নানা ছলে আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে; তৎপ্রতি প্রথমে মমতা উদয় হয়; পরিশেষে সে আমাদের হৃদয়কে একেবারে অধিকার করিয়া বসে। এমন সকল স্থলে পাপের আপাতরমণীয়তাই তৎপ্রতি আসক্তি হইবার প্রধান কারণ। যুবকগণ পাপের সেই মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া বিমোহিত চিত্তে আপন বিবেক ও জ্ঞানের নিষেধ বাক্য অবহেলা করিয়া লোক ভয়কে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

পাপ চিন্তা পাপাসক্তির আর একটি প্রবল কারণ। অনেকে লোকের নিকট সাধু ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত এবং আচরণেও সাধু কিন্তু যাঁহাদের অন্তরে পাপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইলে সে চিন্তাকে দমন করেন না। এই চিন্তা কল্পনার সহযোগে পাপের কুৎসিত ভাবকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের চিত্তে তাহার রমণীয়তা সম্পাদন করে। এই প্রকার চিন্তা অনেক নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তির ভয়ঙ্কর পতনের কারণ হইয়াছে। ভৌতিক জগতে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয় যে পাষাণময় অলঙ্ঘনীয় সেতু বন্ধন দ্বারা কোন নদীর জলরাশিকে আবদ্ধ করিলে যদি সেই সেতুর এক দেশে একটী মাত্র ছিদ্র হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে সমস্ত সেতু জলবেগে ভগ্ন ও দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া একেবারে নির্মূল হইয়া যায়। আমাদের আত্মার সম্বন্ধে সেই রূপ জান। কর্ত্তব্য যে আমরা নিরন্তর কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে এবং নিরত ধর্ম্ম পথাবলম্বনে যদিও পাপ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু অলক্ষিত ভাবে পাপ চিন্তা যদি অন্তঃকরণে উদয় হয় এবং তাহাকে দমন করিবার কোন চেষ্টা না করি, তবে নিশ্চয়ই হৃদয়ে অল্পে অল্পে বিকার সঞ্চার হইয়া পাপের তরঙ্গ এক সময়ে প্রবলাঘাতে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে প্লাবিত করিবে।

যখন সংসার মধ্যে চতুর্দ্দিকে পাপের এত প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—যখন নানাবিধ প্রলোভন আসিয়া আমাদের প্রকৃতি সকলকে নিরন্তর উত্তেজিত করিতেছে—যখন বিষয় লালসায় অভিভূত হইয়া লোক সকল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছে—যখন ধন মান ও কুল-আড়ম্বর এবং ইন্দ্রিয় সুখের কোলাহল সর্ব্বদাই শ্রবণ বিবরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তখন এই সকল ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া অবিচলিত মনে ঐকান্তিক চিত্তে শান্ত সমাহিত ভাবে ধর্ম্মপথে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হওয়া সামান্য ধর্ম্ম-বলের কার্য্য নহে। তাহার ফলও তদ্রূপ। পুণ্যশীল সাধুগণ যেমন এক দিকে সংসারের আঘাত সহ্য করেন, তেমনি তাঁহার মনে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ ও বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগকে উচ্চতর মহত্তর শক্তি ও অধিকার প্রদান করে ও তদনুরূপ নির্ম্মল সুখ শান্তি ও অমৃতময় ফল লাভ হয়। পুণ্যের বিমল সুখ—ঈশ্বর প্রসাদ যিনি উপভোগ করেন, তিনিই তাহার যথার্থ মর্ম্ম জানেন। তাহার এক কণা মাত্র সুখ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনি সাংসারিক সুখকে তুচ্ছ করেন। তাহার বিনিময়ে আর সকলই দেওয়া যায়। সেই সুখ অনন্ত সুখ, তাহা প্রকৃত মঙ্গলদায়ক। যাঁহারা সেই সুখ-রসাস্বাদন করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য তাঁহাদেরই জীবন সার্থক।

বৈদান্তিক মত।

বেদান্তের উদ্দেশ্য।

বেদান্ত মীমাংসা শাস্ত্র চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত। তাহার মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে সমুদায় শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেতে সমন্বিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম সমন্বয়াধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রুতি বাক্য সকলের সম্ভাবিত বিরোধ পরিহার করা হওয়াতে তাহার নাম অবিরোধাধ্যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন নিরূপিত থাকাতে তাহার নাম সাধনাধ্যায়। এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার ফল—মুক্তি নির্ণীত হওয়াতে তাহার নাম ফলাধ্যায়।

ইহার এক একটী অধ্যায় আবার চারি চারিটী পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম সমন্বয়াধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে

স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্মবোধক শ্রুতি বাক্য সকল ব্রহ্মেতে সমন্বিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অস্পষ্ট ব্রহ্মজ্ঞাপক শ্রুতি বাক্য উপাসনায় বিহিত রূপে ব্রহ্মেতে সমন্বিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অস্পষ্ট ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য সকল ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগীরূপে ব্রহ্মেতে সমন্বিত হইরাছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে সন্দিগ্ধ শ্রুতি বাক্য সকলের অন্বয় ব্রহ্মেতে নির্ণীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অবিরোধাধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি মতের সহিত বেদান্ত মতের সম্ভাবিত বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ন্যায় সাঙ্খ্য পাতঞ্জলাদি মতের নানা দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে মহাভূতপ্রতিপাদক ও জীবপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সকলের বিরোধের পরিহার বিবৃত হইয়াছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিঙ্গশরীর নির্ণায়ক শ্রুতি বাক্য সমুদায়ের পরস্পর বিরোধের পরিহার বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় সাধনাধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে জীবের পরলোক গমনাগমনের বিষয় বিচার পূর্ব্বক বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রুতি, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা জীব ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ব্রহ্মবিদ্যার সগুণত্ব নির্গুণত্ব ভেদে গুণ ও পুনরুক্ত বাক্য সকল বিচারিত হইয়াছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন আশ্রম যজ্ঞাদি ও অন্তরঙ্গ সাধন শ্রবণ মননাদি নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থ ফলাধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান সহকারে উপাসনা দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ বিশেষ প্রকার মুমূর্ষু দিগের প্রাণ বিয়োগের পর বিশেষ বিশেষ গতি নিরূপিত হইয়াছে; তৃতীয় পরিচ্ছেদে সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের প্রাণ বিয়োগের পর উত্তর মার্গে গমন বর্ণিত হইয়াছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের প্রাণবিয়োগের পর নির্ব্বাণ মুক্তি, ও সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি নিরূপিত হইয়াছে।

জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের একত্ব সংস্থাপন করাই এই বেদান্ত মীমাংসা শাস্ত্রের বিষয়,—ইহাতে যে কিছু মীমাংসা করা হইয়াছে, জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদনই তাহার উদ্দেশ্য। নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য বিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্তি পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিই ইহার মুখ্য প্রয়োজন।

বেদান্তের অধিকারী।

এক্ষণে এই বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয়ে কোন্ ব্যক্তি অধিকারী, তাহা নিরূপিত হইতেছে। বিহিত বিধানে বেদবেদান্তাদি অধ্যয়ন দ্বারা সামান্যত তাহার অর্থাববোধ পূর্ব্বক ইহ জন্মে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মান্তরে স্বর্গাদি সুখ প্রাপ্তির সাধন কাম্য কর্ম্ম সকল ও নরকাদি দুঃখ প্রাপ্তির কারণ নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অখিল পাপ মলা প্রক্ষালিত হওয়াতে নিতান্ত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, একাগ্রচিত্ত ও সাধন সম্পন্ন যে ব্যক্তি, তিনিই এই বেদান্ত মীমাংসা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান সহকারে পরমানন্দ প্রাপ্তির অধিকারী হয়েন।

উল্লিখিত সাধন চারি প্রকার। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্রার্থ ফল ভোগ বিরাগ, শমদমাদি সাধন সম্পত্তি এবং

মুমুক্ষুত্ব। ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সকলই অনিত্য এই প্রকার বিবেচনাকে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক কহে। যেমন ঐহিক ধন রত্ন ঐশ্বর্য্যাদি পুরুষের যত্ন সাধ্য প্রযুক্ত তাহার দিগের ভোগ অস্থায়ী, সেই রূপ “স্বর্গকামোযজেত” স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ করিবেক, ইত্যাদি বিধি বাক্য প্রাপ্ত পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগ সকলও পুরুষানুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি কর্ম্ম সাধ্য হেতু অচিরস্থায়ী, “তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেব অমুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।” এই রূপ বিবেচনায় তদুভয় ভোগের অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নাম ইহামুত্রার্থ ফল ভোগ বিরাগ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা সমাধান, এবং শ্রদ্ধা, এই ছয়টিকে শম দমাদি সাধন কহা যায়। ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করার নাম শম; ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্ত্তন করার নাম দম; অপরাপর বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের তাহা হইতে বিরত হওয়ার নাম উপরতি; ত্যাগের ইচ্ছা ও সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে, পরব্রহ্মেতে মনের সমাধান পূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করার নাম সমাধি; গুরু বাক্য ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা শব্দের বাচ্য, এবং মোক্ষের ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব।

উক্ত সমাধি দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। সবিকল্প সমাধি ও নির্ব্বিকল্প সমাধি। সমাধি কালে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, এই ত্রিবিধ বোধের সত্ত্বেও, মৃণ্ময় সিংহ জ্ঞান কালে মৃত্তিকা জ্ঞানের ন্যায়, বা প্রস্তরময় অশ্ব জ্ঞান সময়ে প্রস্তর জ্ঞানের ন্যায়, অথবা স্বর্ণময় অলঙ্কার জ্ঞান কালে স্বর্ণ জ্ঞানের ন্যায়, অদ্বিতীয় ব্রহ্মেতে মনের যে অবস্থান, তাহার নাম সবিকল্প সমাধি। আর কর্ত্তা, ক্রিয়া, এই দুইটী প্রকার বোধ না থাকিয়া, লবণ মিশ্রিত জলে কেবল জল মাত্র জ্ঞানের ন্যায়, নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপ শিখা সদৃশ হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত একীভাবে মনের যে অবস্থান, তাহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে।

এই নির্ব্বিকল্প সমাধির আট প্রকার সাধন; যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ও সবিকল্প সমাধি। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ, ইহার নাম যম। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন, ঈশ্বরেতে প্রণিধান ইহার নাম নিয়ম। কর চরণাদির সংস্থান বিশেষের নাম আসন। প্রাণ প্রভৃতি শরীরস্থ বায়ুগণকে আয়ত্ত করার নাম প্রাণায়াম। অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করার নাম প্রত্যাহার। পরব্রহ্মেতে অন্তরিন্দ্রিয়ের ধারণ করার নাম ধারণা। পরব্রহ্মেতে অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রবাহের নাম ধ্যান। এবং উক্ত প্রকার সবিকল্প সমাধিই এস্থলে সমাধি শব্দের বাচ্য হয়।

উক্ত নির্ব্বিকল্প সমাধির অনুষ্ঠান কালে, লয়, বিক্ষেপ, কষায়, ও রসাস্বাদ নামে চারিটী বিঘ্ন সম্ভব হয়। সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম চৈতন্যের স্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া অন্তঃকরণে যে নিদ্রা উপস্থিত হয়, তাহার নাম লয়। ব্রহ্ম চৈতন্য ভ্রমে অন্তঃকরণের যে অন্যাবলম্বন, তাহার নাম বিক্ষেপ; বস্তু বিশেষের প্রতি অনুরাগ বশত ব্রহ্ম স্বরূপ গ্রহণ করিতে না পারিয়া অন্তঃকরণের নিস্তব্ধ ভাবের নাম কষায়; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম রস ভ্রমে বিষয় রস আস্বাদন করার নাম রসাস্বাদ। এই সকল বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিতে হইবে। “লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজানীয়াৎ সম

প্রাপ্তং ন চালয়েৎ।" সমাধিকালে উক্ত লয় রূপ নিদ্রা উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিবেক, অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার সমতা করিবেক, নিস্তব্ধ হইলে তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেক এবং বিষয় রসাস্বাদ অনুভূত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবেক, অন্তঃকরণ একাগ্র হইলে তাহাকে আর কোন দিকে চালনা করিবেক না। এই সকল বিঘ্ন হইতে বিরহিত, উক্ত সাধন গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং তিনিই বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মৈকত্ব জ্ঞান সাধন পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির অধিকারী হয়েন। এই প্রকার গুণবিশিষ্ট অধিকারী শিষ্যকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় বিবরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন। "গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্ব্বদা প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে।" গুণান্বিত অনুগত মুমুক্ষু শিষ্যকে গুরু ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবেন।

সৃষ্টির অন্তর্গত নিয়ম।

জগতের তত্ত্বালোচনা করিতে গিয়া আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে এক জাতীয় কার্য্য এক রূপ নিয়মেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার আবার ব্যত্যয় বা ব্যভিচার স্থলও দৃষ্ট হয়। সেই সকল স্থলে কোন্ নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইতেছে, তাহা বিজ্ঞানবেত্তাগণ এপর্য্যন্ত নিশ্চয় রূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই; পরন্তু তাহাতে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা জাজ্বল্যতর প্রকাশ হইতেছে। নিম্নে তাহার কএকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। গ্রহাদির গতি।—পদার্থ বিজ্ঞানে গতি সম্বন্ধে এই একটী সাধারণ নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে যে, যদি কোন গতিতে ক্রমশঃ অধিকতর শক্তি প্রযোজিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার বেগ বা দ্রুততা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যদি কোন উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে ভূতলাভিমুখে একটি বস্তু নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহার বেগ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে ভূতল স্পর্শ করে। দূরস্থিত স্থান অপেক্ষা নিকটস্থ স্থানে পৃথিবীর আকর্ষণের বল ক্রমশঃ অধিক, সেই হেতুই ঐ বস্তুর বেগের ক্রম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশ্ব রাজ্যের অন্য যে স্থানে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, এই নিয়ম অবিতথ রূপে কার্য্যকারী হইতেছে। কিন্তু সৌর মণ্ডলের গতি বিষয়ে ইহার বিধান অন্য রূপ দেখা যায়। সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে গ্রহগণ এবং গ্রহগণের চতুষ্পার্শ্বে উপগ্রহগণ যে নিয়ত ঘূর্ণমান হইতেছে, তাহা বোধ হয় অধুনাতন শিক্ষিতদিগের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। সেই ঘূর্ণনক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতগণ এক বাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, গ্রহগণ, মধ্যস্থিত বিশালতম সূর্য্য কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া, তদভিমুখে তাহাদিগের যে বেগ হইতেছে, তাহা এবং সৃষ্টি কালে ঈশ্বর তাহাদিগকে যে সম্মুখ গমনের বেগ প্রদান করিয়াছেন, তাহা, এই উভয় বেগের যোগে তাহারা নিয়ত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে—কোন মতে অন্য কোন দিকে যাইতে পারিতেছে না। একটি ঘোটককে এক গাছি রজ্জু দ্বারা শিথিল ভাবে একটি বৃক্ষের সহিত বান্ধিয়া কষাঘাত করিলে, সে যে নিয়মে সেই বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার পথে দৌড়িতে থাকে গ্রহগণও প্রায় সেই রূপ নিয়মে সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতেছে। যেমন ঘোটকের বেগ প্রতিনিয়ত ঋজু অর্থাৎ সরল রেখা ক্রমে থাকিয়াও বৃক্ষের আকর্ষণ নিব-

ক্ষন তাহা বক্র হইয়া যায়, সেই রূপ গ্রহা-দির গতি ঋজু হইয়াও সূর্য্যের আকর্ষণে বক্র হইয়া যাইতেছে। ঐ দুই প্রকার বেগের ফলে গ্রহাদির বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া উহা চির দিনই সমান রহিয়াছে।

যদি কেহ বলেন তাহাদিগের বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়া উচিত কেন? তবে তাঁহার নিমিত্ত কয়েকটি কথা বলা আব-শ্যক। দুইটি বেগ একদা একটি বস্তুকে, পরস্পর বিপরীত দিক্ ভিন্ন, অপর কোন দিকে চালাইতে চেষ্টা করিলে, তাহার বেগ যে ঐ দুই বেগের কর্ণ বা উপবীত রেখা ক্রমে হইবে, ইহা পদার্থ বিজ্ঞানের একটি প্রধান সিদ্ধান্ত। পরন্তু, যখন ক্ষেত্রতত্ত্বের নিয়মানুসারে সেই কর্ণ রেখা উক্ত দুইটি বল-রেখার প্রত্যেক অপেক্ষা বৃহত্তর, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ বস্তুর সেই কর্ণ রেখানুক্রমিক বেগ উক্ত দুইটি বেগের প্রত্যেক অপেক্ষা অবশ্যই অধিকতর হইবে। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত যদি ঠিক্ হয়, তবে গ্রহাদির বেগও ক্রমশঃ অধিক না হইয়া থাকিতে পারে না, কারণ সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ-জনিত বেগ ও তাহাদিগের সম্মু-খাভিমুখ বেগ-এ দুয়ের প্রভাবে তাহাদিগকে তাহাদিগের কর্ণ রেখা ক্রমে চলিতে হই-তেছে, সেই কর্ণ রেখা যখন ঐ দুই বেগ-রেখার প্রত্যেক অপেক্ষা বৃহত্তর, তখন গ্রহাদির বেগও যে ঐ দুই বেগের প্রত্যেক অপেক্ষা অধিকতর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অপরন্তু, গ্রহাদি ঐ অধিকতর বেগ-সম্পন্ন হইয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিতে না করিতে সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ এক দিকে এবং ঐ অধিকতর বেগ অপর দিকে কার্য্যকারী হইয়া তাহাদিগকে আবার নূতন কর্ণ রেখা ক্রমে পরিচালিত করিতেছে। সেই দ্বিতীয় কার্ণিক বেগ যে প্রথম কার্ণিক বেগাপেক্ষা অধিকতর, তাহা এক্ষণে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, প্রথম কর্ণ যে দুই বেগ রেখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, দ্বিতীয় কর্ণ সে রূপ হইয়া, প্রথম কর্ণ ও সূর্য্যের মাধ্যা-কর্ষণ হইতে উৎপন্ন হইল।

এক্ষণে বিবেচনা কর, গ্রহাদির সৃষ্টি কাল হইতে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এই নিয়মে বেগ বৃদ্ধি পাইলে অদ্য তাহাদিগের বেগের পরি-মাণ কত দূর হইত? বোধ হয় তাহা হইলে অদ্য গ্রহাদির বেগের নিকট কি আলোক, কি তড়িৎ, কি মন, সমুদায় বেগবান্ পদার্থই পরাস্ত হইত।* শুদ্ধ যে তাহাদিগের বেগ বৃদ্ধি হইয়াই ক্ষান্ত হইত, এমন নহে, তৎ-প্রযুক্ত এত দিন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। কুম্ভকারের চক্র যখন সবেগে ঘুরিতে থাকে, তখন যেমন তাহার গাত্রস্থ মৃত্তিকা খণ্ড সকল বেগে প্রক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ করে, সেই রূপ গ্রহাদি বর্ত্তমান বেগ অপেক্ষা অধি-কতর বেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলে, তত্তাবতের উপরিভাগে জীব জন্তু বৃক্ষ প্রস্তর জল কিছুই তিষ্ঠিতে না পারিয়া উৎক্ষিপ্ত হইত। এতদ্ভিন্ন মুহূর্ত্তের মধ্যে ষড় ঋতুর পরিবর্ত্তন শেষ হইয়া বৎসর পূর্ণ হইত এবং এই রূপ কত সহস্র সহস্র অনি-ষ্টাপাত হইয়া সৃষ্টির বিনাশ দশা উপস্থিত হইত। সেই সমস্ত মহাপ্রলয় নিবারণ করি-বার অভিপ্রায়ে সকল নিয়মের বিধাতা গতির সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় করিয়া অন্য প্রকার নিয়মে গ্রহাদির বেগের সমতা রক্ষা করিতেছেন। তাহাদিগের গতি

* পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে আলোক প্রায় ১,৯২,০০০ মাইল, তড়িৎ ২,৮৬,০০০ মাইল গমন করিতে পারে। ইহাদিগের আরও অধিক বেগ হইতে পারে কি না তাহা তাঁহারা অদ্যাপি স্থির করিতে পারেন নাই।

বিষয়ে উক্ত সাধারণ নিয়ম যত দুর প্রয়োগ করিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা, তত দুরই প্রয়োগ করিতেছেন, কিন্তু যত দুর করিলে জীবজন্তুর বিনাশ সম্ভাবনা, তত দুর সে নিয়মকে কার্য্য করিতে দেন নাই। এই রূপে সমতা রক্ষিত হইতেছে বলিয়াই পণ্ডিতেরা কোন্ বৎসর কোন্ সময়ে সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণ হইবে, কোন্ মাসের কোন্ সময়ে কোন্ ঋতুর উদয় ও অস্ত হইবে, তাহা অনেক বৎসর পূর্ব্বেই নিশ্চিত করিয়া লিখিয়া রাখিতে পারেন।

২। শৈত্য নিবন্ধন জলের ঘনীভূতাবস্থা প্রাপ্তি।—তরল পদার্থ মাত্রকেই যে শৈত্য দ্বারা ঘনীভূত করিয়া কঠিনাবস্থায় পরিণত করা যাইতে পারে, ইহা পদার্থ বিজ্ঞানের একটি প্রধান নিয়ম। বস্তু দর্শন দ্বারা তাপকে প্রসারিকা-শক্তি-বিশিষ্ট এবং শৈত্যকে আকুঞ্চিকা-শক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত বিজ্ঞানে নির্ণীত হইয়াছে। বস্তুতঃ পরীক্ষা করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, জল, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি যে কোন তরল পদার্থ হউক না কেন, শৈত্য প্রয়োগ করিলে আকুঞ্চিত হইয়া ঘনীভূত হইবে এবং সেই ঘনীভূত পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা আবার প্রসারিত হইয়া তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং অধিক তাপ দিলে তাহা ক্রমে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে। এইটি জড় পদার্থের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু জলের সম্বন্ধে ইহার একটি আশ্চর্য্য বিপর্য্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। জলে শৈত্য প্রয়োগ করিলে তাহা ঘনীভূত হয় বটে, কিন্তু ৩৮·৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত শীতল হইলে, তাহা আর আকুঞ্চিত না হইয়া বরং বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়। তাপের ন্যায় শৈত্য এই স্থলে প্রসারক হইয়া তুষারশিলাকে সামান্য জল অপেক্ষা লঘু করিয়া ফেলে। ঈশ্বর এই রূপে সাধারণ নিয়মের বিপর্য্যয় করিয়া জলের যে তারল্য রক্ষা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার কি মঙ্গল অভিপ্রায় প্রকাশ হয়।

শীত-প্রধান দেশস্থ নদী হ্রদ ও সমুদ্র প্রভৃতির উপরিভাগস্থ জল বহিঃস্থ শীতল বায়ুর সংস্পর্শে প্রথমতঃ আকুঞ্চিত হইয়া ঘনীভূত হয়; কিন্তু যখন ৩৮·৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত শীতল হইল, তখন তাহা আর আকুঞ্চিত না হইয়া বিস্তৃতায়তন হইতে থাকে। এই রূপ বিস্তৃতায়তন হইতে আরম্ভ করে বলিয়া ঐ ঘনীভূত জল অর্থাৎ বরফ নিম্নস্থ জল অপেক্ষা লঘু-ভার হইয়া তাহার উপর ভাসিতে থাকে। ঐ ভাসমান বরফের শৈত্য নিবন্ধন নিম্নস্থ জল কখনই ঘনীভূত হইতে পারে না; কারণ, জল তাপের অতি অধম পরিচালক, এজন্য নিম্নস্থ জলের স্বাভাবিক তাপাংশ উপরিস্থ বরফের শৈত্য দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না। যদি উপরিস্থ বরফ সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিস্তৃতায়তন না হইয়া অপরাপর পদার্থের ন্যায় সংকীর্ণায়তন হইত, তাহা হইলে তাহা জলাপেক্ষা গুরু হওয়ায় নিম্নগামী হইত এবং সংস্পর্শ দ্বারা পথিমধ্যস্থ সমস্ত জলের স্বাভাবিক তাপের কিয়দংশ হরণ পূর্ব্বক তলায় উপস্থিত হইত। এই রূপ হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদায় জল ঘনীভূত হইয়া বরফাকার ধারণ করিত এবং সেই বরফ আর কখনই সূর্য্য-তাপে গলিয়া জল হইতে পারিত না। এই রূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে যাবতীয় জলজন্তুই এক দিনে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শীত-প্রধান দেশের জলরাশির উপরি ভাগ হইতে নিম্নতম ভাগ পর্য্যন্ত বরফ হইয়া গেলে তৎসংস্পর্শে ক্রমশঃ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের নদী ও সমুদ্রাদির জলও তাপ-হীন হইয়া জমিয়া যাইত, সন্দেহ

নাই। এরূপ হইলে পৃথিবীস্থ সমুদায় জলজন্তুর সম্বন্ধে একটী প্রলয় ঘটনা উপস্থিত হইত; আর অপরাপর জন্তুদিগেরও জলাভাবে যে কি দশা হইত তাহা বলা যায় না।

৩। বিশেষ বিশেষ জীবের আহার ব্যবস্থা।—পৃথিবীর যে স্থানে দৃষ্টিপাত কর দেখিতে পাইবে, জীব মাত্রেরই নিত্য আহারের প্রয়োজন। ভুক্ত দ্রব্যাদি জঠরে উপস্থিত হইলে, পাচক রসাদির যোগে তাহা জীর্ণ হইয়া যায় এবং কখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কখন পরম্পরা সম্বন্ধে শরীরের পুষ্টি-সাধন করে। জঠর শূন্য-গর্ভ হইলেই ক্ষুধা বা আহারেচ্ছার উদ্রেক হয়, তখন আহার না করিলে শুদ্ধ যে ক্লেশানুভব হইতে থাকে এমত নহে, শরীরাভ্যন্তরস্থ বসা প্রভৃতি কোন কোন পদার্থ তথায় যাইয়া পাচক রসে জীর্ণ হইয়া শরীরকে শীর্ণ করিতে থাকে; সেই শীর্ণাবস্থার পরিণামে মৃত্যু উপস্থিত হয়। জঠর, পাচক রস ও দেহ সম্বন্ধে এই যে সাধারণ নিয়ম, তাহা বোধ হয় দুঃখী লোক মাত্রেই (যাহাদিগকে সময়ে সময়ে অনাহারে কাল যাপন করিতে হয়) স্বীকার করিবেন। শুদ্ধ মনুষ্য নহে, অপরাপর জীবও যে এই নিয়মের অধীন, তাহা, যে কোন জন্তু হউক তাহাকে কিছু কাল অনাহারে আবদ্ধাবস্থায় রাখিলেই, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু এই সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ নিয়ম দ্বারা ঈশ্বর জীবদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

অন্যান্য জন্তুর ন্যায় সর্প, সজারু, কুম্ভীর প্রভৃতি কয়েকটি জন্তুরও জঠর ও পাচক রস আছে; তাহারা ক্ষুধার অনুভব করিয়া আহারও করিয়া থাকে; কিন্তু যে সময় আহার অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত বাহির হইলে তাহাদিগের জীবন সংশয় হইয়া উঠে, তখন তাহারা কিছু মাত্র আহার না করিয়াও দীর্ঘ কাল নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিয়া থাকে। তাহারা গ্রীষ্মাদি উষ্ণ ঋতুতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আপন আপন আহার সামগ্রী আহরণ করিতে কিছু মাত্র ক্লেশানুভব করে না, এই জন্য তাহাদিগের ঐ সকল ঋতুতে ক্ষুধা ও পুষ্টি লাভের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়; কিন্তু শীত কালে বাহিরে বিচরণ করিলে তাহাদিগকে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে হয়, এ জন্য ঐ ঋতুতে তাহারা কিছু মাত্র আহার না করিয়া এবং তন্নিবন্ধন শারীরিক কিছু মাত্র ক্ষীণতা প্রাপ্ত না হইয়াও অনায়াসে পৃথিবীর গর্ভস্থ উষ্ণ গর্ত্তাদিতে কাল যাপন করে। জঠর, পাচক রস, রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি যে সকল শারীরিক যন্ত্র, পদার্থ ও প্রক্রিয়া ক্ষুধার উত্তেজক, তাহা যে তাহাদিগের সে সময় থাকে না, এমত নহে, পরন্তু তখন তাহাদিগের শরীরে ঐ সকল বিষয়ের কিছু মাত্র অভাব দৃষ্ট হয় না। আমরা সকলেই এক্ষণে আহারের অত্যাবশ্যকতা বিষয়ক নিয়মে আবদ্ধ রহিয়াছি বটে; কিন্তু আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সংসার বন্ধন গুলিকে সম্পূর্ণ রূপে ছেদন করতঃ অব্যাহত রূপে ঈশ্বরে মনঃসমাধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কত কাল যে জীবিত রহিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না। যাঁহারা এই কলিকাতায় আনীত যোগী প্রভৃতির ন্যায় দুই এক জনকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই এই কথা স্বীকার করিবেন।

জগতে যে রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মরাজীর আবির্ভাব, তেমনি আবার শত শত ব্যত্যয় অর্থাৎ ব্যতিচার স্থলও দৃষ্ট হয়। এই সমুদায়

মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে এই রূপ প্রতীতি হয় যে কি নিয়ম, আর কি অনিয়ম, তাহা স্পষ্ট রূপে কিছুই বুঝিতে আমরা সক্ষম নহি। ফলতঃ যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে স্থিতি করিতেছে, তাঁহার এক মাত্র ইচ্ছাই সকল নিয়মের মধ্যে বলবতী। আমরা যাহাকে নিয়মানুগত আর যাহাকে নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য বলি, তৎসমুদায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ ইচ্ছা দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। আমাদিগের এই জগতের সম্বন্ধে যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহা হইবে, সকলই তাঁহার ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত ; সুতরাং আমরা এই জানি যে আমরা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহারই অধীন, তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছার উপরে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর।

THEISTIC TOLERATION AND DIFFUSION OF THEISM.

A certain lecturer of our day on the subject of Theism sums up its doctrimes in the following formulas.

(1) The Entirely Natural Origin of our religions knowledge.

(2) The Existence of God.

(3) The Infinity of God.

(4) The Fatherhood, the Motherhood and the Friendhood of God.

(5) The Nearness of God to man.

(6) The Freewill of man.

(7) The Love of God and Doing the Works He loves.

(8) The Existence of a Future State.

(9) The Distribution of Rewards and Punishments in that state.

(10 Self-Satisfaction of mind arising from consciousness of virtue is Heaven and Remorse is Hell.

(11) The Remedial Character of Divine Punishment.

(12) The Eternal Progress of the Human soul.

Though admitting these doctrines to be the principal ones of Theism, w not but reckon that man to be a Theist who holds negatively that there is no revelation, no prophets or particular individuals especially inspired by God, no Avatars or incarnations of God, no images of Him, and no Gods and Goddesses whose images are to be worshipped by man, and positively that God is infinite, that man's will is free, that the worship of God is the sole cause of man's happiness in this and a future state of existence, that the best worship of God is to love him and do the works He loves, and that God is the rewarder of virtue and the punisher of vice. Theism is gradually expected to diffuse itself through the world for the reason that men are getting discontented with the old religions, which profess to be revelations from God, but must still have a religion as they can not remain satisfied with scepticism on the one hand or a barren intellectual Deism on the other. But as Theism diffuses itself, we cannot expect that there will not be difference of opinion among Theists on non-essential points especially when the authority of revelation is not believed in. When men cannot avoid spletting themselves up into sect even when they believe in a revelation, such divisions are more probable when the authority of revelation is cast aside For instance, some men may believe in other doctrines than the cardinal ones mentioned above as those of Theism and hold them along with those cardinal doctrines, while others may not believe in them. Some Theists may have a little partiality towards one of the prevailing religions, very naturally for the religion in which they had been born and brought up, while others may have no

such bias. Some Theists may not hesitate to call themselves followers of the old religions for the reason that the Theistic truths contained in it form its vital and essential portion (no religion could have lived in the world for any length of time unless it had contained Theistic truths in itself) while other Theists would choose to call Theism entirely a new religion different from the old religions. Some Theists would choose to propagate Theism in a national shape; others may choose to do so in a so called catholic or cosmopolitan shape. Some Theists may choose to keep the old prayers and ritual, making such alterations in them as are urgently required by the principles of Theism, while others would construct entirely new church services and new rituals. Some Theists may be conservatives and others radicals with respect to social reformation. The Theists of one nation may not choose to intermarry with those of another or even with those of their own nation who are of inferior social standing to them, while others will not hesitate to do so. But in spite of such differences of opinion, they should all be considered as Theists, as followers of one religion and, as such, brothers in the religious, if not, in certain cases, in the social sense of the term. There should be full toleration of each others opinions in the matter of non-essentials, if there be unanimity in essentials.

We make the above observations by way of preface to the following remarks of ours, on one of the subjects alluded to above, that is, the best means of propagating Theism in which Theists can not but feel the greatest interest. We feel necessitated to make them in order to prevent misconception of our individual views on that subject.

The best way of diffusing Theism is for its teachers to set an example of a firm faith in its doctrines and leading a truly pious and virtuous life, but still in this world of forms, the form which we communicate to Theism (it must assume a particular form in a particular country or among a particular body of men) is not an immaterial thing. On the contrary, men attach much importance to forms. If the form communicated to Theism be repulsive, it has little chance of success in a country; if it be engaging, though not at the expense of conscience, it has not a slight chance of such success.

There are two ways of diffusing Theism among the several nations of the earth. The first of them is, as Theism is common to all religions, to make the old religions gradually shake off the absurd notions and superstitious practices that overlay them and attain Theistic purity, or, in other words, to grow from within and, advancing towards Theism, attain it. The other method is, to represent Theism as a new religion and thereby raise the highest feelings of antagonism against it. Of these two plans, the adoption of the first appears to be more consonant to the dictates of truth as it would be unfair to set Theism off as a new religion to people, when the fact is that it is as old as the human race and forms the vital and the essential part of every old religion. The adoption of the first plan is not only more consonant to the dictates of truth but is also more adapted to the accomplishment of the end which both the plans have in view. It is easier to prevail upon people to follow the religion in which they have been born and brought up, though in a reformed shape, than to make them accept an entirely new religion. If the plan proposed above be preferred by Theists, they should not separate themselves from the old religion of the country but

call themselves its followers. They can conscientiouly call themselves so, while retaining their character of Theists or followers of the Universal Religion, as Theism is, as has been said before, the vital and the essential portion of that old religion as of every other, and as they naturally must have veneration towards its founder or founders who taught the great Theistic truths contained in it and whose writings or sayings first instilled the principles ot religion in to their minds. There is no fear of their being confounded with its ordinary followers, as their opinions and practices, showing their rejection of the absurd notions and the superstitious observances of their countrymen, would clearly distinguish them from the latter.

According to the plan described above, Theists should adopt the old form of church service making such changes in it as are imperatively required by the principles of Theism. They should adopt a ritual containing as much of the form as could be kept consistently with the dictates of conscience. They should have also a book of Theistic texts extracted from the national scriptures which already command the veneration of the nation, such a book being essentially necessary for drawing the eyes of the nation to the really important portion of its scriptures as distinguished from the unimportant and thereby diffusing the principles of Theism among its membres, as well for serving the subsidiary purpose of a convenient collection of mottoes for sermons and discourses. This system of propagation does not exclude the introduction of a new element into the church service and into the ritual mentioned above, but this element must be cautiously introduced and in a national shape suited to the feelings and tastes of the nation. This system of diffusion also does not exclude the acceptance of the truths contained in the scriptures of other nations and the transfusion of the beauties of those scriptures in a national shape into our own hymns and discourses. Of course, the adoption of such a plan will not altogether prevent the creation of feelings of antagonism, but not to such an extent as the setting off of Theism as a new religion would do, and even the comparatively smaller degree of antagonism evoked by it would gradually diminish as the followers of the old religion perceive that Theism is friendly to it and that it has come to fulfil and not to destroy it. The adoption of a friendly mode of propagation is imperatively required by the very genius of Theism which is a meek and benevolent religion. Even if an antagonistic method of propagation were succesful, Theism would be justified in rejecting the old barbaous mode of propagating religion and adopting a friendly mode as more in harmony with its enlightened and refined character. After the old religions had attained Theistic purity in the way mentioned above, then would be the proper time for the fusion of religions, scriptures, and races which is the ultimate end of Theism.

Engaging ourselves now in the task of accomplishing such fusion in this incipient stage of Theism would degenerate Theists into a limited sect, commanding no respect and possessing no influence. It would be easier to theisticize the whole world by means of a national reform organization established in the midst of each nation possessing an entirely national aspect adapted to its genius and thereby commanding its respect, than by means of an organization which makes Theism wear a so-called universal but grotesque form consisting of a mixture of different

national forms not commanding the respect of any of the nations whose forms are thus blended into one. The latter method would prevent the majority of each nation from joining the ranks of Theism and thus make Theists degenerate into a limited sect. The former mode of propagation is therefore not only the most practical but the really unsectarian and catholic mode. The Adi Brahmo Somaj has adopted this mode and the Somaj of India the other.

নূতন পুস্তক।

১। বিজ্ঞান রহস্য। ১ ভাগ ১ সংখ্যা।

ইহা এক খানি মাসিক পত্রিকা। ইহার উদ্দেশ্য ইহার নামেতেই প্রকাশিত হইতেছে। এই খানিতে অনেক গুলি বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার আরম্ভ হইয়াছে।

২। সামসূচি। প্রথম ভাগ।

প্রত্নকম্রনন্দিনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যব্রত-সামশ্রমি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত অনুবাদিত ও প্রচারিত।

৩। বাগুনাপাড়া বিদ্যোৎসাহিনী সভার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ।

উক্ত "গ্রামের হিত-সাধন করা, সভ্যগণকে হিতোপদেশ ও নীতি শিক্ষা দেওয়া এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি যুবকগণকে মনোযোগী করা" এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্প বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ইহ লৌকিক কার্য্য ও পরকাল বিষয়ে একটী বক্তৃতা আছে এবং শেষে ধর্ম্ম ও সুরাপাননিবারণ বিষয়ক সঙ্গীত আছে। গ্রামে গ্রামে এই রূপ সভা হয়, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

সংশোধন।

নিম্ন লিখিত দুই খানি পুস্তক আগামী ১১ মাঘে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় হইবে বলিয়া গত মাসের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে কিন্তু উহা অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ৷০

An account of the late Govindram Mitter .. As 8

আয় ব্যয়।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৭৯৩ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৯৭৷৶০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৫৭৩৷৶৬
সমষ্টি	৮৭১।০
ব্যয়	৩৮৩৷৶৫
স্থিত	৪৮৭৷/১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৷ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৬২ ৶০
পুস্তকালয়	১৮৸৶১৫
যন্ত্রালয়	৯৭৸৶১০
গচ্ছিত ...	১১৬ ৶১৮
সমষ্টি	২৯৭৷৶০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৪৩৷৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১২৮।৶০
পুস্তকালয়	২৪৸/১০
যন্ত্রালয়	৭৬৸০
গচ্ছিত	৯৸৶৫
সমষ্টি	৩৮৩৷৶৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য ...	১
" আশুতোষ ধর	১
দানাধারে প্রাপ্ত	৷৫
সমষ্টি ...	২৷৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১ মাঘ শনিবার।

Registered No 2

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
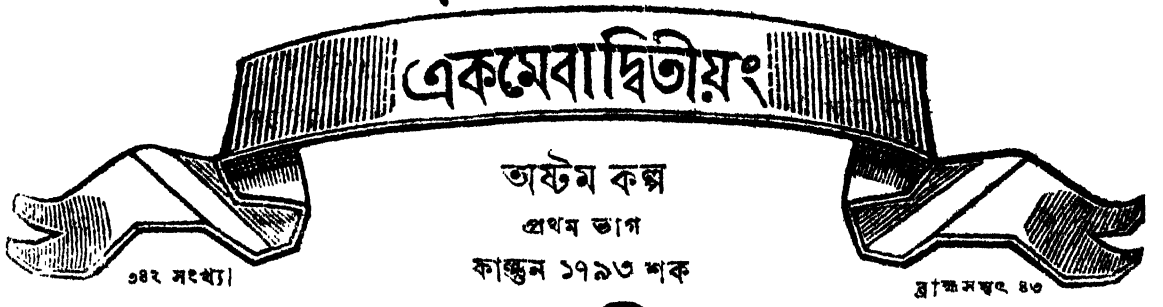
দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ ১৭৯৩ শক।

প্রাতঃকাল।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর বক্তৃতা।

বসন্তকালে গিরিসন্নিহিত স্রোতস্বতী-তীর প্রদেশে কি জন্য মনুষ্যের অনিমেষ নয়ন চারি দিকে আকর্ষিত হয়? প্রকৃতির পুত্র, লোকের বন্ধু, ঈশ্বরের অবনত সেবক সহৃদয় সাধু লোকেরা তাদৃশ স্থলে কিসের প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হয়েন? তত্রত্য তরু গুল্ম লতিকা সকল অপূর্ব্ব কুসুম-ভার মস্তকে ধারণ করিয়া কাহার মধুময় ভাব প্রকাশ করে? কলকণ্ঠ বিহঙ্গ কুল মহোল্লাসে কাহার গুণ গান করে? স্ফটিক-কান্তি স্রোতস্বতী কাহার প্রেম প্রবাহ প্রব-হন করিয়া থাকে? প্রস্তর-স্তর সকল নিস্তব্ধে থাকিয়া কোন্ মহানের মহীয়ান ভাব ব্যক্ত করিতে থাকে? সকলেই যেন উৎসবে নিমগ্ন! বসুন্ধরা কোন্ সুখের সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কে বলিবে? যিনি চান, দর্শন করুন—যিনি চান, শ্রবণ করুন;—পৃথিবীতে সেই দেবাদিদেবের অতুল মহিমা কীর্ত্তিত হই-তেছে—তাঁহার অপার প্রেম প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। এই দুঃখ শোক পূর্ণ সংসারেও মনুষ্যের নিত্য কল্যাণ—নিত্য সুখ লাভের আশা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

বসুন্ধরার পক্ষে যেমন বসন্ত সমাগম, আমাদের পক্ষে সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যু-দয়। বসুন্ধরার বসন্ত কিয়ৎকালস্থায়ী, আমা-দের এই ধর্ম্ম চিরবসন্ত স্বরূপ। শীতবাত-ক্লিষ্ট পৃথিবী বসন্তের মলয় সমীরণ সংস্পর্শে যে রূপ প্রফুল্লিত হয়, আমরা এই দুঃখ-শোকময় সংসারে রোগজরাকীর্ণ শরীর লইয়া সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মকে পাইয়া অনন্ত সুখ শান্তির আশায় সঞ্জীবিত প্রাপ্ত হইতেছি।

এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিতে চারি দিক সমুজ্জ্বলিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনে সকল দেশ আন্দোলিত হই-তেছে। যিনি এক বার এই ধর্ম্মের মহত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, তিনি আর তাহা ভুলিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলেরই ধর্ম্ম; ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলেরই মধু-স্বরূপ। যিনি

সুখী, যিনি দুঃখী, যিনি পাপী, যিনি পুণ্যবান্, ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলকেই আলিঙ্গন করিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলেরই আত্মার ক্ষুধা ও হৃদয়ের প্রার্থনানুযায়ী ফল বিধান করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল মনুষ্যের ধর্ম্ম; ইহাতে জাতিভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, বা ধনী দরিদ্রের কিছুই প্রভেদ নাই। সকলের অধিপতি সকলের নিয়ন্তা সেই একমেবাদ্বিতীয়ং করুণাময় পরমেশ্বর এই ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা সমুদায় মনুয্যকে একত্র আনয়ন করিতেছেন এবং সকলকে এককালে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। যিনি সুখী তিনি অধিকতর উন্নততর সুখের আভাস প্রাপ্ত হইয়া তাহার লাভের নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছেন, যিনি দুঃখী তিনি সান্ত্বনা পাইয়া অদীন হইতেছেন। যিনি পুণ্যবান্ তিনি উৎকৃষ্টতর পুণ্যপদবীতে অধিরূঢ় হইতেছেন, যিনি পাপতাপে কাতর তিনি শান্তি লাভ করিয়া নিরাময় হইতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মের সিংহাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিতেছেন,—দুঃখ শোক গ্লানি সকল চলিয়া যাও, বিশ্বরাজের অখণ্ড মঙ্গল নিয়মে শান্তি ও মঙ্গল সর্ব্বত্র বিরাজ করিবে।

ঈশ্বরের কি অপার করুণা মনুষ্যের উপর বর্ষিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ কর। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব গভীর নিনাদে অসীম আকাশে সেই বিশ্বাধিপতির অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, অথচ সে তাঁহাকে জানিল না; অগণ্য ভূচর, খেচর জলচরাদি জীব জন্তু তাঁহারই দয়ায়—তাঁহারই হস্তে প্রতিপালিত হইতেছে, অথচ তাহারা কেহই তাঁহাকে জানিতে পারিল না; ইহার মধ্যে মনুষ্য সেই অবিনাশী পুরুষকে জানিল,—জানিয়া উন্নত লোকবাসী দেবতাদিগের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতে ও তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হইল।

হে আত্মবিস্মৃত ভ্রাতৃগণ! এমন উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ করিয়া—এমন মহোচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া কেন আপনাকে দীন ভাবিয়া মুহ্যমান হও? কেন বা আপনাকে প্রবৃত্তির সেবক করিয়া এমন মহত্তম সুখ হইতে বঞ্চিত হও? বিষয়াসক্তি, পাপ মলিনতা পরিহার কর; পবিত্র হইয়া পবিত্র স্বরূপকে প্রত্যক্ষ কর; বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া প্রীতির ভরে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর। বিশ্বসংসার অহর্নিশ সেই বিশ্বাধিপতির মহিমা ঘোষণা করিতেছে: বিশ্বসংসার সার্থক হইতেছে। তিনি মহান্ পুরুষ, তুমি ক্ষুদ্র মনুষ্য; তাঁহার অজস্র করুণা সহস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে, তুমি তাঁহার সেই প্রসাদ উপভোগ করিয়া কল্যাণ লাভ করিতেছ; তুমি তাঁহাকে জানিলে, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে পারিলে; তুমি আর কি করিয়া তোমার এই জীবনকে সার্থক করিতে পার? কি করিয়া যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পার? শ্রদ্ধার সহিত প্রীতির সহিত সকলে মিলিয়া একতানে এক প্রাণে তাঁহার যশ ঘোষণা কর। গাও হে অখিল নাথ, গাও হে পুরাণ পুরুষ। গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম, দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে। তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া প্রাণ মনকে কৃতার্থ কর; ইহাই আমাদের উৎসব; ইহাতেই আমাদের আনন্দ! এই উৎসবের অধি দেবতা আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা।

অদ্য দ্বাচত্বারিংশ বৎসর হইল, বঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ

অল্প উন্নতি লাভ করে নাই। মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীন যখন আমরা কতিপয় বন্ধু একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পুনরান্দোলন আরম্ভ করিলাম, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম এক ক্ষুদ্র গৃহের চতুঃপ্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এক্ষণে দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ব্রহ্ম নাম নিনাদিত হইতেছে। লোকে যেমন কোন স্থানে বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয়, ঔষধালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা পায়, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী ব্রাহ্মসমাজও সংস্থাপন করিবার উদ্‌যোগ করে। ধর্ম্মের বয়সের মধ্যে দ্বাচত্বারিংশ বৎসর অতি সংক্ষেপ সময়; কিন্তু এই সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অল্প উন্নতি লাভ করে নাই। আমরা প্রতি বৎসর সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া থাকি; কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে যে আনন্দোল্লাসে নিমগ্ন হইয়া পাছে আমারদিগের আত্ম অভাব সকল আমরা বিস্মৃত হইয়া যাই, এই জন্য মধ্যে মধ্যে সেই সকল অভাব পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। অদ্য যেমন দেশ বিদেশ হইতে বন্ধু সমাগম হইয়াছে, অন্য দিন এরূপ বন্ধু সমাগম প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; অতএব অদ্যই এই আলোচনার উপযুক্ত দিবস।

প্রথমতঃ, আমি দেখিতেছি যে যেমন ঈশ্বরের বিদিতব্য বচনীয় স্বরূপের উপাসনার উন্নতি হইতেছে, তেমনি তাঁহার অনন্ত স্বরূপের উপাসনার হ্রাস হইতেছে। ঈশ্বরের স্বরূপ দুই অংশে বিভক্ত। একাংশ আমরা কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে সক্ষম হই, আর একাংশ আমাদিগের বাক্য মনের অগোচর। যখন তাঁহার জ্ঞান আছে, শক্তি আছে, করুণা আছে, তখন তাঁহার স্বরূপের একাংশ আমাদিগের বুদ্ধির গোচর। যখন তিনি শরীর ও আত্মা হইতে পৃথক্, তখন স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে অপর অংশ আমাদিগের বাক্য মনের অগোচর। এই অংশটী আমাদিগের সম্বন্ধে নিবিড় অন্ধকারে আবৃত। সেখানে "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ" সে অংশ সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রও প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? জ্ঞান শক্তি করুণা বিশিষ্ট পুরুষভাবে, পিতা মাতা বন্ধু ভাবে, ঈশ্বরের উপাসনার যেমন উন্নতি হইতেছে, তেমনি তিনি বাক্য মনের অগোচর পদার্থ, এই ভাবে তাঁহার উপাসনার হ্রাস হইতেছে। ওদিকে যেমন রোমহর্ষক প্রেমাশ্রু বিনির্গতকারী সঙ্গীত সকল পুনঃ পুনঃ গান করিতে আমরা ভাল বাসি, তেমনি এদিকে "শান্তমজরমশোকমদেহং" এবং "তিনি যে ত্রিগুণাতীত, অখণ্ড, অপরিমিত, শব্দাতীত, স্পর্শাতীত, বেদে বলে নিরবধি। মনেতে না যায় পাওয়া, বাক্যেতে না যায় কওয়া, সন্তরণে পার হওয়া হয় কি জলধি"—এই সকল গীতের মহোচ্চ ভাব ও অনলঙ্কৃত সৌন্দর্য্য আর আমাদিগের ভাল লাগে না। কিন্তু যেমন ভক্তি ও প্রীতি-রসে আর্দ্র হইয়া প্রেমাশ্রু বিনির্গত করা উচিত তেমনি ঈশ্বরের অনন্ত অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ আলোচনা করিয়া বাক্য মনকে স্তব্ধীভূত করা উচিত। এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা আমাদের কর্ত্তব্য। ভক্তি প্রীতির অনুরোধে ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপের উপাসনা অবহেলিত হইতেছে। শুদ্ধ যে তাহা অবহেলিত হইতেছে এমন নহে, ভক্তি ও প্রীতির অনুরোধে আমরা ঈশ্বরকে কোন কোন্

গীতে, কোন কোন বক্তৃতায়, নিতান্ত নর রূপে বর্ণনা করিতেছি। যাঁহারা প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে নীরস জ্ঞানের অভাবে প্রীতি ও ভক্তি ভাবের সঞ্চার করেন, তাঁহারাই এক্ষণে বলিতে বাধ্য হইতেছেন যে নরত্ব-বাদ ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দুই প্রকার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি মতে ব্রাহ্ম, কিন্তু কার্য্যে অন্য রূপ। আমি কোন বিশেষ সমাজকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি না, সকল সমাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি: সকল সমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্মেরাই এই রূপ। তাঁহারা মতে ব্রাহ্ম, কার্য্যে পৌত্ত লিক। যখন ব্রাহ্মসমাজের এই অবস্থা, তখন কি প্রকারে বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে? কেবল বক্তৃতাকে লইয়া সর্ব্বদা উপাসনা করিলে কি হইবে? যখন তাঁহারা উপাসনার সময় সেই নিরাকার অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন কিন্তু গৃহ্য ক্রিয়ার সময় পরিমিত দেবতার উপাসনা করেন, তখন প্রথমোক্ত উপাসনায় কি ফল দর্শিতে পারে? দুঃখের বিষয় এই যে, এই অদ্ভুত ব্যবহার কেবল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এরূপ দৃষ্ট হয় না। শাক্ত কি বৈষ্ণবের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, না বৈষ্ণব শাক্তের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন? শিখ কি চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, না চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণব শিখের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন? তবে ব্রাহ্ম কেন পৌত্তলিকের ন্যায় ব্যবহার করিবেন? তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা ন্যূন? বাহ্য পৌত্তলিকতার কথা তো এই বলিলাম; মানসিক পৌত্তলিকতা উহা অপেক্ষা আরো ভয়ানক। বাহ্য পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিলাম কিন্তু মনে মনে ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে হাত পা দিয়া পূজা করিতে লাগিলাম, তবে আর বাহ্য পৌত্তলিকতা পরিত্যাগে কি হইল? বাহ্য পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিলাম কিন্তু মনুষ্যকে নররূপে পূজা করিতে লাগিলাম, ভর্জ্জমান মৎস্যের ন্যায় উত্তপ্ত তৈলকটাহ পরিত্যাগ করিয়া নিম্নস্থ চুল্লীতে পতিত হইলাম, তবে আর কাষ্ঠ মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুত্তলিকার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কি হইল? পুত্তলিকার পূজা পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু আত্ম-পূজায় প্রবৃত্ত হইলাম, বিগ্রহ সেবা পরিত্যাগ করিলাম কিন্তু ধন মান যশ রূপ এক এক পুত্তলিকার সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম, উপবীত পরিত্যাগ করিলাম কিন্তু আত্মার চতুর্দ্দিকে আধ্যাত্মিক অহঙ্কার রূপ উপবীত ধারণ করিলাম, তবে আর তাহাতে কি হইল? যেমন বাহ্য পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তেমনি আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঔদার্য্যের অভাব দৃষ্ট হইতেছে। আমরা বক্তৃতার সময় সমস্ত পৃথিবীকে সৌভ্রাত্র সূত্রে বদ্ধ করিবার বিষয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ কথা বলিয়া থাকি কিন্তু বঙ্গদেশস্থ কতিপয় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কিসে ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হইবে, সে বিষয়ে কিছু মনোযোগ প্রদান করি না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নানা বিষয়ে মত বিভেদ হইবে, তাহা আমরা কোন মতে নিবারণ করিতে সক্ষম হইব না। লোকে ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়াও আপনাদিগের মধ্যে মত বিভেদ নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না; আমরা যখন এরূপ শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না, তখন আমাদিগের মধ্যে আরো অধিক মত

বিভেদ হইবার সম্ভাবনা। মত বিভেদ হইলে লোকে স্বভাবতঃ উৎসাহ ও সতেজতার সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা পায় কিন্তু তজ্জন্য আমাদিগের মধ্যে মনের মালিন্য কেন জন্মিবে? ব্যবহারাজীবীরা বিচারপতির সম্মুখে উৎসাহ ও সতেজতার সহিত এমন কি পরস্পরের প্রতি কঠিন বাক্য পর্য্যন্ত প্রয়োগ পূর্ব্বক আত্মপক্ষ সমর্থন করে, পরে বিচারালয় হইতে বহির্গত হইয়া সৌহার্দ্দের চিহ্ন স্বরূপ পরস্পরের হস্ত স্পর্শ করে; আর আমরা ধর্ম্মব্রত লোক হইয়া সাধারণ লোক রূপ বিচারপতির সম্মুখে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কি পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ ভাব রক্ষা করিতে পারিব না? ক্রমে নূতন নূতন লোক, নূতন নূতন জাতি আমাদিগের পবিত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, সকলের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমান হইবে, ইহা কোন মতেই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। অতএব আমাদিগের এই প্রকার নিয়ম করা কর্ত্তব্য যে স্থূল বিষয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে বিশ্বাস থাকিলেই অন্যান্য বিষয়ে সহস্র মতভেদ থাকিলেও কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম বলিয়া আলিঙ্গন করিব। এই আদি ব্রাহ্ম সমাজ সকল ব্রাহ্মসমাজের পিতা স্বরূপ। শুদ্ধ ভারতবর্ষস্থ সকল ব্রাহ্মসমাজের পিতা নহে, পৃথিবীতে যে কোন স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার পিতা স্বরূপ। আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম হইয়া যেন কোন ব্রাহ্মের প্রতি বিদ্বেষ-নয়নে দৃষ্টিপাত না করি।

চতুর্থতঃ; এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সাধনের ভাবের হ্রাস দৃষ্ট হইতেছে। এই বিষয়ে আমি কিছু বাহুল্য করিয়া বলিতে চাই। আমরা কেবল উৎসব, বক্তৃতা, সঙ্গীত, ধর্ম্ম-মতের কথা, ধার্ম্মিক লোকের কথা এই সকল লইয়া ব্যস্ত থাকি কিন্তু আমাদিগের আত্মা কি রূপ শোচনীয় অবস্থায় আছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করি না। কিন্তু আমাদিগের নিশ্চয় জানা কর্ত্তব্য, যে সাধন ব্যতীত আমরা কখনই ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইতে পারিব না। পূর্ব্ব সাধন ব্যতীত কোন্ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে? জ্যোতির্ব্বেত্তা রাশি রাশি অঙ্ক গণনা করিয়া, কবে গ্রহণ হইবে, পূর্ব্ব হইতে বলিতে পারেন, তিনি কিসের বলে বলিতে সক্ষম হয়েন? কেবল অভ্যাসের বলে—সাধনের বলে। কবী কিসের বলে ললিত ছন্দোবন্ধে আপনার মনের অপূর্ব্ব রমণীয় ভাব সকল ব্যক্ত করিয়া লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে সক্ষম হয়েন? কেবল অভ্যাসের বলে, সাধনের বলে। চিত্রকর কিসের প্রভাবে নৈসর্গিক পদার্থ সকলের অবিকল প্রতিরূপ পটের উপর প্রদর্শন করিয়া লোকের মনে বিস্ময় রসের উদ্রেক করিতে সমর্থ হয়? কেবল অভ্যাসের প্রভাবে, সাধনের প্রভাবে। ভাস্কর কিসের গুণে সুন্দর সুন্দর পাষাণ গঠিত মূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করিয়া সৌন্দর্য্য রস পানে আমাদিগের চিত্তকে পরিতৃপ্ত করে? কেবল অভ্যাসের গুণে, সাধনের গুণে। গায়ক কিসের বলে মধুর গীত গান করিয়া আমাদিগের মনকে স্বর্গীয় সুখে অবগাহন করান? কেবল অভ্যাসের বলে, সাধনের বলে? ভিষক্ কিসের গুণে দুশ্চিকিৎস্য রোগ সকল আরোগ্য করিয়া কৃতজ্ঞ রোগীর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়েন? কেবল অভ্যাসের গুণে সাধনের গুণে। ব্যবহারাজীবী রাশি রাশি পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিয়া বিচারপতির সম্মুখে কিসের বলে আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে সক্ষম হয়েন? কেবল অভ্যাসের বলে, সাধনের বলে। সামান্য উদাহরণ দিতেছি, মল্ল

মল্লযুদ্ধে বিষম বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সহস্র সহস্র লোকের প্রশংসা ধ্বনি গগনে উত্থিত করায়, সে কিসের গুণে তাহা উত্থিত করাইতে পারগ হয়? কেবল অভ্যাসের গুণে, সাধনের গুণে। ইন্দ্রজাল দর্শকের মনে প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের পতনের আশঙ্কা উদ্রেক করাইয়া সূক্ষ্ম রজ্জুর উপর আশ্চর্য্য রূপে নৃত্য করে, সে কিসের প্রভাবে এরূপ করিতে সক্ষম হয়? কেবল অভ্যাসের প্রভাবে, সাধনের প্রভাবে। কোন কার্য্য সাধন ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। তবে ব্রহ্ম-লাভ সাধন ব্যতীত কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে? যদি কেবল ব্রহ্ম বিষয়ক আন্দোলন ব্যতীত আর কিছু লাভ করিবার আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে ব্রহ্ম সাধনে আমাদিগের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম সাধন কি? না ঈশ্বরের উজ্জ্বল সাক্ষাৎকার অভ্যাস করা, ইন্দ্রিয় সংযম করা এবং নিষ্কাম পরোপকার করা। যেমন আমাদিগের সকল কার্য্যের মূলে স্বীয় অস্তিত্বের জ্ঞান নিহিত আছে, তেমনি ঈশ্বর সম্মুখে আছেন, এই জ্ঞান আমাদিগের সকল কার্য্যের মূলে নিহিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রথম জ্ঞান আমাদিগের সকল কার্য্যের মূলে স্বভাবতঃ নিহিত আছে, সে বিষয়ে আমাদিগের যত্ন ও অভ্যাস আবশ্যক করে না। কিন্তু দ্বিতীয় জ্ঞান অভ্যাস দ্বারা— সাধন দ্বারা সকল কার্য্যের মূলে নিহিত করিতে হইবে। দুগ্ধ রম্ভা দ্বারা চির পোষিত সর্পের ন্যায় কোন প্রিয় রিপুকে কত দূর দমন করিতে সক্ষম হইলাম, নিষ্কাম পরোপকার সাধনে কত দূর কৃতকার্য্য হইলাম, ইহার হিসাব আপনার নিকট হইতে প্রত্যহ লওয়া কর্ত্তব্য। প্রভুর নিকট সহজে হিসাব দেওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট হিসাব দেওয়া কঠিন। এই রূপ সাধনের ভাব যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে বস্তু যাহার প্রিয়, সেই বস্তু লইয়া সে সর্ব্বদা কথা কয়। পূর্ব্বকালীন ঋষিরা কেবল ঈশ্বরের বিষয়ে সর্ব্বদা কথা কহিতেন, "কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ।" কিন্তু আমরা কেবল সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের গুণাগুণ ও কার্য্য বিষয়ে সর্ব্বদা কথা কহিয়া থাকি, প্রিয়তম ঈশ্বরের বিষয়ে অল্প কথাই কহিয়া থাকি। আমার পূর্ব্ব জীবন সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে আমি সমাজ সংস্কারের বিপক্ষ নহি, কিন্তু সমাজ সংস্কারের জন্য লোক সমাজের অধিদেবতাকে বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মোপদেষ্টা স্বভাবতঃ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির পাত্র বটে কিন্তু ব্রহ্মবাদীর জন্য ব্রহ্মকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমরা সাধন-বিমুখ হইতেছি, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে আমরা পরস্পরের ক্ষুদ্র দোষ সকল সর্ব্বদা অনুসন্ধান করি ও তদ্বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাবের প্রবলতা কেবল সাধনের অভাব নিবন্ধন। দুই জন ব্রাহ্মের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে যদি মতের অনৈক্য থাকে, আর যদি তাঁহারা প্রকৃত সাধক হয়েন, তবে ঐ রূপ মতের অনৈক্য থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরকে প্রাণের ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন না করিয়া কখনই থাকিতে পারেন না। উভয়ের মহতী ঈশ্বর প্রীতি ক্ষুদ্র অনৈক্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু হে ব্রাহ্মগণ! আজি বোধ হয়, এই রূপ দোষ কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগের উৎসব কার্য্যে ব্যাঘাত প্রদান করিতেছি, অতএব এই কার্য্য হইতে বিরত হইলাম; উৎসবানন্দ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, এক্ষণে উৎসবানন্দে গাত্র ঢালিয়া দেও।

হে পরমাত্মন্! সকল বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বে তুমি তোমার প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়ী করিবেই করিবে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই জয় লাভের পথে আমরা নিজে যেন কোন প্রতিবন্ধক প্রদান না করি। তুমি কৃপা করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিয়াছ, আমরা যেন তোমার এই করুণার অনুপযুক্ত না হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

অদ্যকার এই প্রাতঃ-সূর্য্যের সহস্র কিরণে বাহ্য-জগৎ যেমন বিচিত্র শোভায় মণ্ডিত হইতেছে, তেমনি এই অসংখ্য মানব-আত্মাও আজিকার সূর্য্যোদয়ে অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছে। এই সূর্য্য-জ্যোতি কেবল আজি যে পৃথিবীর অন্ধকার তিরোহিত করিল, কেবল যে পশু-পক্ষীগণকে জাগ্রত করিয়া বহির্জ্জগতে আনন্দ কোলাহল উত্থিত করিল, তাহা নয়, আজি শত-সহস্র আত্মাকে উদ্যম উৎসাহে- শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগে উত্তেজিত করিয়া ব্রহ্ম-পূজার অনুরক্ত করত মর্ত্ত্যলোকে এক মহান্ উৎসব-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। যদিও এই তেজোময় গগনভূষণ সূর্য্য সৌর-জগতের শঙ্কু-স্বরূপ হইয়া ভূরাদি অসংখ্য লোক মণ্ডলকে আকর্ষণসূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যদিও অহর্নিশি জীবন-জ্যোতিতে সুখ-সৌন্দর্য্যে মর্ত্ত্যলোককে বিভূষিত করিতেছে, যদিও এই বসুন্ধরা আমারদিগকে অন্ন-পানে পোষণ করত সৃষ্টিকাল হইতে বক্ষে ধারণ করিয়া সূর্য্য-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে, তথাপি কিসের জন্য যে তাহারদিগের এই উৎকট পরিশ্রম, কেনই বা যে এই দুর্ব্বহ-ভার বহন করিতেছে, কেনই যে ঘূর্ণিত আবর্ত্তিত হইয়া বর্ষে বর্ষে লোক-সমাজে অভিনব উৎসবক্ষেত্র সংরচন করিতেছে, তাহারা তাহার কোন তথ্যই অবগত নহে। আশ্চর্য্য! যে পৃথিবীর তুলনায় মনুষ্যশরীর বালু-কণা হইতেও ক্ষুদ্রতর, সেই মানব-আত্মা ভূপৃষ্ঠে শরীর-পিঞ্জরে আসীন থাকিয়া বিশ্বপতির মহান্ লক্ষ্য সুসম্পন্ন হইতে দেখিয়া আনন্দ রবে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সে নির্জ্জীব সূর্য্য-চন্দ্রের উদয়াস্তে, জল-স্থল-বিদ্যুৎ-বায়ু-সম্বন্ধীয় প্রত্যেক ভৌতিক ঘটনায় এবং সজীব লোক-সমাজের সম্পদ্-বিপদে, উন্নতি অবনতির অভ্যন্তরে "সত্যমেব জয়তে" কেবল সত্যেরই জয় হয়, ঈশ্বরের এই অব্যর্থ-সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইতে দেখিয়া জ্ঞান-প্রেমে আশা-আনন্দে উন্নত ও উৎফুল্ল হইতেছে। ভূকম্পন দ্বারা গিরি-চূড়াই ভগ্ন হউক, বা সমুদ্র-উচ্ছ্বাসে নগর-গ্রামই সাগরগর্ভে প্রবেশ করুক, অথবা রাজ বিপ্লবে বা প্রজা-বিদ্রোহে জ্ঞান-ধর্ম্ম ও সুখ-সমৃদ্ধিশালী জন-সমাজ সকল আপাততঃ শ্রীহীন কিম্বা উৎসন্ন হইয়াই যাউক, শোচনীয় গৃহ বিচ্ছেদে ভ্রাতৃগণ পরস্পর হীনবল হইয়াই পড়ুক, তত্ত্বদর্শী মনুষ্য, এই সকল ঘটনার মধ্যগত থাকিয়াও সেই ধৃতব্রত সত্যকাম পরমেশ্বরেরই মঙ্গল-সংকল্প সংসিদ্ধি বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় থাকিয়া "সত্যমেব জয়তে" এই সুধাময় গম্ভীর গীত গান করত প্রীতি বিশ্বাস বর্দ্ধিত করিতেছে। প্রতিদিন সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা যদিও আমারদিগের এই প্রিয় মাঘের একাদশ দিবস উপস্থিত হইল,—যদিও আজিকার সূর্য্যোদয়ে এই আনন্দময় উৎসব-ক্ষেত্র সংরচিত হইল, যদিও ঐ মুক্ত-কিরণ-রাজী আমারদের দেশ বিদেশস্থ বন্ধু বান্ধবগণের উৎসাহ-পূর্ণ মুখচ্ছবি চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ করিল কিন্তু যে জন্য আমারদিগের এই

সুখকর সম্মিলন, যাঁহাকে লইয়া মর্ত্ত্য-লোকে আমারদিগের এই আনন্দ উৎসব, সূর্য্য তাহার কিছুই অবগত নহে; সূর্য্য-জ্যোতি ক্ষুদ্র বৃহৎ অযুত অগণ্য পদার্থকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও আমারদের এই উৎসব-অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কোন ক্রমেই প্রকাশ করিতে পারে না। "ন তত্র সূর্য্যো-ভাতি ন চন্দ্র তারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ" সূর্য্য-চন্দ্র-তারক-জ্যোতি সেই বিশ্বালোক পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিতে গিয়া পরাস্ত হয়, বিদ্যুৎ অগ্নির উজ্জ্বল-প্রভাও পরাভূত হইয়া যায়। সূর্য্য সাক্ষী স্বরূপে সৃষ্টিকাল হইতে বিমান পথে দণ্ডায়মান থাকিলেও সে এই উৎসব আনন্দের কিছুই অনুভব করিতে পারে না. আত্ম-জ্যোতিতেই ইহার অপূর্ব্ব-শোভা প্রকাশিত হয়, কেবল আত্মাই এই স্বর্গীয় উৎসব-আনন্দের একমাত্র স্রষ্টা ও ভোক্তা। সেই সর্ব্বগত অনাদি পুরাণ পরমেশ্বরই আমারদের এই উৎসবের প্রাণ. সেই নিখিল-জীবন অন্তরাত্মাই আমারদের এই মহোৎসবের জীবন-জ্যোতি। অন্তরাকাশে তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশই অদ্যকার শোভা-সৌন্দর্য্য। তাঁহার দর্শন-লাভে সমর্থ হওয়াই ধর্ম্ম-সাধনের --জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার অব্যর্থ পুরস্কার। বিজ্ঞানময় আত্মাই কেবল ইহার এক মাত্র দ্রষ্টা ও লক্ষ্য। বাহিরে এই সূর্য্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্তরে তাঁহার অভ্যুদয় দেখিতে পাই, তাহা হইলেই হৃদয়ের অন্ধতম তিমির-রাশি অন্তরিত হইবে, তাঁর প্রকাশে জীবনের গতি নিরূপিত হইবে। এই বিচিত্র সৃষ্টির অপূর্ব্ব পদ্ধতি সুস্পষ্ট-রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এই মহোৎসবেরও নিগূঢ় অর্থ প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতে থাকিবে। যাহারা বাহিরের জ্যোতিতে সংসারকে দেখিতে যায়, তাহারাই আপাত-দৃষ্ট ভয়-বিভীষিকায়, বিঘ্ন-বিপত্তিতে নিরাশ হয়, যাহারা কেবল ক্ষুদ্র বুদ্ধির আলোকে ক্ষতি-লাভের গণনা করিয়াই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পদ-বিক্ষেপ করে, তাহারাই সংসার-মরীচিকায় প্রতারিত হয়। চিরোজ্জ্বল সত্য-জ্যোতি পরমেশ্বর যাঁহারদের হৃদয়াকাশের এক মাত্র সূর্য্য—সেই মঙ্গলাকর সত্য-সঙ্কল্প ধ্রুব পরমেশ্বরের প্রতি যাঁহারদের অন্তর-দৃষ্টি, তাঁহারদের গম্যপথ সরল রাজবর্ত্মের ন্যায় সম্মুখে চির প্রসারিত থাকে, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাঁহারদের সম্মুখে অচ্ছেদ্য অপূর্ব্ব শৃঙ্খলায়, বিশ্ব-নিয়ন্তার অমোঘ ইচ্ছা যে একাদিক্রমে সংসিদ্ধ হইতেছে, তাহাই প্রকাশ করে।

রজনীর অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া লোক-সাধারণ যেমন প্রভাতের সূর্য্যোদয়ের প্রতি নিঃসংশয় থাকেন, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণও তেমনি জন-সমাজের অত্যাচার উপদ্রবের মধ্যে নিপতিত হইয়া ঈশ্বরের শুভ সংকল্প সংসিদ্ধি বিষয়েও স্থির নিশ্চয় হয়েন। যাঁহারা বিজ্ঞান-অন্ধ তাহারাই বজ্র বিদ্যুতের, প্রবল-বাত্যা-বৃষ্টির অত্যাচারে শঙ্কিত ভীত হয়, আর যাঁহারা বিশ্বপতির ভৌতিক পদার্থের গুণ-ধর্ম্ম, জড় রাজ্যের কাল-ক্রমাগত উন্নতির পদ্ধতি অবগত আছেন, তাঁহারা সেই ক্ষণিক দুর্নিবার্য্য উৎপাতের অভ্যন্তরে সংস্থিত হইয়াও প্রশস্ত হৃদয়ে ঈশ্বরেরই মহিমা ঘোষণা করিতে থাকেন। যাহারদের অদূরদৃষ্টি কেবল লোক-সমাজের উপস্থিত শুভাশুভ অবলোকনেই আবদ্ধ এবং সংসার প্রাচীরের মধ্যেই অবরুদ্ধ, তাহারদের ক্ষুদ্র-হৃদয় স্বল্প কল্যাণ লাভেই স্ফীত হয় এবং অত্যল্প সুখের ব্যাঘাতেই এককালে অভিভূত হইয়া পড়ে। আর যাঁহারা মনুষ্য-জাতির আদিম-অবস্থার সহিত বর্ত্তমানের

মানব-আত্মার সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির তুলনা করিয়া দেখেন এবং ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ সাধন-প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন. তাঁহারাই "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" এই মহাবাক্যের গম্ভীর-ভাব উপলব্ধি করিয়া সেই বিশ্বপতির সৃষ্টি-কৌশল, পালন-প্রণালী, উন্নতি-সাধন-পদ্ধতি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করত মুক্ত-হৃদয়ে তাঁহাকেই ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকেন। ঈশ্বর-প্রাণ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সন্নিধানে জগতের প্রত্যেক ঘটনাই উন্নতির অনুকূল, প্রত্যেক কার্য্যই শৃঙ্খলাযুক্ত, প্রতি ব্যাপারই প্রণালী-সিদ্ধ। তিনি যেমন পৃথিবীর সেই আদিম স্তরের সহিত এই উপস্থিত মানব-বাস-যোগ্য শোভাময় ভূপৃষ্ঠের কল্যাণকর দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ সন্দর্শন করিয়া ঈশ্বরের সত্য-সংকল্পই সংসিদ্ধ হইতেছে, তাহাই প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি তিনি সেই নবজাত পশু-প্রতিদ্বন্দ্বী আদিম-মনুষ্য-জাতির ক্রিয়া-কাণ্ডের সহিত, বর্ত্তমানের জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত লোক-সমাজের পবিত্র প্রশস্ত কার্য্য-কলাপেরও শ্রেয়স্কর সম্বন্ধ অনুভব করিয়া সত্যকেই জয়-যুক্ত ধর্ম্মকেই জয়-যুক্ত হইতে দেখিয়া সত্য স্বরূপ ধর্ম্মরাজ পরমেশ্বরকেই ধন্যবাদ দেন। আমরা বৃক্ষ-শির-শোভিত বিচিত্র কুসুম-রাজীর বিভিন্ন প্রকৃতি—অনুপম সৌন্দর্য্য সৌরভে যতই কেন বিস্মিত ও চমৎকৃত হই না—কিন্তু সেই কুৎসিত বৃক্ষ-বীজ, সেই অনতিসুন্দর মূল-কাণ্ড, শাখা প্রশাখা, পত্র পল্লব সকলই যেমন দেব-দুর্লভ কুসুম-উদ্‌গমের এক মাত্র কারণ, তেমনি সেই আদিম সংকীর্ণ মানব-ব্যুহের কি গৃহ-কার্য্য, কি সামাজিক ব্যবহার, কি ধর্ম্ম-পদ্ধতি আমারদের সম্মুখে এখন যতই কেন অপ্রশস্ত ও অপরিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হউক না, ঈশ্বরের স্বহস্ত রোপিত, মানব-হৃদয়-নিহিত সেই সকল অব্যর্থ কল্যাণ-প্রসূ বীজ রাজি হইতে কাল-ক্রমে পৃথিবীর এই বিশাল জন-সমাজ রূপ মহাবৃক্ষের উন্নততম শাখায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-রূপ শোভাময় বিজ্ঞানময় অমৃতময় বিচিত্র কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া জগদরণ্য আলোকিত ও আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। মানব-আত্মা তাহার সৌন্দর্য্য সৌরভ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ মনে উচ্চরবে "সত্যমেব জয়তে" এই সুধাময় সংগীত গান করিতেছে। এক কালে যে মনুষ্য কেবল উদরান্নের জন্যই পর্ব্বত-অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছে, পশু-রুধির-লালসায় আকুল হইয়া মৃগ-বরাহের অনুসরণে দুর্লভ জীবন-কাল অতিবাহিত করিয়াছে, যৎসামান্য পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণে অপটুতা-নিবন্ধন যে মনুষ্য-জাতি এক সময়ে রৌদ্র-জলে উৎপীড়িত হইয়া অসহ্য কষ্ট-ক্লেশ সম্ভোগ করিয়াছে, সেই মানব-জাতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এখন পৃথিবী কম্পমান, সাগর-সিন্ধু দোলায়মান হইতেছে। সেই আদিম-অজেয় শত্রু সিংহ শার্দ্দূল কুরঙ্গ মাতঙ্গ সকল এখন সেই মনুষ্যের প্রমোদ-কাননে শৃঙ্খল-বদ্ধ থাকিয়া চিত্ত বিনোদন করিতেছে। সেই মনুষ্যের বাহু-বলে, বুদ্ধি প্রভাবে নিবিড়-অরণ্য সুশোভন নগর-রাজধানী রূপে পরিণত হইতেছে. দুশ্ছেদ্য আরণ্য-তরু, দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-পাষণস্তূপ, খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া এখন সেই মনুষ্যের সুরম্য হর্ম্ম্য, সমুন্নত প্রাসাদ অট্টালিকায় সংযোজিত হইতেছে। অপ্রতিবিধেয় নদ নদী প্রবাহ সেই মনুষ্যের বুদ্ধি-কৌশলে এখন তাহার পদতলে—প্রাচীর ছাদোপরি সঞ্চরণ করিতেছে। সেই রাক্ষস-সদৃশ মনুষ্য ঈশ্বর-ইচ্ছায় কালে জ্ঞান-ধর্ম্ম সমুন্নত হইয়া এই মহান্ উৎসব-ক্ষেত্রে আজি অপূর্ব্ব দেব-ভাবে শোভমান হইয়া, উচ্চরবে কেমন

সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয়, "বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্ম-নামের জয়" ঘোষণা করিতেছে। যে মনুষ্য এক কালে যৎসামান্য বৈষয়িক সুখের অভাবে কষ্ট-ক্লেশে ব্যথিত হইয়া, জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র এবং সংসারকে দুঃখের আগার বলিয়া বিলাপ করিত, সেই মনুষ্যই আত্ম-প্রভাবে দেব-প্রসাদে জগৎবৎ সুখ হস্তগত—পদানত করিয়া সেই "বিদ্যা-সম্পদ্-বুদ্ধি-বিধাতা" পরব্রহ্মকে লাভ করত প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া "এষ ব্রহ্মলোকঃ" এই আনন্দ-পূর্ণ ব্রহ্ম-লোক বলিয়া পৃথিবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। সমুদায় পৃথিবী—সমগ্র মনুষ্য-জাতির কথা দূরে থাকুক, এখনই আমরা যে সুপ্রসারিত সমাজ-গৃহের ভিত্তি-ভূমির উপরে আসীন হইয়া সত্যের জয়-ঘোষণা করিতেছি, ইহার উন্নতির ব্যাপার আলোচনা করিলেই সত্যের প্রতাপ, ধর্ম্মের প্রভাব অতি সহজেই আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে, ঈশ্বরের মঙ্গল-সঙ্কল্প যে কেমন বিচিত্র কৌশলে সংসিদ্ধ হইতেছে, তাহা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে। যখন ভারতে সমাজ-বদ্ধ হইয়া ব্রহ্মোপাসনার কোন সূত্র-পাতই হয় নাই, শুদ্ধ ভারতে কেন, পৃথিবী-মধ্যে কোন স্থানে অসাম্প্রদায়িক ও অপৌত্তলিক-ভাবে একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের আরাধনার জন্য যখন কোন সাধারণ উপাসনা-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না সংশয় স্থল, তৎকালে সেই গম্ভীর-বুদ্ধি ঈশ্বর-প্রাণ মহাত্মা রাম-মোহন রায় ঈশ্বর-প্রীতি-সুধা-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া লোক-সাধারণের উপকারার্থে ব্রহ্ম-পূজা ও ব্রহ্ম-জ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে এই অবধারিত-দ্বার আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন ইহার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত সমান বাধা-বিঘ্ন, সমুদ্র সমান প্রতিবন্ধক। ঈশ্বর জগতের অধিপতি, তিনি প্রতি আত্মার ইষ্ট-দেবতা হইলেও, এই পবিত্র-গৃহে শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি উপচার লইয়া যে সেই আদি দেবের অর্চ্চনা করে, এমন দুই চারি জন মনুষ্যও প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। প্রজ্বলিত অনল যেমন আপনার বলেই চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হয়, তেমনি এই ব্রহ্ম-জ্ঞান রূপ স্বর্গীয়-অগ্নি সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমাগতই প্রজ্বলিত হইতেছে, ভারতের সহস্র সহস্র আত্মাকে সংস্কৃত ও পরিতৃপ্ত করিয়া পর্ব্বত-অরণ্য, সিন্ধু-প্রান্তর উল্লঙ্ঘন করত ক্রমে জগদ্ব্যাপ্ত হইতেছে। প্রথমে যে গৃহে দ্বাদশ ব্যক্তির সমাগম হওয়া সুকঠিন হইত, সেই এই সুদীর্ঘ সমুন্নত আদি-সমাজের ভিত্তি-ভূমি আজি দেশ-বিদেশস্থ শত শত সাধকের সমাবেশ-ভারে বিকম্পিত হইতেছে। এই অসামান্য লোকারণ্য—এই সকল জ্ঞান-প্রেম-শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্পন্ন অনন্যপরায়ণ ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্ম-নিষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া কোন্ আত্মা না আজি "সত্যমেব জয়তে" এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করিতেছেন। দ্বাচত্বারিংশ বৎসরের উন্নতির ক্রম অবলোকন করিয়া কোন্ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই না আশা করিতেছেন, যে কালেতে সমুদায় পৃথিবী বিশাল-উৎসব-ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে, কালেতে সকল আত্মাই ঈশ্বর-লাভে কৃত-কার্য্য হইয়া পৃথিবীকে পুণ্যবতী করিয়া "এষ ব্রহ্মলোকঃ" এই ব্রহ্ম-লোক, এই সুধাময় বাক্য একতানে উচ্চারণ করত ইহার যাথার্থ্য সম্পাদন করিবে। হে সত্যকাম মঙ্গল সঙ্কল্প ধৃত-ব্রত মহান্ ঈশ্বর! এই বিবাদ-বিসম্বাদ-নিন্দা-অসূয়া-দ্বন্দ্ব-কলহ-পূর্ণ মর্ত্ত্য-লোকে সেই শুভ দিন শীঘ্র প্রেরণ কর। তুমি প্রীতি-সদ্ভাবে, সুখ-শান্তিতে সকল আত্মাকে সম্মিলিত কর, তোমার

নিকটে আর কি যাচ্ঞা করিব. প্রাণের সহিত এই প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর, তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক, সত্যেরই জয় হউক, তোমার মঙ্গল-সঙ্কল্প সংসিদ্ধ হউক। তোমার স্নেহের ধন জীবাত্মা সকল, তোমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সায়ংকাল।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলিলেন।

অদ্য আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ দ্বাচত্বারিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া নববর্ষে প্রবিষ্ট হইতেছে, এ উৎসবের দিন বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। যাঁহারা অদ্য এখানে কেবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছেন—যাঁহারা আলোক জন-কোলাহল দেখিয়া, গীত বাদ্যধ্বনি শুনিয়াই ফিরিয়া যাইবেন, তাঁহারা এ দিনের যথার্থ মর্ম্ম অবগত নহেন। অদ্য এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস—সেই ব্রাহ্মসমাজ যাহা অজ্ঞান-অন্ধকার কুসংস্কার-কুজ্ঝটিকার মধ্যে সহস্ররশ্মি-ভানু সদৃশ এই বঙ্গদেশে উত্থিত হইয়াছে; যাহার নামের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের নানাবিধ কুরীতির নির্ব্বাসন, পৌত্তলিকতার পরিহার, জাতিভেদের উচ্ছেদ, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, সত্যের জয়, একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনা অনুস্যূত রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! অদ্যকার দিনের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণ কর। যে ব্রহ্মের আহ্বানে তোমরা এই উৎসবে সমাগত হইয়াছ, সর্ব্বাগ্রে এই মন্দিরের মধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর। দেখ তাঁর সত্তাতে—তাঁর শক্তিতে জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা দীপ্যমান, তাই জগৎ সংসার চলিতেছে, সেই ইচ্ছার নিমেষ মাত্র বিরাম হইলে—তাঁহার এক কটাক্ষপাত হইলে, সমুদায় ধ্বংস হইয়া যায়। সে শক্তির মাহাত্ম্য অনুভব কর। আমি যদি ধবলাগিরি আরোহণ করিয়া তাহার শিখর-দেশে দণ্ডায়মান হই, যেখানে আমার শরীর শীতে পাষাণবৎ হইয়া যায়, যেখানে স্বর্গ-দ্বার-মুক্ত তীব্র হিমাদ্রি বায়ু আমাকে সজোরে আক্রমণ করে, সৃষ্টির মহা ভূত সকল ভীমবলে আমার নয়ন মনকে একান্ত অভিভূত করে, সেখানে আমাকে কি ক্ষুদ্র দেখায়! বিশাল সাগরের প্রবল তরঙ্গের মধ্যে আমার এই দেহতরি কি ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হয়! আবার যে পৃথিবীতে আমি বাস করিতেছি—যাহার জল কি স্থল কিছুরই অন্ত পাই না, তাহার তুলনায় একটি সাগর কি একটী পর্ব্বত কেমন ক্ষুদ্র! এই পৃথিবী আবার সূর্য্যের তুলনায় কি ক্ষুদ্র! উপরের অনন্ত কোটি লোকের তুলনায় ইহা কি?—কোন্ বালুকণা, কোন্ ধূলিরেণু, কোন্ কীটাণু? তাহা অপেক্ষাও অল্প! তবে যিনি আমার এই ক্ষুদ্র দেহের অধীশ্বর—সাগর পর্ব্বত সমেত এই পৃথিবী—এই সূর্য্য—এই কোটি কোটি লোক মণ্ডল যাঁহার অঙ্গুলীর এক ইঙ্গিতে আকাশ পথে ভ্রাম্যমান হইতেছে, তিনি কি মহান্! মহতো মহীয়ান্! তাঁহার মহিমা কি বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারা যায়? জ্যোতির জ্যোতি, তিনি নিজে কি উজ্জ্বল! প্রাণের প্রাণ, তিনি নিজে কি মহান্! সকল রূপ-কারণ, সকল সত্তার সত্তা, সকল সত্যের সত্য। তিনি কেবল অন্ধ শক্তির বাহন মাত্র নহেন। তিনি কেবল জড় জগতের অধিপতি নহেন। তাঁহাকে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা রূপে প্রত্যক্ষ কর। তাঁহাকে পিতা রূপে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান দেখ, যাঁহাকে আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ স্বভাবোক্তিতে বলিয়া গিয়াছেন, "ত্বং হি নঃ পিতাঽসি"। তিনি পিতা আমরা তাঁহার পুত্র, তাঁহার নিকট কি

প্রার্থনা করিব। প্রার্থনা কর যেন তাঁহার পিতৃভাব হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। তাঁহাকে ছাড়িলে আমাদের পরিত্রাণ নাই, শান্তি নাই। ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ হইতেই সকল বল। তাঁহা হইতে যত দূরে যাই, ততই আমাদের দুর্ব্বলতা দুর্দ্দশা। সেই জীবনের প্রস্রবণের যতই আমরা সন্নিকট হই, ততই বলবান হই। সেই মূল প্রস্রবণ হইতে আমাদের জীবন স্রোত যত দূরে যায়, ততই আমরা দীন হীন দুর্ব্বল। সংসারে কেহই আমরা সম্পূর্ণ সুখী নহি। এখানে নানা দুঃখ, নানা বিপত্তি, রোগ শোক দারিদ্র্য দুর্দ্দশা। মনুষ্যের আশ্রয়ে সকল দুঃখের নিবারণ হয় না, ঔষধদ্বারা সকল রোগের শান্তি হয় না। ধনে ঐশ্বর্য্যে সকল দুর্দ্দশার নিরাকরণ হয় না! কোন্ রাজা এমন বলিতে পারেন— আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁর শাসনে তাঁর সকল প্রজা কম্পিত হইতে পারে কিন্তু তিনি নিজে হয়ত কোন আন্তরিক রিপুর একান্ত পরাধীন। অন্যে তাঁহাকে দেবতুল্য মনে করিয়া অর্চ্চনা করিতেছে— আপনার চক্ষে তিনি কেমন হীন। কোন্ সাধু এমন বলিতে পারেন— আমার প্রত্যেক সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে?—কোন্ বলী আপনার বলের স্পর্দ্ধা করিতে পারে? অদ্য সুস্থ সবল প্রফুল্ল—কল্য রোগ শয্যায় শয়ান। কোন্ ধনী আপনার ধনের গৌরব করিতে পারেন? "অদ্য রাজা কল্য দরিদ্র - অদ্য মহোল্লাস কল্য হাহাকার।" দেখ আমাদের সকলি দুর্গতি—সকলি দুর্দ্দশা- পদে পদে হীনত্ব। সেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, যিনি আমাদের সকল রোগের ঔষধ—সকল যন্ত্রণার প্রশমন। যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনার ক্ষুদ্র বলের উপর নির্ভর করে, তাহাদের কি ভুল!—যাহারা তাঁহাকে অন্বেষণ করে না—তাঁহার নিকট অন্তরের সহিত প্রার্থনা করে না—তাঁহার উপদেশ বাক্য শুনিয়াও অবহেলা করে—আপনার মন্দ বুদ্ধিই জীবনের নেতা—আপনার অল্প প্রাণের উপরেই সকল নির্ভর,—তাহারা সে বলে বঞ্চিত, যাহা কেবল ঈশ্বরের দান,—সে ধনে বঞ্চিত, যাহা নিত্য অক্ষয় ধন; যে বল সত্যেতে ধর্ম্মেতে পুণ্য পবিত্রতাতে উপার্জ্জিত হয়— যে ধন পার্থিব সুখ দুঃখ হরণ করিতে পারে না। ঈশ্বরের নিকট হইতে বল চাও তিনি বল দিবেন। যে সকল ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহারদিগকে অক্ষয় বলে কে বলীয়ান্ করিলেন? যিনি আমাদের দন্ত হইবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ দিলেন—যিনি অন্ন দিয়া আমাদের শরীর পোষণ করিতেছেন—যিনি বীজের পুষ্টি সাধন জন্য রৌদ্রের উত্তাপ, বৃষ্টির জল প্রেরণ করিতেছেন, তিনি কি আত্মাকে নিরাশ্রিত রাখিবেন—কখনই না। তাঁহার দ্বারে আঘাত করিলেই তিনি সাড়া দিবেন,—ভিক্ষা চাহিলে ভিক্ষা দিবেন—বর চাহিলে অভয় বর প্রদান করিবেন। তাঁহার নিকটে ধর্ম্ম যুদ্ধের জন্য বল চাও। যুদ্ধ-ক্ষেত্র প্রশস্ত বিঘ্ন সকল দুরতিক্রমণীয়—রিপুদলও বলবান্। আমাদের সমাজে নানা প্রকার কুরীতি কুসংস্কার আছে, তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। জাতিভেদ প্রথা যাহা সমাজে সমাজে দলে দলে মনুষ্যে মনুষ্যে বিরোধ ও বিচ্ছেদ সূত্র বিস্তার করিতেছে, তাহার উন্মূলন করিতে হইবে। পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে এক ঈশ্বরের উপাসনা স্থাপিত করিতে হইবে। অনেক জঞ্জাল দূর ও কলঙ্ক প্রক্ষালন করিতে হইবে। লোকের নিন্দা ও গ্লানি ও অত্যাচার মস্তকে বহন করিয়া তাহারদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিতে হইবে। আমাদের দেশের সনাতন ধর্ম্ম, কাল-জনিত যে ঘোর

কুজ্ঝটিকাতে আবৃত হইয়া অদৃশ্য প্রায় হইয়া রহিয়াছে, তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই ধর্ম্মের প্রকৃত উদার স্বরূপ লোকের চক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে। যাহা ন্যায়—যাহা সত্য—যাহা ধর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের নিকটে ধর্ম্মবল প্রার্থনা কর। যাহাতে আপনার দোষ বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া পরিহার করিতে পারি—অন্যের দোষ ক্ষমা দৃষ্টিতে মার্জ্জনা করিতে পারি—এই বর প্রার্থনা কর। এই ভিক্ষা চাও যেন সম্পদে স্ফীত না হই—বিপদে বিষাদগ্রস্থ না হই—রোগ শোকে মুহ্যমান হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ বিস্মৃত না হই। যখন যে অবস্থায় থাকি, কখনও সুখ—কখনো দুঃখ—কখনো সম্পদ, কখনো বিপদ—কখনো মেঘ বজ্র বিদ্যুতের মধ্য দিয়া ঈশ্বর দেখা দিতেছেন—কখনো বা মধুময় শীতল জ্যোৎস্নাতে আত্মাকে অভিষিক্ত করিতেছেন—কিন্তু সকল অবস্থার জন্য যেন দুর্জ্জয় বলের সহিত প্রস্তুত থাকি ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলভাবের উপর যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে—এই প্রকার ভগবদনুগ্রহ কায়মনে প্রার্থনা কর। ঈশ্বরকে বল—অসৎ হইতে সত্যেতে লইয়া যাও—অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও। জ্যোতি দুই প্রকার—জ্ঞানের জ্যোতি—পুণ্যের জ্যোতি। মনের আলোক জ্ঞান, আত্মার আলোক পুণ্য। যখন যে অবস্থায় থাকি—তাহার কর্ত্তব্য সাধন জন্য প্রথম জ্ঞানের আবশ্যক। জ্ঞান না থাকিলে এখনি আমরা জড় জগতের চক্রান্তে অভিভূত হই। জ্ঞান আমারদের সংসার পথের আলোক। সকল অবস্থাতেই জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রথম ঈশ্বরকে জানা আবশ্যক, তাঁহার ধর্ম্ম নিয়ম জানা আবশ্যক—বাহ্য প্রকৃতি মানব প্রকৃতির জ্ঞান লাভ আবশ্যক। আমাদের শিক্ষার জন্য ঈশ্বর প্রকৃতি রূপ গ্রন্থ আবিষ্কৃত করিয়াছেন—মনুষ্যের আত্মাতে অবিনশ্বর অক্ষরে তাঁহার উপদেশ মুদ্রিত করিয়াছেন. আমরা যেন এই দুই দিকেই লক্ষ্য দিয়া থাকি; এই দুই গ্রন্থ সম্যক রূপে পাঠ ও অধ্যয়ন করি। কিন্তু কেবল জ্ঞানেতেই মনুষ্যত্ব হয় না। যেমন অজ্ঞান তিমির—তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক অন্ধকার পাপ। জানিলাম কি ধর্ম্ম—কি ন্যায়—কি কর্ত্তব্য কিন্তু ইচ্ছাকে সে দিকে নিয়োগ করিতে পারিলাম না, তবে সে জ্ঞানের ফল কি?—আমরা অতি ক্ষুদ্র জানিয়া শুনিয়া কতবার অপথে পদার্পণ করি। জানিলাম কি মঙ্গল কি শুভ কি কল্যাণ, স্থির করিলাম কি কর্ত্তব্য. তবুও কার্য্য কালে হয়ত মন তাহার বিপরীত পথে ধাবিত হয়। অতএব কেবল জ্ঞানের আলোক নহে—পুণ্যের আলোক পবিত্রতা উপার্জ্জন করিতে হইবে। ঈশ্বর যেমন নিষ্কলঙ্ক পবিত্র স্বরূপ—সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইতে হইবে। তাহার জন্য আত্মার সমুদয় বল সমুদয় শক্তি সমুদয় উদ্যম যোজনা না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া অসাধ্য। যেমন অজ্ঞান তিমির জীবন পথকে অন্ধীভূত করে—পাপ তিমিরও আমাদিগকে অন্ধ করিয়া ধন প্রাণে বিনাশ করে। সেই জন্য ধর্ম্মের আলোকে পুণ্য জ্যোতিঃ প্রার্থনা কর। ঈশ্বরকে বল অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও—জ্ঞানালোক প্রকাশ কর—পুণ্যের আলোক প্রকাশ কর। এই দুই আলোক একত্রিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ রূপ স্বর্গীয় আলোক আমাদের প্রতি জনের আত্মাকে আলোকিত করুক।

ব্রাহ্মগণ! বিবেচনা করিয়া দেখ, ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি আমরা হৃদয়ের ধর্ম্ম করিতে পারিয়াছি? যদি করিয়া থাকি, তবে কেন আমরা

দীন হীন ভাবে মুহ্যমান রহিয়াছি? কেন আমাদের জীবনে সে ধর্ম্ম প্রতিভাত হয় না? কেন আমরা ঈশ্বরের নাম করিয়া দেশে দেশে তাহা প্রচার করিতে উদ্যত নহি। যদি সে ধর্ম্ম আমাদের হৃদয়ের অধিস্বামী হয়, তবে কি আমরা মৌন থাকিতে পারি? যদি আমাদের আত্মা ঈশ্বরের ভাবের ভাবুক হয়, তবে কি বাক্যের অভাব থাকে— না সাধনের অভাব থাকে? রসনা আপনা হইতেই সে নাম দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেন আমরা ধর্ম্মযুদ্ধে বিমুখ? কেন সত্য প্রচারে অক্ষম? তাহার কারণ এই, আমাদের যত্ন নাই, উৎসাহ নাই। যে উৎসাহ সম্বল করিয়া আদিম বৌদ্ধগণ আপনাদের ধর্ম্ম দেশ বিদেশে প্রচার করিলেন, মুসলমানেরা ইউরোপ খণ্ডে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে মুসলমান ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন, সে উৎসাহের লক্ষাংশের একাংশও আমাদের নাই। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেবল মুখের ধর্ম্ম করিয়া রাখিয়াছি। অন্য কথা দূরে থাকুক, আমরা অনেকে সেই পবিত্র ধর্ম্ম আপনার পরিবারের মধ্যে আনিতেও বিমুখ। স্ত্রী যে সুখ দুঃখ ভাগিনী চির সঙ্গিনী, তাহাকেও কি প্রতি ব্রাহ্ম এই উচ্চ ধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী করিতে যত্নবান্? ব্রাহ্মধর্ম্মে এমন কোন কঠোর আদেশ নাই, নিষ্ঠুর নিয়ম নাই, যে স্ত্রীলোকেরা সে ধর্ম্মের অধিকারী নহে। ঈশ্বরের ধর্ম্ম—ঈশ্বরের শাস্ত্র স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্য। "নর নারী তাঁহার পুত্র কন্যা, উভয়েই সেই অমৃতের অধিকারী। আক্ষেপের বিষয় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেকাংশে কেবল মৌখিক ধর্ম্ম—লৌকিক ধর্ম্ম হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! এ কলঙ্ক তোমরা অপনোদন কর। তোমাদের জীবন ও চরিত্রে যেন এ ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। ইহা দেশে দেশে প্রচার করিতে বাহির হও। এক ঈশ্বরের নাম সর্ব্বত্র ঘোষণা কর। এই মহান্ কার্য্যে যেন তোমাদের শরীর মন, অভেদ্য সঙ্কল্প, অটল উৎসাহ নিয়োজিত হয়। সত্যের জন্য শ্রম ও কষ্ট স্বীকার কর, ধর্ম্ম ও ভক্তি মার্গে আত্ম সমর্পণ কর। মনে রেখ যে ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিত্র শোধন, কথাতে দৃষ্টান্তে বিপথগামীদিগকে পুণ্য পথে আকর্ষণ কর। সাধু দৃষ্টান্ত ভিন্ন অধর্ম্ম ও কুসংস্কারকে পরাস্ত করা যায় না। রসনা অপেক্ষা তোমাদের জীবন যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা প্রচার করে। যে ধর্ম্ম তোমাদের জীবন পথের নেতা, তাহা যেন তোমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অর্দ্ধ অঙ্গ অবশ—অর্দ্ধ অঙ্গ কর্ম্মক্ষম থাকিলে কি সংসারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যায়? ভর্ত্তা ব্রাহ্ম, স্ত্রী পৌত্তলিক, পুত্র ব্রাহ্ম, কন্যা পৌত্তলিক, পরিবারের এক অঙ্গ জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত, অপর ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গ অজ্ঞান তিমিরে আবৃত, এ কি বিষম কথা! এরূপ হইলে মত ও আচরণে, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে মিল থাকিবার কি সম্ভাবনা? মুখে এক, কার্য্যে এক, এরূপ হইলে কোন্ মুখে ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিবে? কি বলিয়া ঈশ্বরের নিকট আপনাকে নিরপরাধী রাখিবে? অতএব আমার নিবেদন এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেবল মুখের ধর্ম্ম নহে, হৃদয়ের ধর্ম্ম কর। ধর্ম্ম সাধনের জন্য আপনাকে অসহায় মনে করিও না, ঈশ্বর নিজে আমাদের সহায়। তাঁর প্রসাদে যে দুর্ব্বল সে সবল, যে ভীরু সে অভয় হয়। "দুর্ব্বল সবল ভীরু অভয় অনাথ গতিহীন হয় সনাথ, সেই প্রেমশশী যবে মধুবরষে সাধুর হৃদয়াধারে"।

সেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর। এই পুষ্পমালা-দীপমালার মধ্যে সেই নিষ্কলঙ্ক জ্যোতি স্বরূ-

পকে হৃদয়ে স্থান দাও। হিন্দুজাতির বিশেষ গৌরব এই যে সকল কর্ম্মের আদি অন্ত মধ্যে তাঁহারা ঈশ্বরকে স্থাপন করেন—সকল কর্ম্ম তাঁহাতেই সমর্পণ করেন। তবে যাঁহার আরাধনার জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, তাঁহার দর্শন বিনা শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাওয়া কি আমাদের উচিত? যদি এখানে কেহ এমন ভাগ্যবান্ থাকেন, যিনি প্রিয়তম ঈশ্বরকে হৃদয়াসনে আসীন করিতে পারিয়াছেন, তিনি যেন এই ক্ষণিক দর্শনেই পরিতৃপ্ত না থাকেন। প্রতিদিন ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিবে।—দিন দিন ধর্ম্মেতে পুণ্যেতে পবিত্রতাতে আত্মাকে পোষণ করিতে হইবে। মন যেন নিরন্তর সত্যের পিপাসু থাকে।—ইচ্ছার গতি যেন নিরন্তর ধর্ম্মের দিকে প্রবাহিত হয়। আত্মা যেন নিরন্তর ঈশ্বরের অভিমুখীন হয়। এই তৃষ্ণা, এই গতি, এই ভাব, যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, প্রাণপণে সেই প্রকার যত্ন কর। জীবনস্রোত পুণ্য ক্ষেত্রে সহজে স্বাভাবিক ভাবে বহমান হয়, চরিত্র পবিত্র হয়, বিসদৃ আত্মপ্রসাদ আত্মাকে উজ্জ্বল রাখে—সম্পদ বিপদ সকল সময়ে হৃদয় মন ঈশ্বরে নিহিত থাকে, তাহার জন্য যত্ন কর, চেষ্টা কর, প্রার্থনা কর। ঈশ্বর হইতে অহরহ বল চাও, জ্ঞান চাও, জীবন চাও। তিনি কৃপা করিয়া যে সুধা প্রেরণ করিবেন, তাহা পান কর। অহর্নিশি ত তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্ত ত তিনি তাঁহার করুণামৃত বর্ষণ করিতেছেন, আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় তাহা সকল সময়ে ধারণ করিতে পারে না। সে অমৃত যখন হৃদয়ে উপলব্ধি হয়, তাহা যেন এত প্রচুররূপে পান করি যে, আজীবন তাহা আমাদিগকে পুষ্ট ও উন্নত রাখিতে পারে। নীচ চিন্তা, মলিন ভাব, বিষয় কামনা পরিহার করিয়া এস আজ আমরা সেই ভূমানন্দে—সেই প্রেমানন্দে মগ্ন হই। সেই প্রেমামৃত এত প্রচুররূপে পান করি যে সম্বৎসর কাল তাহা আমাদিগকে জীবিত রাখে। উত্থান কর, জাগ্রত হও, হৃদয় দ্বার খুলিয়া দেও, মানস-পদ্ম বিকশিত কর। তাঁহার করুণাবাত সেবন করিয়া সুস্থ ও সবল হও। অদ্য যে সাধু সঙ্কল্প করিতেছ, কল্য তাহা উল্লঙ্ঘন করিওনা। অদ্য যে উন্নত ভাবের আবির্ভাব হইয়া হৃদয়কে উত্তেজিত করিতেছে, কল্য তাহার অভাবে বিপথগামী হইও না। অদ্য যে সাধু ইচ্ছা আত্মাকে পুণ্য ক্ষেত্রে উপনীত করিতেছে, কল্য তাহার বিরুদ্ধ আচরণ করিও না। ঈশ্বর করুণ আজ যে বীজ আমাদের হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা তাঁহার প্রসাদে কালেতে সারবান্ বৃক্ষ হইয়া ফল ফুল পুষ্পে আমাদের জীবন উদ্যানকে সুশোভিত করে।

ঈশ্বর আমাদের দেবতা। আমরা সেই একের উপাসক। সেই দেশ কালের অতীতকে আমরা সীমাবদ্ধ করিয়া পূজা করি না। সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ভিন্ন কোন পরিমিত দেবতার নিকট আমরা নতশির হই না। তিনি ভিন্ন আর কেহ আমাদের আরাধনার পাত্র নহে, পূজার যোগ্য নহে। যেমন কাষ্ঠ পাষাণ পুত্তলিকা আমরা পূজা করি না, তেমনি আর এক প্রকার যে ভয়ানক পৌত্তলিকতা আছে, তাহা হইতেও যেন আমরা বিরত হই; কোন মনুষ্যকে দেবরূপে কল্পিত করিয়া যেন পূজা না করি। যে ধর্ম্মের লোকেরা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ভজন পূজনে আপনাদিগকে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া কোন মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, ঈশ্বরের স্থানে অথবা ঈশ্বরের ব্যবধানে মনুষ্যকে দণ্ডায়মান করে, মনুষ্যকে পাপীর গতি ত্রাণকর্ত্তা রূপে আরাধনা করে, আমরা সে ধর্ম্মের বিরোধী। কাজ নাই সে গুরুর আশ্রয়ে, যিনি ঈশ্বরের নামছলে আমাদের হৃদয়

মন কাড়িয়া লন, যাঁহার উপদেশ বাক্য সেই পরম গুরুর সাক্ষাৎ উপদেশের প্রতি আমাদের কর্ণ বধির করিয়া রাখে, যাঁহাকে ভ্রান্ত অনুচরবর্গ ঈশ্বরের পদে আরূঢ় করিয়া ঐশিক মান অর্পণ করে। যে কোন গুরু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন হইতে আমাদের নয়ন আকর্ষণ করেন, যে কোন ধর্ম্মজ্ঞানকারী উপদেষ্টা আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ হইতে শ্রবণকে আকর্ষণ করেন; তিনি প্রকৃত গুরু---প্রকৃত উপদেষ্টা নহেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদিগকে ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিতেছি, ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতেছি, কিন্তু বাস্তবিক আমাদের হৃদয়কে এক প্রকার পৌত্তলিকতা হইতে মুক্ত করিয়া অন্যবিধ ঘোর পৌত্তলিকতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছেন। পাষাণ পুত্তলীকে গৃহ হইতে সহজে দূর করা যায়, কিন্তু অন্য প্রকার পৌত্তলিকতার অধীনতা হইতে মুক্ত হওয়া সহজ নহে। অতএব সাবধান যেন ঈশ্বরের স্থানে মনুষ্যকে স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শকে হীন ও কলঙ্কিত না করি। আবার ইহা অপেক্ষা তৃতীয় প্রকার আরো ভয়ঙ্কর পৌত্তলিকতা আছে। সে কি না আপনাকে পূজা করা, আপনার হৃদয়ের কোন ক্ষুদ্র ভাবের নিকট মস্তক অবনত করা। কেহ স্বার্থপরতার নিকট সর্ব্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত। কেহ ধন লালসা, কেহ লোক প্রিয়তা, কেহ মান, কেহ যশ, কেহ নাম, কেহ কাম, এই রূপ এক এক পুত্তলী সাজাইয়া হৃদয়ে স্থান দেয়, তাহার নিতান্ত অধীন একান্ত ক্রীত দাস। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যেন বাহ্যিক আধ্যাত্মিক সকল প্রকার পৌত্তলিকতা হইতে দূরে থাকি। সৃষ্ট পদার্থকে স্রষ্টার যোগ্য পূজা অর্চ্চনার পাত্র না করি; মনুষ্যকে ঈশ্বরের সিংহাসনে অধিরূঢ় না করি; ঈশ্বর ভিন্ন কোন পরিমিত পদার্থ যেন আমাদের হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিতে না পারে। সেই স্বর্গীয় ভাবের নিকট সকল মর্ত্ত্য পার্থিব ভাব যেন ভস্মীভূত হয়। আমাদের ভক্তি প্রীতি হৃদয় মন সেই একের প্রতি সমর্পিত হয়। সেই স্বর্গীয় প্রসাদ যেন জীবনের অন্ন হয়। সেই স্বর্গীয় বারি যেন আমাদের পানীয় হয়, পৃথিবীর মলিন পঙ্কিল জলে যেন আমরা তৃষ্ণা নিবারণ না করি। আমরা যেন মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।" সেই যে অন্তরতর পরমাত্মা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর তাবৎ বস্তু হইতে প্রিয়। আমরা যেন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর ন্যায় অমৃতের প্রার্থী হই, ও যেন হৃদয়ের সহিত বলিতে পারি "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহাতে অমৃত না হই তাহা লইয়া কি করিব? "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী," মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাম্ন্বহং তেনামৃতাহো" যদি এই সমুদায় বিত্তপূর্ণ পৃথিবী আমার হয়, তাহাতে কি আমি অমৃত হই? "নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ," যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না না, "যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি" যেমন সাধারণ উপকরণ বিশিষ্ট দিগের জীবিত তোমারও সেই রূপ হইবে কিন্তু বিত্ত দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই। "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী," মৈত্রেয়ী বলিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহাতে আমি অমৃত না হই, তাহা লইয়া কি করিব? আমাদের চিত্ত বিহঙ্গ যেন এই মধুময় গীত গান করে "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেনকুর্য্যাং।" এই পৃথি-

বীর ধন মান সুখ ঐশ্বর্য্য কি? আমরা তাহাতে মুগ্ধ হই সত্য বটে, কিন্তু একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখ, নির্জ্জনে আত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, ঐহিক সুখে সার আছে কি না? তবে এখনি আত্মা হইতে সায় পাইবে "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" সংসার ত অসার, দেহ ত ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছে কাল নাই, পৃথিবীর ধূলি পৃথিবীতেই মিশ্রিত হইবে। ধন মান লইয়া—ঐহিক সুখ লইয়া কি করিব? আমাদের আশা-লতা কি এই সংসারকে আশ্রয় করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? আমরা সেই অমৃত নিকেতনের যাত্রী। আমরা সংসার হইতে অবসৃত হইয়া কোথায় যাইব, তাহা জানি না, স্বর্গের কোন্ রাজ্য, অমৃত ধামের কোন্ গৃহ আমাদের জন্য সজ্জিত হইবে তাহা জানি না, কিন্তু ইহা জানি যে আমরা ঈশ্বরের নিকটেই গমন করিব—আমাদের আত্মা উন্নতি হইতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবে। ইহা জানি যে আমরা তাঁহারই রাজ্যের প্রজা, সেই পরম পিতার পুত্র, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তাঁহার দয়া ও বাৎসল্য, স্নেহ ও প্রেমের পাত্র চির কালই থাকিব।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের জীবন সহায়, সকল সুখ কারণ, সকল দুঃখ নিবারণ। পর্ব্বত সমান বিঘ্ন রাশির মধ্যে তুমি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা! দুঃখ দুর্গতি পাপ প্রলোভনের মধ্য দিয়া তুমি আমাদিগকে তোমার পুণ্য পথে লইয়া যাও। যে কোন অবস্থায় থাকি, যে কোন ঘটনার মধ্যে পড়ি, সকল সময়ে উন্নত মস্তক হইয়া যেন তোমার প্রতি অচল মতি—অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। তোমাকে ছাড়িয়া আমাদের ত্রাণ নাই, শান্তি নাই। তুমি এক ধ্রুব নায়ক, তুমি আমাদের পিতা। যেন পাপে মলিন হইয়া তোমার কৃপার অযোগ্য না হই। আমরা কখনই তোমার যোগ্য পুত্র নহি, তাহা জানি; পদে পদে তোমার নিকট অপরাধী হই, তোমার উপদেশ শুনিয়াও শুনি না, তোমার ধর্ম্ম নিয়ম অতিক্রম করিয়া অপথে পদার্পণ করি। কি সাহসে তোমার সম্মুখীন হইব?—কি সাহসে সেই অটল বিমল জ্যোতির প্রতি এই দুর্ব্বল মন-আঁখি উন্মীলন করিব? আমার আপনার ত কিছুই বল নাই, সার নাই। সকলি হীন মলিন ম্লান দুর্দ্দশাপন্ন। তোমার কৃপা—তোমার করুণার উপরেই সকল নির্ভর। তুমি যদি নিজ গুণে পাপীকে পরিত্রাণ কর, তবে তরিয়া যাইবে। তুমি আমাদের সহায় সম্পত্তি, চিরকালের সম্বল! আমারদিগকে রক্ষা কর। "অসৎ হইতে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও।" হে সুহৃৎ! তোমা ভিন্ন আর গতি নাই। তোমাতেই আমাদের হৃদয় মন সকলি সমর্পণ করিতেছি। তোমার চরণ ছায়াতে আমরা সুখ স্বচ্ছন্দে শান্তি আরামে বাস করিব। যদিও দুঃখ ক্লেশ পাপ তাপ ঘোর অন্ধকারে আমরা আবৃত, তবু তোমাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিতেছি। তোমার ভুবন বিজয়ী নাম লইয়া আমরা সত্যধর্ম্ম প্রচার করিব। তোমার অক্ষয় কবচে আবৃত হইয়া সংসারের বিভীষিকা অতিক্রম করিব। তোমার কৃপা গুণে পরমার্থ লাভ করিয়া অমৃত হইব।

পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব, অক্ষত রিপুর প্রহারে;
তব করুণা তরি করি অবলম্বন যাব ভবার্ণব পারে।
জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু নিশ্চিন্ত হইব সখা হে,
মঙ্গল কার্য্য তোমার সমাপিয়ে, মহানন্দে ত্যজিব এই দেহ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা।

বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং
পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং।

এক সেই পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রূপে মহিমান্বিত আকাশে স্থিতি করিতেছেন, আর সমস্তই সেই পূর্ণ পুরুষ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। বৃক্ষের মস্তকে স্কন্ধে হস্তে বাহুতে রাশি রাশি ভার সকল সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এবং সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোলে নিয়ত দোদুল্যমান হইতেছে, তথাপি বৃক্ষ স্বয়ং স্তব্ধ রূপে দণ্ডায়মান রহিয়া সমস্ত ভার একাকী বহন করিতেছে। আমরা যদি কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখি, তবে কি শাখা কি প্রশাখা, কি পল্লব কি পুষ্প, বৃক্ষের যে কোন অবয়ব আমাদের দৃষ্টিতে পতিত হয়, তাহাতেই আমরা বৃক্ষকে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাই। প্রশাখা যুক্ত শাখা দেখিলে, পল্লব যুক্ত প্রশাখা দেখিলে, শাখায়মান শিরা সংযুক্ত পল্লব দেখিলে, দল পরিচ্ছদ সংযুক্ত পুষ্প দেখিলে, মহাশাখা সংযুক্ত সেই এক বৃক্ষেরই ভাব আমাদের মনে জাগরূক হয়;—শাখাতে প্রশাখাতে পল্লবে পুষ্পে সকলেতেই আমরা বৃক্ষের অভিজ্ঞান চিহ্ন সুস্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত দেখিতে পাই। নানা শাখা যেমন একই বৃক্ষের সাক্ষ্য প্রদান করে; সেই রূপ সমস্ত সৃষ্টি সেই একই পরমেশ্বরের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এক সূর্য্য মধ্যস্থলে বর্ত্তমান থাকিয়া নানা গ্রহ উপগ্রহকে যথা নিয়মে চক্রিত করিতেছে, ইহাতে আমরা একই ঈশ্বরের আধিপত্য মূর্ত্তিমান দেখিতেছি; তেমনি আবার এক বৃক্ষ স্থির রূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া নানা শাখা প্রশাখা পল্লব পুষ্পকে প্রাণ ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিতেছে, ইহা হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া আমরা একই অচ্যুত পুরুষের অক্ষয় ভাণ্ডার সর্ব্ব জগতে অবারিত দেখিতেছি। তিনি স্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকাতেই চন্দ্র সূর্য্য উদয়াস্ত হইতেছে, জীব জন্তু সঞ্চরণ করিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, এবং মনুষ্য অমৃতের পুত্র হইয়া সর্ব্বোপরি উত্থান করত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া অমৃত ধামের দিকে মিলিয়া চলিতেছে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এই বিশাল জগতের সর্ব্বত্রই যখন পরিবর্ত্তন আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া রহিয়াছে, তখন জগতের কর্ত্তা যিনি তিনিও পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী, কিন্তু এ বৃথা আশঙ্কা, না পরীক্ষাতে না যুক্তিতে না জ্ঞানেতে কিছুতেই পোষকতা পায় না—এ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। পরীক্ষাতে দেখা যায় যে সেনাপতি অটল না থাকিলে সেনা বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, সূর্য্য একটুকু স্থান ভ্রষ্ট হইলে গ্রহ উপগ্রহে মহোৎপাত উপস্থিত হয়, বৃক্ষ স্থান চ্যুত হইলে শাখা পত্র শুষ্ক হইয়া বিনষ্ট হয়। যুক্তিতে দেখা যায় যে, যখন একটি সামান্য কার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে কত ধৈর্য্য, কত সহিষ্ণুতা, কত অটল ভাব আবশ্যক হয়, তখন যিনি অসীম জগতের কার্য্য একাকী নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহার তুল্য অটল আর কে হইতে পারে? তিনি একেবারেই অপরিবর্ত্তনীয়। জ্ঞানেতে দেখা যায় যে, যিনি মূলাধার তাঁহাতে লেশ মাত্রও পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। মন প্রতি-নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, শরীর প্রতি-নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি যে আমি কল্য ছিলাম, সেই আমি অদ্য আছি, এই রূপ জ্ঞানেতে এক দিকে উপলব্ধি হইতেছে যে পরিমিত আত্মা যে জীবাত্মা তাহা পরিমিত সময়ের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়; অন্য দিকে উপলব্ধি হইতেছে যে, অপরিমিত আত্মা যে

পরমাত্মা তিনি অপরিমিত অনাদ্যনন্ত সময়ের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু পরমাত্মা অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া তিনি উদাসীন নহেন, সমুদায় জগৎকে তিনি প্রাণ ধন জীবন সুখে এবং আত্মাকে অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখের ভরষাতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

তিনি আপনার অমৃত জ্যোতি দ্বারা আমাদের আত্মার সকল অন্ধকার অপহরণ করত, তাহাকে দুঃখের মধ্যে সুখে, বিপদের মধ্যে সম্পদে, ভূলোকের মধ্যে দ্যুলোকে অতি যত্নে রক্ষা করিতেছেন। "বৃক্ষইব স্তব্ধো" এই বাক্য বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যায় না, পরক্ষণেই রসনাতে আসিয়া উদিত হয় যে "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং।" তিনি অটল স্তব্ধ থাকিলা যে কোথাও কোন যত্নের বা [illegible] অভাব পূরণের অবশিষ্ট রাখিয়াছেন এমন নহে, তিনি সমুদয়ের মধ্যে আপনি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান থাকিয়া সমুদয় কার্য্যের মধ্যে হৃদয় প্রদান করত সমুদায়কেই সজীব করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বৃক্ষ হীন প্রান্তরকেও তৃণাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন, একটি ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকাকেও অস্ত্র শস্ত্র আবাস পরিচ্ছদে সম্ভৃত করিয়াছেন। তাঁহার বিরচিত পুষ্পের রচনা-পারিপাট্য দেখিলে যত্ন যে কাহাকে বলে, তাহা আমরা নয়ন দ্বারা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিতে পারি। শ্রীসৌন্দর্য্য দ্বারা, অন্ন পান দ্বারা, জ্ঞান ধর্ম্ম দ্বারা, এবং আপনার প্রেম-পূর্ণ অধিষ্ঠান দ্বারা তিনি জগৎ সংসার পূর্ণ করিয়াছেন। এক কথা এই যে, তিনি স্বয়ং সর্ব্বত্র অন্তরে বাহ্যে সকল স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কেবল বর্ত্তমান নহেন, তিনি দীপ্যমান রহিয়াছেন, দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁহার দ্বারা আলোকিত রহিয়াছে। তিনি কেবল দীপ্যমান নহেন, তিনি প্রেমামৃতে পরিস্ফীত হইয়া সর্ব্ব জগতে উচ্ছ্বসিত হইতেছেন; সেই অটল প্রেম-সাগর শতধা সহস্রধা হইয়া সকল দেশের সকল কালের সকল ব্যক্তির সকল অভাব একাকী পূরণ করিতেছেন কিন্তু তথাপি তিনি আপনার লোকাতীত অচ্যুত পদবী হইতে একটুকুও বিচলিত হইতেছেন না, তিনি বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রূপে আপন মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন।

হে পরমাত্মন্! আমারদের অন্তরে ধৈর্য্য যখন বিপদ-বাতাঘাতে প্রকম্পিত হয়, তখন তুমি তোমার অপ্রতিহত আদর্শ দেখাইয়া আমাদের ধৈর্য্যকে অটল করিও। আমরা সম্পদের সময়ে সুখে অধৈর্য্য হই, বিপদের সময় ভয় শোকে অধৈর্য্য হই, কত সময়ে আমরা পথ হারা পথিকের ন্যায় বিভ্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করি, সে সময়ে তুমিই এক মাত্র অটল কাণ্ডারী। সংসারের তুমুল সাগরে দেহ মনের উপর দিয়া কত শত ভীষণ তরঙ্গ চলিয়া যায়, কিন্তু তোমার করুণা কখনই চলিয়া যায় না। তোমার স্নেহময় অঙ্গুলি দিক্‌ শলাকার ন্যায় অটল রহিয়া আমারদিগকে নিয়ত পথ প্রদর্শন করিতেছে, তোমার হস্ত আমাদিগকে নিয়ত অভয় দান করিতেছে, তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি ধ্রুব তারার ন্যায় আমাদের নয়ন মনে নিয়তই আশা রশ্মির সঞ্চার করিতেছে। আমারদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি যেন তোমার প্রতি অবাত-কম্পিত দীপ শিখার ন্যায় অটল থাকে, এই মাত্র আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

PROFESSOR MAX MULLER'S OPINION.

"I have no hesitation in saying that the Brahmo Marriage such as I know it would be a valid marriage according to the spirit of ancient law of India, nor have I any doubt that modern Legislation can regard marriage only in the light of a civil contract leaving the religious ceremonies if any to be settled by the contracting parties.

YOURS FAITHFULLY
MAX MULLER.

OXFORD
December 10. 1871"

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

মঙ্গল নিদান, বিঘ্নের কৃপাণ, মুক্তির সোপান, অন্য কেবা। সংসার দুর্দ্দিন, শান্তি-সূর্য্য হীন, কাটি দেয় দিন, অন্য কেবা।

দুঃখ ক্লেশ ভাব, পর্ব্বত আকার, করে পরিহার অন্য কেবা। কারে ডাকি আর, যাই কার দ্বার, সহায় আমার অন্য কেবা।

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

ইচ্ছা হয় সর্ব্ব ভুলে ছাড়ি মোহ কোলাহলে, পূজি নিত্য শান্ত মনে হৃদয়েশ হৃদাসনে।

ফেলি তব প্রেমনীরে স্নিগ্ধ করি দীপ্ত শিরে, ঢালি অশ্রু পূত পদে তৃপ্ত করি তপ্ত হৃদে।

তব প্রীতিকর জেনে সাধি কার্য্য প্রাণপণে, তব করে সমর্পণে সফল করি জীবনে।

জগৎ পাল জগদ্গুরু ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু, রাখি তব পুণ্য পথে পূর ভক্ত মনোরথ।

রাগিণী ভৈরব—তাল চৌতাল।

(মোর) দুখ-নিশা প্রভাত কর হে দুরিত-নাশন, তার এ অকুল পাথার।

বিরাজি হৃদয় মাঝে, মলিনতা পাপ তাপ হর, হে দয়াল, হে কৃপার আধার।

এসেছি প্রভু হে তোমার অভয় দ্বার, ফিরায়োনা দীনে না দিয়ে দরশশন,—পূর ভক্ত-মনস্কাম।

নাহি সহায় লোকে তোমা বিনা; তুমি এক মাত্র সহায় সম্বল মোর—সঙ্গী সুখে দুখে। আঁধার-মিহির দারিদ্র্য-ভঞ্জন, অন্ন ধন সুখ সম্পদ কারণ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া সাধারণ লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বোধিনী সভা নামে এক সভা আদি ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্মদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আগামী ২৮ ফাল্গুন রবিবার দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ঐ সভার অধিবেশন হইবে, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে তথায় উপস্থিত থাকিবেন।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রী নবগোপাল মিত্র
সম্পাদক

আগামী ১৩ ফাল্গুন শনিবার সেরতলায় একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে, ব্রাহ্ম মহাশয়েরা সমাজ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন ইতি।

শ্রী উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।
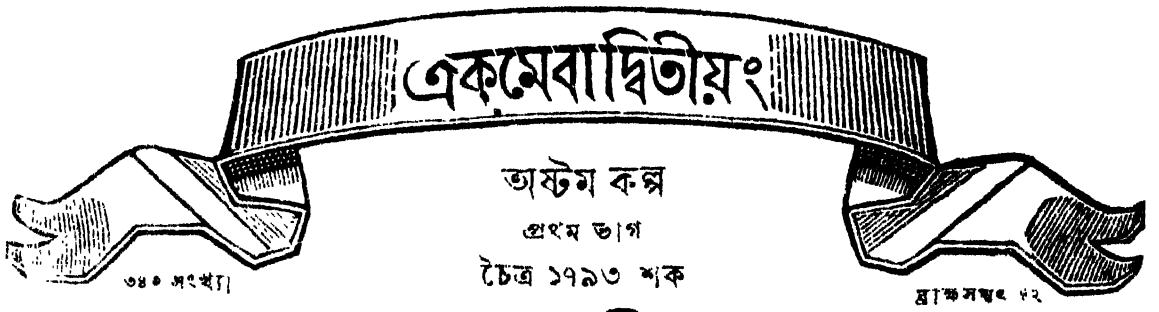
সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১ ফাল্গুন সোমবার।

Registered No 2

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মই সুখের মূল।

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

করুণাময় পরমেশ্বর সুখী করিবার নিমিত্তই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; আমাদিগের মঙ্গল সাধনেই তাঁহার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। এই পৃথিবীতে কেনা সুখী হইতে বাসনা করে? মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর এই বাসনাটী আমাদের অন্তরের গভীর প্রদেশে দৃঢ় রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এই বাসনাটী আমাদের মন হইতে যাইবার নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে আমরা এই বাসনাটী দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাঁহার আদিষ্ট প্রকৃত সুখের পথ অন্বেষণ করি।—মঙ্গলের পথ অনুসরণ করি। মঙ্গলের পথই, প্রকৃত সুখের পথ। আমাদের মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বর যে সকল শুভ সঙ্কল্প নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করিলেই আমরা প্রকৃত রূপে সুখী হইতে পারি। তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত, আমাদিগকে সুখেই হউক বা দুঃখেই হউক, সম্পদেই হউক বা বিপদেই হউক, যে কোন অবস্থায় তিনি আমাদিগকে সংস্থাপিত করিবেন, সকল অবস্থাতেই, তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত দেখিয়া, আমাদিগকে সন্তোষ অবলম্বন করিতে হইবে। সুখ ও দুঃখ উভয়ই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সংসাধনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে পর্যটন করিতেছে।

সুখের জন্য সকল মনুষ্যই লালায়িত; কিন্তু হায়! প্রকৃত সুখের কে পরিচয় পাইয়াছে? সকল ব্যক্তিই সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু কয় ব্যক্তি প্রকৃত রূপে সুখী হইতে সমর্থ হয়? কত লোকে সুখান্বেষণে সমস্ত জীবন ক্ষয় করে, কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হয়তো প্রকৃত সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হয় না। যাঁহারা বিষয় সুখকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন, তাঁহারা প্রকৃত সুখ লাভে যে বঞ্চিত হইবেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই অস্থায়ী, ক্ষণ-ভঙ্গুর, অনিত্য, বিষয় রাশিকে, চিরস্থায়ী জ্ঞান করিয়া, তাহাতেই হৃদয় মন সমর্পণ করেন, তাঁহারা যে প্রতারিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মন যখন অবাধে, কেবলি সুখ জনক ভাব সকল অনুভব করে, যখন তাহাতে

দুঃখ ক্লেশের লেশ মাত্র স্থান পায় না, মনের সেই অবস্থা তখন পূর্ণ সুখের অবস্থা। কিন্তু এই পূর্ণ সুখমরীচিকার প্রতি মনুষ্যগণ বৃথা ধাবিত হয়। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসারে কেহই অবিচ্ছেদে বিষয় জনিত সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন না। আমরা এই সংসারে সেই ব্যক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী মনে করি, যাহার দুঃখের পরিমাণ অল্প। আমাদিগের যেরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল প্রকৃতি, তাহাতে অবিচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ আমাদিগের সহ্য হয় না। ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গলের জন্য আমাদিগের যে রূপ প্রকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিলে আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণ অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং সুখও ক্রমে দুঃখ রূপে পরিণত হয়. আমাদিগের সকল অভাব পূর্ণ ও সকল কামনা চরিতার্থ না করিতে পারিলে আমরা পূর্ণ রূপে সুখী হইতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর এই পৃথিবীতে এক্ষণে আমাদিগকে যেরূপ অবস্থায় অবস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের সকল অভাব, ও সকল কামনা পূর্ণ করিবার উপায় ও ক্ষমতা নাই। সুতরাং অবিচ্ছেদে আমরা কেবলি সুখ ভোগ করিব, ও দুঃখের তীব্র কশাঘাত আমাদের কখনই সহ্য করিতে হইবে না, এরূপ আমরা কখনই আশা করিতে পারি না। দুর্ব্বল মনুষ্যকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। সুখ উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার প্রসাদ আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবেক ও দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাও মঙ্গলের জন্য আসিয়াছে জানিয়া শান্ত চিত্তে তাহা বহন করিতে হইবে। কিসে আমরা প্রকৃত রূপে সুখী হইতে পারি, কিসে আমাদিগের যথার্থ মঙ্গল হয়, তাহা মঙ্গলময় পরমেশ্বরই জানেন। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আপাত সুখকেই সুখ ও আপাত দুঃখকেই দুঃখ মনে করি। কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বর যে উপায়ে আমাদিগের মঙ্গল হইবে, তিনি তাহাই বিধান করেন। যখন আমরা তাঁহার অভীষ্ট কল্যাণময় পথে গমন করি, তখন তিনি সুখ, আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ প্রদান করিয়া আমাদিগকে পুরস্কৃত করেন এবং যখন তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ না শুনিয়া অপথে পদার্পণ করি, তখন তিনি পুনর্ব্বার সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুখ ও সম্পত্তি হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করেন, তখন আমরা দুঃখ ও গ্লানি ভোগ করিয়া চেতনা লাভ করি। অতএব সুখ ও দুঃখ সম্পদ ও বিপদে তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত দেখিয়া, অক্ষুব্ধ ও অবিচলিত, ও সন্তুষ্ট থাকাই যথার্থ সুখ— এসুখ-রত্ন আমাদিগের ইন্দ্রিয় কেহই অপহরণ করিতে পারে না। কি ধনী কি নির্ধন, কি পণ্ডিত কি মুর্খ, সন্তোষ রূপ বিমল সুখ-রত্ন অর্জ্জন করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। সকল অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া, হৃদয়ের শান্তি ও আত্মার আরাম রক্ষা করিতে পারিলেই আমরা সুখী হইতে পারি। কিন্তু এই রূপ আরাম ও শান্তি ধর্ম্ম সাধন ভিন্ন আর কিছুতেই অর্জ্জন করা যায় না। পরস্পর বিরোধী, মনের প্রবল বৃত্তি সকলের সামঞ্জস্য একমাত্র ধর্ম্মের দ্বারাই রক্ষিত হয়। ধর্ম্ম যখন হৃদয়ে রাজা হইয়া, আমাদিগের অন্যান্য বৃত্তি সকলকে নিয়মিত করেন, তখনই হৃদয়ে শান্তি ও আরাম বিরাজ করে, তখনই হৃদয় প্রকৃত সুখের আস্বাদ পায়। এই রূপে দেখা যাইতেছে প্রকৃত সুখ অর্জ্জন করা অনেকাংশে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করে।

যদি আমারদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন আমাদিগের কার্য্যকে মঙ্গলের পথে নিয়োগ করি। যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে,

তাহা হইলে যেন আমাদের স্পৃহা ও ইচ্ছাকে আমাদের স্বীয় স্বীয় অবস্থার অনুযায়ী করি। যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন আমাদিগের মনের লালসা সকল চরিতার্থ না করিয়া পূর্ব্বে আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সংসাধন করি। যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যাহা কিছু আমাদিগের নিকট হইতে এক কালে বল পূর্ব্বক অপহৃত হইবে, তাহা যেন এখনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকি। যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন ধর্ম্মের আদেশে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত না হই। যদি আমাদিগের সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন সংসারের অসার বিচিত্র ঘটনা সকলের উপরিভাগে আপনাকে স্থাপন করি। ঘটনা সমূহ হইতে হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন রাখি; যেন সংসারের কঠোর ঘটনা সকল আমার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিতে না পারে। বিপদে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করি যে আর কখন বিপদে মুহ্যমান হইতে না হয়; কর্ত্তব্য সাধনের সময় হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া রাখি যে আর কখন পাপ জনিত গ্লানি সহ্য করিতে না হয়। এই রূপে অবস্থা আমাদিগের প্রতিকূল হইলেও আমরা সুখী হইতে সমর্থ হই—এই প্রকারে আমরা এই ক্ষণভঙ্গুর বিষয় রাশির মধ্যে থাকিয়াও এরূপ নির্ম্মল সুখের আস্বাদ পাই, যে সুখ কিছুতেই ধ্বংস হইবার নহে—কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। এই রূপে আমরা বিষয় সকলের মধ্যে থাকিয়া, বিষয় সুখ সম্ভোগ করিতে পারি অথচ বিষয় রাশি আমাদিগকে অধিকার করিতে পারে না এবং এই রূপে আমরা বুঝিতে পারি। সেই মনুষ্যই বাস্তবিক সুখ ভোগ করে যে অনায়াসে বিষয় সুখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

হে পরমাত্মন্! তোমার অভীষ্ট কল্যাণকর পথই যে আমাদিগের প্রকৃত সুখের পথ, তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেও। তোমার মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া যাহাতে, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতেই আমরা অবিচলিত, অক্ষুব্ধ ও প্রফুল্ল থাকিয়া, শান্ত চিত্তে তোমার কল্যাণময় আদেশের অনুসরণ করিতে পারি, এরূপ ধর্ম্ম-বল আমাদের হৃদয়ে বিধান কর।

বৈদান্তিক মত।

ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয়।

গুরু যে অধ্যারোপ ও অপবাদ বিবরণ পূর্ব্বক শিষ্যকে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিবেন, সেই অধ্যারোপ ও অপবাদ বিবরণ কি; তাহা এক্ষণে নিরূপিত হইতেছে। অধ্যারোপ ও অপবাদ বিবরণ প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমত তাহারদিগের মূলীভূত কারণের স্বরূপ নিরূপণ করা আবশ্যক, অতএব আদৌ কারণের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিতেছি।

সামান্যত কারণ দুই প্রকার; নিমিত্ত কারণ, ও উপাদান কারণ। কুম্ভকার ও দণ্ড চক্র সলিল সূত্র প্রভৃতি ঘটের যে সকল কারণ; অথবা স্বর্ণকার ও ভস্ত্রা সন্দংশ অগ্নি প্রভৃতি অলঙ্কারের যে সকল কারণ, তাহারদিগের নাম নিমিত্ত কারণ। আর যে কারণ ব্যতীত কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তাহার নাম উপাদান কারণ। এই উপাদান কারণটীও আবার দুই প্রকার; পরিণামী উপাদান কারণ, ও বিবর্ত্ত উপাদান কারণ। মৃত্তিকা ঘটের যে কারণ, বা স্বর্ণ অলঙ্কারের যে কারণ, অথবা দুগ্ধ দধির যে কারণ; তাহাকে পরিণামি উপাদান কারণ কহে। আর ভ্রান্তি স্থলে অল্প অন্ধকারে সাদৃশ্য সম্ভাবনায় বা চক্ষুরাদির দোষ জন্য রজ্জুতে যে সর্প জ্ঞান হয়,

সেই রজ্জু সর্পের যে কারণ; কিম্বা শুক্তিতে যে রজত জ্ঞান হয়, সেই শুক্তি রজতের যে কারণ; তাহাকে বিবর্ত্ত উপাদান কারণ কহা যায়; যথা "সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ।" যে বস্তু স্বরূপের অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে কার্য্যের কারণ হয়, সে বস্তু সেই কার্য্যের পরিণামি উপাদান কারণ। যেমন মৃত্তিকা, স্বর্ণ ও দুগ্ধ, ইহারা ঘট, অলঙ্কার ও দধির কারণ হয়। আর যে বস্তু স্বরূপের অন্যথা ভাব প্রাপ্ত না হইয়া যে কার্য্যের কারণ হয়, সে বস্তু সেই কার্য্যের বিবর্ত্ত উপাদান কারণ। যেমন রজ্জু ও শুক্তি, ইহারা সর্প ও রজত জ্ঞানের কারণ হয়।

কারণের স্বরূপ নিরূপিত হইল, এক্ষণে অধ্যারোপ বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। উক্ত রূপ বিবর্ত্ত উপাদান কারণের উদাহরণ স্থলে ভ্রম প্রযুক্ত এক বস্তুতে যে অন্য বস্তু জ্ঞান হয়, তাহার নাম অধ্যাস, তাহাকেই আরোপ ও অধ্যারোপ কহে। "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসোঽধ্যাস ইতি, বস্তুন্যবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপ ইতি চ"। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর যে অবভাস, তাহার নাম অধ্যাস, সুতরাং বস্তুতে যে অবস্তুর আরোপ, তাহাই অধ্যারোপ শব্দের বাচ্য হয়। বর্ত্তমান রজ্জুতে অবিদ্যমান সর্প ভ্রমের ন্যায় নিত্য বিদ্যমান সত্য বস্তুতে অজ্ঞান বশত যে অসত্য বস্তুর অধ্যাস, তাহারই নাম অধ্যারোপ ইহা সিদ্ধ হইল।

বৈদান্তিক মতে এই প্রকার রজ্জুতে অধ্যারোপিত সর্পের ন্যায় অজ্ঞান বশত অনাদি-সিদ্ধ সংস্কারাধীন সত্য বস্তুতে এই অসত্য জগৎ প্রপঞ্চ অধ্যারোপিত হইয়া সত্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এস্থলে সত্য বস্তুইবা কি, ও অসত্য বস্তুইবা কি এবং তাহার অধ্যারোপইবা কি প্রকারে হইল, এক্ষণে সেই সকল বিষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক স্থলে কথিত হইয়াছে যে নিত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই সত্য বস্তু, আর অজ্ঞান প্রভৃতি তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জড় প্রপঞ্চই অসত্য বস্তু। বৈদান্তিক আচার্য্যদিগের মতে অজ্ঞান অভাব পদার্থ নহে; সৎ বা অসৎ হইতে ভিন্ন, জ্ঞানের বিরোধী, সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণময়, ভাব রূপ পদার্থ বিশেষের নাম অজ্ঞান। এই অজ্ঞান একটী অভিপ্রায় করিয়া বলিলে এক, ও বহু অভিপ্রায় করিয়া বলিলে অনেকও হইয়া থাকে। যেমন এক-স্থানস্থিত নানা জাতীয় সমুদায় বৃক্ষকে এক কথায় বলিবার জন্য বন শব্দ ব্যবহার করা যায়, অথবা একাধারস্থ সমুদায় জলকে এক কথায় বলিবার জন্য জলাশয় শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়, সেই রূপ বৈদান্তিক আচার্য্যেরা, নানা জীবে বিভিন্ন প্রকারে বিরাজমান, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, এই অজ্ঞানকে যখন একটী অভিপ্রায়ে এক বলিয়া ব্যবহার করেন, তখন এই একমাত্র অভিপ্রেত বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান যে অজ্ঞান, ব্রহ্ম চৈতন্য সেই অজ্ঞানাবরণে আবৃত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব নিয়ন্তা, অন্তর্য্যামী, জগৎ কারণ, ও ঈশ্বর, ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত হয়েন; এবং এই একাভিপ্রেত অজ্ঞানাবরণ, অখিল কারণ, কারণ শরীর, আনন্দময় কোশ, সুষুপ্তি স্থান, ও সমুদায় প্রপঞ্চের লয় স্থান শব্দে কথিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর এই অজ্ঞানে অধ্যারোপিত মাত্র, কিন্তু তিনি ইহার বশীভূত নহেন।

আর যেমন বনের প্রত্যেক বৃক্ষকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বুঝাইবার জন্য তাহার প্রত্যেকটীকে বৃক্ষ শব্দে ব্যবহার করা যায়, কিম্বা জলাশয়ের প্রত্যেক বিন্দু জলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বুঝাইবার জন্য তাহার

প্রত্যেকটিকে জল শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়, সেই রূপ আচার্য্যেরা যখন নানা জীবে বিভিন্ন রূপে এই অজ্ঞানকে বহু অভিপ্রায়ে অনেক বলিয়া ব্যবহার করেন, তখন এই বহু অভিপ্রেত বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান যে অজ্ঞান, ব্রহ্মচৈতন্য তদাবরণে আবৃত হইয়া, অল্পজ্ঞ, অনীশ্বর ও প্রাজ্ঞ ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত হয়েন, এবং এই বহু অভিপ্রেত অজ্ঞানাবরণকেও, অহঙ্কারাদির কারণ, কারণ শরীর, আনন্দময় কোষ, সুষুপ্তি স্থান, ও স্থূল, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের লয়স্থান কহিয়া থাকেন। এই প্রাজ্ঞও মায়ার বশীভূত নহেন। উক্ত উভয় প্রকার অজ্ঞানই, মূলাজ্ঞান, প্রকৃতি, মায়া, ও অবিদ্যা নামে অভিহিত হয়।

বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটী বাদ প্রচলিত আছে, অবচ্ছিন্ন বাদ ও প্রতিবিম্ব বাদ। যাঁহারা অবচ্ছিন্ন বাদী, তাঁহারা বলেন; যেমন বন ও বৃক্ষ অভিন্ন এবং বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের ভেদ নাই, সেই রূপ এই সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান অভিন্ন এবং সমষ্টি অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চেতন্য ঈশ্বর ও ব্যষ্টি অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রাজ্ঞও অভিন্ন হয়েন। আর যাঁহারা প্রতিবিম্ব বাদী তাঁহারা বলেন, যেমন জলাশয় ও জল অভিন্ন এবং জলাশয় প্রতিবিম্বিত আকাশ ও জল প্রতিবিম্বিত আকাশের ভেদ নাই, সেই রূপ সমষ্টি অজ্ঞান ও ব্যষ্টি অজ্ঞান অভিন্ন এবং সমষ্টি অজ্ঞান প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর ও ব্যষ্টি অজ্ঞান প্রতিবিম্বিত চৈতন্য প্রাজ্ঞও অভিন্ন হয়েন। ফলতঃ এই দুইটী বাদই তুল্যার্থ। এই দুইটী বাদকে অভিপ্রায় করিয়াই বন ও বৃক্ষ এবং জলাশয় ও জল, এই দুই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অজ্ঞানাবরণ, ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞের উপাধি। উক্ত প্রকার অধ্যারোপের পর এই ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ উভয়ে চৈতন্য প্রকাশিত অতি সূক্ষ্ম রূপ অজ্ঞান বৃত্তি দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন। এই যে উভয় প্রকার অজ্ঞানাবরণ এবং তদাবরণে আবৃত ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ, এ সমুদায়ের আধার স্বরূপ যে অনাবৃত শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাই ব্রহ্ম চৈতন্য, তাহাকেই তুরীয় চৈতন্য কহে। "শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে সআত্মা সবিজ্ঞেয়ঃ"। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অজ্ঞান দ্বারা বস্তুতে যে অবস্তুর আরোপ হয়, তাহার নাম অধ্যারোপ, এবং ব্রহ্মই বস্তু, ও অজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায়ই অবস্তু। এস্থলে সেই ব্রহ্মমাত্র বস্তুতে অজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ নাম আরোপিত হইয়াছে। বস্তুত তাহা সত্য নহে, ভ্রম মাত্র। ইহাকেই সৃষ্টির আরম্ভ বলা যায়।

অজ্ঞান দ্বারা না হয় এমত কিছুই বলা যায় না, "দুর্ঘটৈকবিধায়িন্যাং মায়ায়াং কা চমৎকৃতিঃ" দুর্ঘট ঘটনা পটীয়সী মায়ার কার্য্য কিছুই চমৎকার নহে। যদিও অজ্ঞানের সকল শক্তিই সম্ভব, তথাপি এস্থলে সামান্যত তাহার দুইটী মাত্র শক্তি নিরূপিত হইতেছে। আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। রজ্জুতে সর্পভ্রম কালে অজ্ঞানের যে শক্তি দ্বারা রজ্জু আবৃত হয়—দেখা যায় না, তাহার নাম আবরণ শক্তি; আর যে শক্তি দ্বারা তাহাতে সর্প দেখা দেয়, তাহাই বিক্ষেপ শক্তি। যেমন অল্প পরিমাণ মেঘ বহু বিস্তৃত সূর্য্য মণ্ডলকে আচ্ছাদন করিতে না পারিলেও অবলোকয়িতার নয়ন পথ আচ্ছাদন করাতেই তাহাকে সূর্য্য মণ্ডলের আচ্ছাদক বলে, সেই রূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও আবরণ শক্তি দ্বারা অবলোকয়িতার বুদ্ধি বৃত্তিকে আচ্ছাদন করাতেই তাহাকে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের আবরক বলিয়া থাকে। এই রূপ আবরণ শক্তি দ্বারা আবৃত ব্রহ্ম চৈতন্যেতে বিক্ষেপ শক্তি

দ্বারা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্বাদি সংসার সম্ভাবনা পূর্ব্বক সূক্ষ্ম শরীরাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

যেমন লূতা কীট তন্তু নির্ম্মাণ করিবার সময়ে স্বীয় চৈতন্যই নিমিত্ত কারণ হইয়া কার্পাসাদি কোন বস্তু গ্রহণ না করিয়াও আপনার শরীরকেই পরিণামি উপাদান কারণ করিয়া তন্তু নির্ম্মাণ করে, সেই রূপ চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর স্বয়ং নিমিত্ত কারণ হইয়া অন্য কোন বস্তু গ্রহণ না করিয়াও স্বকীয় উপাধি-ভূত অজ্ঞানকে বিবর্ত্ত উপাদান কারণ করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিয়াছেন। অতএব যেমন ঘটকে মৃত্তিকার পরিণাম বলা যায়, সেই রূপ তন্তুকেও লূতার পরিণাম বলিতে হয়, এবং যেমন সর্পকে রজ্জুর বিবর্ত্ত বলা যায়, সেই রূপ এই জগৎকে সুতরাং অজ্ঞানের বিবর্ত্ত বলিতে হয়। অধিষ্ঠান-ভূত ব্রহ্মচৈতন্য পূর্ব্বোক্ত আবরণ শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে পর ভাবি জীবদি-গের ভোগের নিমিত্তে তমোগুণ প্রধান বি-ক্ষেপ শক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্য রূপ ঈশ্বর হইতে তাঁহারই আজ্ঞা-ক্রমে প্রথমত আকাশ, পরে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী, ক্রমে এই সকল জড় পদার্থ উৎপন্ন হইল। এই পাঁচটা জড় পদার্থকে সূক্ষ্মভূত, মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, ও অপঞ্চীকৃত ভূত কহে। এই সকল সূক্ষ্ম ভূত হইতে পরে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল ভূত সকল উৎপন্ন হয়।

সূক্ষ্ম শরীরকে সতেরটা অবয়বে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, বুদ্ধি ও মন, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, এবং বায়ু পাঁচ। ইহা লিঙ্গ শরীর শব্দেরও বাচ্য হয়। ইহাকে পুনর্ব্বার তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানময় কোষ, মনোময় কোষ, ও প্রাণময় কোষ। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা, এই পাঁচটীর নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়; ইহারা ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী, ইহারদিগের সত্ত্ব গুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃক-রণ বৃত্তির নাম বুদ্ধি, আর সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম মন। অনুসন্ধানা-ত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ যে চিত্ত, ও অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ যে অহঙ্কার, এ দুইটী উক্ত বুদ্ধি ও মনের অন্তর্ভূত বলিয়া ইহারদিগকে আর পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। ইহাতে এই প্রতিপাদিত হইল যে বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহ-ঙ্কার, ইহারা অন্তঃকরণের এক একটী বৃত্তি মাত্র; ইহারদিগের সমষ্টির নামই অন্তঃক-রণ, এবং নিশ্চয়, সংশয়, স্মরণ, ও গর্ব্ব, এই চারি প্রকার ভাব ঐ চারিটীর বিষয়।

বৃত্তি কাহাকে বলে, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি। "যথা তড়াগোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য চতু-ষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি, তথা তৈজসমন্তঃকর-ণমপি চক্ষুরাদিনা ঘটাদিবিষয়দেশং গত্বা ঘটাদ্যাকারেণ পরিণমতে, সএব পরিণামো বৃত্তিরুচ্যতে।" যেমন পুষ্করিণীর জল প্রণালী হইতে নির্গত হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষেত্রাকারে ব্যাপ্ত হয়, সেই রূপ তে-জোময় অন্তঃকরণও চক্ষুরাদি দ্বারা নির্গত হইয়া ঘটাদি বিষয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক ঘটাদির আকারে পরিণ হয়; সেই পরিণামকে বৃত্তি কহে।

উক্ত বুদ্ধি, মন, চিত্ত, ও অহঙ্কার, ইহারা আকাশাদি সকল ভূতের এক-ত্রিত সত্ত্ব গুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। এই বুদ্ধি উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ শব্দের বাচ্য হয়। ব্রহ্ম চৈতন্য অজ্ঞানে আবৃত হইয়া এই

বিজ্ঞানময় কোষে অভিমান বশত পুণ্য পাপের ফল-ভোক্তা, ইহ পরলোকগামী, জ্ঞান শক্তিমান্, কর্ত্তৃরূপ ব্যাবহারিক জীব শব্দে অভিহিত হয়েন। এবং এই মন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত একত্রিত হইয়া ইচ্ছা শক্তিমান্ করণ রূপ মনোময় কোষ শব্দে ব্যবহৃত হয়। বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; ইহারা ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী, ইহার দিগের রজো গুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পাঁচটী শারীরিক বায়ু, ইহারা আকাশাদি সকল ভূতের একত্রিত রজো গুণের অংশ হইতে উদ্ভূত হয়; এবং ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিশ্রিত হইলে ক্রিয়া শক্তিমান্ কার্য্য রূপ প্রাণময় কোষ বলিয়া উক্ত হয়। এই কোষত্রয়কে একত্র মিলিত করিয়া সূক্ষ্ম শরীর ও লিঙ্গ শরীর কহা যায়।

কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ।

ঈশ্বর, যিনি সকল জীবের এক মাত্র প্রভু, তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ হউক।

করুণাময়! তোমাকেই আমরা ভজনা করি এবং তোমার নিকটেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদিগকে প্রকৃত পথে লইয়া যাও। যাহারা বিপথগামী হইয়াছে, তাহাদিগের পথ নহে, কিন্তু যাঁহাদিগের প্রতি তুমি প্রসন্ন হইয়াছ, তাঁহাদিগের পথ আমাদিগকে প্রদর্শন কর।

সেই তোমার প্রভু, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি এই পৃথিবীকে তোমার শয্যা ও আকাশকে তোমার বিতান রূপে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি আকাশ হইতে জল বর্ষণ করিয়া তোমার জীবন ধারণের নিমিত্ত নানাবিধ ফল উৎপাদন করিতেছেন, তুমি তাঁহার সেবা কর।

ধন্য তোমাকে! তুমি যাহা আমাদিগকে শিক্ষা দাও, তাহাই আমরা জানিতে পারি—তদ্ভিন্ন আমরা আর কিছুই জানিতে পারি না, কারণ তুমি জ্ঞান স্বরূপ ও সর্ব্বজ্ঞ।

ইহা কি তুমি জান না, যে পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান? ইহা কি তুমি জান না, যে দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই তাঁহার রাজ্য? সেই ঈশ্বর ভিন্ন আর তোমার অন্য কোন সহায় ও আশ্রয় নাই।

তোমাদিগের আত্মার সম্বল, তোমরা মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহা কিছু প্রেরণ করিবে, তাহা সকলই ঈশ্বরের নিকট দেখিতে পাইবে। ইহা নিশ্চয়, যে কোন কর্ম্ম তোমরা কর, ঈশ্বর তাহা দেখিতে পান।

যিনি ঈশ্বরেতে আত্ম সমর্পণ, ও যাহা শুভ তাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট পুরস্কৃত হইবেন; তাঁহার কোন ভয় থাকিবে না, তিনি কোন দুঃখ পাইবেন না।

কি পূর্ব্ব কি পশ্চিম, উভয়ই ঈশ্বরের অধিকার; অতএব তাঁহার উপাসনার জন্য যে দিকে ফিরিবে, সেই দিকেই তাঁহার মুখ দেখিতে পাইবে, কেন না তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ।

যাহা কিছু দ্যুলোকে, ও যাহা কিছু ভূলোকে অবস্থিতি করিতেছে, সকলই সেই ঈশ্বরের। সেই দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টি কর্ত্তা যে তিনি, তাঁহার দ্বারা সকলই অধিকৃত হইয়া রহিয়াছে; এবং তিনি যখন যে কোন কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শুদ্ধ বলেন ইহা হউক, আর তাহাই হয়।

একমাত্র সত্য সেই তোমার প্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে।

আমরা ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করিতেছি এবং নিশ্চয় আবার তাঁহাতেই গমন করিব।

তোমার যিনি ঈশ্বর, তিনি এক ঈশ্বর;

সেই করুণাময় পুরুষ ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই'।

দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টি মধ্যে, দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তনে, মনুষ্য জাতির উপকারী নানা দ্রব্যে পরিপূর্ণ—সমুদ্র বিহারী অর্ণবপোত মধ্যে ঈশ্বর যে বৃষ্টি-সলিল আকাশ হইতে প্রেরণ করিতেছেন এবং যদ্দ্বারা মৃতপ্রায় বসুন্ধরাকে জীবন দান ও গো মহিষাদি নানা জন্তুর দ্বারা পৃথিবীকে পূর্ণ করিতেছেন, সেই বৃষ্টি-সলিলের মধ্যে, বায়ুর পরিবর্ত্তনে, এবং দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে যে মেঘের কর্ম্ম করিতে হইতেছে, সেই মেঘের মধ্যে বুদ্ধিমান্ লোকেরা ইহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হয়েন।

যাঁহারা যথার্থ ভক্ত, ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রীতি আছে।

সৎকর্ম্ম কর, যে হেতু যাঁহারা সৎকর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে প্রীতি করেন।

এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলেন "হে প্রভু! এই লোকে আমাদিগকে সুখ সৌভাগ্য দেও;" কিন্তু পরলোকে তাঁহারা কিছুই পাইবেন না; আবার কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলেন "ইহ লোকেও আমাদিগকে সুখ সৌভাগ্য ও পর লোকেও আমাদিগকে সুখ সৌভাগ্য প্রেরণ কর" তাঁহারা, ইহ লোকে যে সুখ সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাহার কিয়দংশ পর লোকেও প্রাপ্ত হইবেন।

ঈশ্বরকে ভয় কর এবং ইহা নিশ্চয় জান যে তাঁহার নিকট উপনীত হইতে হইবে।

ঈশ্বর! সেই জীবন্ত স্বপ্রকাশ পুরুষ ভিন্ন আর অন্য ঈশ্বর নাই। তিনি না নিদ্রা না তন্দ্রা দ্বারা শুষ্ক হয়েন; দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহার। ঐ উভয় লোকের সম্বন্ধে যাহা অতীত হইয়াছে, তাহাও তিনি জানেন ও যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহাও তিনি জানেন। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন, তাহাই দ্যুলোক ও ভূলোক বাসীরা বুঝিতে পারিবে, তদ্ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারিবে না। তাঁহার সিংহাসন ভূলোকে ও দ্যুলোকে প্রসারিত রহিয়াছে, এবং এই উভয় লোককে রক্ষণ ও পালন করিবার নিমিত্ত তিনি কিছু মাত্র ভারগ্রস্ত হয়েন না। তিনি উচ্চ, তিনি শক্তিমান্।

হে ঈশ্বর! আমরা তোমার কৃপার ভিখারী; কেন না, তোমার নিকটেই আবার আমাদের গমন করিতে হইবে।

দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা কিছু আছে, ঈশ্বরের নিকটে কিছুই প্রচ্ছন্ন নাই। তিনি স্বীয় ইচ্ছানুরূপ তোমাকে মাতৃ গর্ব্ভে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সেই শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই।

তোমার হস্তেই মঙ্গল, কেন না তুমি সর্ব্বশক্তিমান্—তুমিই দিনের পর রাত্রিকে আনিতেছ।

নিশ্চয়, শ্রেষ্ঠতা ঈশ্বরের হস্তে রহিয়াছে, যাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছা তাহাকেই তিনি তাহা বিধান করিতেছেন।

যিনি পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়রূপে নির্ভর করেন, তিনি তো প্রকৃত পথ আপনা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা কিছু অবস্থিতি করিতেছে, সকলই সেই ঈশ্বরের; এবং সেই ঈশ্বরেতেই সকল পদার্থ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং দৃঢ়রূপে তাঁহার সহিত যুক্ত থাকেন, তাঁহারদিগকে পরমেশ্বর আপনার কৃপা ও প্রাচুর্য্যের দিকে লইয়া যাইবেন এবং তাঁহার নিকট গমন করিবার যথার্থ পথ তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করিবেন।

হে অকপট বিশ্বাসীগণ! মনের সহিত

তাঁহার সহিত নৈকট্য যোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা কর, যে তোমরা সুখী হইতে পারিবে। যে কেহ পাপ করিয়া অনুতাপ করে, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন, কারণ পরমেশ্বর যিনি, তিনি করুণাময় এবং ক্ষমা করিবার নিমিত্ত উন্মুখ রহিয়াছেন।

যাঁহারা ন্যায্য ব্যবহার করেন, পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে প্রীতি করেন।

আমাতে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই তুমি জান, কিন্তু তোমাতে কি আছে, আমি তাহা জানি না; কারণ তুমি রহস্য-বেত্তা।

সেই দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টি কর্ত্তা ঈশ্বর ভিন্ন আমি কি অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিব? অবিদিত বস্তু সকলের চাবি একমাত্র তাঁহার নিকটে আছে, তিনি ভিন্ন আর কেহই তাহা জানে না। যাহা কিছু শুষ্ক ভূমিতে, যাহা কিছু সমুদ্রে আছে, তাহা সকলি তিনি জানেন। এমন একটী পত্রও বৃক্ষ হইতে বিচ্যুত হয় না, যাহা তিনি জ্ঞাত নহেন, সেই সকল পদার্থের সৃষ্টি কর্ত্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য ঈশ্বর নাই, অতএব তাঁহাকেই সেবা কর, কারণ তিনি সকল পদার্থেই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন—দৃষ্টি তাঁহাকে বুঝিতে পারে না—তিনি দৃষ্টিকে বুঝিতে পারেন।

তোমার সেই প্রভুর বাক্য, সত্যেতে, ন্যায়েতে পরিপূর্ণ; এমন কেহই নাই যে তাঁহার বাক্যকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে।

নিশ্চয় আমার সকল প্রার্থনা, উপাসনা আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু ঈশ্বরেতে সমর্পিত রহিয়াছে; তাঁহার কোন সঙ্গী নাই।

নম্র-চিত্তে এবং গোপনে তোমার প্রভুকে ডাকিবে।

আমাদিগের প্রভু জ্ঞান দ্বারা সকলি বুঝিতে পারেন—ঈশ্বরেতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি।

তুমি যে আমাদের আশ্রয়, তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগের প্রতি কৃপাবান হও।

ঈশ্বরেতে বিশ্বাস স্থাপন কর, কারণ তিনিই সকল শুনিতেছেন ও জানিতেছেন।

সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

ভবদেবভট্ট প্রণীত।

চূড়াকরণ।

১৫। অনন্তর আচার্য্য কুমারের শিরোদেশ দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক জপ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো যমদগ্নিকশ্যপাগস্ত্যাদযো দেবতা চূড়াকরণে বিনিযোগঃ।

ওঁ ত্র্যায়ুষং যমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষমগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তত্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং।

'যমদগ্নেঃ' মহর্ষেঃ 'কশ্যপস্য' 'অগস্ত্যস্য' 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'যৎ' 'ত্র্যায়ুষং' ত্রীণি আয়ূংষি বাল্যযুবস্থবিরত্বানি 'তৎ' 'ত্র্যায়ুষং' হেতস্মক 'তে' 'অস্তু' ভবতু।

যমদগ্নি, কশ্যপ, অগস্ত্য এবং দেবতাদিগের যে তিন আয়ু অর্থাৎ বাল্য, যৌবন ও স্থবিরত্ব, সেই তিন আয়ু তোমার হউক।

১৬। পরে অগ্নির উত্তর দেশে কুমারকে লইয়া গিয়া পুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত নাপিত তাহার মস্তক মুণ্ডন করিবেক এবং সেই সমুদায় কেশ গোময়ের উপরে লইয়া অরণ্যে বাঁশ বৃক্ষে স্থাপন করিবেক

১৭। অনন্তর পূর্ব্ববদ্ব্যাস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সামিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করত প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম সাধারণ শাট্যায়ন হোম অবধি বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপ্তি পূর্ব্বক কর্ম্ম কারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেক এবং কৃসর, যব, ধান্য ও তিল শরাব নাপিতকে দান করিবেক

চূড়াকরণ সমাপ্ত।

উপনয়ন।

১। গর্ভাষ্টমে বা অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তব্য, তদসম্ভবে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের অধিকার থাকে, তাহার পর সাবিত্রী পতিত ব্রাহ্মণ উপনেতব্য নহে।

২। উপনয়ন দিবস প্রাতঃকালে পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া সমুদ্ভব নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপনানন্তর মানবককে প্রাতর্ভোজন করাইয়া অগ্নির উত্তর দিকে লইয়া গিয়া সশিখ মুণ্ডন, স্নান, কুণ্ডলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ও ক্ষৌমাদি বস্ত্রাবৃত করিয়া অগ্নির দক্ষিণে আনয়ন পূর্ব্বক প্রকৃত কর্ম্মের প্রারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করিয়া ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক।

৩। অনন্তর আচার্য্য পাঁচটী মন্ত্র দ্বারা পাঁচ বার আজ্যাহুতি হোম করিবেন, যথা

প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা

হে 'অগ্নে' 'ব্রতপতে' শাস্ত্রীয়নিয়মস্য পালক যদিদং 'ব্রতং' উপনয়নাখ্যং 'চরিষ্যামি' অনুষ্ঠাস্যামি 'তৎ' ব্রতং 'তে' তুভ্যং 'প্রব্রবীমি' কথয়ামি নিবেদয়ামীতি যাবৎ, যেন 'তৎ' ব্রতং অহং ত্বৎপ্রসাদাৎ চরিতুং সুখেন 'শকেয়ং' শক্নোমি। ব্রতকরণস্য ফলমাহ, 'তেন' উপনয়নব্রতেন করণভূতেন অহং 'ঋদ্ধ্যা' সমৃদ্ধিঃ অধ্যয়নলক্ষণাং প্রাপ্স্যামিতি শেষঃ। তথাহং 'অনৃতাৎ' অলীকবচনাৎ পৃথক্ ভূত্বা 'ইদং' ব্রতং 'সত্যং' সত্যবচনস্বরূপং 'সমুপৈমি' অয়মর্থঃ যোঽহং প্রাগুপনয়নাৎ যথেষ্টাচার আসং সোঽহমধুনা পরিত্যক্তানৃতবাদঃ সত্যভূতমিদং ব্রতং চরিষ্যামি।

হে ব্রতপতি অগ্নি! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

প্রজাপতির্ঋষির্ব্বায়ুর্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।

হে ব্রতপতি বায়ু! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব

প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়ন হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।

হে ব্রতপতি সূর্য্য! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা উপনয়ন-হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা

হে ব্রতপতি চন্দ্র! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

প্রজাপতির্ঋষিরিন্দ্রো দেবতা উপনয়ন-হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।

'ব্রতানাং' 'যজ্ঞানাং' ব্রতস্য নিয়মস্য পতিঃ ইন্দ্রঃ।

হে ব্রতপতি ইন্দ্র! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইব। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইব এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইব।

৪। এই প্রকারে আজ্যাহুতি হোম করিয়া আচার্য্য উত্তরাগ্র কুশের উপর পূর্ব্ব মুখ হইয়া দাঁড়াইবেন, এবং অগ্নি ও আচার্য্যের মধ্যস্থলে কৃতাঞ্জলি

মানবক উত্তরাগ্র কুশের উপর আচার্য্যাভিমুখ হইয়া দাঁড়াইবেন এবং মানবকের দক্ষিণে দণ্ডায়মান মন্ত্রবাচয়িতা ব্রাহ্মণ জল দ্বারা আচার্য্য ও মানবকের অঞ্জলি পূর্ণ করিবেন।

৫। অনন্তর গৃহীতোদকাঞ্জলি আচার্য্য গৃহীতোদকাঞ্জলি মানবককে দেখিয়া জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপছন্দোঽগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাদয়ো দেবতা উপনয়নে মানবকং প্রেক্ষমাণস্যাচার্য্যস্য জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আগন্ত্রা সমগন্মহি প্র সুমর্ত্ত্যং যুজোতন অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি সঞ্চরতাদয়ং।

অগ্ন্যাদয এব দেবতাঃ যূয়ং এনং উপনীয়মানং 'সুমর্ত্ত্যং' শোভনমনুষ্যং 'প্রযুজোতন' প্রকর্ষেণ মিশ্রযত অস্মাভিঃ সহেত্যেতৎ প্রার্থ্যতে, তথা প্রযুজোতন যথা অনেন ব্রহ্মচারিণা 'আগন্ত্রা' আগমনশীলেন বয়ং 'সমগন্মহি' সঙ্গচ্ছেমহি কিঞ্চ 'অরিষ্টাঃ' অবিঘ্নাঃ 'সঞ্চরেমহি' অনেন ব্রহ্মচারিণা সহ, তথাস্মাভিঃ সহ 'স্বস্তি' কল্যাণেন 'অয়ং ব্রহ্মচারী 'চরতাৎ'।

হে অগ্ন্যাদি দেবতা সকল! তোমরা এই শোভমান মনুষ্য ব্রহ্মচারিকে আমারদিগের সহিত সংযুক্ত কর, আমারাও এই আগমনশীল ব্রহ্মচারির সহিত সঙ্গত হই, এবং বিঘ্ন রহিত হইয়া ইহাঁর সহিত সঞ্চরণ করি, ইনিও কল্যাণের সহিত বিচরণ করুন।

৬। অনন্তর আচার্য্য মানবককে পাঠ করাইবেন।

প্রজাপতির্ঋষিরাচার্য্যো দেবতা উপনয়নে মানবকপাঠনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামুপ মা নয়স্ব।

হে গুরো! 'ব্রহ্মচর্য্যং' মৈথুননিবৃত্তিং অহং 'আগাং' গতবানস্মি যতোঽতঃ 'মা' মাং 'উপনয়স্ব'।

হে গুরো! যে হেতু আমি ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়াছি, অতএব আমাকে উপনীত কর।

৭। তাহার পর আচার্য্য তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্ম্মানবকো দেবতা উপনয়নে মানবকনামপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কোনামাসি।

কিংনামা ত্বমসি

তোমার নাম কি?

৮। অনন্তর মানবক আচার্য্য কর্ত্তৃক পূর্ব্বপরিকল্পিত দেবতাশ্রিত বা গোত্রাশ্রিত অথবা নক্ষত্রাশ্রিত নাম বলিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্ম্মানবকো দেবতা উপনয়নে মানবকনামকথনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অমুকদেবশর্ম্মা নামাস্মি।

অমুকনামাঽহমিত্যর্থঃ।

আমার নাম অমুক দেবশর্ম্মা।

৯। অনন্তর আচার্য্য ও মানবক উভয়ে গৃহীত জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবেন।

১০। পরে আচার্য্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মানবকের সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিবার নিমিত্তে জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিত্রশ্বিপূষণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মানবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দেবস্য তে সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্লামি অমুকদেবশর্ম্মন্।

হে 'অমুকদেবশর্ম্মন্' 'তে' তব 'হস্তং' 'সবিতুঃ দেবস্য' 'প্রসবে' অভ্যনুজ্ঞানে সতি 'অশ্বিনোঃ' দেববৈদ্যয়োঃ 'বাহুভ্যাং' 'পূষ্ণঃ' চ দেবস্য অহমাচার্য্যঃ পানিনা 'গৃহ্ণামি'।

হে অমুক দেবশর্ম্মা! সবিতৃ দেবের অনুজ্ঞাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের হস্ত দ্বারা এবং পূষার হস্ত দ্বারা আমি তোমার হস্ত গ্রহণ করি।

১১। তৎপরে আচার্য্য মানবকের হস্ত ধারণ করিয়া জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিরগ্ন্যাদয়ো দেবতা উপনয়নে গৃহীতমানবকহস্তাচার্য্যজপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিস্তে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ অর্য্যমা হস্তমগ্রহীৎ মিত্রস্ত্বমসি কর্ম্মণা অগ্নিরাচার্য্যস্তব।

হে ব্রহ্মচারিন্! যোঽয়ং 'তে' তব হস্তঃ ময়াগৃহীতঃ তং 'হস্তং' পূর্ব্বং 'অগ্নিঃ' 'সবিতা' 'অর্যমা' চ 'অগ্রহীৎ'। অতঃ 'কর্ম্মণা' গুরুশুশ্রূষাদিনা 'মিত্রঃ' প্রিয়হিতকারী মম 'ত্বমসি' 'অগ্নিঃ' চ ভগবান্ 'তব' গুরুঃ।

হে ব্রহ্মচারি! পূর্ব্বে অগ্নি, সবিতা ও অর্য্যমা

তোমার হস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্য গুরু শুশ্রূষাদি কর্ম্ম দ্বারা তুমি আমার মিত্র, অগ্নি তোমার গুরুঃ।

১২। পরে আচার্য্য মানবককে প্রদক্ষিণ ভ্রমণ করতঃ পূর্ব্ব মুখ করাইবেন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নে মানবকস্যাবর্ত্তনে বিনিযোগঃ।

ওঁ সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তস্বামুকদেবশর্ম্মন্।

হে অমুকদেবশর্ম্মন্! 'সূর্য্যস্য' 'আবৃতং' আবর্ত্তনং 'অন্বাবর্ত্তস্ব' যাবৎ ভানোরাবর্ত্তনং তাবত্তিষ্ঠ।

হে অমুক দেবশর্ম্মা! তুমি সূর্য্যের আবর্ত্তনের অনুবর্ত্তমান হও।

১৩। অনন্তর আচার্য্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মানবকের দক্ষিণ-স্কন্ধ অবধি নাভিদেশ পর্য্যন্ত অব্যবধানে স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্নাভ্যন্তকৌ দেবতে উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভিদেশস্পর্শনে বিনিযোগঃ।

ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিরসি মা বিস্রসোঽন্তক ইদন্তে পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মাণং।

হে নাভে! অস্য ব্রহ্মচারিণঃ ত্বং 'মা বিস্রসঃ' ন বিস্রংসিষ্যসি স্বস্থানাৎ বিচলিষ্যসি যতস্ত্বং 'প্রাণানাং' দেহধারণানাং 'গ্রন্থিঃ' প্রবন্ধঃ 'অসি' ভবসি। তথা হে 'অন্তক' যম 'ইদং' অস্য ব্রহ্মচারিণঃ শরীরং অমুঞ্চ ব্রহ্মচারিণং 'তে' তব 'পরিদদামি' অর্পয়ামি, ত্বয়িঅর্পিত এষ রোগজরামরণাদিকং ন প্রাপ্নুয়াদিতি।

হে নাভি! তুমি বিচলিত হইও না, যেহেতু তুমি প্রাণ সকলের গ্রন্থি। হে যম! এই ব্রহ্মচারি ও ইহার শরীর তোমাকে সমর্পণ করিতেছি*।

১৪। পরে আচার্য্য মানবকের নাভিদেশের ঊর্দ্ধভাগ স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যুপরিদেশস্পর্শনে বিনিযোগঃ।

ওঁ অহুর ইদন্তে পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মাণং।

আহুরো নাম বায়ুঃ তস্য মন্ত্রঃ হে 'অহুর' শেষং পূর্ব্ববৎ।

হে বায়ু বিশেষ! এই ব্রহ্মচারি ও ইহার শরীর তোমাকে সমর্পণ করিতেছি।

* তোমাকে সমর্পণ করিলে ইনি আর রোগ জরাদি প্রাপ্ত হইবেন না।

১৫। তৎপরে আচার্য্য মানবকের হৃদয় দেশ স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ কৃশানুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিহৃদয়স্পর্শনে বিনিযোগঃ।

ওঁ কৃশান ইদন্তে পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মাণং।

হে 'কৃশানো' অগ্নে শেষং পূর্ব্ববৎ।

হে অগ্নি! এই ব্রহ্মচারি ও ইহার শরীর তোমাকে সমর্পণ করিতেছি।

১৬। পরে আচার্য্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মানবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিদক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে বিনিযোগঃ।

ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বাং পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মন্।

হে 'অমুকদেবশর্ম্মন্' ব্রহ্মচারিন্! 'প্রজাপতয়ে' স্রষ্ট্রে 'ত্বা' ত্বাং 'পরিদদামি।

হে অমুক দেবশর্ম্মা ব্রহ্মচারি! তোমায় প্রজাপতিকে দান করিতেছি।

১৭। পরে বাম হস্ত দ্বারা বাম স্কন্ধ স্পর্শ করত জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিবামস্কন্ধস্পর্শনে বিনিযোগঃ।

ওঁ দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি অমুকদেবশর্ম্মন্।

'সবিত্রে' 'দেবায়' শেষং পূর্ব্ববৎ।

হে অমুক দেবশর্ম্মা ব্রহ্মচারি! তোমায় সবিতা দেবকে দান করিতেছি

১৮। অনন্তর আচার্য্য মানবককে সম্বোধন করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিসম্বোধনে বিনিযোগঃ

ওঁ ব্রহ্মচারি অমুকদেবশর্ম্মন্।

হে 'অমুকদেবশর্ম্মন্' 'ব্রহ্মচারি'।

হে অমুক দেবশর্ম্মা ব্রহ্মচারি!

১৯। পরে আচার্য্য সম্বোধিত মানবককে প্রেরণ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিব্র্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিপ্রৈষে বিনিযোগঃ।

ওঁ সমিধমাধেহি আপোশানং কর্ম্ম কুরু মা দিবা স্বাপ্সীঃ।

হে ব্রহ্মচারিন্! অগ্নৌ 'সমিধং' 'আধেহি' অগ্নিকার্য্যং কুরু প্রাগুক্তোক্তেনাৎ 'আপোশানং' মন্ত্রমর্জ্জং মা ভক্ষয় 'কর্ম্ম' গুরুশুশ্রূষণাদিকং 'কুরু' 'দিবা' 'মা স্বাপ্সীঃ' ন স্বপিহি।

হে ব্রহ্মচারি! অগ্নিতে সমিধ আধান করিবে, মন্ত্র বর্জ্জিত ভোজন করিবে না, ও গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্ম করিবে এবং দিবাতে নিদ্রিত হইবে না।

২০। ব্রহ্মচারি কহিবেন।

ওঁ বাঢ়ং।

২১। অনন্তর আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিকে গিয়া উত্তরাগ্রকুশের উপর পূর্ব্ব মুখ হইয়া উপবেশন করিবেন এবং মানবকও উত্তরাগ্র কুশের উপর দক্ষিণ জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া আচার্য্যাভিমুখে উপবেশন করিবেন।

২২। পরে আচার্য্য মানবককে তিনবার প্রদক্ষিণ করত ত্রিবৃত মুঞ্জমেখলা পরাইয়া দুইটী মন্ত্র অধ্যয়ন করাইবেন।

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মেখলা দেবতা উপনয়নে মেখলাপরিধাপনে বিনিযোগঃ।

ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাহরন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং।

'ইয়ং' প্রত্যক্ষা 'মেখলা' মৌঞ্জী 'নঃ' অস্মান্ 'আগাৎ' কিং কুর্ব্বাণা 'দুরুক্তাৎ' অসম্বদ্ধপ্রলাপাদিতো 'পরিবাধমানা' নিবারয়ন্তী 'বর্ণং' ব্রাহ্মণাদিকং পবিত্রমপি 'পুনতী' পাবয়ন্তী, পুনঃ কিং কুর্ব্বতী 'প্রাণাপানাভ্যাং' প্রাণস্যাপানস্য চ বায্বোঃ 'বলং' বীর্য্যং 'আহরন্তী' আনয়ন্তী তথা 'স্বসা' ভগিনীব 'দেবী' পূজ্যা 'সুভগা' সর্ব্বলোককাম্যা।

এই সুভগা মেখলা দেবী অসম্বদ্ধ প্রলাপাদি নিবারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদিবর্ণ এযকে পবিত্র করত এবং প্রাণাপানাদির বল বিধান করতঃ ভগিনীর ন্যায় আমারদিগের নিকট আগমন করুন।

ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতীব রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সমা সমন্তমভিপর্য্যেহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে মারিষাম।

হে 'ভদ্রে' শোভনে 'মেখলে' যা ত্বং ব্রহ্মচারিসম্বন্ধিনঃ 'ঋতস্য' সত্যস্য 'গোপ্ত্রী' পালয়িত্রী 'তপসঃ' ব্রহ্মচর্য্যস্য 'পরস্বী' সর্ব্বস্বভূতা 'ঘ্নতী রক্ষঃ' রক্ষাংসি বিনাশয়ন্তী 'অরাতীঃ' শত্রূন 'সহমানা' অভিভবন্তী এবম্ভূতা ত্বং 'মা' মাং 'সমন্তং' সমন্তাৎ 'অভিপর্য্যেহি' আভিমুখ্যেন সর্ব্বত আগচ্ছ বেষ্টয় ইত্যর্থঃ. যথা তে তব 'ধর্ত্তারঃ' বয়ং কেনচিৎ 'মারিষাম' মাহিংসীমহি।

হে শোভন মেখলা! তুমি সত্যের পালয়িত্রী, ব্রহ্মচর্য্যের সর্ব্বস্বভূতা, রাক্ষসের বিনাশ কারিণী, ও শত্রুদিগের পরাভব কারিণী, অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে আমাকে বেষ্টন কর, যেহেতু তোমা কর্ত্তৃক ধৃত হইলে আমরা আর হিংসিত হইব না।

২৩। অনন্তর আচার্য্য কৃষ্ণাজিন সহিত যজ্ঞোপবীত মানবককে পরিধান করাইবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রী ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীতদানে বিনিযোগঃ।

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনেহ্যাসি*।

তুমি যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবীত রূপ তোমা দ্বারা উপনীত করি।

প্রজাপতির্ঋষিঃ শর্করী ছন্দোঽজিনং দেবতা অজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ব্বরুণং বলীয়স্তেজোযশস্বি স্থবিরং সমৃদ্ধং। অনাহতস্য বসনং যবিষ্ণুং পরীতবাহজিনং দধেয়ং।*

২৪। পরে আচার্য্য মানবকের নিকটে যাইয়া বলিবেন।

ওঁ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং, মে ভবান্ অনুব্রবীতু।

ভোঃ ব্রহ্মচারি! আমার নিকট সাবিত্রী অধ্যয়ন কর, এবং আমার পশ্চাৎ তুমি তাহা উচ্চারণ কর।

২৫। পরে মানবক অবহিত হইলে আচার্য্য প্রথমত পাদপাদ, পরে অর্দ্ধ অর্দ্ধ, তৎপরে সমুদায় সাবিত্রী অধ্যয়ন করাইবেন। যথা

বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং। ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিযোযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

'তৎ' ভগবতঃ 'সবিতুঃ' 'দেবস্য' দানাদিগুণযুক্তস্য 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'ভর্গঃ' ভজনীয়ং সবিত্রাপি সেব্যং 'ধীমহি' চিন্তয়েম। কিন্তু তঃ সবিতা 'যঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' বুদ্ধীঃ 'প্রচদয়াৎ' প্রবর্ত্তয়েৎ।

সেই সবিতা দেবের বরণীয় দীপ্তি আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তিকে প্রবৃত্ত করিতেছেন।

২৬। অনন্তর আচার্য্য মানবককে ব্যাহৃতি ত্রয় পৃথক পৃথক করিয়া ওঁকার পূর্ব্বক অধ্যয়ন করাইবেন।

* গুণবিষ্ণু এই দুইটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, অতএব বোধ হয় এই মন্ত্রদ্বয় পরে সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে, এবং শেষ মন্ত্রটীর পাঠ সকল পুস্তকেই অশুদ্ধ ও অসঙ্গত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূঃ।

প্রজাপতিঋর্ষিরুষ্ণিকছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভুবঃ

প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ স্বঃ

২৭। অনন্তর আচার্য্য মানবক পরিমাণ বিল্ল দণ্ড বা পলাশ দণ্ড মানবককে দিয়া তাহাকে পাঠ করাইবেন।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ পংক্তিচ্ছন্দো দণ্ডোগ্নী-দেবতে উপনয়নে মানবকদণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সুশ্রব সুশ্রবসং মা কুরু যথা ত্বমগ্নে সুশ্রব সুশ্রবা দেবেষেবমহং সুশ্রব সুশ্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসং।

হে 'সুশ্রব' শোভন কীর্ত্তে দণ্ড! যথা ত্বং বেদধারণানুষ্ঠানাদিনা লোকে প্রখ্যাতঃ এবং 'মা' মামপি 'সুশ্রবসং' 'কুরু', হে 'সুশ্রব অগ্নে' যথা ত্বং 'দেবেষু' মধ্যে 'সুশ্রবা' হে 'সুশ্রব' এবং 'অহং' 'ব্রাহ্মণেষু' মনুষ্যেষু 'সুশ্রব'

হে শোভন কীর্ত্তি দণ্ড! তুমি যেমন লোকে প্রখ্যাত, সেই রূপ আমাকে প্রখ্যাত কর। হে বিখ্যাত অগ্নি! তুমি যেমন দেবতাদিগের মধ্যে খ্যাত, সেই রূপ আমি ব্রাহ্মণের মধ্যে বিখ্যাত হই।

২৮। অনন্তর গৃহীত দণ্ড ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন। প্রথম মাতার নিকটে

ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলে বলিবেন।

ওঁ স্বস্তি।

২৯। পরে মাতৃবন্ধু স্ত্রীগণের নিকট, তাহার পর পিতার নিকট, তাহার পর অন্যের নিকট ভিক্ষা করিবেন। পুরুষের নিকট ভিক্ষায় এই মাত্র প্রভেদ যে

ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।

৩০। এই রূপ ভিক্ষা করিয়া সমুদায় লব্ধ দ্রব্য আচার্য্যকে প্রদান করিবেক।

৩১। পরে আচার্য্য পূর্ব্ববৎ ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করত প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম সাধারণ শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবেক এবং কর্ম্ম কারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেক। ব্রহ্মচারী ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাগ্যত হইয়া অবস্থান করিবেক।

৩২। অনন্তর সন্ধ্যা কালে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কুশণ্ডিকার বিধানানুসারে সমুদ্ভব নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক দক্ষিণ জানু ভূমিতে স্পর্শ করত উপবেশন করিয়া উদকাঞ্জলি সেক ও অগ্নি পর্য্যুক্ষণ পূর্ব্বক ঘৃতাক্ত সমিধত্রয় গ্রহণ করত হোম করিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষিরগ্নির্দেবতা অগ্নৌ সমিদাধানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস্যেবমায়ুষা মেধয়া প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন ধনেনান্নাদ্যেন সমেধিসীয় স্বাহা।

অহং 'অগ্নয়ে' 'সমিধমহার্ষং' আহৃতবান্ কিন্তু তাহ 'বৃহতে' 'জাতবেদসে' জাতজ্ঞানায়, হে 'অগ্নে' 'যথা ত্বং' অনয়া 'সমিধা' 'সমিধ্যসি' দীপ্যসে 'এবং' অনেন প্রকারেণ অহং আয়ুরাদিনা 'সমিধ্যসীয়' বৃদ্ধিমাপ্নুয়াং।

আমি বৃহৎ ও জ্ঞানবান্ অগ্নিতে হোম করিলাম। হে অগ্নি! তুমি যেমন সমিধ দ্বারা প্রদীপ্ত হও, সেই রূপ আমি আয়ু, বুদ্ধি, তেজ, পুত্রপৌত্রাদি, গবাদি পশু, ব্রাহ্মতেজ, ধন, ও অন্নাদি দ্বারা সম্পন্ন হই।

৩৩। অনন্তর কর্ম্ম শেষ উপলক্ষে পুনর্ব্বার অগ্নিপর্য্যুক্ষণ ও উদকাঞ্জলি সেক করিয়া অগ্নিকে অভিবাদন করিবেক।

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ অভিবাদয়ে।

অমুক গোত্র অমুক দেবশর্ম্মা আমি তোমাকে প্রণাম করি।

৩৪। পরে "কদস্য" বলিয়া অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিয়া সন্ধ্যা অতীত হইলে ভিক্ষা লব্ধ, ক্ষার লবণ বর্জ্জিত, সঘৃত অন্ন জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া

ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা।

অমৃত রূপ জল, তুমি আস্তরণ হও।

ইহা বলিয়া মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের ত্রিপর্ব্ব দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া

ওঁ প্রাণায় স্বাহা ওঁ অপানায় স্বাহা ওঁ সমানায় স্বাহা ওঁ উদানায় স্বাহা ওঁ ব্যানায় স্বাহা।

এই রূপে পঞ্চাহুতি অভ্যবহার করিয়া ভোজন পাত্র বাম হস্তে ধারণ করত বাগ্যত হইয়া ভোজন করিবেক। এবং ভোজনাবসানে

ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা।

অমৃত রূপ জল, তুমি আচ্ছাদন হও

পূর্ব্বোক্ত রূপ অগ্নিকার্য্য সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রতি দিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে করিবেক কিন্তু ভোজন এই রূপ যাবজ্জীবন করিবেক।

উপনয়ন সমাপ্ত